August, 1922. Reg. No. C.

৩০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ভাদ্র, ১৩২৯—সেপ্টেম্বর, ১৯২২।

সূচী

১।	বর্ষ প্রবেশ	
২।	স্বরাজ-সঙ্গীত	গান—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা
৩।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত
৪।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী
৫।	মিনতি (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা দেবী
৬।	বাস-ওয়ালী (গল্প)	শ্রীমতী সরসীবালা বসু
৭।	নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী
৮।	হ্যারিয়েট্ বীচার্ ষ্টো	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৯।	প্রেমিক (গল্প)	শ্রীযুক্ত—
১০।	মেঘদূত (কবিতা)	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী
১১।	ইতিহাসে রমণী	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি টি
১২।	সোণার হার (উপন্যাস) ...	শ্রীযুক্ত—
১৩।	শিমলা-শৈলে	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সে
১৪।	সমালোচনা	
১৫।	সংবাদ	

সম্পাদকশ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ চারিআনা মাত্র।

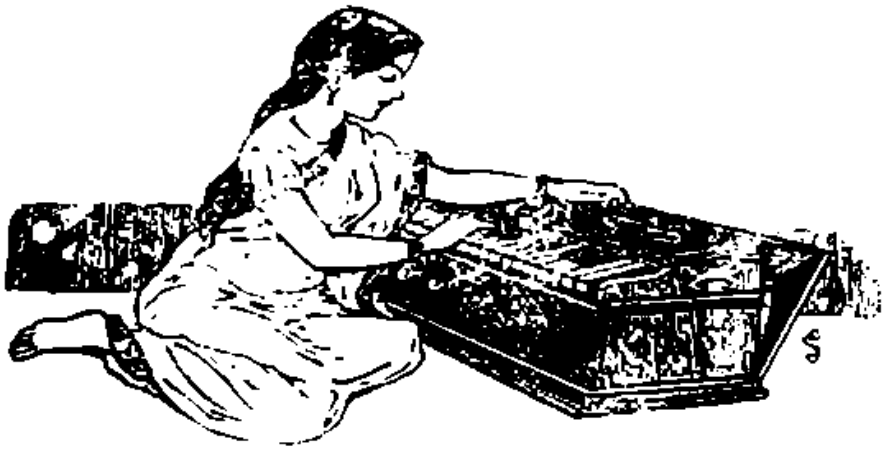

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়ার্কিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিস এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিস্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	৩'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়ার্কিন ফ্লুট": : : : :

তিন অক্টেভ,	৩'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	৪'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	৬'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্,

৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

গ্রামোলা" | "ডোয়ার্কিন ফ্লুট"

[illegible] কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

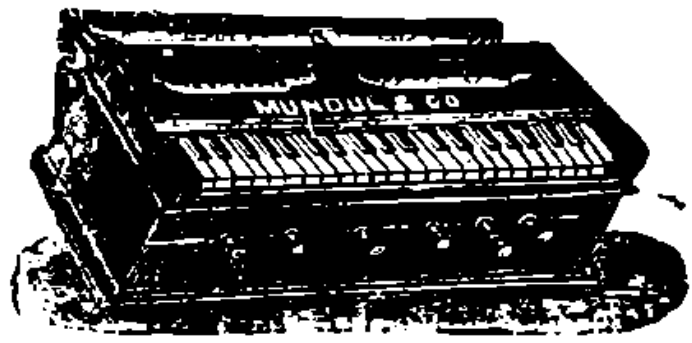

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং সং বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও প্যাকিং সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত—৫২ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৷৷০, রিড্ল্যাণ্ড ড্রামহেড ও অলপেট ১৷৷০, চ্যাপ্টামাথা, নারিকেলী, কাফ্রিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল ৫৲, রিলায়েবল, আলজিয়ার্স, লিনরমেণ্ডস্, আর্লি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷৷০, ফুলকপি ফেবারিট ১৲, ওলকপি শাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও ব্রোকলি, সাদা, কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ।০, বাধাছালাদ টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬/ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, থ্রোকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, শাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুঁটী ও ফ্রেঞ্চবীন ৵০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আদত টীন বাক্স :—১০ রকম ৩৷৷০, ১৫ রকম ৪৷৷০, ২৫ রকম ৫৷৷০, পাটনাই ফুলকপি ৷৷০, পেঁয়াজ ।০, কাঁথির মূলা ৵০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ৶০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেঁপে ১৲, বেড় হাতি লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ।০, (সের ৫৲)। এই সময়ে বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচসহ ১৷৷০। মনোহর বরষুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ।০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচসহ ৷৷০, তামাক বীজ ৵০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ **ফল, ফুলের চারা ও কলম** সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স :—**বেঙ্গল নার্শারী**

১২৪, মাণিকতলা মেন রোড পোঃ শিমলা, কলিকাতা

বিজ্ঞাপনের হার।

১।	অর্দ্ধ কলম বা সিকি পৃষ্ঠা।	মাসিক	২৲
২।	এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা।	”	৩৷৷০
৩।	বিজ্ঞাপন এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা। ”	৩৲
	ঐ	পূর্ণ পৃষ্ঠা ”	৫৲
৪।	মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এবং মূল পুস্তকের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা	”	৭৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL.

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, ফরিদপুর

বা. বো. বিজ্ঞাপন।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০; তিন শিশির মূল্য ২॥০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১॥০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

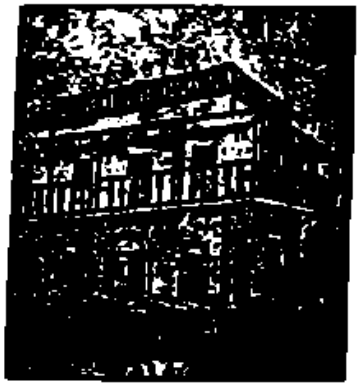

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশ পূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"।

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮। রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 709. September, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ।	ভাদ্র, ১৩২৯। সেপ্টেম্বর, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭০৯ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

বর্ষ-প্রবেশ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে মহিমময় পুরুষ স্বীয় শক্তিকে নানাভাবে প্রকট করিয়া পরস্পর আপাত-বিরোধময় অস্তিত্বরাশির সামঞ্জস্য-সাধনে প্রত্যেকেরই সত্তা আপনার মহতী সত্তার মধ্যে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছা-মাত্র কোটি কোটি সৃষ্টির নিয়ত নির্ম্মল ধারা মহাকাল-ক্রোড়ে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় ভৈরবী লীলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিলীন হইতেছে, বামাহিত-ব্রত-ধারিণী বামাবোধিনী আজ তাঁহার সার্থ-নিরর্থ জীবনের উনষষ্টিতম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্টিতম বর্ষে প্রবেশ-কালে স্বকীয় জীবনে সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-প্রভুর অপার করুণা উপ-লব্ধি করিয়া তাঁহারই মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছে। তিনি ইহার জীবনকে তাঁহারই অভিপ্রেত পথে পরিচালিত করুন। নবজীবনের প্রভাত-বেলায় শুভ্র আলোকের দীপ্তি লইয়া ইহা যে ক্রীড়া করিয়াছিল, যৌবনে মার্ত্তণ্ড-দহনে ক্লিষ্ট-কান্তি হইয়াও যে দারুণ জীবন-সংগ্রামে জয়-লাভ করিয়াছিল, প্রৌঢ়ত্বের দ্বিপ্রহর অপরাহ্নে যে স্বস্তিনিশ্বাসের নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং বার্দ্ধক্যের শ্যাম তিমিরে ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা লইয়া এখনও যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আজ একে একে স্মৃতির সূত্রে গ্রথিত হইয়া ইহার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিধাতার যশো-মহিমাই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আজ এই বর্ষ-প্রবেশক্ষণে ইহা ইহার পরলোকগত ও ইহধামস্থ লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, অনুগ্রাহক অনুগ্রাহিকা ও পরিচারক প্রভৃতি সকলের অকৃত্রিম যত্ন ও সহানুভূতির জন্য সকলকে স্মরণপূর্ব্বক সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ও সকলের মস্তকে ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া নববর্ষে প্রবেশ করিতেছে। ওঁ স্বস্তি।

স্বরাজ-সিদ্ধি।

[রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী]

জাগিয়া আলোক জাগাল পুলক, আপনি আপনায়!
ছড়ান হৃদয় এই জড় হয়, বিশুদ্ধ চেতনায়।
আবিলতাহীন বৃত্তিরাশি, পীড়িত জীবনে উঠিছে হাসি;
মলিন আকাশ শুভ্র প্রকাশ, দীপ্ত দীপ্তি তায়!
অসাড় অবশে প্রাণ-কম্পন, জীবনে জীবনী-উদ্বোধন,
চিত্তে অনুভব চেতনা-গরব, অপরূপ মহিমায়—
চিত্তশুদ্ধি—স্বরূপ-সিদ্ধি—স্বরাজ-সিদ্ধি তা'য়॥

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

বসন্ত—জলদ্ একতালা।

আস্থায়ী।

II{ নর্সা সর্না সর্া। ঋর্না ধা -নধা I মধনা নধা ধা। নর্সা নধা -া।
জা০ গি০ য়া জা০ গো ০ক্ জা০০ গা০ ল পু০ প০ ক্

। মা মধনা নধা। না -র্সা র্সা I ঋর্া -না -ধা। -া -মা -ধা।
আ প০০ নি০ আ ০ প না ০ ০ ০ ন

। না নর্সা ঋর্া। নর্সা নধা -া I মা ধমা -ধনা। র্সা নর্সা -া।
ছ ড়া০ ন ছ দ০ ন ও ই০ ০ন ড় ই০ ন

। মগা মা -মগা। গধা ঋা -সা I না -সা -না। -সা -না -সা}II
বি০ ত দ্ধ চে০ ত ০ না ০ ০ ০ ০ ন

অন্তরা।

II{ মা ধা নধা। নর্সা নর্স -া I ঋর্া -র্সা র্সা। ঋর্সা -নর্সা -নর্সা।
আ বি প০ তা০ হী০ ন র ঞ্জ ন ০ ০

০ ১ ২ ৩
। না ঋা নর্সা। র্সা না ধা I মা ধা মধনা। ঋা -নর্সা -া।
নী ড়ি ৩০ জী ব নে উ ঠি ছে০০ ছা ০সি ০

০ ১ ২ ৩
। র্সা নর্সা র্সা। র্মা গা -মা I গা -ঋা গা। মর্গা ঋা -র্সা।
ম লি০ ন আ কা শ্ ত ০ ভ প্র কা শ্

০ ১ ২ ৩
। র্সা -না ধা। না -ধা ধা I মধা -না -র্সা। -র্সনা -ধমা -ধা}II
জী প্ ত জী প্ তি ভা০ ০ ০ ০০ ০০ র

সকারী।

০ ১ ২ ৩
II{সা নসা মা। মগা মগা মা I মা -গা মা। ক্ষগা গা -া।
অ সা০ ড় অ০ বং শে প্রা ০ ণ কম্ প ন্

০ ১ ২ ৩
। মগা গমা মা। ধা না নধা I ধা -মা ধনা। ধা -ক্ষা -মা}।
জী০ বং নে জী ব নী০ উ ন্ বো০ ধ ০ ন্

০ ১ ২ ৩
।{গা মা ক্ষা। গমা গা মা I গা -ক্ষা গক্ষা। ন্ সা -া।
জী ব নে জী০ ব নী উ ন্ বো০ ধ ০ ন্

০ ১ ২ ৩
। না সা ঋা। নধ্া ধ্া না I ম্া -ধ্া ধ্া। ন্া -সা -া}।
জী ব নে জী০ ব নী উ ন্ বো ধ ০ ন্

আভোস।

০ ১ ২ ৩
।{মা মা ধা। না ধা ধা I মা ধা নধা। নর্সা ঋর্সা নর্সা।
চি ত্তে অ ন্ত ভ ব চে ত নাং গ০ র্ত০ র০

০ ১ ২ ৩
। না নর্সা না। ধা মধা নধা I না -র্সা -ঋর্সা। -না -র্সা -া}।
অ প০ র্ত প ম০ ছি০ মা ০ ০০ ০ ০ র্ত

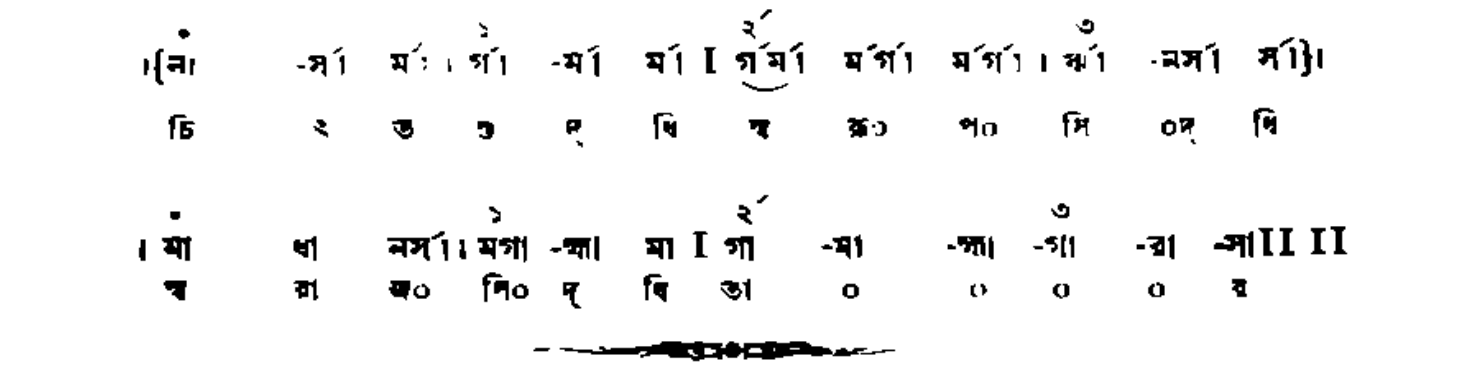

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের উপদেশাবলি শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে আবার এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইল যে, ভগবান কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানই উপার্জ্জন করিতে বলিলেন, অথচ আবার কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতেও বলিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "ভগবন্! এই আপনি কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিলেন, আবার কর্ম্মযোগেরও উপদেশ দিতেছেন। দুইটীর মধ্যে যেটী শ্রেয়স্কর সেই একটীই আমাকে সুনিশ্চিত করিয়া বলুন।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন! সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এ উভয়ই মানুষের মঙ্গলকর, কিন্তু কর্ম্মপরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করাই ভাল,—প্রশংসনীয়। কারণ, যিনি অনুকূল বোধে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অথবা প্রতিকূল-জ্ঞানে তৎপ্রতি দ্বেষও করেন না এবং সকল বিষয়েই দ্বন্দ্বাতীত ভাবে প্রাপ্ত হন, তিনি সুখেতেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

এই অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট আপাততঃ দুইটী বিপরীত মতের সামঞ্জস্য করিয়া দিতেছেন। সাংখ্য-পণ্ডিতগণ কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিতে বলেন এবং মীমাংসকেরা কর্ম্ম করিতে বলেন, এই দুই বিপরীত মত। ভগবান্ দেখাইতেছেন যে এ দুইটী বাস্তবিক পক্ষে বিপরীত মত নহে; ফলতঃ দুইটী মতই এক; অর্থাৎ এই দুই মতানুসারে কার্য্য করিলেও মানুষ এক মুক্তিই প্রাপ্ত হয়। ইহারা একই স্থানে পঁহুছিবার দুইটী পৃথক্ পৃথক্ পথ মাত্র। সংখ্যমতাবলম্বিগণ যে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলেন, তাহার অর্থ কর্ম্ম-ত্যাগ নহে, কর্ম্মের আসক্তি-ত্যাগ। আর মীমাংসকেরাও যে কর্ম্ম করিতে বলেন, তাহাও নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠানমাত্র। দুই সাধক এই দুই প্রণালীতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে কার্য্য করিলে, উভয়েই সমক্রমে এক মুক্তি-নিকেতনেই উপস্থিত হন। সংসার-বন্ধনের মূল কারণই কর্ম্মাসক্তি। তাহা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইলে আর বন্ধন হয় না, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ হয় না, মুক্তিলাভ হয়। উক্ত উভয় মতেরই এই এক ফল।

সাংখ্য আর কর্ম্মযোগ, এ-দুইটিকে ইংরাজী

পৃথক্ বলেন, তাঁহারা বালকবৎ অজ্ঞ, পণ্ডিত নহেন। কারণ, ইহাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে অবলম্বন করিলে উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্য-যোগ বা জ্ঞান-পথ অবলম্বনে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, ক্রিয়া যোগের আশ্রয় করিলেও সেইখানেই পঁহুছিতে পারা যায়। সুতরাং, যিনি সাংখ্য ও যোগকে একই দেখেন, তিনিই প্রকৃত বস্তু দেখেন। তবে জ্ঞান-পথ অতিকঠিন। ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান না করিয়া এই পথে সিদ্ধিলাভ করা দুষ্কর (অর্থাৎ অসম্ভব), কিন্তু ক্রিয়াযোগযুক্ত হইলে সাধক অল্প-সময়-মধ্যেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। এই যোগ-যুক্ত সাধক বিশুদ্ধচিত্ত, আত্মবশ ও জিতেন্দ্রিয় হন এবং ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব দর্শন করিয়া কার্য্য করিয়াও সেই কার্য্যে লিপ্ত হন না। তিনি দিবাচক্ষে দেখেন যে দর্শন, শ্রবণ, রসাস্বাদন, স্পর্শসুখানুভব, গমন ও বাক্য-কথন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়মেই এরূপ আবদ্ধ যে, তাহাতেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে মাত্র। তিনি নিজে জলমধ্যস্থ পদ্ম-পত্রের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত নহেন, সুতরাং পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি আসক্তিশূন্য ও ফলে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু সকাম ব্যক্তি কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সম্বন্ধ কর্ত্তন করিতে না পারায় তাহাতে আবদ্ধ হ'ন্ ও বার বার জন্ম-মরণেরই অধীন থাকেন। উক্ত সাধক স্পষ্ট দেখেন্ যে, ভগবান্ কাহারই কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন্ না, সুতরাং পাপেও লিপ্ত হন্ না। সাধারণে এ রহস্য না জানিয়া সদা অজ্ঞানে আবৃত হইয়া মুগ্ধ হইতেছে এবং নানাক্লেশভাগী হইতেছে। যাঁহাদের সৌভাগ্য-ক্রমে জ্ঞানদ্বারা এই অজ্ঞান নাশিত হয়, তাঁহা-দের সেই সর্ব্ব-রহস্য-বিষয়ক জ্ঞান—প্রখর সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া বস্তুজাতকে প্রকাশ করে সেইরূপ—পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। তখন জানিতে পারা যায় যে, যাঁহাদের পরমাত্মায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়, তাঁহাতেই সদা চিত্ত নিমগ্ন, তাঁহাতেই স্থিতি, সেই পরমাত্মাই যাঁহাদের শেষ গতি এবং যাঁহাদের জ্ঞান-কর্ত্তৃক পাপক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারাই নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন। ঔদ্ধদশায় তাঁহারা সমদর্শী হন অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-দর্শন করেন এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সংসারে জয়-লাভ করেন। তাঁহারা প্রিয়প্রাপ্ত হইয়া উল্লসিত হন না এবং অপ্রিয় উপস্থিত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না। তখন তাঁহারা স্থিরবুদ্ধি ও মোহশূন্য হন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সদা ব্রহ্মতেই স্থিতি করিতে থাকেন অর্থাৎ সদাই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। এই অবস্থা জ্ঞানযোগ-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানেও লব্ধ হয়। সুতরাং ভগবান্ অর্জ্জুনকে উত্তমরূপে বুঝাইলেন যে, এ দুইই এক, পৃথক্ নহে।

ভগবান্ আরও বলিলেন, "দেখ অর্জ্জুন্, ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান দ্বারা সাধক ব্রহ্মে যুক্তাত্মা হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ও অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন, বিষয়-ভোগে সে সুখ কখনই পান না। কারণ, বিষয়-ভোগ সুখ-দুঃখের আলয় ও তাহার মূল উৎসস্বরূপ এবং আদি-অন্ত-বিশিষ্ট। জ্ঞানিগণ এ সুখে অনুরক্ত হন না। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীর ধারণাবস্থায় মান-

ক্রোধ ইত্যাদির বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মে যুক্ত এবং সুখী হন। যাঁহার সুখ বাহ্য-বিষয়-সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অন্তরে ব্রহ্ম-দর্শন জন্য যিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্মভূত হইয়া অন্তে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, অথবা দ্বৈতভাব বিগত হইয়া এবং পাপশূন্য হইয়া সদা সর্ব্বভূত-হিতে রত থাকিয়া ইহ-লোকেই নির্ব্বাণ পান।"

তাহার পর ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইখানে কিরূপে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া এই ব্রহ্মভাব পাইতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছেন। তিনি বলিলেন যে, বাহ্য বিষয়-সকল বাহিরেই রাখিয়া অর্থাৎ চিত্ত প্রত্যাহৃত করিয়া, দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থির রাখিয়া এবং নাসা-প্রবাহিত প্রাণাপান-বায়ু সাম্যাবস্থায় রাখিয়া অর্থাৎ বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মন-বুদ্ধির সংযমপূর্ব্বক মোক্ষপরায়ণ হইয়া ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-শূন্য হইয়া যিনি স্থিতি-লাভ করিতে পারেন, তিনিই সদা মুক্ত থাকেন। সে অবস্থায় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন যে ভগবান্‌ই সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সকলের নিয়ন্তা মহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের মঙ্গলময় সুহৃদ্। ইহা অনুভব করিয়াই তিনি পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ রূপ নির্ব্বাণ-মুক্তি-প্রাপক উপায় বলিয়া দিলেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ দিলেন। এ অধ্যায়েও জ্ঞানেরই প্রাধান্য উপদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাও বলিলেন যে ক্রিয়া-যোগ ভিন্ন জ্ঞানে সিদ্ধি হওয়া বড় কঠিন ও দুঃখকর।

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

(বৈশাখ-সংখ্যার পর)

নবেম্বর মাস সমাগত হইলে মন্দির রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন ধন ও মহার্ঘ দ্রব্যাদি মন্দিরের নিম্নস্থ গৃহে বন্ধ করিয়া সকলেই পাণ্ডুকেশ্বর ও যোশীমঠে অবতরণ করে। নবেম্বর হইতে মে-মাসের শেষ পর্য্যন্ত মন্দিরটী বরফে আচ্ছন্ন থাকে। একবার কতিপয় গাড়োয়ালী তস্করেরা শীতকালে বদ্রিনাথে গিয়া এক মন পাঁচ সের ওজনের স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি অপহরণ করে কিন্তু ধৃত হইয়া গাড়োয়াল-গবর্ণমেণ্টের নিকট শাস্তি প্রাপ্ত হয়। রাজারা সময়ে সময়ে মন্দিরের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন; তজ্জন্য কিন্তু তাঁহারা স্বীয় গ্রামাদি বন্ধক রাখেন। পরে তাঁহারা সেই গ্রাম-সকল পুনরায় প্রতিগ্রহ করেন না। যখন গাড়োয়ালের সহিত ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ হয়, তখন গাড়োয়ালের রাজা পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা উৎকোচরূপে কর্জ্জ করেন। সেই সময় হইতে এবং অন্যান্য বৃত্তি হইতে ২২৬ খানি গ্রাম মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নিয়োজিত আছে। উক্ত গ্রামগুলি কমাউন এবং গাড়ো-

স্থানে অবস্থিত। গ্রামগুলি হইতে মন্দিরের বার্ষিক আয় দুই সহস্র মুদ্রা হইয়া থাকে।

মন্দিরের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ প্রায়ই মন্দিরকে কর্জ্জ লইতে হয়। যাত্রীদিগকে পূজার জন্য মন্দিরে ভোগ ও রাওয়ালকে নজর দিতে হয়। নজর অর্থে দক্ষিণা। যাত্রিমাত্রেই এখানে স্নান করেন, কেবল পিতৃহীন বালক বা বিধবাগণকে মস্তক-মুণ্ডন করিতে হয়। এখানকার পূজারিগণ মালাবারের নম্বুরি ব্রাহ্মণ। পূজারিগণের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি রাওয়াল্ নামে খ্যাত। যোশীমঠে রাওয়ালের একজন করিয়া চেলা থাকে। রাওয়ালের মৃত্যু বা রোগ হইলে তিনিই রাওয়ালের পদ প্রাপ্ত হন। পুরাকালে পূজারিগণকে অকৃতদার থাকিতে হইত। এখনও পূজারিগণ বলে যে, তাহাদিগের সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ নাই। মন্দিরের ভৃত্য-গণের সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এখানে একটি হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। সদাব্রতের খরচ হইতে উক্ত চিকিৎসালয়ের ব্যয় চলিয়া থাকে। যতদিন যাত্রিগণ বদ্রিনাথে আসে, ততদিন চিকিৎসালয় উন্মুক্ত থাকে। সাধারণতঃ, এখানে রোগী ও বৈরাগিগণই তীর্থযাত্রিরূপে সমাগত হয়। তাহারা যে-সকল পূজা চড়ায়, তাহার বাৎসরিক মূল্য পাঁচ সহস্র টাকা। কুম্ভ বা অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় যাত্রি-সংখ্যা অধিক হয়। সুতরাং আয়ও তখন অধিক হইয়া থাকে। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভ ও ষষ্ঠবৎসরে অর্দ্ধ বা আধকুম্ভ হইয়া থাকে। মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় দ্বাদশ মাইল পর্য্যন্ত দুইটী তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতের চূড়া আছে; তাহা চৌখম্বা বা বদরিনাথ নামে খ্যাত। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় মাইল দূরে যে চূড়া দেখা যায়, তাহাকে নীলকণ্ঠ বলে। সতোপন্থ হ্রদ ও তুষার ক্ষেত্রের রাস্তায় বসুধারা নামে একটি জলপ্রপাত আছে। কিম্বদন্তী আছে যে পাপিষ্ঠব্যক্তি এই প্রপাত দর্শন করিলে এখানকার জলস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ভুটি-য়ারা বলে যে, যখন ইংরাজ-সৈন্য কমাউন আক্রমণ করেন, তখন তথাকার রাজা বদরি-নাথের পূজা করিয়া বসুধারায় আগমন করি-লেই জলপ্রপাতের স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। রাজা বুঝলেন যে তাঁহার রাজত্বও শেষ হইয়াছে। সতোপন্থ-তুষারক্ষেত্রের সন্নিকটে যে হ্রদ আছে, তাহার তিন কোণের তিনটী নাম আছে। ভুটিয়াগণের বিশ্বাস যে সেখানে একটী গঙ্গা অবস্থিত। সুতরাং তথায় মৃত-ব্যক্তির ভস্মাবশেষে নিক্ষিপ্ত হয়। লোক-দিগের বিশ্বাস এইরূপ যে, হ্রদের জল এত গভীর যে কোন পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে সাহস করে না।

মহাভারতে লেখা আছে যে কৃষ্ণ উপমন্যুর তপোবনে গমন করেন। সেখানে অহি নকুলের সহিত, এবং ব্যাঘ্র হরিণের সহিত ক্রীড়া করে। পাণ্ডবদিগের অরণ্যবাসের সময় কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অর্জ্জুনের সহিত বদরিতে অনেক দিন বাস করেন্। অর্জ্জুন নর এবং কৃষ্ণ নারায়ণরূপে ধর্ম্মরূপী রথে আরো-হণ করিয়া গন্ধমাদন-পর্ব্বতে তপস্যা করেন। সেখানে নারদ-মুনি আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত দেখা করেন। চক্রবর্ত্তী রাজা দম্ভো-দ্ভব অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া গন্ধমাদনে গমন

করিয়া ঋষিগণকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে, নারদ এক মুষ্টি তৃণ বাতাসে নিক্ষেপ করেন। সেই তৃণ দম্ভোদ্ভবের সেনাগণের মুখে নাকে ও চক্ষে প্রবেশ করে এবং তাহাতে তাহারা ব্যাকুল হইয়া নারদের পদে পতিত হয় এবং সন্ধিস্থাপন করে। উক্ত তৃণ ঝড়-বৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বদরি সিদ্ধাশ্রম নামেও খ্যাত। এখানে বিষ্ণু বামন-অবতারে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে বামনাবতারের প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে :—যথা "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদমিতি।" এই মন্ত্রের অর্থে যাস্ক, শাকপূণি ও ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার ঋষিগণ বেদে বামনাবতার প্রমাণ করিয়াছেন এবং মাধবাচার্য্যও তাহা ঐ বামনাবতার-প্রস্তাব ঋগ্বেদীয় তৈত্তিরীয়-শাখায় দেখাইয়াছেন। বদরিতেই বরুরুচি মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাণিনি-ব্যাকরণ লিখিবার সামগ্রী প্রাপ্ত হন। মৃত্যু সন্নিকট হইলে বরুরুচি বদরিতে গমন করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক পুষ্পদন্ত-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পদন্তের ভ্রাতা গুণাঢ্যও ভ্রাতার দেখা-দেখি বদরিতে আসিয়া মহাদেবের পূজা করেন। এইখানে কৌসম্বির রাজা সহস্রানিক শেষজীবনে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে রত হন। বৈদিক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্ট-জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম বিদ্যার ক্ষেত্র এবং ঋষিগণের আবাসভূমি ছিল।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

মিনতি।

মরণ যখন আস্‌বে চ'লে
আমায় তুলে নিতে কোলে,
তখন আমায় দিও ভিক্ষা জগতের নাথ,
একটি মধুর করুণ মিঠি,
উঠ্‌বে যা'তে বিশ্ব ফুটি,'
উঠ্‌বে ফুটে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত!
স্নেহের ছবি, সুখের জ্যোতি,
প্রীতির রেখা, প্রেমের নতি,
বিফল-বাথা, আকুল-সাধ, আশার পারিজাত,
একে একে সকল ভাষা,
জীবন-ভরা কাঁদা-হাসা,
সবি যেন আঁখির পাতায় হয় গো প্রতিভাত।—
শেষ দিনেতে এই ভিক্ষা দিও আমায় নাথ।

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

ঘাস-ওয়ালী।

(গল্প)

বেলা বারটা বাজিয়া গেল, আজ এখনও ঘাসওয়ালী ঘাস দিতে আসিল না। গরুগুলি মাঠ হইতে আসিয়া কি খাইবে, তাহা ভাবিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম। ঘরে ভাল লাগিল না, প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সম্মুখে অনাওদূরে ও বহুদূর ধূলি চলে,

কেবলই পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে। একমাস-পূর্ব্বে যখন এখানে আসি, তখন পর্ব্বতগুলির কোনটিকে ধূসর, কোনটিকে বা লোহিতাভ দেখাইত, কিন্তু এখন নব-বর্ষাগমে অজস্র বারি-পাতে উহার শ্রী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রখর শীত-গ্রীষ্মে মৃতপ্রায় সাবুই-ঘাস এখন নব-বারি-সেকে ধীরে ধীরে আবার মাথা তুলিতেছে। দূর হইতে মনে হইতেছে প্রকৃতির অঙ্গে কে যেন এক-খানি মনোরম সবুজ মখ্‌মল্ বিছাইয়া দিয়াছে। আকাশে মেঘে রৌদ্রে লুকাচুরি-খেলা চলিতেছিল; পর্ব্বতের উপর ছায়া ও আলোক-সম্পাতে সেই হরিৎ শোভার আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি মুগ্ধনয়নে চাহিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। সহসা পশ্চাতে কে করুণস্বরে ডাকিল—"এ মাই, ঘাস লিবি?"

আমি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, এক অপরিচিতা রমণী মাথায় এক বোঝা ঘাস লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। গরুর ঘাস ছিল না। আমি ঘাসের দর করিতে লাগিলাম। সে দাম চাহিল দুই আনা। আমি ক্রেতার চির-সিদ্ধ স্বভাব-অনুসারে কহিলাম, "দু' পয়সা।" সে দীনভাবে কহিল, "নেহি মাই! তব্ সাত পয়সা দে। হাম্ বড় কষ্ট কোরে পাহাড়কা উপরসে ঘাস এনেছি। একটি পয়সা দিয়ে দে মাই! আমি বড় দুঃখী; হামার একঠো ছোটা লেড়্কা আছে, ওর বাস্তে কুছু খাবার কিনে দিব।"

এই বলিয়া রমণী হস্ত-দ্বারা ললাটের ঘর্ম-বিগলিত স্বেদরাশি ঝাড়িয়া ফেলিল। প্রত্যহ অনেকেই ঘাস বেচিতে আসে, কিন্তু এরূপ মর্ম্মস্পর্শী করুণ ভাষা কাহারও শুনি নাই। রমণীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশের নিকট, অথচ তাহার পুত্রের বয়স খুব অল্প জানিয়া একটু কৌতূহলও হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কয়টি ছেলে?"

ঘাস-ওয়ালী ঘাসের বোঝা মাটিতে নামাইয়া দড়ি খুলিয়া লইতে লইতে কহিল, "আর মাই, সে শুনে কি কর্‌বি? আমি তো দশ লেড়্কাকো মাই।" রমণীর চাহনিতে কি এক বেদনার ভাব, কি এক শোকের ছায়া ফুটিয়া উঠিল! সম্প্রতি শিশু-পুত্রের বিয়োগে গভীর যাতনায় আমার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যাইতেছিল। দীন নারীর দুঃখে আমার প্রাণ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘরে তোমার আর কে আছে? ঘাস বিক্রী করেই কি তোমার দিন চলে?"

রমণী বসিয়া পড়িয়াছিল, আমার স্নেহ-সম্বোধনে সে, বোধ হয়, একটু আনন্দ পাইয়া কহিল, "ঘরমে এক বারা-বরিষকো লেড়্কা আছে, মাই! আউর কোই নেই! নও বেটে, আদ্‌মী সব গঙ্গামায়ী লিয়ে লিয়েছে, আর আমি পাথরকা ছাতি লিয়ে আজ্ তক্ আছি।" রমণী সজোরে বক্ষে করাঘাত করিল; আমি শিহরিয়া উঠিলাম! ওঃ, কি ভীষণ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা!—একটি ক্ষুদ্র শিশুর বিয়োগে আমি আজ এত কাতর, সমস্ত বিশ্বে কোথাও সান্ত্বনা পাইতেছি না, সকলই শূন্যময়, সকলই সুখশান্তিহীন মনে হইতেছে, বুকের ভিতর সর্ব্বদাই হা হা করিতেছে, আর এই

নারী নয়টি প্রাণপ্রিয় সন্তানকে কালের নির্ম্মমকরে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং তাহার উপর নিজের জীবিকার জন্যও এই কঠোর পরিশ্রম করিতেছে! ওঃ! কোন্ স্নেহময়ী জননীর প্রাণ এই সংবাদে স্তম্ভিত না হয়? কে ইহার দুঃখের কথা কল্পনায়ও স্মরণ করিয়া অশ্রু-রোধ করিয়া রাখিতে পারে? আমি বুঝলাম, হতভাগিনী স্মৃতির দংশনে জ্বালা অনুভব করিতেছে, কিন্তু সে-স্মৃতি তাহার প্রিয়তম সন্তানগণেরই স্মৃতি! ভুক্তভোগী জন জানে, যে যদিও গতাসু প্রিয়জনগণের স্মৃতি চিত্তকে বড়ই বিচলিত করে, তবু সেই স্মৃতি হৃদয়কে সরস করে, অন্তঃকরণে আরামের হস্ত বুলাইয়া দেয়। নারী আমার পানে চাহিয়া কহিল, "আমি গরীব দুঃখী, তোরা কি আমার দুঃখ বুঝ্‌তে পারবি না! শুনিস্ তো বলি।" হায়, হায়! অভাগিনী বোধ হয়, জানে না শোক দুঃখের কবল হইতে দরিদ্র, মধ্য-বিত্ত, ধনী কাহারও পরিত্রাণ নাই। ইহাদের দংশন-জ্বালা সকলেই সমভাবে অনুভব করে।

আমি শুনিতে উৎসুক দেখিয়া সে আপনার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার কথাগুলি পরিষ্কার বাঙ্গালা, তাহাতে দু' চারিটি হিন্দী মিশান। হিন্দুস্থানী নারীর মুখে সে বাঙ্গলা বড়ই মধুর শুনাইতে লাগিল। সে বলিল, "আমরা গোয়ালা, গঙ্গার ধারে ঘিরায় আমাদের ঘর ছিল। আমাদের অনেক গাই ও মহিষ ছিল। আমরা দুটি প্রাণী সেগুলির প্রাণপণে সেবা করতুম, অনেক দুধ হতো, আমি বাজারে ঘই, ঘি, দুধ রোজ বেচ্‌তে আসতুম, তাতেই সুখে সচ্ছন্দে আমাদের দিন কাট্‌তো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার দশটি ছেলে হলো; তা'রা দু' দু' বছরের ছোট বড় ছিল। সবাই আমায় খুব ভাগ্‌মানী বল্‌তো; যে মেয়ের ছেলে না হতো, সে এসে আমার পাও লাগ্‌তো, বল্‌তো, 'তোর মতন আমারো ছেলে হোক্'। বড় ছেলে যখন আঠার বরিষের হলো, তখন তার বিয়ে দেব বলে মনে কর্‌লুম। আগে মেয়েদুটির বিয়ে দিলুম। ছেলের বিয়ের সব ঠিক করেছি, এমনি সময় হঠাৎ একদিন ছোট ছেলের জ্বর হলো, আমি দশটাকা খরচ করে, সহর থেকে পাল্কী করে ডাক্তার নিয়ে গেলুম; কত দাওয়াই কর্‌লুম, কিছু মান্‌লো না; পাঁচদিনের বোখারে বাচ্চা আমার আমায় ছেড়ে পালিয়ে গেল।" রমণী কিছু ক্ষণের জন্য থামিল, তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আমি বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত করিলাম।

কিছুক্ষণের পর দুঃখিনী আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি বাচ্ছারে হারিয়ে পাগ্‌লের মতন হয়ে গেলাম। আমার কাছে নয় ছেলে, তবু সেই একটির জন্য আমার ঘর-দুয়ার সব শূন্য মনে হতে লাগ্‌লো, পাড়া-পড়োশীরা কত বোঝায়, বলে 'যারা আছে, তাদেরে নিয়ে চুপ করে থাক্। তোর তো ঘর ভরা আছে।' পুরুষ বলে, 'কেন কাঁদিস্? কাঁদলে কি আর পাবি? নারায়ণের জিনিষ, তিনি নিয়েছেন, তুই আমি কি কর্‌তে পারি?' তা মানুষের কথায় কিছু হয় না মা। আপনি আবার সব সহে যায়। যখন তিন চার মাস কেটে গেল, তখন আবার আমার মেজাজ ঠিক্ হলো, আমি রসুই-পানি করি, আবার বাজারে ঘি-

দুধ নিয়ে আসি। এক-একবার সাঁঝের বেলা যখন একলা বসে গম পিষি, সেই সময় বাচ্ছাকে মনে পড়্‌তো! সে যে জাঁতার আওয়াজ শুন্‌তে খুব ভাল বাস্‌তো। তা সে তো সবে সুরু মাই! তারপর দশহরা পরব এলো, বাজারে বাঙ্গালী-বাবুরা দুর্গা-মায়ীর মূর্ত্তি তৈয়ারী করালে। আমি সব বাচ্ছাদের সঙ্গে করে দেখ্‌তে নিয়ে এলাম, নয়া কাপ্‌ড়া, কোর্ত্তা টোপী সব কিনে নিয়ে গেলাম। সেই দিনই রাতে আমার আর এক বাচ্ছার পেটের ব্যারাম হলো! আমরা তাকে হাজার ব্যারাম বলি। এবারে বাকী রাত না কাট্‌তে কাট্‌তেই বাচ্ছাকে আমার গঙ্গা-মায়ী ছিনিয়ে নিলে। আমি বেহুঁস্ হয়ে মাটীতে পড়ে রইলুম। তিনদিন পরে যখন আমার হুঁস হলো, তখন দেখি আমার পুরুষ আর সাতটি বাচ্চা আমার কাছে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,—এক-জনা তো পালিয়েছে, আর এক জন কই? কি শুন্‌লাম মা?—আমি আবার বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলুম। ভোরে যখন জ্ঞান হলো, পুরুষ বল্‌তে লাগলো, 'তুই এম্‌নি করে পড়ে থাক্‌লে কেমন করে এদের আমি বাঁচাবো? আমি বুড়ো মানুষ কত আর করবো বল্? গঙ্গামায়ীর ধন, গঙ্গামায়ী নিচ্ছে, তা কি বুঝ্‌ছিস্ না? এদের যদি চায় তাও তো ছেড়ে দিতে হবে। রাখ্‌বার তোর কি হুকুম আছে? এখন চল, এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সহরে গিয়ে থাক্‌বো, এখানে ডাক্তার-দাওয়াই কিছুই মেলে না। আমিও তাই ভাল মনে কর্‌লুম। আস্‌বো বলে সব ঠিক্ কর্‌তে লাগলুম। অনেক গরু মহিষ বেচে দিলুম। এই সময় রাতে আবার এক সঙ্গে আমার দুই বেটার হাজার-ব্যারাম :—" হতভাগিনীর স্বর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল ; কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "চারটি গাই, দুইটি মহিষ, পুরুষ আর পাঁচটি বাচ্ছাকে নিয়ে সহরে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে রইলুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার বরিষ কেটে গেল। আমি সেই আগের মতন দুধ-দই বেচি, ছেলেরা গরু মহিষ চরায়, ঘাস কেটে আনে। পুরুষ খুব বুড়ো হয়েছিল, সে কিছু কর্‌তো না, বাড়ীর কাছে এক ছাতু-ওয়ালার দোকানে সারাদিন রাত পড়ে থাক্‌তো, গাঁজা খেতো, আর রামায়ণ শুন্‌তো। আমার জাতেরা আমার ছেলেদের বিয়ের জন্য বল্‌তে লাগ্‌লো, আমি তখন দুই ছেলের বিয়া এক বাড়ীর দুই বোনের সঙ্গে দিয়ে দিলুম। এই সময় বাজারে পিলেগের বিমার সুরু হলো, অনেক লোক মর্‌তে লাগ্‌লো। আবার আমার কপালে আগুন জ্বল্‌লো, আমার পুরুষ মারা গেল। ঠিক্ তার দোসরা দিন পরে আমার দুই ছেলের ঐ বিমার হোলো, তারাও চলে গেল। আমি তখন কিন্তু পাথর হয়ে গিয়েছি মাই! পিলেগের বিমারীতে কেউ মড়া ছুঁতে চায় না, আমি মা হয়ে নিজে কাঁধে করে বাচ্ছা-দোনোকে গঙ্গার বুকে রেখে এসেছি।"

আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, আমি নিঃশ্বাস চাপিয়া স্তব্ধভাবে সেই হৃদয়বিদারক, পাষাণ-দ্রবকারী ঘটনা শুনিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু এইবার আমার শুনিবার শক্তি হ্রাস পাইল ; আমি বলিলাম, "চুপ্ কর, আর তোমায় বল্‌তে হবে না, ওঃ এত ভয়ানক!!—"

রমণীর কপালে শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, চক্ষুর জল একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল,

অথচ এক অস্বাভাবিক দীপ্তি যেন চক্ষু হইতে বাহির হইতেছে! আমার কাতর দেখিয়া, আমার নয়নে দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া তখন আবার অভাগিনীর চক্ষের অগ্নি-কণা অশ্রু-প্রবাহে নিভিয়া গেল; সেও অজস্র ধারা বর্ষণে আপনার চিত্ত-জ্বালা প্রশমিত করিতে লাগিল। আমি মনে মনে কহিলাম—"হে ভগবন্, জানিতেছি এখন প্রভু, মানুষের নির্ম্মম হৃদয়ে করুণার বন্যা বহাইবার জন্য, মানুষের প্রস্তর-কঠিন অন্তঃকরণে প্রেমের উৎস নিঃসারিত করিবার জন্যই এই ভীষণ শোকের সৃষ্টি করিয়াছ। যে সমবেদনা, সহানুভূতি একজনের সন্তপ্ত হৃদয়কে আশ্বস্ত করে তাহা মানুষ শোক না পাইলে সম্পূর্ণরূপে শিখিতে পারে না। আর মানুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভাবে সে অজর, অমর, সেই ভাবেই সে পৃথিবীর সমুদয় ভোগের বস্তুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, তুমি আঘাতের পর আঘাতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জানাইয়া দাও যে, সকলি অনিত্য, সকলি ক্ষণভঙ্গুর।

দেখিতে দেখিতে পশ্চিম দিকে একখানি কাল মেঘ উঠিল, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, রমণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল, "বাড়ী যেতে হবে মা, বড় ঝড়-জল আসবে। ছেলে আমার দুয়ারে বসে আছে, কতক্ষণে আমি বাড়ী ফিরবো। এক পয়সার মিঠাই আমার তার জন্যে আবার কিনে নিতে হবে।"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার গরু-মহিষ সব এখনও আছে কি?" রমণী কহিল, "না মা, কর্জ্জা হয়ে গিয়েছিল, সেই সব গরু-মহিষ বিক্রী করে কর্জ্জা শোধ করেছি। মহাজনের কথা কেন শুনবো? এখন ঘাস কেটে এনে বেচি, আটা পিষে বিক্রী করি। এমনি করে বাচ্ছাটিকে মানুষ করছি মা, আমার কলিজা পাথরের। ছাতি পাথর না হলে এত দুঃখ কেউ সইতে পারে না। যখন আমার ছাতি মানুষের ছিল, তখন একটুতেই আমি বিচেত্ হয়ে পড়তুম্, কিন্তু তারপরে ঘা খেয়ে খেয়ে আমি এমন পাথর হয়েছি যে নিজের হাতে ছেলেদের গঙ্গামায়ীর বুকে দিয়ে এসেছি। সবই ভগবানের ইচ্ছা, মামি, মানুষের কোনও হাত নেই। দিন রাত বুকের ভিতরে আগুন জ্বলছে কিন্তু বড় কঠিন প্রাণ, তাই পুড়ে ছাই হয় না! নও ছেলে, স্বামী, সব খেয়ে রাক্ষসী আমি বেঁচে আছি। আমার পেটের খিদে তবু যায় নি, তবু রোজই আমার পেটের আগুন জ্বলে, পেটের ধান্দায় রোজই ঘুরতে হয়!" বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে সে এমন ভাবে আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিল যে আমি চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তার পরে সে ধীরপদে চলিয়া গেল।

আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সম্মুখস্থ উচ্চ-শির ভূধর-শ্রেণী একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি গৃহ-মধ্যে দাঁড়াইয়া নিষ্পলকনয়নে প্রকৃতির তাণ্ডব-লীলা দেখিতে লাগিলাম। আমার কানে তখনো ঘাসওয়ালীর করুণ কাহিনীর প্রত্যেক কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল, সমস্ত অন্তঃকরণ মর্ম্মভেদী বিলাপের স্বরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হাহাকার-ক্রন্দন সবই বৃথা, যে গিয়াছে তাহাকে কিছুতেই ফিরিয়া পাওয়া যায় না। আমি নিজের কথা বিস্মৃত হইয়া সেই শোক-

কুলা হতভাগিনী জননীর হৃদয়-বেদনা স্মরণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম—ভগবান্, তুমিই তাহাকে নিদারুণ আঘাত দিয়াছ, আবার সে আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতাও তুমিই দিয়াছ। আবার কাণে সান্ত্বনাও তুমি ভিন্ন আর কেহই দিতে পারিবে না!

শ্রীমতী সরসীবালা বসু।

নিবেদন।

বিত্ত-বিহীন কর যদি তবে
চিত্তে দিও না লোভ,
বঞ্চিত যদি করিতে চাও হে,
সঙ্কি' রেখ না ক্ষোভ!
দুঃখই যদি দাও হে সদাই,
ধৈর্য্য করিও দান,
শক্তি দিও হে সহিবারে যত
লাঞ্ছনা—অপমান।

রিক্তই যদি করিবারে চাও
তিক্ত কোর না হিয়া;
তৃপ্ত করিও অন্তরখানি
স্নিগ্ধ পরশ দিয়া!
ব্যর্থই যদি কর পদে পদে
খিন্ন কোর না মোরে,
উৎসাহ আর আশার আলোকে
চিত্ত দিও হে ভ'রে।

শ্রীশান্তিলতা দেবী।

হ্যারিয়েট্ বীচার্ ষ্টো।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথারিন্ হার্টফোর্টে একটী কলেজ স্থাপন করেন; উক্ত কলেজে হ্যারিয়েট্ প্রথমে ছাত্রীরূপে প্রবিষ্ট হন এবং পরে এখানে শিক্ষয়িত্রীরূপে কার্য্য করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয়ের ক্যালভিন এলিস ষ্টো নামক এক অধ্যাপকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ-হেতু সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ম্ম তিনি স্বহস্তে করিতেন। পতির ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং অর্থের অসচ্ছল্য-জনিত চিন্তা এবং উদ্বেগের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কখন বিদ্যাচর্চ্চা হইতে বিরত হন নাই এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে "দে ক্লাউয়ার"-নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ষ্টো অন্য একটি কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং তথায় তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া যান। সেইস্থানে অবস্থানকালে "মিসেস ষ্টো" একটি সাময়িক পত্রে "টমকাকার কুটীর"-নামক গল্প লিখেন। ঐ গল্প ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয় পরের দুঃখ-দর্শনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ধনীকে

দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে বা বলবান্‌কে দুর্ব্বলের উপর অথথা বলপ্রয়োগ করিতে দেখিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। আয়ত্তের মধ্যে থাকিলে তিনি অবিলম্বে অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতেন; তাহা না হইলেও তিনি কখনও ক্ষান্ত হইতেন না; তাঁহার অন্তরে দুষ্টের দমন-বাসনা বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহার চিত্ত দগ্ধ করিত; অবশেষে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তখন নৈতিক সাহসমাত্র সম্বল লইয়া বীর রমণীর ন্যায় অন্যায়ের বিপক্ষে রণে ঝাঁপ দিতেন।

দাসদিগের প্রতি পাশব অত্যাচারে তাঁহার মর্ম্মস্থল শৈশব হইতেই আহত হইয়াছিল। সেই আঘাতের যন্ত্রণা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি কি করিবেন? তিনি একজন দুর্ব্বল রমণীমাত্র; তাঁহার পিতা এবং স্বামী উভয়েই মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। সুতরাং সেই আঘাতের যন্ত্রণা দমন করিয়াই তাঁহাকে গার্হস্থ-কর্ম্ম এবং সন্তানগণের লালনপালন করিতে হইত। অবশেষে সে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন তিনি প্রতীকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু জানিতেন না, কি উপায়ে সে যন্ত্রণার লাঘব হইবে!

একদিন তিনি একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনোমধ্যে এক ভাবের উদয় হইল। ইহা নিশ্চয়ই দৈবপ্রেরণা। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি কিছু লিখিয়া জগৎকে বুঝাইয়া দিবেন দাস-ব্যবসায় কিরূপ দোষাবহ। তাহার পর তিনি ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিলেন "আমি নিশ্চয়ই লিখিব!" তাঁহার চিত্ত চিন্তা এবং উদ্বেগে পূর্ণ হইল; দিনে শান্তি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই! এইরূপে কয়েক দিন কাটিলে পর তিনি লিখিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার লেখনীতে যেন স্বয়ং বাণীর অধিষ্ঠান হইল! তিনি "টম কাকার কুটীর" পুস্তকখানি লিখিয়া ফেলিলেন।

এই পুস্তকে তিনি কৃষ্ণকায় দাসদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিষয় উপন্যাস-ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকখানিকে আমেরিকার 'নীলদর্পণ' বলিলেও চলে। তৎকালে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীগণ কিরূপ জীবনযাপন করিত, পুস্তকখানি তাহার একটি নিখুঁৎ, মর্ম্মভেদী করুণ চিত্র। মিসেস্ ষ্টো সে চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া ভীতি বা করুণা উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। যাঁহাদের ক্রীতদাস ছিল, তাঁহারা কখনও ভাবিতেন না যে তাঁহাদের অধীন হতভাগ্য ও হতভাগিনী-গণ রক্ত-মাংসময় দেহবিশিষ্ট মানুষ। দাস-নারীগণেরও সন্তানের প্রতি স্নেহ আছে এবং তাহারা স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী; তাহা না হইলে এলিজা সন্তানকে বিক্রয় করা হইবে শুনিয়া শিশুসন্তানকে বক্ষে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দীর্ঘ মাইল দৌড়াইয়া পলাইত না এবং "আণ্ট ক্লো" (Aunt Cloe) স্বামী টমের উদ্ধারের আশায় দূরদেশে গিয়া কঠিন পরিশ্রম বরণ করিয়া লইত না। নির্দ্দয় প্রভুগণ শাস্তি-দানের সময় উত্তম অধম বিচার করিতেন না। হ্যালি ও লিগ্রির হস্তে 'টমের' মত প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত, সচ্চরিত্র ও সৎসাহসী ভৃত্যকে যদি অসহ্য নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ভৃত্যদিগের প্রতি যে সমাজের লোকেরা কিরূপ দুর্ব্যবহার করিত এবং তাহাদিগকে কিরূপ উৎপীড়ন করিত, তাহা সহজেই

অনুমেয়। এই হতভাগ্য নরনারীগণের জন্য কাহারও প্রাণ কাঁদিত না। ক্রমাগত নিষ্ঠুর আচরণ মানবকে এমনি হৃদয়হীন পাষাণ করিয়া তুলে! মিস্ ওফেলিয়ার মত করুণাময়ী রমণীও যদি কৃষ্ণকায় দাসদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে অন্যান্য লোকেরা যে ক্রীতদাসদিগকে ঘৃণা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রভু ভুলিয়া যাইতেন যে, সদয় ব্যবহারে পশুর চিত্তও দ্রবীভূত হয়। "টম কাকার কুটিরে" টপ্‌সী একটি চরিত্র। তাহার মত দুষ্ট বোধ হয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু সেও যদি বালিকা ইভার উপদেশে শান্ত-শিষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দাসগণও যে সদ্ব্যবহার পাইলে প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ কি?

এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে, কতিপয় দিবসের মধ্যে কেবল ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সেই উহার তিনলক্ষ তেরহাজার খানি বিক্রয় হইয়া গেল এবং উহা অন্ততঃ ত্রয়োবিংশতি প্রকার ভাষায় অনূদিত হইল। মুদ্রাঙ্কনের পর দশ বৎসরের মধ্যে বহু শত বার মুদ্রিত হইল।

মিসেস্ ষ্টো এই পুস্তক রচনা করিয়া সামাজিক কলঙ্ক বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া স্বার্থপরায়ণ, ধনলোলুপ ইউরোপীয় বণিগ্‌গণ তাঁহার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। মিসেস ষ্টো তাহাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে বলিয়া তাহারা ঘোষণা করে; কারণ, দাস-ব্যবসায় রহিত হইলে যে তাহাদেরই স্বার্থে ব্যাঘাত হইবে। এমন কি তাহারা তাঁহাকে বলে যে দাসদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় না। উত্তর-স্বরূপ তিনি দাস-প্রথার বিরুদ্ধে অসংখ্য লোকের অভিমত-পত্র-সংযুক্ত একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিলেন। এইবার আর স্বার্থপরায়ণ লোকদের কিছু বলিবার রহিল না; তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। দেশ-বিদেশের লোক ঐ পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভ্রম দূর হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা দেখিতে পাইল যে দাসপ্রথা কি দোষাবহ; ইহা জাতীর উন্নতি এবং সভ্যতাবিস্তারের প্রধান প্রতিবন্ধক এবং এক মহাপাপ। তাঁহার লেখা পাঠ করিয়া জন-সাধারণ এতই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল যে, তাহারা সভাসমিতি গঠন করিয়া দাস-প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কেহ কেহ নিজের অধীন দাসদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাও সে অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিত।

(ক্রমশঃ)

প্রেমিক।

(গল্প)

আমরা কলেজ মেসে থাকিতাম। বীরুর যখন বিবাহ হইল, আমরা একটা মনোহারী দোকান ও একটা বইএর দোকান প্রায় আধাআধি করিয়া কিনিয়া লইয়া বীরুর পত্নীকে উপহার দিলাম। কত প্রীতি-উপহার ছাপা হইয়াছিল আর উপহারগুলি মুড়িতে

কাগজ-কিতা কতটা লাগিয়াছিল ও কতটা কালী নষ্ট লিখিতে খরচ হইয়াছিল, তাহা আর মনে করিয়া বল নাই। বাবার পয়সা খরচ করা হইল বটে কিন্তু আমরা কতটা নিঃস্বার্থ স্নেহ-বশ যে সেই সঙ্গে খরচ করিয়াছিলাম, তাহা মনে করিলে এখনও বুকটা 'হাঁৎ' করিয়া উঠে।

বীরু তাহার সাপ্তাহিক চিঠিগুলি আমাদিগকে দেখাইত। দেখাটা অন্যায় কি না বিবেচনা করিবার উদারতা আমাদের ছিল না। প্রথম প্রথম তাহার স্ত্রীর পত্রগুলি দেখিয়া মনে হইত প্রত্যেক অক্ষরটি যেন বালিকার মনের মূর্ত্ত-ছবি। কোনটি লজ্জাবনত, সঙ্কুচিত, কোনটি অর্দ্ধ পরিস্ফুট, কোনটি শঙ্কিত কম্পিত ত্রস্ত বা অর্দ্ধ বিলুপ্ত। পত্রের ছত্রগুলি ভয়, যেন ভাষা আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া বার বার পথ হারাইয়া ফেলিতেছে। পত্রের কোন খানে ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ থাকিত না, যেন সে ছন্দহের ভাষা বনবিহগের কাকলীর মত, নির্ঝরের ধারার মত, জ্যোৎস্নার হাসির মত মুক্ত, অধীর, অনবচ্ছিন্ন।

তাহার পর পত্রে যেন সরলতা, নির্ভীকতা আসিতে লাগিল। 'আজ বড় তাড়াতাড়ি—কি এখুনি বাজারে যাবে,' 'ও বাড়ীর দিদি এসে পড়েছিলেন,' 'লেখা খারাপ হোলো, রাগ কোরো না', 'আজ তোমার চিঠি কেড়ে নিয়ে সই দেখেচে', 'আমার বড় লজ্জা করে' ইত্যাদি ভাষা চলিয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তে আসিল, 'তুমি এ শনিবারে এসো না', 'আমার ঠাট্টা করে', 'আমার লজ্জার সীমা থাকে না,' 'তোমার পড়ার ক্ষতি হবে,' 'তোমার পরীক্ষা কবে', 'বাড়ীর সকলে কেমন আছেন, ঠাকুরপো কেমন আছে', আমি অনেক দিন সেখান হোতে পত্র পাই নি' 'সে-দিন তোরে তোমার ঠাণ্ডা লেগেছিল কিনা','আমি সপ্তাহে দু'খান করে তোমায় চিঠি দেব, তুমি এসো না', 'তোমার পায়ে পড়ি', 'আমার প্রণাম জানিবে,' 'তোমার সেবিকা'। বীরু এ-সব মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া শনিবার বা ছোটখাটো ছুটি হইলেই একবার শ্বশুর-বাড়ী ঘুরিয়া আসিত। আমরা ভাবিতাম বীরু স্ত্রীকে ভালবাসে, তাহাকে দেখিতে যায়। ইহাতে পৃথিবীর লোকের কাহারও কিছু বলিবার কি অধিকার আছে?

একদিন খুব বর্ষা। সে-দিন রবিবার, বাসায় খিচুড়ি হইতেছিল। ঠাকুর হাঁড়িটা কি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার পা-ও পুড়িয়া গিয়াছিল। বেচারীর চিৎকারে সকলে নীচে গিয়া দেখি সোণামুগের ডালের খিচুড়ির বন্যা চলিয়াছে—'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়'। ঠাকুর পায়ে তাহাদের দেশের একটা টোট্‌কা লাগাইতেছিল। দৃশ্য দেখিয়া আমরা মূর্চ্ছিত না হইয়া ছোট এক হাঁড়ি চড়িয়ে দিলাম। ঠাকুরকে রাতের মত রেহাই দেওয়া হইল।

ছোট হাঁড়ি দুইবার করিয়া চড়াইয়া খিচুড়ী রাঁধিয়া খাইতে বসিতে রাত ১টা হইল। বীরু সেবার যায় নি, মেসেই ছিল। খাইয়া উঠিয়া বীরুকে বলা হইল—'তোমার এ দুর্ভাগ্য কেন? আজ কোথায় কত ভাল জিনিষ খাবার কথা—তা না হয়ে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা।' সে নিতান্ত দুঃখিতভাবে বলিল, 'এবার দিব্যি করে এসেছি যে আমি এ শনিবারে যাব না।'' আমরা পরস্পরের

কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিলাম, "এ দিব্যি কি মান্‌বার জন্য করা হয়? ভায়গাবিশেষে দিব্যি মান্‌তে হয় এটা বোঝ না, ছিঃ!" বীরু ধিক্কার সহিতে না পারিয়া বলিল, "আর কখ্‌খনো নয়,—নিশ্চয় দেখো তোমরা।"

একদিন বীরু একখানি নূতন বই কিনিয়া পড়িতেছিল। সে নভেলে না-কি কে একজন পাছে বিবাহ হয় বলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল। বীরু হঠাৎ বলিল, "এ কি বই! কিসের জন্য এ লোক সন্ন্যাসী হ'ল? স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হ'লে বাহবা দিতাম।" নিশিদা বীরুর মতে সায় দেওয়া বলিয়া উঠিল, "সেই ত যথার্থ প্রেম—ঠিক বলেছ বীরু।" নিশিদার হয়ত বইখানি পড়িবার ইচ্ছা ছিল; বীরু স্ত্রীর পত্র দেখাইবার সময় মুক্তহস্ত হইলেও যে নভেল তাহার ভাল লাগিত, তাহা শীঘ্র কাহাকেও দিতে চাহিত না। বীরু নভেলখানি বন্ধ করিয়া নিশিদার হাতে দিল।

পরীক্ষার সময় এল, বীরু তখনও নভেল পড়া ও ছাই-ভস্ম কবিতা-লেখা লইয়া থাকিত। তখন কলেজে স্পেশাল ক্লাস হইতেছিল। বীরু অধিকাংশ দিন ক্লাসে যাইত না। এক দিন কলেজ হইতে আসিয়া শুনিলাম যে বীরুর স্ত্রীর অসুখ, সে দেখিতে গিয়াছে।

পরীক্ষার দিন-কতক আগে শুনিলাম তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। বেশী সমবেদনার পত্র লিখিবার সময় ছিল না, তবুও আমরা কয়েকখানি পত্র দিলাম। নিশিদা লিখিল "যা হ'বার তা' হয়েছে, এখন এসে পরীক্ষা দাও।" আমরা নিশিদাকে এ-কথা লিখিতে বারণ করিয়াছিলাম, তবুও নিশি-দা তাহা লিখিয়া পাঠাইল। বীরু কিন্তু আসিল না।

পরীক্ষার পর দিনই আমি ও নিশিদা বীরুদের গ্রামে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমি যাইতে যাইতে নিশিদাকে বলিলাম, "আহা বেচারা বুকে বড় আঘাত পেয়েছে!" নিশিদা বলিল "আঘাত পাবারই কথা। কিন্তু পরীক্ষাটা দিলে বীরু ভাল করত। অনর্থক বাড়ী বসে থেকে মনে কষ্ট পেয়ে কি হবে? সে ত আর ফিরে আসবে না।"

বীরুদের বাড়ী চিনিয়া যাইতে দ্বিপ্রহর হইল। দেখিলাম বাড়ীতে ধুমধাম, লোক-খাওয়ানের বৃহৎ ব্যাপার! আমি বলিলাম, "আজ বোধ হয় শ্রাদ্ধ। আজ না এলেই ভাল হ'ত।" নিশিদা একজন লোককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আজ বীরুবাবুর বৌ-ভাত! ভদ্দর লোকের এই রকমই কাণ্ড। বৌটা মরতে না মরতে আবার ছেলের বিয়ে!"

আমরা ফিরিয়া গেলাম; কারণ, সেবার ত' আমরা প্রীতি উপহার বা কিছু আনি নাই।

মেঘ-দূত।

শুনেছি কাহিনী অতীত যুগের
কোন্ রামগিরি হতে
গিয়েছিলে তুমি, নবীন নীরদ,
দূর অলকার পথে।
প্রেমিকের বাণী জানাতে প্রিয়ারে
করেছিলে অভিযান,
আর একবার, যাও প্রিয়-পাশে,
জুড়াও তা'পত প্রাণ!

ধরার মানব রবে চিরকাল,
চিরবিরহের তলে,
শুধাবে তাহারে এ চির-বিরহ
ঘুচিবে কি কোন কালে!
(মোর) জীবন প্রভাতে সেই ছেড়ে গেছে,
ধরণীর ধূলা 'পরে।
(আমি) চিরদিনই কি গো আর্ত্ত-কণ্ঠে
ডাকিয়া মরিব তা'রে?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারাটী জীবন
নয়ন হইল অন্ধ:
অবশ-ভরার এখনও কি হায়
হইবে তাহার বন্ধ!
বলিও তাহারে এ বিরহ-বাথা
হবে না-কি অবসান?—
প্রেমময় সে যে অখিলের পতি
দয়াময় ভগবান্!

শ্রীমতী প্রাণতারাসুন্দরী দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই; সেইজন্য ইতিহাসে তাঁহার নাম 'কুমারী রাণী'। দেশের লোকের ইচ্ছা ছিল, তিনি বিবাহ করেন।* এক এক সময়ে তিনিও এরূপ ভাব দেখাইতেন যেন তিনি শীঘ্রই বিবাহ করিবেন; কিন্তু শেষে তিনি অবিবাহিতাই রহিয়া গেলেন। বিবাহে নারী-জীবনের পূর্ণতা। সন্তান এই যুগল জীবনের পূর্ণতা-সম্পাদনের স্নেহময় গ্রন্থি। এলিজাবেথের জীবন অসম্পূর্ণ ছিল। আপনার জন বলিতে তাঁহার কেহ ছিল না। তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসমূহ কাহাকেও আশ্রয় করিয়া সফলতা লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং বয়ঃ তাঁহার বহোবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি জীবনে একটি বিশাল শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন সংবাদ আসিল, স্কটলণ্ড-রাণী মেরীর পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে, তখন এই শূন্যতার মর্ম্মবেদনা বাক্যের আকারে একবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "স্কট্-রাণী মেরীর পুত্র হইয়াছে, কিন্তু আমার সন্তান নাই!" প্রিয়জনবর্গের অভাবে তাঁহার জীবন তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই তিক্ততা তাঁহার জীবনকে এতদূর বিষময় করিয়া দিয়াছিল যে, তাঁহার সভার সদস্যবর্গ বা আপনার দূর-সম্পর্কীয়া কোন আত্মীয়ার বিবাহ-সংবাদ শুনিলে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিত।

দোষ সকলেরই থাকে: এলিজাবেথের প্রজাগণ তাঁহার গুণের কথাও মনে রাখিয়াছিল। এলিজাবেথের চরিত্র আলোচনা করিলে

---

* এলিজাবেথের রাজত্বকালে শেক্সপীয়র নামে একটি নাটক রচিত হয়। তাহাতে দেখান হইয়াছে রাজা না থাকিলে বা তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটিলে রাজ্যে কিরূপ অশান্তি ও রক্তপাত হইয়া থাকে। দেশব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে স্কটলণ্ড হইতে একজন আক্রমণকারী সিংহাসন লাভ করিবার জন্য আসিলেন। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর স্কটলণ্ডের রোমান ক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বিনী রাণী মেরী সে সিংহাসনের দাবী করিতে পারেন, এরূপ এক অবস্থায় দেখান হইয়াছে

দেখা যায়, তিনি প্রজাগণের নিকট হইতে যে প্রশংসা ও স্নেহ-ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অনেকাংশেই তাহার যোগ্য ছিলেন। তাঁহার শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিসে প্রজাগণ সুখী হইবে ও কি উপায়ে দেশবাসী শান্তির ক্রোড়ে বাস করিয়া উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবে। এলিজাবেথ সত্যই বলিয়াছিলেন,—"আমাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ শাসক তোমরা অনেক পাইয়াছ ও পাইবে কিন্তু আমার মত আর কেহ প্রাণ দিয়া তোমাদের ভালবাসিতে পারিবে না।"

প্রভার সুপ্রোন্নতিবিধান ইংলণ্ডের সিংহাসনোপবিষ্টা আর এক রমণীর জীবনের ব্রত হইয়াছিল। এই রমণী মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

মানুষের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক তাহার জননী। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি উপযুক্ত গুণবতী জননী লাভ করিয়াছিলেন। জননী-প্রদত্ত যে শিক্ষার বীজ শৈশবে তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কালে পূর্ণতা লাভ করিয়া ইংলণ্ডের বিশাল সাম্রাজ্যের উপর অসীম সুখের ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। মাতার আন্তরিক যত্ন ও মাতার নিযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর পরিশ্রমের ফলে তিনি অল্প-বয়সেই বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া নানা-সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের তিনটি বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং দুইটি প্রাচীন ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কলাবিদ্যারও তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। স্বদেশের ইতিহাস ও ভূগোল-বৃত্তান্ত না জানিলে স্বদেশকে সুগভীরভাবে ভাল বাসিতে পারা যায় না। সেইজন্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের ইতিহাস ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া ইংলণ্ডের প্রাচীন-স্মৃতি-বিজড়িত বহু নগরী এবং তৎকালীন বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। কারণ, তিনি জানিতেন পুস্তক পড়িয়া দেশের বিভিন্ন অংশের বিবরণ জানা অপেক্ষা তাহাদের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়-স্থাপন অধিকতর ফলপ্রদ।

ঘটনাচক্রে ও উত্তরাধিকার-সূত্রে এইরূপ দাঁড়াইল যে, কোর্ড চতুর্থের মৃত্যুর পর বালিকা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াই ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। পাছে তাঁহার মনে কোন অসৌভাবের উদয় হয়, সেইজন্য তাঁহার মাতা * তাঁহাকে এ সংবাদ প্রথমে জানান নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর, তখন এই সংবাদ অতিসাবধানতার সহিত তাঁহাকে প্রথম জানান হইল। এ সংবাদ বালিকাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরভাবে বলিলেন "অনেক শিশুই হয়ত' এই সংবাদে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিবে। তাহারা ত' জানে না

* মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পিতামহী আপন পুত্রের অর্থাৎ মহারাণীর পিতামহের শিক্ষা বিষয়ে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। তিনি আপন পুত্রের বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন, "পুত্র জর্জ্জ! পুত্রাদপত্তর রাজা হইও।" এ শিক্ষারও ফল ফলিয়াছিল। চরিত্রগুণে তিনি ইংলণ্ডের বহু নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও রাজপদের মর্য্যাদা-সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে অদ্ভুত উচ্চ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার জন্য ইংলণ্ডের মনেক অপ্রিয় [illegible] হইয়াছিল।

এ-পদের গুরুত্ব ও দায়িত্ব কি সাঙ্ঘাতিক!" তাহার পর তিনি শিক্ষয়িত্রীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি এই উচ্চ পদের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিব।" যাঁহারা মহারাণীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী শাসনকালের ইতিহাসের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন, কিরূপ ঐকান্তিকতা ও যত্নের সহিত এই মহতী চেষ্টার সফলতাসাধন করিয়াছিলেন।

সোণার হার।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মধুরাও সৈন্য শিক্ষিত করিয়াছেন, সুতরাং তাহার বক্ষে সাহস ছিল। তাঁহার মতে ত্রৈলিঙ্গকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বে বিজয়-নগরের উচিত বাহমনী-রাজ্যের দক্ষিণদেশ আক্রমণ করা। রায়চূরের সাহু বলিলেন, "সুলতানের সহিত আমাদের বিবাদ নাই, সুতরাং তাঁহাকে পূর্ব্বে এতদ্বার জানান উচিত যে ত্রৈলিঙ্গ-নৃপতির রাজ্য আক্রমণ করিলে আমরা ত্রৈলিঙ্গকে সাহায্য করিতে বাধ্য; কারণ, বিজয়নগর ব্যতীত দক্ষিণে একমাত্র হিন্দুরাজ্য ত্রৈলিঙ্গ। অন্যান্য যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা মধুরাওয়ের মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন যে, এ ক্ষেত্রেও যদি মুসলমানের সহিত যুদ্ধ না বাধে, আর কয়েক বৎসর পরে বাধিবে। এখন যুদ্ধ করিলে ত্রৈলিঙ্গ রক্ষা পাইবে, এমন কি বিজয়নগর এই সুযোগে কৃষ্ণাতুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী চির-ঈপ্সিত ভূভাগটুকু লাভ করিয়া আপনার উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারিবে। বিনায়করাও কেবল বলিলেন, "ফিরোজ শাহের সহিত এখনও সাক্ষ হইয়াছে; সুলতান স্বয়ং সাক্ষর কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।" মধুরাও তিক্তস্বরে বলিলেন, "সুযোগ পান নাই, তাই তিনি নিয়ম-ভঙ্গ করেন নাই।" দেবরায় বিনায়ক রাওয়ের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছি, বিনায়ক রাও! গত যুদ্ধে সুলতান যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন তাঁহার বিপদের সময় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা মহা অকৃতজ্ঞতা; ইহা রাজধর্ম্মের পরিচায়ক নহে।" মধুরাও তরবারির মুষ্টির উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "মুসলমানের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। সম্রাটের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপুত্রের হত্যা কি বীরধর্ম্মানুমোদিত হইয়াছিল? গত যুদ্ধে বাহমনী-রাজ্যের স্থানে যদি উত্তরের মুসলমান নৃপতিগণের রণক্ষেত্রী না বিনাশিত হইত, তাহা হইলে ফিরোজশাহের উদারতা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিত।" দেবরায়ের ললাটস্থ শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি আরক্ত-মুখে বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি যুদ্ধের পরামর্শ দেন!" মধুরাও বলিলেন, "আমার ইচ্ছা তাহাই। যদি যুদ্ধ করাই সাব্যস্ত হয় তবে আমি তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। ইহার জন্য যদি পাপ হয়, [illegible]

ফল আমি ভোগ করিব—শত্রুর শোণিতে তাহা ধৌত করিবার চেষ্টা করিব,—না পারিলে আপনার হৃদয়-শোণিত ঢালিয়া দিব।"

এবার বাদানুবাদ আর হইল না। অবশেষে যুদ্ধই স্থির হইল। ত্রৈলিঙ্গের দূত সংবাদ লইয়া স্বদেশে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে মারাপ্পা সহসা মধুরাওয়ের বাস-ভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ শুনিয়াই মধুরাও চমকিত হইলেন। তিনি বলিতেছিলেন,—"মধুরাও! এবার পরাজয় অনিবার্য্য!" বিস্মিত হইয়া মধুরাও বলিলেন, "কেন?" মারাপ্পা বলিলেন, "ঐ, ললাটে যে অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হইল! মধুরাও, এ-বয়সেও তাহা হইলে দেহে রক্ত আছে?" মধুরাওয়ের অঙ্গুলী হইতে দুই ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া পড়িল; অঙ্গুলিতে তীরের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ যে বিদ্ধ হইয়াছে মধুরাও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমাকে কি এতই বৃদ্ধ মনে কর? যাহা হউক এ যুদ্ধে যুবক যোদ্ধাও অনেক থাকিবে, তথাপি পরাজয় অনিবার্য্য বলিতেছ কেন?" মারাপ্পা ক্ষতের উপর জল ঢালিতে ঢালিতে কহিলেন, "কেন বুঝিতে পারিতেছ না?" মধুরাও বলিলেন, "না।—অনেক প্রয়োজন নাই।" মারাপ্পা মধুরাওয়ের হস্ত ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আত্মপ্রতারণা করিও না, মধুরাও। তোমার এ যুদ্ধযাত্রা অধর্ম্মের উপর স্থাপিত। অধর্ম্মের দ্বারা কখন অমঙ্গল হয় না।" মধুরাও তীরটি গৃহতলে স্থাপিত করিয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন ও পরে বলিলেন, "অধর্ম্ম কিসে হইল? দেশ-বৈরীর সহিত যুদ্ধ করা অধর্ম্ম নহে।" মারাপ্পা বলিলেন, "ফিরোজ যদি বৈরিতা সাধন করিবার প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে ছয় বৎসর পূর্ব্বে মাত্র একবার চেষ্টা করিয়াই তিনি বুক্কের বংশের ধ্বংস-সম্পাদন করিতে পারিতেন। তিনি তখন যে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আন্তরিক বলিয়াই মনে হয়। তিনি এখনও বিজয়নগরের বন্ধু থাকিতে চাহেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার বাধ্য নয়। হয়ত বাহমনী রাজ্যের ভাবী অধিপতি সুলতান-ভ্রাতা আহমদ তিনি বৃদ্ধ বয়সে কিসের জন্য যুদ্ধ করিবেন? তিনি ত' বহুবার বিজয়-শ্রী লাভ করিয়াছেন।

মানসচক্ষে মস্তক উন্নত রাখিয়া মধুরাও বলিলেন, "বিজয়লক্ষ্মী এবার আমাদের উপর প্রসন্ন হইবেন।" মারাপ্পা বলিলেন, "তোমরা এমন কি পুণ্যকার্য্য করিয়াছ যে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবে?" মধুরাও বলিলেন, "ত্রৈলিঙ্গকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ফিরোজ বাহমনী সাজ্জত করিয়াছেন। ত্রৈলিঙ্গ আমাদের সাহায্য চাহিয়াছে। এ সাহায্যদান বাহুর ধর্ম্ম, প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য।" মারাপ্পা মধুরাওয়ের মুখের প্রতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। মধুরাও বলিলেন, "কি দেখিতেছ?" মারাপ্পা ক্ষীণ হাস্যের সহিত বলিলেন, "তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ কি না দেখিতেছি।" মধুরাও বলিলেন, "আমার ক্রোধ উৎপাদনের প্রয়োজন নাই। তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহাতে তুমি কি সন্তুষ্ট হইয়াছ?" মারাপ্পা আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার সন্তোষ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া তুমি উত্তর দাও নাই। আমি আ-

একবার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিব। আমি ত্রৈলিঙ্গরাজকে বিশ্বাস করি না। তুমি কি মনে কর ফিরোজ বিনা কারণে ত্রৈলিঙ্গকে শাস্তি দিবার জন্য সেনা একত্র করিতেছেন?" মধুরাও বলিলেন, "মুসলমানবাহিনী যে সজ্জিত হইতেছে এ কথা সত্য, আমিও সে-সংবাদ পাইয়াছি। ফিরোজ বলিতেছেন সে-সৈন্য লইয়া সুলতান-ভ্রাতা মাহ্‌মদ্ মালব ও গুর্জ্জর আক্রমণ করিবেন। আমি ভাবিতেছি যে, মুসলমান মুসলমানের ক্ষমতা ধ্বংস করা অপেক্ষা হিন্দুর সর্ব্বনাশ-সাধন অধিক গৌরবজনক মনে করে। ত্রৈলিঙ্গ-রাজেরও তাহাই বিশ্বাস।" মারাপ্পা বলিলেন, "আমি ত্রৈলিঙ্গকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। গতবার বিজয়নগর যে পরাজিত হইয়াছিল তাহার জন্য ত্রৈলিঙ্গের কুলাঙ্গার কতদূর দায়ী তাহা কি বিবেচনা করিয়াছ?" মধুরাও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমরা তাহার প্রতিশোধ লইব না! এ যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে না।" মারাপ্পা কহিলেন, "যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়োজন নাই' বল নাই যে আমার ভাগ্য।"

মধুরাও তীর ও অন্যান্য অস্ত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে বলিলেন, "শুধু এই সব কথা বলিবার জন্য কি তুমি এখানে আসিয়াছ? তুমি কি বুঝিতে পার নাই, আমি ইচ্ছা করিয়া এ যুদ্ধ আরম্ভ করিতেছি। তিন বৎসর হইতে আমি এই দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" মারাপ্পা বলিলেন, "তাহা আমি জানি। সেইজন্যই আমি একবার তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। ভগবান্ লোকাচার্য্যদেব এখানে থাকিলে তিনিও তোমাকে অধর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দিতেন। তুমি যাইতে পার। আমি তোমার কন্যাকে একবার দেখিয়া যাইব; তাহাকে অনেক দিন দেখি নাই।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে মারাপ্পা হেমের কক্ষাভিমুখে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন বলিয়া মধুরাওয়ের মুখভাব দেখিতে পাইলেন না। মধুরাও কেবলমাত্র বলিলেন, "যাও! অনেক সময় নষ্ট করিয়া দিলে। আমি এখনই রাজসভায় যাইব।" তাহার পর বিবর্ণ-মুখে স্খলিত-পদে কক্ষত্যাগ করিলেন। লোকাচার্য্যের নাম করিয়া মুহূর্ত্তের অন্ধকার প্রাণপুরে উষ্ণীষধারী ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার মনে জাগিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

মারাপ্পা হেমের নিকট গিয়া দেখিলেন, হেম আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই, এখন সে কৈশোর-যৌবনের মধ্যস্থলে। বর্ষার নবলতার মত তাহার দেহের সৌন্দর্য্য। মারাপ্পার মুখের অন্ধকার দূরে গেল। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া হেম আশ্বস্ত হইল। মারাপ্পা বলিলেন, "দেখি মা হেম! কত বড় হইয়াছ!" তাহার পরই তিনি চিবুকত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ কি বিজয়নগরের সম্রাটের হার! এ হার তোমার গলায় কেন, হেম?" বালিকার মুখ আরক্তিম হইল; সে বলিল, "রাজা—সম্রাট্ আমাকে দিয়াছেন্।" বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার আনত মুখের প্রতি চাহিলেন; বলিলেন, "ঘোর যুদ্ধ বাধিতেছে হেম! মনে মনে প্রার্থনা কর তোমার রাজা যেন নিরাপদে ফিরিতে পারেন।" হেমের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে বলিল, "রাজার কোন বিপদ্ হবে না, বাবা সঙ্গে থাকিবেন।"

মারাপ্পা সস্নেহে বলিলেন, "তুমি রাজাকে ভালবাস, হেম?" হেমের গণ্ডে আবার রক্তের ঝলক আসিল। সে কণ্ঠস্বর সংযত রাখিবার বৃথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি সম্রাটের দীর্ঘ জীবন কামনা করি, সাম্রাজ্যের সকলেরই এই প্রার্থনা।" মারাপ্পা তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "তুমিও সকল সময় দেবদেব-বিরূপাক্ষদেবের নিকট সেই প্রার্থনা করিবে।" সে স্পর্শে হেম এবার কোন ভীতি সংকোচ অনুভব করিল না।

মারাপ্পা প্রাসাদে ফিরিবার সময় ভাবিতেছিলেন, 'বড় ভাগ্য যে এখানে আসিয়াছিলাম। মানুষের বুদ্ধি!—ধিক ইহাকে! ভগবন্ বিরূপাক্ষদেব! তোমার গূঢ় লীলা কে ভেদ করিবে? দেবকে ত' বুদ্ধিমান্ বলিয়াই জানিতাম্—সেও কি বুঝিতে পারে নাই? না, দেব সকলকে চিনিতে পারে না। হয়ত' এতক্ষণ সে মূর্খতারই পরিচয় দিতেছে!"

মনের আবেগে তাঁহার চরণ বড়ই দ্রুত পড়িতেছিল। নাগরিকগণ দেখিল মারাপ্পা তীরের মত চলিতেছিল। তাহারা মারাপ্পাকে ভালই জানিত, সুতরাং বিস্মিত হইল না, আন্তরিক ভক্তির সহিত পথ ছাড়িয়া দিল।

মন্ত্রণা-সভা আবার পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অসংখ্য রত্ন-বিভূষিত স্বর্ণ-সিংহাসন আজ শূন্য। দেবরায় সিংহাসনের পার্শ্ব হইতে সমাগত সামন্তবর্গকে কহিতেছিলেন, "বীরগণ! আমি সময়ে অবতীর্ণ হইতেছি। যদি মৃত্যু হয় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। আমি আমার রাজমুকুট প্রাণোপম ভ্রাতা দেবলরাজের শিরে তুলিয়া দিলাম। এখন হইতে আমি সম্রাট নহি, সামান্য সৈনিকমাত্র, আপনাদেরই একজন। যদি ফিরিয়া পুনরায় সিংহাসনে বসি, আবার সম্রাট বলিয়া অভিবাদন করিবেন, কিন্তু দেবলই আমার উত্তরাধিকারী থাকিবে। আজ হইতে বিজয়নগরের সম্রাট আমার ভ্রাতা দ্বিতীয় দেবরায়!" সামন্তগণের কেহই উল্লাসে চিৎকার করিলেন না,—"জয় মহারাজ-রাজপরমেশ্বর দ্বিতীয় দেবরায়ের জয়!" কারণ তখন উল্লাসের সময় নহে; অধিকন্তু তাঁহারা দেখিলেন দেবলরাজ সম্রাট্ প্রদত্ত মুকুট সিংহাসনের উপর স্থাপন করিয়া সম্মুখস্থিত মুক্তাকালরযুক্ত চতুষ্কোণ বেদীর পার্শ্বে নতজানু ও নতমস্তক হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

দেবরায় বলিলেন, "বেদীর পূর্বে একটি শুভানুষ্ঠান করিয়া যাইব।" এই বলিয়া তিনি মধুরাওকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনার কন্যা হেমের সহিত ভ্রাতা দেবলের বিবাহ দিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি দান করুন।" মধুরাও নিস্পৃহকার ভাবে বলিলেন, "হেমের সৌভাগ্য।" দেবরায় বলিলেন, "আজ হইতে হেমের নাম হেমাম্বিকা। বিজয়নগরের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞীর এই উপযুক্ত নাম। বিবাহের—"

স্তম্ভের পার্শ্ব হইতে একটি দীর্ঘ মূর্তি "এখন বিবাহোৎসবের সময় নয়," বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল। সে বিরাট গৈরিক-বস্ত্রাবৃত মূর্তি মারাপ্পার। সভাস্থ সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। দোদুল্যমান বৃক্ষশাখার ন্যায় হস্ত উত্তোলন করিয়া মারাপ্পা কহিলেন, "এখন বিবাহ হইতে পারে না; বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যেন ভ্রাতার বিবাহ দেন।" দেবরায় বলিলেন, "আর যদি না ফিরি—!"

মারায়া অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "আমি জানিতে পারিব। মহারাজাধিরাজ আমার পুত্রের বিবাহে আমার মত লইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না!" দেবরায় ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া পিতৃব্যের চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, মারায়া নিবারণ করিলেন। দেবরায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তাত! দেবল আমার ভ্রাতা! সে-দিন—।" মারায়া দ্রুতকণ্ঠে বলিলেন, "সেইজন্য তাহাকে উত্তরাধিকারি-নির্ব্বাচনে আপত্তি করিতেছি না।" দেবরায় বলিলেন, "তাত! মার্জ্জনা করুন, সেদিন—।" বাধা দিয়া মারায়া কহিলেন, "মার্জ্জনা করিতে পারি, যদি এ প্রসঙ্গ সভাস্থলে এখন আর উত্থাপিত না হয়।" তাঁহার স্বর কোমলতাহীন, নীরস, কঠোর। ক্ষণকাল-পরে মারায়া সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

সভাভঙ্গের পর দেবরায় কিয়ৎকাল প্রাসাদে অবস্থান করিয়া অবশেষে মধুরাওয়ের গৃহে উপনীত হইলেন। মধুরাও সৈন্যসজ্জায় ব্যাপৃত,—গৃহে ছিলেন না। দেবরায় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন হেম কক্ষে বসিয়া। তিনি বলিলেন, "হেম! আমি যুদ্ধে যাইতেছি। দেবল আমার উত্তরাধিকারী, আমার অনুপস্থিতিতে সে-ই রাজ্য শাসন করিবে। তুমি বিজয়নগরের-ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী। যদি যুদ্ধ হইতে ফিরি, তবে নিজে দেবলের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়া, আমাদের বংশের স্বর্ণ-হার তোমাকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না।"

হেমের মুখ প্রথমে ভীতা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুল হইল। তাহার পর বোধ হইল, শ্বেত-প্রস্তরের উপর কে যেন রক্তরাশি ঢালিয়া দিল। পরক্ষণেই সে-আরক্তিম ভাব চলিয়া গেল; সে-সুন্দর মুখ মৃতের ন্যায় পাণ্ডু হইল। দেবরায় ভাবিতেছিলেন যে উহা লজ্জা, কিন্তু পাণ্ডুভাব দেখিয়া বলিলেন, "হেম সুখী হইয়াছ ত?" হেম কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আমার শরীর ভাল নাই; আপনারা সকলেই চলিয়া যাইবেন, আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।" দেবরায় বলিলেন, "ভাবনা কি? হেম! আবার সকলে আসিব। তোমার দাসী কোথায়? তাহাকে কি ডাকিয়া দিব?" হেম মৃদু কণ্ঠে বলিল, "না, দাসীর প্রয়োজন নাই; আমার শরীর ভাল আছে মন ভাল নাই। আপনি যান্। সময় নষ্ট করিবেন না।" দেবরায় বলিলেন, "যাইতেছি। তোমার ধাত্রী কোথায়?" হেম বলিল, "বোধ হয় অস্ত্রাগারে।"

দেবরায় চলিয়া গেলেন। বালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুধারা আর বাধা মানিল না—গোমুখীস্রোতের ন্যায় অবারলধারে গণ্ড-যুগল প্লাবিত করিল। কক্ষের শীতল পাষাণ-প্রাচীরে দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া বালিকা তাহার উপর মস্তক রাখিল। হৃদয়ের বাধিত উচ্ছ্বাস কক্ষের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাসিতে লাগিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে তনুরাও দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হেম তখন আর্ত্তকণ্ঠে বলিতেছিল,—রাজা! এ কি করিলে!—এ মৃত্যু-আদেশ কেন দিয়া গেলে? তুমি রমণী-হৃদয় বুঝিতে পার নাই, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু আজ—দেবলের সহিত—? এর চেয়ে আপন হস্তে এ প্রাণ লইলে না কেন?" শেফালী-পুষ্পের রাশির ন্যায় প্রাচীরগাত্র হইতে ভূতলে লুণ্ঠিত

হইয়া বালিকা রুদ্ধ-গ্রীব-কপোতীর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তনুরাওয়ের চক্ষুর উপর হইতে একটি যবনিকা সহসা যেন অপসৃত হইল। তিনি একবার ভাবিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া হেমকে প্রবোধ দিবেন—আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন, 'না—কাঁদিলে হৃদয়ভার লঘু হইবে।' দেবরায় অস্ত্রাগারে যাইবার পথে তনুরাওকে হেমের অসুস্থতার কথা বলিয়াছিলেন ; বিলম্ব করিলে পাছে তিনি স্বয়ং সেখানে আসিয়া পড়েন, সেইজন্য তনুরাও অস্ত্রাগার-অভিমুখে চলিলেন। সম্রাট্‌কে বিদায় দিয়া পুনরায় দ্বারান্তরালে আসিয়া দেখিলেন, হেম উঠিয়াছে। সে দেবরায়প্রদত্ত হীরক-হার—শৈশবের সেই উপহার—ধীরে ধীরে কণ্ঠ হইতে উন্মোচিত করিয়া চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পেটিকায় রাখিয়া বলিল, "রাজা! একদিন তুমি স্বহস্তে এ হার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলে,—আজ তোমারই আদেশে আর এ-হার পরিধান করার অধিকার আমার নাই।" সে পেটিকা শৈশবের কত স্মৃতি-জড়িত দেবরায়-প্রদত্ত উপহারে পূর্ণ। দেখিতে দেখিতে একবার তাহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কিন্তু নেত্রজল আর বাহির হইল না।

অপরাহ্ণে দেবরায় মধুরাওয়ের সহিত নগর-প্রাচীর পরিদর্শন করিতেছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের সম্বন্ধে কথোপকথন চলিতেছিল। মধুরাও বলিতেছিলেন, "বাস্তবিকই মুসলমান ভারতের অধিপতি হইবার উপযুক্ত। যেমন বুদ্ধি, যেমন যুদ্ধকৌশল, তেমনই বল-প্রতাপ! গত যুদ্ধে আহ্‌মদকে দেখিয়াছিলে? কি কৌশলেই আর কি বীরত্বের সহিত সে সেনা-চালনা করিল! শ্বেত অশ্ব রক্তে লোহিত হইয়া গিয়াছে, তাহারই উপর আরোহণ করিয়া সে যে দিকে যাইতেছে সেই দিকেই হত্যার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে! সুলতান-পুত্র হাসানও বীর বটে, কিন্তু সে-বীরত্বে আহ্‌মদের ন্যায় এত তেজ, এত বুদ্ধি নাই।"

দেবরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "শুধু কি এই বুদ্ধি-বীরত্বের অভাবেই আমাদের পরাজয় হয়?" মধুরাও বলিলেন, "না, আরও কারণ আছে। সেটি তুমি জান। মুসলমানের ধানুকী ভাল। তবে এবার সে ভয় নাই। আমি এবার নিজের পদাতিকের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তাহারা মারিবে ও মরিবে—গতবার কেবল মরিয়াছিল।" দেবরায় বলিলেন, "আপনি অশ্বারোহীর উপর এত অপ্রসন্ন অথচ নগণ্য পদাতিকের এত প্রশংসা করেন্ কেন বুঝিতে পারি না।" মধুরাও বলিলেন, "আমাদিগের দেশীয় অশ্ব কষ্টসহিষ্ণু বটে, কিন্তু ক্ষীণ ও ক্ষুদ্রকায়। মুসলমান-সুলতান হরমজ্ হইতে আরবী অশ্ব আনয়ন করেন্। আমাদের অশ্ব বেগ ও আকারে সে সকল অশ্বের সমকক্ষ নহে। দেব! পদাতিক নগণ্য নহে। যদি এখনও তাহা না বুঝিয়া থাক, একদিন তাহা বুঝিবে। তাহারা বিপক্ষ অশ্বারোহীর উরুতলির আপনাদিগের পদতলে লুণ্ঠিত করিতে পারে। উপযুক্তভাবে শিক্ষিত ও চালিত হইলে, পদাতিক অসাধ্য-সাধন করিতে পারে।"

একজন যুবক সামন্ত অভিবাদন করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তিনি বিনায়ক রাও। মধুরাও বলিলেন, "ত্রাম্বক রাওয়ের পুত্র! যুদ্ধ কি অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই হইবে?" বিনীতভাবে যুবক

উত্তর করিলেন, "যদি অনুমতি দেন, আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করি।" মধুরাও প্রভুত্ব-ভাবে কহিলেন, "তোমার পিতৃব্য মত দিবেন?" যুবক বলিলেন, "তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা করিও,—আমি পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই করিব! সামন্ত ও অশ্ব একসঙ্গে জন্মিয়াছে; যে দিন অশ্ব যাইবে, সামন্তও যাইবে।" মধুরাও গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "আমি অবশ্য সামন্ত নহি—আমি বেতনভুক্ প্রধান নায়কমাত্র।" বিনায়ক-রাও মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "আমি সামন্ত, কিন্তু আপনার শিষ্য হইতে চাহি।'

কথা কহিতে কহিতে তিনজন একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তির নিকট আসিলেন। নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইত, সেটি বীর হনুমানের মূর্ত্তি,—নির্দ্দয় আঘাতে মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বিনায়ক রাও বলিলেন, "ইহা সেই কাপুরুষ সুলতানের কীর্ত্তি" প্রধান-নায়ক অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন, "কাপুরুষ কে? সুলতান মুজাহিদ্ কাপুরুষ ছিলেন না। বাহমনী-বংশে এখনও কেহ কাপুরুষ জন্মে নাই। আদ্‌যদ্ তাঁহার উপযুক্ত বংশধর। মুজাহিদের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা আমি জীবনে দেখি নাই। এক মারাঠা ব্যতীত বিজয়নগরে অন্য কেহ তাঁহার অশ্বাবেগ রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে-দিনের কথা আমার এখনও মনে পড়ে।" মধুরাও নিকটস্থ প্রস্তরস্তূপের প্রতি হস্ত-প্রসারণ করিলেন; বলিলেন, "মুজাহিদ্ নগর আক্রমণ করিয়াছেন। আমার তখন পূর্ণ যৌবন, হৃদয়ে অসীম সাহস; লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর পতিত হইলাম। মুজাহিদ্ আপন তরবারিতে আমার আঘাত প্রতিরোধ করিলেন এবং বাম হস্তে আমার কটিদেশ জড়াইয়া আমাকে ঐ প্রস্তরের উপর নিঃক্ষেপ করিলেন। দারুণ আঘাতে আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। যখন চেতনা আসিল, দেখিলাম দীর্ঘ লৌহমুদ্গরের এক আঘাতে মুজাহিদ্ ঐ মূর্ত্তি চূর্ণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে হতাহত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দল। একজন যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় বলিলেন, 'নিষ্ঠুর দেবদ্রোহী! দেবতা তোমাকে পাপের শাস্তি দিবেন্! পাপের প্রতিফল আপন রাজ্যে ফিরিয়া পাইবে।' বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল; তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়ই রহিলেন। মুজাহিদ্ দৃক্‌পাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলিয়াছিল। কিন্তু মুজাহিদ্ অল্পবয়সে আত্মীয়-কর্ত্তৃক নিহত না হইলে, আজ বোধ হয় এ নগর লুপ্ত হইত। দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের কথোপকথনের জন্য ইহার একটি প্রস্তরস্তূপও অবশিষ্ট থাকিত না।"

(ক্রমশঃ)

শিমলা-শৈলে।

আমাদের তিনজনের জিনিষপত্র একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী মুটের ঘাড়ে দিয়ে আমরা কালীবাড়ীর দিকে উঁচু পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম। ছোট্ট রঙ্গুবাবু অবশ্য আমাদের

পথ-প্রদর্শক। ঐ ফুটে আমাদের নানান্ জিনিস্ দেখাতে দেখাতে কখনও বা আগে কখনও বা পিছে চল্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের দেশের মত তারা মাথায় মোট লয় না। যত ভারী বোঝা হ'ক না কেন, তা' তারা পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবে। উঁচু, নীচু, আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে বড় রাস্তায় এলাম। সম্মুখেই রেলওয়ে বোর্ডের মস্ত আফিস-বাড়ী। কোট-পেণ্টালুন-পরা অনেক বাঙ্গালীবাবু ঐ আফিসের উপরে এবং নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুদের বেশ সজীব বলে বোধ হ'ল। তাঁদের মধ্যে দু'একজন আমাদের দেখে আমরা কোথা থেকে আস্‌ছি, কা'র বাড়ী আস্‌ছি, কলিকাতার খবর কি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্। বিদেশে বাঙ্গালী দেখ্‌লে বাস্তবিক মনে বড়ই আনন্দ হয়। পথে যেতে যেতে দু' একটী পরিচিত বাক্তি কালী-বাড়ী থেকে আস্‌ছেন শুনে ঐ স্থানের বিষয় একটু খবর নিলাম ; ছোট-বড় সুন্দর সুন্দর ছবির মত বাড়ীগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা কালী-বাড়ীর দরজায় এলাম। ইহা সহরের খুব উঁচু জায়গায় প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারা স্থাপিত। ইহা শিমলার কর্ম্মক্লান্ত বাঙ্গালীর বিশ্রামস্থান, ধর্ম্মক্ষেত্র, মিলন মন্দির ; বিদেশ হ'তে আগত অতিথি বাঙ্গালীর স্বর্গ। পাঞ্জাবের অনেক বিখ্যাত সহরে বাঙ্গালীর অমর কীর্ত্তি আছে। আমরা দোতালার ঘরে উঠে বিছানা পেতে বিশ্রামসুখ উপভোগ কর্‌তে লাগ্‌লাম। তখন সে ঘরে আর কেহ ছিলেন না। দু'একজন ক্ষণকাল-পরে স্নানের ঘরে গিয়ে বৈদ্যুতিক আলো জেলে গরম জলে বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। সেদিন আর কেহ স্নান কর্‌লাম না। প্রচুর প্রসাদী ফলমূল, সন্দেশ, মেঠাই প্রভৃতি খেয়ে পেট ভরে গেল। কিছুক্ষণ পরে টিপি টিপি বৃষ্টি এলো। মেঘে, বৃষ্টিতে, আকাশে বাতাসে এবং পাহাড়ে এক হয়ে চারিদিক্ যেন ধূমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির নূতন রকমের শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। ওদিকে মন্দিরের মধ্যে ওস্তাদ্‌জী সেতার বাজিয়ে বেশ গান ধরে দিয়েছেন। এই আলোক-আঁধারের মিলনে স্থানটি নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তখন গীত গেয়ে ভজন করবারই উপযুক্ত সময়। মন্দিরের ভেতরের মেঝে এবং চারিধারের বারাণ্ডা মার্ব্বেল-পাথরে তৈরী। মধ্যে নানা ছবি, কত রকম মহাজন-বাক্য, বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড় সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে। দু'জন বাঙ্গালী সেবায়েৎ আছেন। দুর্গা-পূজার সময় এখানে ক'দিন খুব ঘটা হয়। শিমলার বাঙ্গালী ও অন্যান্য বহু স্ত্রী-পুরুষ এই উৎসবে যোগদান করেন। আজ বিজয়াদশমী। সন্ধ্যার পর অনেকে এখানে এলেন। আজ বড় আনন্দের, বড় দুঃখের দিন। আজ মহামিলনের দিন। আজ পুরোণো দিনের যা' কিছু দুঃখ, যা কিছু ক্ষতি, যত কিছু বেদনা, সব ভুলে গিয়ে প্রেমালিঙ্গনের দিন। আমরাও অনেকের সঙ্গে কোলাকুলী করে পরম প্রীত হ'লাম। বিদেশে বিজয়া-উৎসব সত্য-সত্যই মধুর। সেবার মিরাটে বিজয়ার দিন দুর্গা-বাড়ীতে মিলনের যে মর্ম্মস্পর্শী ছবি দেখে-ছিলাম, তা আজ বার বার মনে হ'চ্ছিল। পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীরা মহৎ, উদার ছিলেন। এখন নানা গণ্ডগোলে এইসব মন্দিরের অবস্থা ও ব্যবস্থা খারাপ হয়ে আস্‌ছে।

কিছুক্ষণ পরে চারিদিক্ ফরসা হলে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়্লাম। এদিক্ ওদিক্ বেড়াতে বেড়াতে আমরা এক পাঞ্জাবী হোটেলে গিয়ে ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী, মাংস খেলাম। হোটেলটি খুব ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে খাদ্য দ্রব্য বড়ই মহার্ঘ। শাকের সের আট আনা। খাওয়ার পর বেড়াতে বেড়াতে বড় বড় দোকানের পার্শ্ব দিয়ে মন্দিরে এলাম। বারাণ্ডায় উঠে দেখি সমস্ত শিমলায় যেন উৎসব লেগে গেছে। চারিদিকেই পাহাড়ের গায়ে বাড়ীগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠেছে।

"(এ কি,)—দীপমালা পরি' হয়েছে রূপসী এ মহা-নগরী আজি'!
এ কি, নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠেছে বাজি'।
এ কি, ফুলমঞ্চ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
এ কি, রূপ-তরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।"

সকালে উঠে বেড়াতে বেড়াতে জেকোর দিকে গেলাম শিমলা সহরের মধ্যে এই পাহাড় মাথা উঁচু করে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে। ইহা ৮০৪৮ ফিট উচ্চ। আমরা এই পাহাড়ে উঠ্তে লাগলাম। নীচে বাড়ী, বাগান, দোকান, বাজার, রাস্তা সবই সযত্নে সাজান রয়েছে! রাস্তাগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার একটা কারণ এই যে শিমলা সহরে কলিকাতার মত অবাধে মোটর গাড়ী, গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ীর চালাবার হুকুম নাই। কেবল রিকসা চালাবার বাধা নাই। নিকটের পাহাড়গুলি নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ঐ সকল পাহাড়ের উপরে নানা রকমের সুদৃশ্য বৃক্ষগুলি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর দিয়ে সাদা ও ছোট ছোট মেঘগুলি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘন বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার আকাশ ও সূর্য্যের কিরণ দেখা যাচ্ছে। তখন প্রকৃতির কবির কথা মনে হলো :—

"পটে-আঁকা তরু শিরে
চুর্ণ কিরণ—শিচকিরী
* * * * *
শোনো-শোনো তেমনি সুরেই
পাহাড়-চূড়ে ডাক্ছে কে '—
ধ্যানের দেশে আছিস্ কে আয়,
আয় রে চলে' সব রেখে'।

জেকোর উপরে উঠ্বার রাস্তার এবং আশে পাশে সাহেবদের এবং অনেক ধনি-ব্যক্তির অতি সুন্দর সাজসজ্জা পূর্ণ বাড়ী আছে। এই দেখ্তে দেখ্তে বেশ রোদ উঠে গেল। আমরা গাছের ছায়ায় ছায়ায় যেতে লাগলাম। স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে নানাবর্ণের লতা, ছোট ছোট মনোমুগ্ধকর পুষ্প বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে; নির্ম্মল প্রভাতে বৃক্ষশাখায় পাখীরা সুমিষ্ট স্বরে শীস্ দিচ্ছে। কোথাও বা সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা আয়াদের সঙ্গে প্রভাত-সমীরণ সেবন কর্তে কর্তে অনেক দূর এসে পড়েছে। এই সব দেখ্তে দেখ্তে আমরা জেকোর-চূড়ায় এলাম এবং এক নির্জ্জন স্থানে বসে বানরের খেলা দেখতে লাগ্লাম; উচু পাহাড়ের পবিত্র বাতাস গায়ে লাগাতে অল্পকাল-মধ্যেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। এখানে একটী মন্দির আছে। ইহা এক ধনি-ব্যক্তির স্মৃতি-মন্দির। ছোট শিমলা হতে বড়লাট সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত যেখানেই গেলাম, সেখানেই সাহেব-

মেমের ছড়াছড়ি। তাঁরা দলে দলে হাস্যোজ্জ্বল-মুখে নানা ভঙ্গীতে পথ দিয়ে চলেছেন। তাঁদের দেখ্‌লে বোধ হয় দুঃখ যে কি জিনিস, তা' তাঁরা জানেন না—সদাই প্রফুল্ল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ তাঁরা! সর্ব্বত্রই একটা নূতনত্বের পরিচয় পেলাম।

শিমলা-সহর সমুদ্র হতে ৭০৮৪ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৭ সালে প্রথমে এখানে গ্রীষ্মকালে বাস করেন। তাঁহার সময় হইতে সকল বড়লাটই গরমের দিনে এখানে বাস করে গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পান। পাঞ্জাবের ছোটলাট এবং জঙ্গীলাট গ্রীষ্মকালে এখানে আসেন। ভারতের সৈন্য বিভাগের এখানে হেড-কোয়ার্টার। সুতরাং শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে শিমলা বেশ গুলজার হয়ে থাকে। বড় বড় বাড়ী এবং দোকানগুলি, সবই প্রায় সাহেবদের। কলিকাতার অনেক বিখ্যাত হোটেল এবং দোকানের শাখা এখানে আছে। দোকানগুলিতে ভীড়ের অভাব নাই। পরমেশ্বর এই বিশ্বকে নানা সাজে সজ্জিত করে রেখেছেন। 'এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা' সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ'। হে মানব! তোমার অবসর কালে মুক্ত বাতাস, নদ নদী নির্ঝরের মধুর কলতান, গিরি-কন্দরের মন-ভুলানো শোভা এবং প্রফুল্ল প্রসূনের প্রাণ-মাতানো হাস্য দেখে রূপ-সাগরে ডুব্‌তে ইচ্ছা করে না! সমস্ত শিমলা যেন একখানি ফ্রেমে-আঁটা ছবি। শিমলার আকাশ বাতাস সবই নূতন রকমের। সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতনে থাক্‌লে মনঃপ্রাণও সরল-সুন্দর হয়ে যায়। আমাদের শিমলা প্রবাসের তিন দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে গেল। কোলাহলময়ী নগরীর কোলাহলের মধ্যেও মাঝে মাঝে সেই শিমলা শৈলের কথা মনে হলেই ভাবি:—

'হে সিমলবর! পাষাণ-অন্তর
আজ বাণী দাও হরি'
শুনাও মানবে আদিম প্রণয়।
এসেছি ভিক্ষু অমৃত-ইক্ষু
রসপান-অভিলাষে
দেখাও সোপান, মহা প্রস্থান,
চির-ঈপ্সিত পাশে।
কোন্ সে প্রয়াগে সরাগ রাগে
অবগাহনের শেষে,
ধারায় মুক্ত, প্রসাদ-যুক্ত
সত্যানন্দ দেশে।

সমালোচনা।

শিশু-সাথী।—শিশুদিগের জন্য বহুসংখ্যক সুশোভন-চিত্র-সংযুক্ত মাসিকপত্র। এই বৎসর হইতে নূতন বাহির হইতেছে। প্রাপ্তিস্থান 'আশুতোষ লাইব্রেরী' ৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১৸০।

'রামায়ণের যাহা সার—রামের চরিত্রবল, সীতার পবিত্রতা, ভরতের মহত্ত্ব, লক্ষ্মণের গৌরব'—'শিশুসাথী' তাহাই শুনাইতে চাহে; 'আগমনীর দিনে আগমনীর কথা, চড়কের দিনে চড়কের কাহিনী, এইরূপ বার মাসে

তের পার্ব্বণের' কথা বলিতে চাহে; আর চাহে জ্যোতিষ্ক-রাজ্যের খবর আনিতে, বৃক্ষলতার তথ্য জানাইতে, প্রাণি-জগতের ইতিহাস বলিতে। 'শিশুসাথী' সরল কবিতা শুনাইবে, রূপকথা ও নানান্ কথা বলিবে আর সহজ ভাষায় বিজ্ঞান জানাইয়া দিবে। 'শঙ্খ ও লিখিত'র কাহিনী', 'চাক ও হাক' (২য় ভাগ), 'পল্লী-ছেলের বারমাসী,''বে-তার বার্ত্তার কথা', 'পেঙ্গুইন', 'শ্রীগৌরাঙ্গ,' 'মনুষের ঘরবাড়ী', 'বরফের দেশ', 'নষ্ট-চন্দ্র', 'সীসার মূল্য' প্রভৃতি নানারূপ সুন্দর প্রবন্ধ দিয়া শিশুসাথী আপন উদ্দেশ্য-সাধনের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে! চেষ্টা সফল হউক্, আমাদের এই প্রার্থনা।

সংবাদ।

(সঙ্কলিত)

১। বাবু ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কারের জন্য ৪৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। "আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে যে রমণীর রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই এই পুরস্কার পাইবেন। ইহা বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে লেখা যাইতে পারিবে। বাঙ্গালার অধিবাসী যে কোন শিক্ষিত মহিলা রচনা পাঠাইতে পারেন; বয়স সম্বন্ধে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। রচনার সঙ্গে লেখিকার পিতা, স্বামী বা অভিভাবক লিখিয়া দিবেন যে তাহার বিশ্বাস মতে রচনা লিখিবার কালে লেখিকা কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পান নাই। খামের উপর 'ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার প্রতিযোগিতা' বলিয়া লিখিয়া ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় রচনা পাঠাইতে হইবে:— সম্পাদক, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটি, প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্সপেক্টারের অফিস্। ৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

২। বাঁকুড়ায় একটি অন্তঃপুর-মহিলা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ সকল সময় শিক্ষালাভের সুযোগ পান না। এই সমিতির উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধন স্থাপন এবং জনহিতকর কার্য্যে সাহায্য দান। যেকোন মহিলা ন্যূনপক্ষে ১৲ বার্ষিক চাঁদা দিয়া সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

সমিতি হইতে নিযুক্ত একজন শিক্ষয়িত্রী সহরে ছয়টি কেন্দ্রে মহিলাগণকে শিক্ষা দিতেছেন। কতকগুলি সহজ শিল্প, ও প্রাথমিক শিক্ষা এবং সহজ অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বাঁকুড়া দর্পণ লিখিয়াছেন যে গত ২৭ শে আগষ্ট সমিতির ২য় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

৩। কুমারী সত্যপ্রিয়া ঘোষ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। তথা হইতে এফ, আর, সি, এস উপাধি পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আমাদের দেশে মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা অধিক নহে। বিলাতে প্রায় ৬ই সহস্র

রমণী চিকিৎসক রূপে কোনরূপ চাকুরী না করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন ও দেশের হিতসাধন করিতেছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৭৬৬ আর তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২৮২।

৪। কুমারী মেরী গ্রেস্ আণ্ডার্সন্ বাল্যকাল হইতেই দৃষ্টিশক্তিহীনা। সাত বৎসর বয়সে স্কট্‌ল্যাণ্ডের এডিনবরা সহরে একটী অন্ধ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভ করিয়া তথায় ব্রেল-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি অল্প বয়সে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাহার পর তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছু-দিন পূর্ব্বে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্গীত-বিদ্যাতেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। গত দুই বৎসর হইতে তিনি নগরীর অন্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

৫। গ্র্যাস্‌কেট্-সাহেব-নামক আমে-রিকার কানাডার একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ একটী যুগ্ম তারকার সম্বন্ধে কয়েকটী আশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তারা-দুইটী পৃথিবী হইতে বহু কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। যদি কোন ব্যোমবিহারী কলের জাহাজ উড়িয়া ঘণ্টায় দুই শত ক্রোশ করিয়া চলে, তাহা হইলে সেটী তিন হাজার কোটী বৎসর পরে সেখানে উপনীত হইবে। তারকা-যুগলের মধ্যে একটী আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা পঁচাত্তর গুণ বৃহৎ এবং পনের হাজার গুণ উজ্জ্বল। অপরটী সূর্য্যাপেক্ষা তেষট্টী গুণ বড় ও বার হাজার গুণ উজ্জ্বল। ব্যাপার শুনিয়া মনে হয় বাস্তবিকই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! এখানে বলিয়া রাখা ভাল, প্রায় সাড়ে তের লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে আমাদের সূর্য্যের আকারের সমান হয়।

৬। কলিকাতাস্থ ট্রপিক্যাল্ মেডিসিনের বিদ্যালয়ের ডাক্তার য়্যাটেন্ সম্প্রতি সংক্রামক ভাবে যে শোথ-ব্যাধি বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে বঙ্গবাসী মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে এই রোগ প্রবল; কারণ তাহারা Basamati (বাসমতি?) বলিয়া একরূপ পুরাতন চাউল ব্যবহার করে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাতাস আর্দ্র ও গরম থাকে; সেইজন্য ঐ চাউলে এক প্রকার ছাতা পড়ে। ঐ ছাতার মধ্যে যে বিষ থাকে তাহা হইতেই ঐ রোগের উৎপত্তি। গরীব লোকে নূতন চাউল খায় বলিয়া এ রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা ভালরূপে সঞ্চিত পুরাতন চাউল ব্যবহার করে বলিয়া রক্ষা পাইতেছে। বিপদ্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

তিনি আরও বলেন যে কলিকাতা অপেক্ষা হাবড়া অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহার কারণ, ঐ চাউল নৌকায় করিয়া গঙ্গার পরপারে নীত হয় এবং সেই সময় সাঁতা-রেতে হইয়া তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ছাতা ধরে। চাউল সঞ্চিত করিয়া রাখার ভালরূপ বন্দোবস্ত হইলে ও পরিদর্শনের উচিত ব্যবস্থা হইলে রোগের কারণ দূরীভূত হইতে পারে।

অতিরিক্ত ছাঁটা চাউল বেরিবেরি-রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। সাধা-রণের স্বাস্থ্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে এ সংবাদ আশঙ্কাজনক

এবং এ-বিষয়ে রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৭। আমিরিকার একটী বায়োস্কোপ কোম্পানী মাতাল লোকের ছবি তুলিয়া তাহাই দেখাইতেছে। কতকগুলি মাতাল এই প্রকার ছবি দেখিয়া আপনাদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

পুরাকালে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছিলেন মানুষের রাগ হইলে তাহার সম্মুখে একখানি আয়না ধরিবে। ক্রুদ্ধ মানুষ যখন দেখিবে ক্রোধ হইলে তাহার মুখ বিকৃত হইয়া যায়, তখন সে আর ক্রোধ করিতে সাহস করিবে না। কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ বা ঠেকিয়া শিখে। ঠেকিয়া শিখার অপেক্ষা দেখিয়া-শিখা ভাল।

৮। জাপানে একপ্রকার কীট আছে,তাহারা বেশ সুমিষ্টস্বরে গান করিয়া থাকে। জাপানীরা কুক্কুর কিংবা বিড়ালকে আদরের সামগ্রী রূপে গৃহে রাখিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না; কিন্তু তাহারা এইরূপ কীট-পতঙ্গদের বেশ আদর করিয়া থাকে এবং এগুলিকে তাহারা গৃহের ছাদের সম্মুখদেশে ঝুলাইয়া রাখে। যদিও এই পোকাগুলি সব সময়ে গান করে না, কিন্তু বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনিতে পাইলেই তাহারা আপনআপনিই গান আরম্ভ করিয়া দেয়। এইজন্য কোন জাপান-পরিবারে কোন আগন্তুককে আমোদিত করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহাদের মধ্যে কেহ ছাদে যাইয়া একবাল্‌তি জল ঢালিয়া দেয়। উদ্দেশ্য যে বৃষ্টি পতনের ন্যায় শব্দ হউক। পোকাগুলি অমনই বৃষ্টি হইতেছে,ভাবিয়া গান করিতে আরম্ভ করে।

৯। কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী এক নূতন প্রকারের ট্রামগাড়ী প্রচলন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহাতে নামা-উঠা ও বায়ু সঞ্চালনের জন্য ভাল ব্যবস্থা থাকিবে।

১০। কয়েক দিন পূর্ব্বে জয়পুরের মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে। যিনি নূতন মহারাজ হইবেন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর। ভূতপূর্ব্ব মহারাজা গত বৎসর তাঁহাকে দত্তক পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। গত ১৯শে ভাদ্র অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য প্রাচীন সম্পাদক দেশভক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার স্বর্গগত ভ্রাতা শিশিরকুমারের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলেই অমৃতবাজার পত্রিকা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মাতা অমৃতময়ীর নামানুসারে তাঁহারা যশোহর জেলার অন্তর্গত বাসগ্রামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত করেন। কালে তাঁহাদের গ্রামের নামও অমৃতবাজার হইয়া যায়। ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে সেখান হইতেই অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁহারা গ্রামের উন্নতির জন্য তথায় হাই স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও ডাকঘর স্থাপন করিয়াছিলেন।

গত বি, এ পরীক্ষার ফল—

ইংরাজী সাহিত্য অনার্স—১ম বিভাগ :—দীপ্তি চ্যাটার্জ্জী (৪র্থ স্থান), ক্লোরেন্স এলিজাবেথ্ সার্লট টার্ণার ওসবর্ণ, নির্ম্মলা বসু, ও সাকিনা ফারুক্ সুলতান মোয়াজ্জেদ-আদা। ২য় বিভাগ :—কমলা বসু, মোসেফিন্ নরোহী, লাজ্জিরামা ও উষালতা বিশ্বাস। সংস্কৃত ১ম বিভাগ :—শান্তিপ্রভা দাস গুপ্ত (৫ম স্থান)। গণিত ১ম বিভাগ :—বীণাপাণি ঘোষ (৪র্থ স্থান)। ২য় বিভাগ :—সুধা রায় চৌধুরী ও শান্তিলতা বসু রায়। কৃতিত্বের (Distinction) সহিত :—সুনীলিমা চক্রবর্ত্তী, মনোরমা দাস গুপ্ত, রেণুকণা দাস গুপ্ত, রেণুপ্রভা ঘোষ, সরিৎ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী গুহ, রেণুকা মজুমদার, ও কাননবাসিনী মুখার্জ্জী। পাশ লিষ্ট :—সুপ্রতিকা ব্যানার্জ্জী, অশ্রুকণা বিশ্বাস, শান্তিসুধা চ্যাটার্জ্জী, র‍্যাসি, কর্ণিলিয়াস্, প্রেমকুসুম দাস, চপলা দেবী, ইন্দু দত্ত, ইনিড্ মিচেল্ ঘোষ, উৎস ঘোষ, কুসুমকুমারী গুপ্ত, সৌদামিনী রক্ষিত, গায়ত্রী রায়, সুরুচিবালা রায়, সরযূ ভাদিস্, উদাময়ী সেন ও সীতাবাই জগুবল্।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।
সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ **পরিচায়ক**।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

১৫ নং সাগারেণ্ড লেন, কলিকাতা।

এত বড়

সুদেশী

আর

কি

আছে ?"

—নিখিলকবিসম্রাট—

—রবীন্দ্রনাথ—

"WONDERFUL VOLUMES"

THE LONDON TIMES

বাংলার

ঘরে ঘরে

বাংলার

কথাসাহিত্য

বাঙ্গালীর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

উপহার

লাইব্রেরী

ঢাকা

বাঙালীর

মায়ের

শঙ্খ

রব

"বাঙালীর

আত্মগৌরবের

প্রতিষ্ঠা"

বাংলার

প্রভাত

হাসির

সুধার

ঝরণা

—আশুতোষ লাইব্রেরী—

৩৯।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং

সমগ্র বাংলার সকল পুস্তকালয়

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

ঠাকুমা'র

ঝুলি

রাজসংস্করণ—দেড় টাকা

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

বঙ্গগৌরব—বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদা'র

ঝুলি

অভিনব রাজসংস্করণ—দুই টাকা

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

দাদামশা'য়ের

থলে

অতুল সুন্দর রাজসংস্করণ—দেড় টাকা

লাইব্রেরী

চট্টগ্রাম

August, 1922. Reg. No. C● 134.

৬০ বর্ষ

প্রবাসী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।
আশ্বিন, ১৩২৯—অক্টোবর, ১৯২২।

সূচী

১।	অবাক্ (কবিতা)	শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৬৮
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত	১৬৯
৩।	ব্যাকুলতা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	১৭৩
৪।	আগমনী (কবিতা)	কুমারী পূর্ণিমাপ্রভা চৌধুরাণী	১৭৪
৫।	বিধির বিধি (উপন্যাস)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	১৭৪
৬।	সিন্ধুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	১৮২
৭।	হারিয়েট্ বীচার ষ্টো	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩
	[illegible]র খেদ	গান—৺মহাত্মা রজনীকান্ত সেন সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৮৫
	[illegible]ার হার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত—	১৮৮
	[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	১৯১
	[illegible]প্রথা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী	১৯২
	[illegible]তিহাসে রমণী	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি	১৯৭
	[illegible]সমালোচনা		১৯৮

[illegible]সম্পাদকশ্রীযুক্ত [illegible]কুমার দত্ত-এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০; অগ্রিম বাঙ্গালিয়ানা মূল্য
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ (চারি আনা)

"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে"

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	৬'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন কুলুট" : : : :

তিন অক্টেভ,	৬'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	৬'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	৬'সেট রীড—এক সেট উল্লাস	১০০৲ টাকা
	অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।	

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,

৮৯ ডালহৌসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

টেলিগ্রাম: "ডিষ্টিলিকান"

কলিকাতা

মণ্ডল হারমনি।

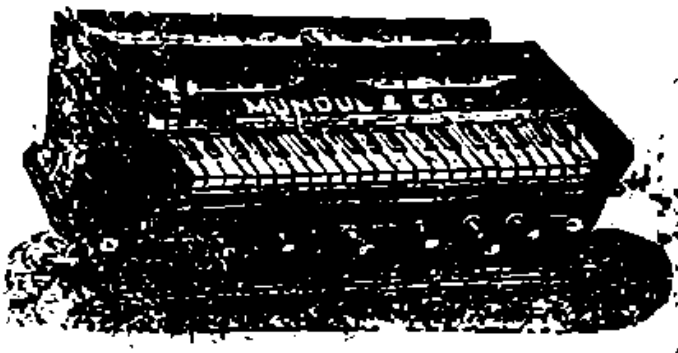

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— য়ুরোপীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু সংখ্যক মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল হারমনি" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুপ্ত কাপ্লর ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭০৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত—৩২ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

ধাঁধাকপি ক্লোরিডা হেডার ১৷০, রিড্ল্যাণ্ড ড্রামহেড ও অলগেট ১৷০, চ্যাপ্টামাথা, নাভিকেণী, কাফিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-য়োরপ ৫৲, রিলায়বল, আলজিয়ার্স, সিনরমেণ্ডস্, আলি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷০, ফুলকপি লেটারিট ১৲, ওলকপি শাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও লাল, সাদা কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ৷০, বাধাছাড়া টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬৲ সেরা বেগুন, চীনের নিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেয়াজ লেটেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, পেঁাকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, ধাদা পেয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুটী ও ফ্রেঞ্চবীন ৴০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আমদানী টীন বাক্স :— ১৫০ রকম আ০, ১৫ রকম ৪৷০, ২৫ রকম ৫৷০, পাটনাই ফুলকপি ৷০, পেয়াজ ৷৷০, কাঁথির মূলা ৴০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ৴০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেঁপে ১৲, চৌকস হাতি লঙ্কা বেগুন ৸০; কাঁটাশূন্য বেড়ার বীজ আউন্স ৷০, (সের ৫৲)। এই সময়ে [illegible] উপযোগী ১৫ রকম সেরা বীজ ডাকখরচসহ ১৷০। মনোহর বহুমুখী ফুলের বীজ [illegible] রকম ৷০ প্যাকেট, ১৫ রকমের ৫০ প্যাকেট ডাকখরচসহ ৷৷০, ডালিয়া বীজ ১০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ **ফল, ফুলের চারা ও কলম** সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স :— বেঙ্গল নার্শারী

১৮৫, মাণিকতলা মেন রোড, পোঃ সিমলা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১।	অর্দ্ধ কলম বা সিকি পৃষ্ঠা।	মাসিক	৲
২।	এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা।	”	৲
৩।	বিজ্ঞাপন এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা। ”	৲
	ঐ	পূর্ণ পৃষ্ঠা”	৲
৪।	মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এবং মূল পুস্তকের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা।	”	৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA HINDU-SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Ben[illegible] Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High[illegible]ss Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth[illegible] ee.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE.

The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Can[illegible]

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

স্বনীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন[illegible] অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। সেজন্যে ইনি স্বপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব [illegible] মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র [illegible] এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্য[illegible] মহাশয় আমার সুপরিচিত। [illegible] বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ [illegible] জন্য তিনি যে সকল ঔষধ-ব্যবস্থা [illegible] আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। [illegible] উন্নতি লাভ করিতেছে, আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,

আঃ—খাকনাড়া, রাজসাহী।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশি মূল্য ১৲ এ ভিঃপিঃতে ১৷৵০ ; তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চু ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

যেশীয় লালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিক

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশে পূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"।

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—(১) বড়বাজার শাখা, ২।২ ব্লুফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, গ্লাস মিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, লিনুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন ক্রিয়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 710. October, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ।	আশ্বিন, ১৩২৯। অক্টোবর, ১৯২২।	১২শ কল্প।
৭১০ সংখ্যা।		৩য় ভাগ

অবাক্।

কত গান ছিল গাঁথা
প্রাণে,
সে সকলে গেনু ভুলে'
চাহি' মুখ-পানে।

তোমারি আখির বাণী
নীরবিলা বীণাখানি,
প্রাণে হ'ল জানাজানি
—নয়ানে নয়ানে!

আনন্দ-সমুদিত
বা'রে
তাই সুর অবলীন
অরূপ-বিহারে!

তব সুধা-শীত হাসে
কত শশী পরকাশ,
মধুমাস নিশোদ্যানে
পরিমল-গানে!

আজি বোধ নিশেতারা,
তোমারি নয়ন তারা
ঢালে প্রিয় রূপ-ধারা
—হৃদিগত মানে।

সঙ্গীত প্রকটিত,
তাহে
সুর হ'ল অবলীন
অবগাহে!

তুমি সুখ-সুন্দর
বাক্-তনু-মনোহর
বাহিরও অন্তর
জাগ্রত জ্ঞানে।

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এই অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ক্রিয়াযোগ কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিতেছেন। তিনি পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান, এই উভয় বিষয়েরই উপদেশ দিয়া তত্ত্বকথা বুঝাইয়াছেন। তথাপি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আবার সেই বিষয়েরই প্রকারান্তরে উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিলেন, "দেখ, অর্জ্জুন! কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে নিষ্কামভাবে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করেন, তিনি সন্ন্যাসীও এবং যোগীও। অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, এই উভয়েরই গুণ ও প্রাপ্য-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি নিরগ্নি অথবা অক্রিয় নহেন।" অর্থাৎ তিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টাখ্য কর্ম্মত্যাগী বা অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাখ্য-কর্ম্মত্যাগী নহেন। কোন কোন সাধক ইষ্টফল-লাভের জন্য অগ্নিরক্ষা ইত্যাদি করেন এবং কেহ কেহ অগ্নিরক্ষা না করিয়াও কূপ ও পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতি কার্য্য করেন। এইরূপে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টফল-লাভের জন্য বিবিধপ্রকার সাধন করেন। কিন্তু ভগবান্ বলিলেন, "যে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করেন, তিনি এ সকলেরই ফল প্রাপ্ত হন; বরং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপই হন এবং নির্ব্বাণ-মুক্তি পাইয়া পরমশান্তি লাভ করেন।" তিনি আরও বলিলেন যে সন্ন্যাস এবং যোগ এ-দুটি পৃথক বস্তু নহে, অর্থাৎ উভয়েরই ফল একই মুক্তি। বিশেষতঃ মন হইতে সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প অথবা বাসনা পরিত্যক্ত না হইলে, কেহই যোগী হইতে পারে না।

এক্ষণে ভগবান্ ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান যে কি তাহা না বলিয়া অগ্রে কে ইহার অধিকারী এবং কাহার ইহাতে উপকার হইবে, তাহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যোগ কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে সদা যুক্ত তাহাই অনুভব করা। ইহা একটি সাধকের অবস্থাবিশেষ। এই অবস্থা যিনি পান নাই, অথচ পাইতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ যিনি আরুরুক্ষু [কোন না কোন কামনার সহিত সাধন আরম্ভ যিনি দৃঢ়তার সহিত তাহা করেন তিনি করিয়া আরুরুক্ষু] যোগী, তিনিই ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিবার অধিকারী এবং রীতিমত নিয়ম-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে তাহারই ইহাতে উপকার হয়, অর্থাৎ কালে উক্তযোগাবস্থা অনুভব করিবার সামর্থ্য হয়। কিন্তু যিনি সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত যোগাবস্থা অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, অর্থাৎ যিনি যোগারূঢ়, তাঁহার পক্ষে অধিক ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার পক্ষে সদা সমাধিস্থ হইয়া ঐ যোগানুভবই শ্রেয়োজনক। তাঁহাকে ক্রিয়াযোগ সামান্য করিয়া সমাধিরই সমধিক অভ্যাস করিতে হইবে।

এই যোগারূঢ় অবস্থাটি কি তাহাও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, "যে সাধক ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অথবা কর্ম্মে আসক্ত ও অনুরক্ত না হন, সম্পূর্ণ কামনা-শূন্য হইয়া কেবল উক্ত যোগাবস্থাই অনুভব করিতে থাকেন, তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলা যায়। এইরূপ ব্যক্তির অধিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করার আবশ্যকতা নাই এবং তিনি করিতেও পারেন না। কারণ, ক্রিয়ানুষ্ঠানটী উপায়, আর যোগাবস্থানুভব তাহার ফল। মানুষ উপায় হইতে ফল প্রাপ্ত হইলে আর উপায়ের দিকে তত লক্ষ্য রাখে না, তখন কেবল ফলাস্বাদন করিতেই থাকে। কেবল ফলাস্বাদনে বঞ্চিত হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি উপায়রূপ ক্রিয়াও কিছু কিছু করেন মাত্র। তখন তিনি সমাধি অবলম্বনে বিভোর হইয়া ঐ যুক্তাবস্থাতেই স্থিত থাকেন।

তাহার পর ভগবান্ আর একটি কথা অর্জ্জুনকে বলিয়া দিয়া সতর্ক করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'দেখ অর্জ্জুন, আত্মাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে, কোন মতে উহাকে যেন অধঃপতিত না করা হয়। কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু।

দেহস্থ ষট্-চক্র মধ্যে আজ্ঞাচক্রই ঊর্দ্ধ স্থান। ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া প্রাণ-বায়ুকে এই স্থানে স্থির রাখিতে পারিলেই আত্মাকে উদ্ধার করা হয় এবং এখানে না রাখিতে পারিলেই আত্মাকে অধঃপাতিত করা হয়। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বদা ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে উদ্ধার করিতে—অধঃপাতিত না করিতে উপদেশ দিলেন।

এরূপ করিলে ফল কি হইবে তাহাও বলিতেছেন। তিনি বলিলেন যে এই যোগানুষ্ঠানকারী আত্মবশ, ও প্রশান্ত হইয়া পরমাত্মাতেই সমাহিতচিত্ত হন, সুখ দুঃখ ও মানাপমান তাঁহার সমান বোধ হয়; তাহাতে তিনি চঞ্চল হন না। তিনি তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্তচিত্ত হইয়া প্রস্তর ও কাঞ্চনকে সমান দেখেন, সদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া কূটস্থ পরমাত্মাতেই রমণ করিতে থাকেন এবং যথার্থই যুক্তযোগী হন। তিনি এখন অরি-মিত্র, মধ্যস্থ ও দ্বেষ্য, সাধু ও পাপী সকলেতেই সমবুদ্ধি হন; কোন বিষয়েই দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া চঞ্চল হন না, সদা সর্ব্বত্র এক সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই বিরাজিত দেখিয়া তুষ্টচিত্তে পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

এখন সেই ক্রিয়াযোগের কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'অর্জ্জুন, সাধক-যোগীকে প্রথমে একান্ত প্রদেশ অর্থাৎ নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকার মনের চঞ্চলতা উৎপন্ন না হয়। সেই নির্জ্জন স্থানে এমন একটি জায়গায় বসিতে হইবে যে জায়গাটি অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু না হয় এবং যেখানে কোনরূপ কঙ্কর ইত্যাদি অসুখকর দ্রব্য না থাকে। তথায় প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তদুপরি মৃগচর্ম্ম রাখিয়া এবং সর্ব্বোপরি বস্ত্র পাতিয়া তদুপরি বসিবে। কিন্তু এরূপভাবে বসিবে যাহাতে তোমার শরীর ও গ্রীবা সরল থাকে, বক্র না হয়। এই রূপ স্থানে ও এইরূপে বসিয়া মনকে একাগ্র করিবে, কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে না। আত্মশুদ্ধির অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইবার জন্য যোগাভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ

প্রণয়াম করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করতঃ অন্য কোন দিকে বা বস্তুতে লক্ষ্য না করিয়া প্রশান্তমন, নির্ভয় ও ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্ম-সত্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া থাকিবে।' আর যাহা করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট বলিলেন না ; তাহা গুরূপদেশগম্য। তাহা গুরুমুখী বিদ্যা, সাক্ষাৎ সদ্‌গুরুর সমীপে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাস করিলেই ব্রহ্মনির্বাণ পাওয়া যাইবে অর্থাৎ শান্তিময় ব্রহ্মরূপেই পরিণত হইতে হইবে। ইহাই ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান।

উপরে গুরূপদেশগম্য যাহা বলা হইল, তাহা একটি দৃষ্টান্তের বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের তলে শতসহস্র পক্কফল পতিত হয়, কিন্তু তাহা হইতে একটিও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কাক সেই বৃক্ষের পক্কফল খাইয়া পাষাণে পর্য্যন্ত মল-পরিত্যাগ করিলেও সেই মল-মধ্যগত বীজ হইতে অব্যর্থরূপে বৃক্ষ জন্মায়। বীজমধ্যে অবশ্য বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি আছে, কিন্তু তাহা কার্য্যোন্মুখ না করিয়া দিলে বৃক্ষ হয় না। কাকের উদরে বীজ সেই জননশক্তি পায় বলিয়াই মৃত্তিকার কথা দূরে থাক্ পাষাণেও বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক মানুষেরই শরীরমধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু তাহা নিদ্রিত অবস্থায় আছে। সদ্‌-গুরু নিজ জাগ্রৎ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মন্ত্র দিয়া শিষ্যের সেই নিদ্রিত শক্তিকে জাগরিত করিয়া দেন। তাহার পর একান্ত উৎসাহ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া অভ্যাস করিলেই কালক্রমে গুরুর ও ভগবানের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয়।

কিন্তু এই যোগ-সিদ্ধির কতকগুলি অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা আছে, যাহাতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। তাহাও ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'অর্জ্জুন, অধিক আহার করিলে কিংবা একেবারেই অনাহার থাকিলে এবং অধিকনিদ্রার সেবা করিলে কিংবা অধিক জাগরণেও যোগ সিদ্ধ হয় না। আহার, বিহার ইত্যাদি সকল বিষয়েই সংযম ও নিয়ম অবলম্বন করা সাধকযোগীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, উপযুক্তরূপ আহার, নিদ্রা ইত্যাদির সেবা করিলে তাহাতে যোগীর দুঃখ দূর হইয়া সুখ-বৃদ্ধি হইতে থাকে। অথবা সদা ব্রহ্মে যুক্ত, এইরূপ অনুভব করিয়া উক্ত সকল ব্যবহার সম্পাদন করিলেই দুঃখ অপগত হইয়া সুখ প্রকাশিত হয়।

এই যুক্তির অর্থও তিনি বলিয়া দিতেছেন। তিনি বলিলেন, দেখ অর্জ্জুন, যখন সাধকের চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া কেবল ব্রহ্ম-সত্তাতেই রমণ করিতে থাকে, তখনই সে ভাগ্যবান্ সাধককে যুক্ত বলা যাইতে পারে। তখন সেই সাধকের চিত্ত জলে লবণপিণ্ডের মত ভক্তিরসে বিগলিত হইতে থাকে। অন্য কোন ভাব বা চিন্তা সে-চিত্তে উদয় হয় না।' উপমা দিয়া তিনি বুঝাইতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার বাতাস-শূন্য স্থানে প্রজ্বলিত দীপ যেমন কোন দিকে না হেলিয়া কেবল ঊর্দ্ধশিখ হইয়া শোভা পাইতে থাকে, সেইরূপ উক্ত সাধকের চিত্ত তখন কেবল ব্রহ্মসত্তাতেই বিরাজিত থাকে। তখন এই ক্রিয়াযোগ-মাহাত্ম্যে সাধক সকল বিষয় হইতেই চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া কেবল আত্মদর্শন

করিয়া পরম শান্তিসুখ অনুভব করিতে থাকেন। সে সুখ অতীন্দ্রিয়। সাধক তাহা স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইয়া তাহাতেই দৃঢ়রূপে স্থিত হইয়া থাকেন। সে পরম ধন প্রাপ্ত হইলে তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুই প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না এবং সে অবস্থা বা পদ-লাভ হইলে গুরুতর দুঃখেও চিত্ত চঞ্চল হয় না। ইহাই সর্ব্ববিধ দুঃখরহিত যোগানুভূতির অবস্থা। অনন্যমনে ইহার সেবা করিয়া যোগীর যুক্ত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য। তখন সংকল্পজাত সকল কাম্য বিষয় অশেষপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়নিচয়কে সংযত করতঃ অতুলনীয় ধারণার শক্তির প্রভাবে চিত্তকে সকল বিষয় হইতে আকৃষ্ট করিয়া কেবল আত্ম-সত্তাতেই স্থিত হইয়া সাধক আর অন্য কিছুই চিন্তা করিবেন না। তখন পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ যদি মন কোন বিষয়ে ধাবিত হইতে চাহে, তাহা হইলে অতিদৃঢ় প্রযত্নের সহিত তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া ব্রহ্মসত্তাতেই স্থিত রাখিবেন। এইরূপ নিষ্পাপ ব্রহ্মভূত হইতে পারিলেই শান্তিময় সুখই প্রাপ্ত হইবেন। সতত ইহার অভ্যাস করিলেই যোগী নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ প্রাপ্ত হইবেন। তখন তিনি যাবতীয় বস্তুতেই ব্রহ্মসত্তা দর্শন করিতে থাকিবেন এবং জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড যে সেই ব্রহ্মাধিষ্ঠানেই অধিষ্ঠিত, তাহাও দেখিতে থাকিবেন; সুতরাং তখনই যথার্থরূপে সমদর্শী হইবেন।

ভগবান্ আর ও বলিলেন, যে-সাধক-যোগী উক্তরূপে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্তা দর্শন করেন এবং সকলই যে ব্রহ্মসত্তা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দেখিতে থাকেন, তাঁহাকে কখনই আমি নষ্ট করি না এবং তিনিও আমাকে কখনই নষ্ট করেন না। অর্থাৎ সদাই তিনি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে থাকেন এবং তিনিও কখনই ব্রহ্মের অদৃশ্য হন না। এরূপ যোগী সকল বিষয়েই নিযুক্ত থাকিয়া প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মসত্তাতেই বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি সুখ বা দুঃখ কোন অবস্থাতেই আত্ম-দর্শন-চ্যুত হন না। সুতরাং তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ।

ভগবানের এই সকল কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনি যে এই সমদর্শিতারূপ যোগের কথা বলিলেন, মনের চঞ্চলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি তাহার স্থিরতার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বায়ুকে যেমন দমন করা সুকঠিন সেইরূপ এই প্রমথনশীল চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।"

ভগবান্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "অর্জ্জুন মনকে নিগ্রহ করা বাস্তবিকই বড় সুকঠিন। কিন্তু ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান ও নিত্যানিত্য বিবেকজ বৈরাগ্য-সাহায্যে অবশ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার মতে অসংযতচিত্ত ব্যক্তিরা আদৌ যোগ পাইতে পারে না। কিন্তু সদ্-গুরুপদিষ্ট মহাত্মারা গুরুপ্রদর্শিত উপায়-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবশী হইয়া তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে আর একটি সংশয় উত্থিত হইল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! যে সাধক-যোগী যোগ-পথে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করেন, কিন্তু ইহ জন্মে সিদ্ধ হইবার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান পাইবার পূর্ব্বেই শিথিলতা-বশতঃ সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হন, এরূপ ব্যক্তির কিরূপ গতি হইয়া থাকে? তাঁহার কি ইহ-পরকালে দুই

হইয়া শরতের ছিন্ন মেঘবৎ প্রণষ্ট হইয়া যান? হে ভগবন্! আমার মনে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আর অন্য কেহই ইহা দূর করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং আপনি ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া আমাকে নিঃসন্দেহ করুন।

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, এরূপ ব্যক্তি বা সাধক ইহলোকে অথবা পরলোকে কুত্রাপি বিনাশ প্রাপ্ত হন না। হে তাত! কল্যাণ-পথাবলম্বী কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মরণান্তে পুণ্যবান্ লোক-দিগের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর সুখ ভোগ করতঃ পবিত্র ও শ্রীমান্ লোকদিগের গৃহে অথবা যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং তথায় পূর্ব্ব-দেহস্থ বুদ্ধিযোগ স্বতঃ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিতে থাকেন। তাহার পর পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস-বশতঃ যেন অবশ হইয়াই যোগ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হন এবং শব্দব্রহ্ম যে বেদ তাহাকেও অতিক্রম করেন অর্থাৎ বেদের অজ্ঞানমূলক অথচ চিত্তশুদ্ধি-কারক কর্ম্ম-কাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। যদি এক জন্মে না হয়, তবে বহু জন্মেও ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হন। অর্জ্জুন, এই যোগী পুরুষ তপস্বী হইতেও শ্রেষ্ঠ, শুষ্কজ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি ক্রিয়াযোগ প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপই হইয়া যান। তাই হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু এই যোগীদিগের মধ্যেও যিনি মদ্‌গতান্তরাত্মা হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি আর আমি ভিন্ন নীয় পৃথক্ আমিত্বের অনুভব করেন না।'

এই প্রকারে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্জ্জুনকে কিরূপে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিতে হয় এবং তাহার কি অমৃতময় ফল, তাহা বাক্যে যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম অভ্যাস যোগ। যে যোগী সরলচিত্তে ভক্তিসহ অনুষ্ঠান করেন, কেবল তিনিই ইহার মর্ম্ম অবগত হন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, সাধারণ ভাবে ধর্ম্মাচরণের ফল অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহ-জন্মে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইহ-জন্মেই তাহা জীবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই ধর্ম্মের ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি বলিয়া দ্বিবিধ ফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

ব্যাকুলতা।

ওগো তুমি কোন্ অজানায়!
কোন্ দেশে কত দূরে অচেনা সাগর-তীরে
সেথা হ'তে একবার ডাকনা আমায়!
ওগো তুমি কোন অজানায়!

সেথা কি কোকিল গায়ে, মলয়া এমনি বহে?
সেথাও কি এই চাঁদ কৌমুদী ছড়ায়?
সেথা কি এমনি ধারা কুসুমে সুষমা-ভরা
সেথাও কি মেশামিশি তরু লতিকায়?

সেথা কি মর্ম্মের রাগে জড়েতে চেতনা জাগে,
সেথা কি নির্ঝর ঝরে পাষাণের গায় !
ভালবেসে সেথা কিগো আপনা বিলায় !—
সেথা হ'তে একবার ডাক-না আমায় !
ওগো তুমি কোন্ অচেনায় !
সেথাকার লতাপাতা এমনি ত' সুশোভিতা ?
বনভূমে শেষ রবি এমনি লুকায় ?
নীল নভে রাঙা মেঘ খেলিয়া বেড়ায় !
সেথাকার বেলাভূমি তটিনী তো যায় চুমি ?
সেথা তুমি, তটিনী কি সাগরে মিশায় ?
সেথা হ'তে একবার ডাক-না আমায় !
জনম জনম ধরে, বসে আছি আশা ক'রে,
একবার আসিবে গো ডাকিবে আমায় !
নিরাশে আঁধার হেরি, আরো বল কত দেরী
সার্থক করিতে মোরে তব মহিমায় ?
প্রাণেশ ! করুণা করি ডাক হে আমায় !

শ্রীমতি প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আগমনী।

আজি এ শশাঙ্ক কেন সেজেছে নবীন সাজে,
আজি এ সলিলে কেন পুলকে সরোজ রাজে !
আজি এ শেফালি কেন ফুটেছে সোহাগ-ভরে,
আজি এ যূথিকা কেন সাজিতেছে থরে থরে !
আজি এ বহিছে কেন নির্ম্মল সমীরণ !—
আজি এ উষার কেন নব নব আভরণ !
আজি এ প্রভাতে কেন মৃদু কল কণ্ঠ-রব !—
আজি এ ভারত-ভূমি কিসে এত অভিনব ?
আজি এ শিশির কেন ঝরিছে নবীন বেশে ?
আজি এ বালক কেন ছুটিতেছে হেসে হেসে !
আজি এ লাবণ্য-রাশি কে দিয়েছে প্রকৃতিরে ?
আজি এ সরসী কেন ভরেছে নির্ম্মল নীরে ?
আজি এ হৃদয়ে কেন উথলে আনন্দ রাশি !
আজি এ বদনে কেন ফুটেছে প্রীতির হাসি !
আজি এ মন্দিরে কেন বাজিছে বাজনা-বাঁশি ?
আজি এ অবলা-কুল করে কেন হাসাহাসি ?
আজি কি এসেছে ভবে শারদীয় শুভ দিন ?
তাই কি দেখিতে পাই এ সকল শুভচিন্ !
বুঝেছি এসেছে সেই শারদীয়া আগমনী।
তাইতো শুনিতে পাই মধুর মঙ্গল-ধ্বনি।

কুমারী পূর্ণিমাপ্রভা চৌধুরাণী।

বিধির বিধি।

(উপন্যাস)

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে তিন চার ক্রোশ ঘুরে ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম ; নামটি ও তেমনি—'ফুরফুরেপাড়া।' মহেশ চট্টোপাধ্যায় গ্রামের একজন মাতব্বর অধিবাসী। ক্ষুদ্র গ্রামখানির শূদ্র ভদ্র সকলেই দরিদ্র চাটুয্যে-ম'শায়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। পল্লী-গ্রামে এখনও লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য ধন-দৌলতের কোন আবশ্যক হয় না ; এক-মাত্র চরিত্রগুণেই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

চাটুয্যে-ম'শায়দের বংশে পূর্ব্বকালে কস্যার

বিবাহে অর্থ-গ্রহণের প্রথা ছিল; তাঁহার পিতামহও অসঙ্কুচিত চিত্তে এ-কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহেশচন্দ্রের পিতাঠাকুর এ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন; এবং নিজের দুই কন্যার যথারীতি গণপণ দিয়া তাহাদিগকে কুলীনে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। আজ চাটুয্যে ম'শায়ের নিজের কন্যার বিবাহ উপস্থিত; আর্থিক বিষয়ে সচ্ছলতা না থাকিলেও তিনি নিজে এতদিনে যা' কিছু অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সব একত্র করিয়া কন্যাদানের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

প্রভাবতী যদিও তাঁহার একমাত্র কন্যা, তবু মনের মত পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়ে একটু বড়ই হইয়া পড়িয়াছিল। মাতাপিতা বলিতেন তাহার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র; কিন্তু প্রতিবেশীরা বলাবলি করিত যে, প্রভার ১৬ বৎসর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। প্রভা একে সুন্দরী, তাহাতে বয়সের গুণে তাহাকে একখানি দেবী-প্রতিমার মত দেখাইত। আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশের রাশি সে সৌন্দর্য্য শতগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

নৈহাটির হরিশ ভট্টাচার্য্যের পুত্রের সহিত প্রভার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। পত্র করিবার সময় চাটুয্যে-মহাশয় স্বয়ং গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে পাত্রটিকে স্বচক্ষে দেখা ঘটে নাই। কারণ সরকারী কার্য্যে ছুটি না পাওয়ায় বিবাহের পূর্ব্বে তাহার উপস্থিত হওয়া ঘটিয়া উঠিল না; অগত্যা বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেই তিনি জামাতার আশীর্ব্বাদ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

একে ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহের ক্রিয়া-কর্ম্ম; সুতরাং, আয়োজনও তেমনি সামান্য ধরণেরই হইয়াছিল। তবে পাত্রটি শিক্ষিত ও উচ্চ-বেতনভোগী হওয়ায় বরপক্ষের বিলক্ষণ মোটা দাবীতেই চাটুয্যে-মহাশয়কে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

(২)

হরিশ্ ভট্টাচার্য্য শুভক্ষণ দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রওনা হইলেন বটে, কিন্তু সে শুভক্ষণের ফলটা বিলক্ষণই অশুভভাবে ফলিয়া গেল। নির্ব্বিঘ্নে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে সকলে গাড়ী হইতে নামিলেন। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী, সরুর গাড়ী, সবই পাওয়া যায়। চাটুয্যে-মহাশয়ের লোকাভাব, সুতরাং বরকর্ত্তার উপরই একেবারে গ্রাম পর্য্যন্ত আসিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা ছিল। জিনিষপত্র দেখিয়া শুনিয়া লইয়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ভৃত্যদের উপর গাড়ী করিবার আজ্ঞা দিবেন, এমন সময় পুত্র সুধীর বলিল, "বাবা, আমায় আগে একটু জল আনিয়ে দেন।" জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্র সকলেই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তা বলিলেন, "এ-সময় এখান-কার পুকুরের জল কাদা-গোলা খেলে অসুখ হ'তে পারে। তার চেয়ে ডাব আনাই, খাও।" তাঁহার আদেশ মত অনেকগুলি ডাব কেনা হইল। সুধীর এক নিঃশ্বাসে তিন-চারিটা ডাবের জল পান করিয়া ফেলিল। কর্ত্তা 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এক সঙ্গে খালি পেটে অতটা জল খায়!"

বাড়ীতে একটু দুধ ও ফল মাত্র আহার করিয়া সুধীর বাহির হইয়াছিল; সুতরাং, এখন তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুইই বিশেষভাবে প্রবল হইয়াছিল। পিতার স্নেহের আশঙ্কা ব্যর্থ হইল না; ডাবের জল উদরস্থ হওয়ার অল্পক্ষণ

পরেই বন্ধি হইয়া গেল। দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। উদ্বেগ ভীতিতে পরিণত হইতে না হইতে, রীতিমত-ভাবে ভেদবমি দেখা দিল ও ভীষণ কলেরা নিজের নির্দ্দয় আক্রমণ ঘোষণা করিয়া দিল। সকলে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিপদ্ কখনও একাকী আসে না; পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরও ভেদ আরম্ভ হইল।

সঙ্গের বরযাত্রীরা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' কথার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তবে সেকালে তীর্থ-সঙ্গী পথে পীড়াগ্রস্ত হইলে অন্যান্য যাত্রী একমালা জল দিয়া তাহাকে গাছ-তলায় ফেলিয়া রাখিয়া যেমন অগ্রসর হইত, তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক সদাশয়তা দেখাইয়া বরযাত্রীর দল রোগীদিগকে হাসপাতালে রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের বলিবার বা করিবার কিছুই ক্ষমতা ছিল না। রোগীদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইলে ডুলি বা পাল্কী আবশ্যক; কিন্তু পাল্কী কোথায় পাওয়া যায়? নিকটে একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "ভাড়া তো পাওয়া যাবে না, তবে এই কাছেই রায়েদের বাড়ীতে একখান্ পাল্কী আছে বটে! আচ্ছা, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন্, আমি সেটা আন্তে পারি কি-না দেখি।"

রায়েরা কাঁচড়াপাড়ায় পুরাতন ধনিবংশ, কিন্তু এখন 'তালপুকুর' নাম মাত্রই আছে। পূর্ব্বের হাতী-ঘোড়া-পাল্কীর অবশিষ্ট দুই একখান তক্তাম্ ও পাল্কী পুলামাখা অর্ধ-ভাঙ্গা অবস্থায় এখনও পড়িয়া আছে, এবং লক্ষ্মীর অভাবে তাঁহার বাহন-প্রকৃতিধারী বংশধরেরা উপযুক্ত সঙ্গী-সাহচর্য্যে ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিতেছিল। দোকানী পাল্কীর জন্য একেবারে স্বয়ং বাবুর নিকট আবেদন লইয়া উপস্থিত হইল। বাবু বলিলেন, "বিয়ের বরযাত্র! কোথাকার হে?" দোকানী উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমি তো তা বল্‌তে পারি না, আপনারা যদি কেউ যান্ তো সব জেনে আস্‌তে পারেন।" বাবু পারিষদ্‌দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা! বাসর-শয্যা একেবারে চিতা-শয্যা হ'ল হে! চল না দেখে আসি।—ওহে পাল্কী নিয়ে যাবে কে? আমরা তো নিয়ে যেতে পারি নে!"

"আজ্ঞে আমি এখনি লোক আন্‌ছি" বলিয়া দোকানী অবিলম্বে জন-কতক বাহক ডাকিয়া আনিল। কাঁচড়াপাড়ার কারখানার কল্যাণে লোকের কোন অভাব ছিল না।

রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিয়া বরযাত্রীরা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুর্শীদাবাদ লোক্যাল্ একটু পরেই যাইবে; সেই সময়টুকুর মধ্যে রায়-বাবুদের দল তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। বরযাত্রীরা তাঁহাদের ভদ্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘটনার বিবরণ সবিশেষ জানাইয়া বলিলেন, "এখন কন্যাকর্ত্তাকে আপনারা যদি এ-সংবাদটা কোন রকমে দিতে পারেন, বড় ভাল হয়।" "তা আর কি! এখনি লোক পাঠাচ্ছি," বলিয়া বাবুরা ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন। জনৈক বন্ধুর প্রতি চাহিয়া হরিগোপাল বলিল, "ওহে শশী! ব্যাপারটা শুন্‌লে তো?" শশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শুন্‌লাম্ বই কি! কি যে ভগবানের খেলা, তিনিই জানেন। আমার এত বিয়ের সাধ, তা' টাকার অভাবে

জন্মে বিয়েও হ'ল না, মরণও হ'ল না! ও বেচারি অত টাকা-পয়সা পেয়ে বিয়ে কর্‌তে গেল, মরণ এলেন কিনা ওরই কাছে।" হরি-গোপাল বলিল, "এইবার তোমার বিয়ের ফুল ফুটেছে বলেই ভগবান্ ওকে মার্‌ছেন,এটা আর বুঝ্‌লে না?" শশী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম? কুলে মানে, গুণে জ্ঞানে আমি কি ধনুর্দ্ধর তা বুঝি মনে নেই? আর তার মেয়ের কথা শুনেছ তো? মহেশ চাটুয্যে সেই মেয়ে আমায় দেবে?" হরি গোপাল বলিল, "না, না, আমি সে কথা তো বলি নি। আমি বল্‌ছি যে তাঁর মেয়ের একটি বর ঠিক্ করে আমরা নিয়ে যাই চল না! তার পর স্বর্ণ-রৌপ্য যখন 'দয়ানি' হয়ে যাবে, তখন তার মালিক হ'তে পার্‌লেই তো, সেই টাকায় তোমার বিয়েটা হয়ে যায় এদিকে ব্রাহ্মণেরও জাত-রক্ষা করা হয়।" শশী বলিল "তা যদি হয় তো কর্‌তে রাজী আছি; তবে তেমন পাত্র কোথা পাবে?" হরিগোপাল উত্তর দিল, "তাও ঠিক্ আছে, আমি সে জোগাড় কর্‌ব। এখন তোমায় যা' কর্‌তে বলি, কর্‌বে এস, বিলম্বে কার্য্যহানি হয়ে যেতে পারে।"

রাত্রি নয়টার সময় বিবাহের লগ্ন ছিল; পাঁচটার সময়েই বরপক্ষের সকলের আসিয়া পৌঁছিবার কথা। চাটুর্য্যে-ম'শায় অত্যন্ত উৎ-কণ্ঠিত। তিনি কুটুম্বের অভ্যর্থনার আয়োজনের মধ্যে এক এক বার পথে বাহির হইয়া পথ দেখিতেছেন। ৬টা বাজিয়া গেল তবু বরপক্ষ পৌঁছিলেন না দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক-জন বাহির হইতে ডাকিল, "চাটুয্যে-ম'শায়! বাইরে আসুন, কুটুম-বাড়ীর লোক এসেছে।" চাটুর্য্যে-ম'শায় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন বর বা বরযাত্রী কেহই আসেন নাই; কেবল পুরোহিত ও তাঁহার মাত্র একজন সঙ্গী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন তাহা দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর কই? বৈবাহিক কই? আপনাদের এত বিমর্ষ বোধ হচ্ছে কেন, বলুন তো?"

পুরোহিত-ঠাকুর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অতি দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনার ভাবী বৈবাহিক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন।" চাটুয্যে-ম'শায় মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! হা ভগবান্! দরিদ্রের এ কি করিলে?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "অত কাতর হবেন না; যার কন্যাদায়, তার এ বিপদ্ যে আমাদের বিপদ্ অপেক্ষাও অধিক, আমরা তা' বুঝি; সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি গুটি-কয়েক সর্ত্তে আবদ্ধ হ'ন তবে আজ রাত্রেই বিবাহ হ'তে পারে।" চাটুয্যে-ম'শায় বলিলেন, "বলুন।" তিনি বলিলেন, "পীড়িত পিতাকে ত্যাগ করে সুধীর তো কিছুতেই বিবাহ কর্‌তে আস্‌তে রাজী নয়,তবে আপনার বিপদ্ স্মরণ করেই অনেক কষ্টে আমরা এই সর্ত্তে তাকে রাজী করিয়েছি যে সে যখন বিয়ে কর্‌তে আস্‌বে, আপনার বাড়ীতে কোন লোকজন কি গোলমাল কিছু থাক্‌বে না; কেন না তা'র মনের যেরূপ অবস্থা তা'তে ও সব মোটেই তা'র ভাল লাগ্‌বে না। তার পর কন্যাকে যে সব অলঙ্কার আপনি দিবেন, তা' এখন পণের টাকার সঙ্গে তারই হাতে দেবেন। সে বিবাহ করে আজ রাত্রেই নৈহাটি চ'লে যাবে। তার

পত্র কর্ত্তা আরাম হ'য়ে উঠ্‌লে আপনার কন্যাকে পরমাদরে গৃহে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনাকে বল্‌তে লজ্জা নেই, ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের হাত একেবারে শূন্য। ছেলের বিবাহের এই টাকাটাই তাঁর উপস্থিত খরচের সম্বল; সুতরাং এই বিপদের সময় ওটা আপনাকে তখনই দিয়ে দিতে হবে। যদি এতে আপনি রাজী হন, তা'হলে আমি আর এই পুরোহিত-মহাশয় বর নিয়ে আস্‌তে পারি। তবে এখন আর ট্রেনের সময় তো নেই; সুতরাং, আমরা মোটরে করে বর নিয়ে আস্‌বো। কাজেই রাত্রি কিছু গভীর হবে। আমরা কাঁচড়া-পাড়ায় একখান মোটরের সন্ধান পেয়েছি বলেই যথাসময় গিয়ে পৌঁছুতে পার্‌ব।"

মহেশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, "আচ্ছা তাই আস্‌বেন্। জগদম্বার ইচ্ছাকে কে রোধ কর্‌তে পারে?"

"তবে এখন আসি" বলিয়া দুই জনে বিদায় লইলেন। মলিন বদনে অন্দরে প্রবেশ করিয়া চাটুয্যে-ম'শায় গৃহিনীকে ডাকিয়া সব কথা বলিলেন। বিবাহের আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত ভবন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

৩

শশীকে বিদায় দিয়া হরিগোপাল নিজের সাইকেল্ লইয়া জাগুলির দিকে ছুটিল। জাগুলিতেও আজ একটি ধুমধামের বিবাহ ছিল। স্বয়ং হরিগোপালও সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল। বিবাহ-বাটীতে আত্মীয়তা-সম্পর্কে সিনহাটির জমীদার-পুত্র সুরেন্ কাল হইতে আসিয়া রহিয়াছে সহপাঠিত্ব-প্রযুক্ত হরিগোপালের সঙ্গে সুরেনের বিশেষ আলাপ ছিল; হরিগোপাল তাহারই নিকট গিয়া হাজির হইল।

সন্ধ্যার পরেই জাগুলির বর বাহির হইবে। সন্ধ্যাও প্রায় হয়। বন্ধুরা সকলে বর সাজাইবার ভার লইয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছে। যে বন্ধু বিবাহিত, তিনি ইহার মধ্যে বিবাহিত জীবনের অম্ল-মধুর রসের পরিচয় দিয়া বন্ধুকে ভবিষ্যৎ পথে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন, আর অবিবাহিত বন্ধুগুলি তাহাতে মুখে অতিরিক্ত মাত্রায় সায় দিয়া যাইতেছেন, কিন্তু মনে মনে বন্ধুর প্রাপ্য সৌভাগ্যের সহিত নিজেদের ভাগ্য তুলনা করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। "না খেয়ে পস্তানো" অপেক্ষা "খেয়ে পস্তানো" অধিকতর প্রবল যুক্তিসম্পন্ন। জ্যৈষ্ঠমাস ফুলের মেলা, বেলা মল্লিকার গন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছে; যুবকের চিত্তে ফুলের গন্ধ প্রেমের স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

এমন সময় হরিগোপাল গিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সুরেনের স্কন্ধস্পর্শ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া সুরেন বলিল, "কই হে, কাপড়-চোপড় তো কিছুই পরে আস নি! এই বেশে বরযাত্রায় যাবে না কি?" হরিগোপাল একটু নিম্নস্বরে বলিল, "সে পরে হবে; এখন তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি, আমার একটা কথা শুন্‌তে হবে।" সুরেন বলিল, "এখানে বল্‌বে?" হরিগোপাল বলিল, "না, আমার সঙ্গে একটু বাগানে চল।" সুরেন ও হরিগোপাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাগানে একটু নির্জ্জন স্থান দেখিয়া হরি-

গোপাল সুরেনকে লইয়া বসিয়া বলিল, "আমিও তোমার এক জায়গায় বিয়ের নিমন্ত্রণেই নিয়ে যেতে এসেছি।" বিস্মিত সুরেন বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কোথায় হে! তোমার নাকি?" হরি বলিল, "না-তোমার—।" হাসিয়া সুরেন বলিল, "ভাল! তা হলেও বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হোত না। এই হাসি-বাঁশীর মধ্যে মনটা বিয়ে বিয়ে করচে বটে!" "করবে তো চল না। দিব্যি পরীর মত মেয়েই পাবে।" আশ্চর্য্য হইয়া সুরেন বলিল, "কি বলচ হে তুমি! পাগল হয়ে গেলে না কি? হরি বলিল, "না ভাই, পাগল টাগল নই, এখন যে কথা বলতে এসেছি শোন। আজ আমার একটি জ্ঞাতি-খুড়োর মেয়ের বিয়ে ছিল। তা' বিপদের কথা তোমায় কি বলব, ভাবী জামাতা ও তার পিতা দুজনেই কাঁচড়া-পাড়ার এসে কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। অবস্থা এমন যে, এতক্ষণ প্রাণে আছে কি নেই! এ-দিকে খুড়োর মেয়েটিও ষোল পার হয়। সুতরাং ভেবে দেখ তাঁর জাত যায়; তার ওপর গরিব অনেক কষ্টে বিয়ের পুঁজি পাটা করেছে। একবার খরচ-পত্র হ'য়ে গেলে আবার জোগাড় করে বিয়ে দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত। সুতরাং, আজ রাত্রিতেই যেমন করে হোক্ তাঁর মেয়ে পার করতে হবে।" থামিয়া হরিগোপাল একবার সুরেনের মুখের প্রতি চাহিল; সুরেন বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাই তুমি আমায় ধরতে এসেছ? হরিগোপাল! তুমি কি ভুলে গেছ, আমি কার ছেলে!!" "হরি-গোপাল তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, তুমি ভুল বুঝেছ, সুরেন! আমি তোমায় ধরতে আসি নি, ভাই! আমার কাকা অতিদরিদ্র ব্যক্তি। আর তুমি জমীদারের একমাত্র সন্তান। আমরা এমন উন্মাদ হই নি যে, সত্যিই বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে যাব! তার ওপরে তোমার বাবা—আচ্ছা সুরেন! তিনি কি এখনও তেমনি রাগী আছেন? তোমরা এখনও তাঁর তেমনি প্রত্যেক আদেশ মেনে চল?" সুরেন বলিল, "খুব চলি; আর জেনে রেখো চিরদিনই চল্‌ব; হরিগোপাল, বাবার কথা আমার কাছে সাবধানে ক'রো। তিনি আমার পরম পূজ্য।" হরিগোপাল বলিল, "রাগ ক'র না ভাই! আমি কেবল জিজ্ঞাসা করছিলাম। আর তারও একটু কারণ ছিল, সেই কারণেই তাঁর কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এসেছি। জানতো আমরাও তাঁকে কি-রকম ভয় করি।" সুরেন বলিল, "আচ্ছা বল।"

হরিগোপাল বলিল, "ভাতশালায় তোমা-দেরই প্রজা রামতারণ ঘোষের ছেলের সঙ্গে কাকা একবার তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রামতারণ বাবুর অসম্ভব প্রার্থনায় কাকাকে নিরস্ত হ'তে হয়। আজ যদি সেই ছেলেটিকে পাওয়া যায়, তো এ বিপদ্ হ'তে ভাল রকমে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে।" সুরেন বলিল, "তা তোমরা তাঁকে গিয়ে এ-কথা বল গে।" "তা তো বলব, কিন্তু সে যে রকম অর্থগৃধ্নু, কাকার গরজ দেখলে ভিটে-মাটি গ্রাস না করে রাজী হবে বলে বোধ হয় না; সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি, তুমি যদি একবার অনুগ্রহ করে গরিবের কুটিরে গিয়ে বিবাহ সভায় উপস্থিত হও, তা হ'লে অন্ততঃ তোমাদের খাতিরেও যদি সে একটু মানুষের-মত ব্যবহার করে।" সুরেন বলিল, "আমি কিন্তু রামতারণ

বাবুকে যতদূর জানি, তিনি এত মন্দ লোক বলে তো আমার বোধ হয় না।" হরি গোপাল বলিল, "সে তোমাদের সঙ্গে কি আর ও-রকম ব্যবহার করে যে, বুঝবে? সেই জন্যেই তো তোমায় উপস্থিত হ'তে বলছি। তা হ'লে—কি বল, যাবে?

সুরেন। "কিন্তু এরা ছাড়বে কি?"

হরি। তুমি যদি যাও, আমি মত করিয়ে নিচ্ছি।—আচ্ছা, তুমি বোস, আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

হরিগোপাল চলিয়া গেল। সুরেন গাছ-তলায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "বেশ যাহোক্! একজনের বিয়ে দেখতে এসে আর একজনের বিয়ে দিতে যাচ্ছি। অপরংবা কিং ভবিষ্যতি!" একটু পরেই হাসিমুখে হরিগোপাল আসিয়া হাজির হইল, বলিল, "চল হে সুরেন, তুমি আজ আমারই।" হাসিয়া সুরেন বলিল, "বেওয়ারিস, মাল যে টেনে নেয় তারই বই কি।"

হরি। আসছে গো আসছে, জবরদস্তি ওয়ারিসান শীগ্‌গীরই আসবে। তার পর, তোমার মোটরখানা কোন্ দিকে?"

সুরেন। সে তো আজ পাবার যো নেই! বর যে তাতেই যাবে।

"এঃ সব দিকেই ভায়া আমার কেঁচিয়ে রেখেছেন! চল, তবে দেখি গে বিশুর মোটর-খান্ যদি পাই! হা রে কল্‌কাতা!"

দু'জনে আগুলি হইতে কাঁচড়া-পাড়া অভি-মুখে রওনা হইল।

৪

গভীর-রাত্রে চাটুয্যে-ম'শায়ের দ্বারের কাছে মোটর আসিয়া লাগিল। গ্রামে তখন আর মানুষের সাড়া নাই; সকলেই নিদ্রামগ্ন; বিবাহ-বাড়ীও ভোঁ-ভোঁ! চাটুয্যে-ম'শাই দ্রুতপদে গাড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। ততক্ষণে তিনটি মাত্র আরোহী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছেন। দুজনের সহিত চাটুয্যে-ম'শায় পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া বুঝিলেন এই বর। এত যে মনের কষ্ট তাহা পাত্রের প্রতি চাহিয়া নিমেষে সব চলিয়া গেল! তিনি মনে মনে বলিলেন, "প্রভার আমার একি ভাগ্য! এ যে উমারাণীকে লইতে স্বয়ং শিব আসিয়াছেন!" আনন্দে তাঁহার চ'খে জল আসিয়া পড়িল। পরম আদরে তিনি সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একস্থানে বরের আসন যোগান হইয়াছিল। সেখানে এখন লোকজন কেহই নাই। উপস্থিত তিন বরপক্ষের অভিভাবক, তিনি বলিলেন, "রাত অনেক হইয়াছে, শীঘ্র ফিরিতে হইবে; একেবারে সম্প্রদানের স্থানেই চলুন।" সুরেন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা কই? এখনো আসেন নি নাকি?" উত্তরে অপর ব্যক্তি বলিল, "চুপ কর না, সবই এখুনি দেখতে পাবে।"

সকলে পৃথক্ পৃথক্ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। পুরোহিত সঙ্গে আনীত ফুলের মালা বাহির করিয়া সুরেনের গলায় পরাইয়া দিল। হাসিয়া সুরেন সঙ্গীকে চুপি চুপি বলিল, "আমাকেই যে বর করে তুললে হে!"

এ-দিকে চাটুয্যে-ম'শায়ের অত্যধিক বিনয়-আপ্যায়নে সুরেন মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল; ভাবিতেছিল, 'যেমন করিয়া হোক্ এ ভদ্রলোকের আজ মান

বাঁচাইতেই হইবে। কিন্তু বর পক্ষ যে আসিলে হয়! নিদ্রালসেই হোক্, কি চিন্তাভারেই হোক্ সুরেন যখন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হইয়াছিল, সেই সময় দেখিল পট্টবস্ত্রাবৃতা শুধু পুষ্পহার ও বলয়মাত্র-শোভিতা প্রভাবতীর হাত ধরিয়া চাটুয্যে-ম'শায় চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সুরেন বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া আবিষ্টের মত সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এত মুগ্ধ এত তন্ময় যে, দৃষ্টিকে যে ফিরাইতে হইবে, তাহাও তাহার মনে পড়িল না। চাটুয্যে-ম'শায় সুরেনের সম্মুখের আসনে কন্যাকে বসাইলেন। স্নানের গুণই হোক্ বা ভাগ্যের ফলেই হোক্, প্রভাবতীর দেহের জ্যোতিঃস্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধের মত সুরেন স্থান কাল বা পূর্ব্বাপর ঘটনা সমস্তই বিস্মৃতপ্রায়; তাহার মন ও দৃষ্টি সুন্দরীর বদন-সংলগ্ন হইয়া রহিল! অপর দুইজন সঙ্গী মনে মনে হাসিতে লাগিল।

বিবাহ-কার্য্য আরম্ভ হইল। যখন বর-কন্যার শুভদৃষ্টির জন্য প্রভার মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেওয়া হইল, তখন সে অপরূপ সৌন্দর্য্য-সুধা সুরেন লুব্ধের মত পান করিতে লাগিল। সুরেনের পূর্ব্বপরিহিত পুষ্পমাল্য অপসারিত করিয়া উভয়ের মাল্য-বিনিময় হইল। পরে যখন উভয়ের করযুগল পুষ্পমাল্যে বন্ধন করিয়া পিতা সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন সুরেন যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। সে সজোরে হাত টানিবার চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"একি করেন!" চাটুয্যে-ম'শায় অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবা! আজ দরিদ্রের জাতধর্ম্ম রক্ষা করিলে, ঈশ্বর তোমায় রাজ-রাজেশ্বর করিবেন! প্রভা চিরদিন তোমার দাসীর দাসী হ'য়ে থাকবে।" সুরেনের হাতের মধ্যে প্রভার উষ্ণ হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। পুষ্প-বেষ্টনী তখনো উভয়ের হস্তকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সুরেন্ ভাবিল—ভ্রমবশতঃই হোক্, চাতুরীতেই হোক্, ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, যে রত্ন আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে, সে যে বহু সাধনার প্রাপ্য ফল! কোন্ পাষণ্ড এ নিধি পাইয়াও হেলায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? কিন্তু তবুও সুরেন পাষণ্ড না হইলেও ভাগ্যহীন। তবুও এ রত্ন তাহার ধূলাতেই লুটাইয়া দিয়া যাইতে হইবে! হা ভগবান্! যে চন্দনে হৃদয়ের দারুণ দহন-জ্বালাও শীতল করে তাহাকে এ কি ভুজঙ্গে বেষ্টিত করিয়া সম্মুখে ধরিলে! সুরেন কেমন করিয়া এ অতলোদ্ভূতা লক্ষ্মীকে গৃহে তুলিবে!! সুরেন ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া প্রভাবতীর মুখের উপর স্থাপিত করিল। পিতার কথায় তাহার চক্ষে অশ্রুজল টল টল করিতেছে; ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কাঁপিতেছে।

এই সময় সহসা এক বীভৎস কাণ্ড ঘটিল। সুরেনের সঙ্গী প্রথম ব্যক্তি চাটুয্যে-ম'শায়ের ঠিক্ পশ্চাৎ দিকে গিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দাঁড়াইল ও পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিল—"থালার উপরকার অলঙ্কার ও টাকা উঠাইয়া লও।" পুরোহিত থালা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চাটুয্যে ম'শাই বলিলেন, "এখনও বিবাহ শেষ হয় নাই, এর মধ্যে আপনি ও কি করিতেছেন?"

"আমাদের কাজ সব সম্পূর্ণ হইয়াছে," বলিয়া পুরোহিত গমনের জন্য পা বাড়াতেই সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া সুরেন দাঁড়াইয়া

উঠিল। "খবরদার, এক পা নড়লে মজা টের পাবে। রাখ বলছি সব।" বলিয়াই সে সজোরে দুর্বৃত্তের গলা টিপিয়া ধরিল। চাটুয্যে-ম'শাই "মা জগদম্বা, তোমার মনে এই ছিল" বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে পিস্তলধারী ছুটিয়া আসিয়া সুরেনের মাথায় সবলে আঘাত করিল। হঠাৎ সজোরে আঘাত পাইয়া সুরেন ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। দুর্বৃত্তেরা টাকা ও গহনা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তখন বাহির হইতে আর একজন বলিল, "ওকেও নিয়ে আয়।" সুরেনের মূর্চ্ছিত দেহ দুইজনে হিচ্‌ড়াইয়া টানিয়া লইয়া গেল। প্রভাবতী পিতার কোলে মুখ লুকাইতে গিয়া দেখিল, সারাদিনের অনশন-ক্লিষ্ট দুঃচিন্তা-পীড়িত পিতা এই আকস্মিক বিপদে তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিবাহের কন্যা ঘোমটা ফেলিয়া পিতৃ-সেবায় ব্যস্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

যোশীমঠ বা জ্যোতির্ধাম।

যোশীমঠটী জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবের স্থান। ইহা গাড়োয়ালের পাইন-খণ্ডে অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ছয়শত। যোশীমঠ অলকানন্দার রামতটে বিরাজিত। এখানকার বাটীগুলি ধূসরবর্ণের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। বদ্রিনাথের মন্দিরের রাওয়াল ও অন্যান্য পূজারিদিগের বাটীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে লোকেরা অক্টোবর মাস হইতে মে মাসের মধ্য সময় পর্য্যন্ত বাস করে। এই সময়ে মন্দিরের রাস্তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এখানকার মন্দিরটীতে নরসিংহের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দিরটী দেখিলে বাটী বলিয়াই ভ্রম হয়। মন্দিরটী তাম্র-ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানকার যাত্রীদিগের জলের অভাব হয় না। পর্ব্বত-বিনিঃসৃত জলপ্রপাত লোকের জলকষ্ট নিবারণ করে। প্রবাদ এই যে, নরসিংহের মন্দিরে প্রহ্লাদ তপস্যা করিয়াছিলেন। চত্বরের এক দিকে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে। মধ্যে বিষ্ণুর মন্দির অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর আছে তাহার পরিসর ৩০ বর্গফিট। অনেক মন্দিরই ভগ্নদশাগ্রস্ত। ভূমিকম্পই এই দশা সংঘটিত করিয়াছে। বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য এবং নবদেবীর মন্দিরও ভূমিকম্প হইতে পরিত্রাণ পায় নাই; তবে ইহাদিগের হানি অতি সামান্যই হইয়াছে। বিষ্ণুর মূর্ত্তিটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-দ্বারা বিনির্ম্মিত এবং তাহার শিল্পনৈপুণ্যও উত্তম। বিগ্রহটী ৭ ফিট উচ্চ। চারিজন স্ত্রীমূর্ত্তি একটী চত্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিষ্ণুর বিগ্রহকে ধারণ করিয়া আছে। অপর একটী পিত্তল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে দুইটী পক্ষ সংযোজিত দেখা যায়। মূর্ত্তিটী যজ্ঞোপবীতধারী। বোধ হয় ইনি বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গণেশের মূর্ত্তিটী ২ ফিট উচ্চ এবং তাহা সুন্দররূপে পালিশ করা।

যোশীমঠের অধিবাসিগণ পূজারী, বণিক্ ও কৃষক। এখানে একটী পান্থনিবাস, স্কুল ও চিকিৎসালয় আছে। শেষোক্তটী সদাব্রতদ্বারা পরিচালিত।

যোশীমঠে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, ভৃঙ্গী, ঋষি, সূর্য্য, দুর্গা, ধনদ এবং প্রহ্লাদকুণ্ড নামে খ্যাত। নারদ বিষ্ণুকুণ্ডে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন।

যোশীমঠে এককালে কতিয়ূরী রাজগণের প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহারা কোন কারণ বশতঃ তথা হইতে কতিয়ূরীতে চলিয়া আইসেন। কারণটী এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"বাসদেবের জনৈক বংশধর জঙ্গলে মৃগয়া করিতে যান। এমন সময় বিষ্ণু নরসিংহের আকারে আবির্ভূত না হইয়া মনুষ্য মূর্ত্তিতে রাণীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক আহার প্রার্থনা করেন। "রাণী তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান। ভোজনের পর তিনি রাজার শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। রাজা মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে স্বীয় শয্যায় শয়িত দেখিয়া তরবারি দ্বারা তাহার হস্তে আঘাত করেন। অমনি আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির না হইয়া দুগ্ধ বাহির হইতে লাগিল। রাজা তদ্দৃষ্টে ভীত হইয়া রাণীকে সমস্ত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেন। রাণী বলেন, 'ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা।' রহস্য বুঝিতে না পারিয়া রাজা নরসিংহের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া নরসিংহ-মূর্ত্তিতে রাজাকে বলেন, 'তুমি জ্যোতির্ধামে না থাকিয়া কতিয়ূরে বাস কর। স্মরণ রাখিও, তুমি যে আঘাত-দ্বারা আমার হস্তে ক্ষত করিয়াছ, তাহা আমার মন্দিরের বিগ্রহে দেখিতে পাইবে এবং যখন বিগ্রহটী পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং হস্তটী আর থাকিবে না, তখনই বুঝিবে যে তোমার বংশ পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। এই বলিয়া নরসিংহ অদৃশ্য হইলেন।"

শঙ্করাচার্য্য যোশীমঠে কতিয়ূরী রাজার রাজত্ব কালে আগমন করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কেমন করিয়া লিখিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হয় মিসেস্ ষ্টো তাহা জানিতেন না। তিনি যাহা জানিতেন ও দেখিয়াছিলেন তাহাই প্রাণের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন! শৈশবে তিনি দাসদিগের মধ্যে থাকিয়া পালিত হইয়াছিলেন, দাস-সন্তানদের সহিত আপনার ভাই-বোন-জ্ঞানে ক্রীড়া করিতেন; তাহাদের দুঃখে শৈশবেই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, সেই সময় হইতেই তিনি মনে মনে তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এখন সেই আশা ফলবতী হইল। নিজে না কাঁদিতে জানিলে পরকে কাঁদান যায় না। তাঁহার নিজের বক্ষের রক্ত দিয়া

রঞ্জিত এবং অশ্রুজলে সিক্ত "টমকাকার কুটীর"-নামক পুস্তকখানি জগতের লোককে কাঁদাইয়াছে।

তাঁহার দীনহীনের প্রতি স্নেহ কেবল ঐ একখানি পুস্তক-রচনাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই; তিনি সত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে গমন করেন। তথায় বিভিন্ন রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে অভ্যুত্থিত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পান। তিনি এই প্রকারে প্রায়ই বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, আত্মরচনা পাঠ করিয়া জনসাধারণকে বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া তুলিলেন। সেই করুণাময়ীর করুণা-বর্ষণের ফলে লোকে তন্ত্রাবে অতীব অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে ঐ জঘন্য দাসত্ব-প্রথা রহিত করিবার জন্য চিৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, জনসাধারণের উত্তেজনা ক্ষণিকের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইতে পারে; সেই-জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া অনবরত উত্তেজনামূলক রচনা লিখিয়া লোকের বিশ্ব-প্রেমরূপ প্রদীপে তৈল যোগাইতে লাগিলেন।

সে প্রদীপ আর নিবিল না। তাহার উজ্জ্বল আলোক সমাজের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিয়া, মানবের মন পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিল। স্বার্থপরতা সেই আলোকে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গেল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মিসেস ষ্টৌ, "টেল্ অব্ দি ডিজ্‌ম্যাল্ সোয়াম্প্"-নামক পুস্তক প্রচার করেন। দাস-প্রথাই যে সমাজের অবনতির একটী প্রধান কারণ, ইহাই তিনি ঐ পুস্তকে বিশদভাবে বুঝাইয়াছিলেন।

এই সময় কয়েকখানি সংবাদ-পত্র বাহির হইল। মিসেস্ ষ্টৌর ভ্রাতা হেন্‌রি ওয়ার্ড্ উক্ত পত্রিকাগুলির প্রত্যেকটীর সম্পাদক-দিগের অন্যতম ছিলেন। সুতরাং ঐ পত্রিকা-গুলিতে তাঁহার গল্প লিখিয়া প্রকাশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় তিনি অনেক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন; উহাদের মধ্যে মিনিষ্টার্ উইং-(Minister Wooing) নামক উপন্যাসটী অতি প্রসিদ্ধ। উহা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক "ষ্টৌ" অপর একটি স্থানে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি সপরিবারে ঐ স্থানে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করেন; তৎপরে অবসর গ্রহণ করিয়া হার্টফোর্টের বাটীতে প্রত্যাগমন করেন।

মিসেস্ ষ্টৌর পুত্র "কাপ্তেন্ ফ্রেডারিক্ বীচার ষ্টৌ" ওয়ার ফর্ ইউনিয়ন্ * যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। পুত্রের সত্বর আরোগ্য-লাভের আশাতেই তিনি ফ্লোরিডায় একটী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পুত্রের সহিত তথায় বহুবৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পতি-বিয়োগ হয়। সেই সময় হইতে হার্টফোর্টের নিভৃত শান্তিপূর্ণ বাটীতে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। তিনি যখন বৃদ্ধাবস্থায় হার্টফোর্টে বাস করিতেছিলেন, তখনও তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে নিগ্রোদের চিন্তা অন্তর্হিত হয় নাই। তখনও তিনি সর্ব্বদাই নিগ্রোদের সহিত একত্র বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন, তাহাদের দুঃখে কাঁদিতেন এবং তাহাদের সুখে পরমানন্দ ভোগ

* দাসপণকে স্বাধীনতা দেওয়ার চেষ্টা করিবার ফলে যুক্তরাজ্যের দুই দলে এই যুদ্ধ বাধে।

করিতেন। এমন কি ভাই-ভগ্নীজ্ঞানে মিশিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতেন এবং তাহারা অত্যধিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া উঠিলে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন যে, তাহারা অদূর-ভবিষ্যতেই স্বাধীনতা লাভ করিবে। পুণ্যবতীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইয়াছিল।

তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই তারিখে মানবলীলা-সংবরণ করেন এবং তাঁহাকে "রাণ্ডভোর"-নামক স্থানে তাঁহার স্বামীর সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। তাঁহার শোকে জগতে সমস্ত লোক বিশেষতঃ ক্রীতদাসগণ অতল শোকসাগরে মগ্ন হইল। শিশু জননীর মৃত্যুতে যেরূপ অস্থির হয়, স্নেহময়ী মিসেস্ ষ্টো'র মৃত্যুতে তাহাদেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ক্রীতদাসও শোক করিতে জানে, আর সে শোকের আন্তরিকতা ও গভীরতা পার্থিব অন্য কোন শোক অপেক্ষা হীন নহে!

স্বাধীন খেদ।

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা রজনীকান্ত সেন]

(ঐ) মা-হারা হরিণ-শিশু চেয়ে আছে পথপানে,
অশ্রু করিছে শুধু, কাতর দু'নয়ানে।
(ঐ) হংস-সারসকুল মলিন-মুখে
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে
কি সোহাগে খে'তে দিত, অন্ন নয়, সে অমৃত,
সে মা কোথা চ'লে গেছে, বড় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
(ঐ) শুক, শ্যামা এ ক'দিন 'মা,' 'মা', ব'লে,
প'ড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গ'লে;
চ'লে গেছে নয়ন-তারা, আহার ছেড়েছে তা'রা,
যেন জিজ্ঞাসে নীরব ভাষে, 'মা গিয়েছে কোন্‌খানে?'
নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ,
চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে নীরব শ্মশান;—
কেমনে পাইব আর, মা আমার, মা আমার!
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন-দানে॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

আস্থায়ী ।

II{পপা ধা র্সা র্সনা । র্সা নর্সর্রর্রা র্সণধা পধা।গমা মা পধণা ধা।
ঐ মা হাও রাও হ রিওওপ্ শিওও শুও চেও যে আওও ছে

। পা মধপা গমপমা গা । সা নসা গরা গা । মগা -মা পধপা ধা।
প থওও পাওওও নে ঋ ক্র ঝও গ্রি ছেও ও স্থওও ধু

।নর্সা নর্সা নর্সা -র্রা । র্সনর্রা ধণা ধপা ধা}II
কাও তং রও ও ছওও ওন য়াও নে

অন্তরা ।

II{মধা মধা ধণা ধণা । ধা ণধা পা ধা।না না নর্সর্রা । নর্সা ।
ঐ হং সও সাও র সও কু ল ম লি নওও মু ও

। নর্সা -র্গা -র্গা -র্নর্সা । না র্সা র্গা র্রা । না নর্সর্রা ণধা ধা।
খেও ওও ওও ওওও বু ঝা ইও তে না বেওও কিও বে

।মা মা মপধা -মপা । গা -পমা মা -গমা} । র্সা র্সণা ণা ধা ।
বে শ নাওও ওও বু ওও কে ওও কি সোও ছা গে

। পা মপধপা মা গা।সা -সন্সা গরা -া । গা পক্ষপা ণধা ক্ষপা ।
,খে তেওওও দি ত অ ন্নও নও র সে অওও মৃ ত ও

। র্সা র্সর্গা র্গর্রা র্গা । র্মা র্গমর্রর্জ্ঞর্রা নর্সা র্সনর্সা।গা মা পা ধণধণপা ।
সে মাও কোও থা চ লেও ও ও গেও ছেওও ধ ড বা থাওওও

৩
। পা সর্নর্সা নর্সর্র্গা ধপধা II
ধি ছেও প্রা লেও

সঞ্চারী।

•
II র্সর্স নর্স্র্সা র্সনা র্রা। ১ র্সা ধণা ধপা -ধা I ২ মপা -ধপা মপা -ধা।
ঐ শু ও ক্ স্যা মা এ ক০ দি০ ন্ মা০ ০০ মা০ ০

৩ •
। মা -গা গরা -গা। পা মপমা গা পা। ১ মা গমা ররা সা I
ব ০ লে০ ০ প ড়েও ছে উ মা র০ ব্ কে

২ ৩
I সা সা গমা -। পক্ষা -পা ক্ষপা -ক্ষপা}।{পা পা নধা না।
সো ছা গে০ ০ গ ০ ০ লে০ ০০ চ লে গে০ ছে

১ ২ ৩
। র্সা নর্সর্র্রা নর্সা র্সনর্সা।র্সা র্সা না ধনা। পা ধনা র্সর্রা নর্সা।
ন র ০ ন ০ ভা০ র:০০ আ চা র ছে০ ড়ে ছে০ ভা০ রা০

• ১ ২
। র্সর্সনর্সা র্সণা ণা ধা। মমা -পধধা মপা পাIগা মা পা র্সণপা।
বে০ ন০ ধি০ ক্কা সে নীর ০০ব ভা০ যে 'মা গি রে ছেন্

৩
। মপা -ধধা মগা মা}।
ক্কো০ ০ন্ খা০ নে'

আভোগ।

• ১ ২
। মা মা ধপা ধা। পা ণধা পা ধাIনা না নর্সর্রা র্সা।
ন র মে০ র ম ণি০ সে যে ন ক লে০০ র

৩ • •
। র্সনা -র্সা -না -র্সা। না র্সা র্রর্গর্মা র্গর্রা। ১ র্রা র্রর্জ্ঞা র্রা নর্সা I
প্রা ০ ণ্ চ লে গে০০ ছে০ প ড়ে ০ আ ছে০

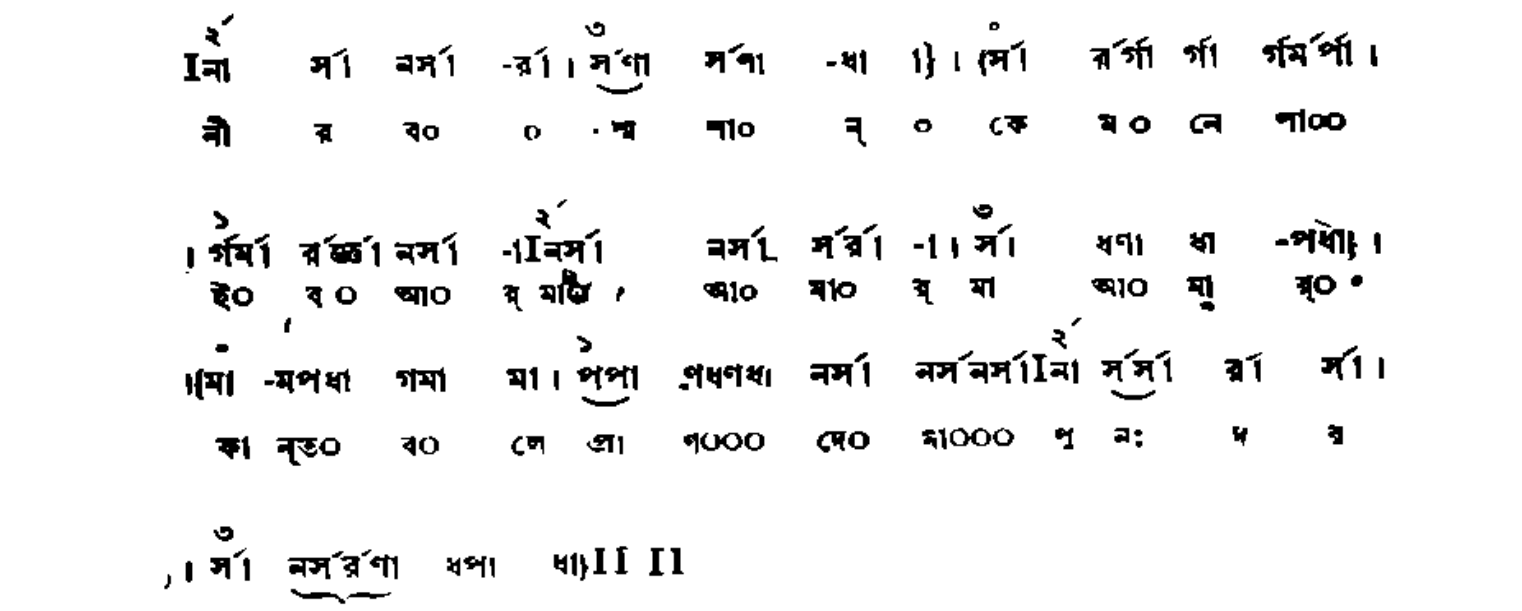

সোণার হার।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কুক্ষণে ত্রৈলঙ্গ বাহমনী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিল। খান্-খানান্ আহ্‌মদ্ আপনার সজ্জিত সেনা লইয়া উত্তরে অভিযানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দারুণ-রোষে আপন বাহিনী লইয়া ত্রৈলিঙ্গের উপর আপতিত হইলেন।

ত্রৈলিঙ্গ যুদ্ধ করিয়াছিল। মানব মৃত্যুর পূর্ব্বে যমের সহিত যেরূপ আশাহীন প্রবল সংগ্রাম করে, ত্রৈলিঙ্গও ধ্বংসের পূর্ব্বে সেইরূপ আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিল। যুদ্ধ-সংঘটনের দায়িত্ব ও অপরাধ তাহার; মরিয়া সে আপন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

বিজয় নগর যখন ত্রৈলিঙ্গের সাহায্যার্থ বাহমনী-রাজ্য আক্রমণ করিল, তখন ফিরোজ বিস্মিত হইলেন; কারণ, তিনি ইহা আশা করেন নাই। আহ্‌মদ্ সংবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বজ্রপাতের পূর্ব্বে বিদ্যুৎ-শিখা যেমন হাসিয়া উঠে, এ হাস্য সেইরূপ আলাময়, ভয়ঙ্কর এবং তীব্র। ফিরোজ এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ভারও ভ্রাতার উপর অর্পণ করিলেন। হাসান পিতৃব্যের সহিত ত্রৈলিঙ্গের সীমান্তে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের দক্ষিণভাগ রক্ষা করিতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে আহ্‌মদ্ তাঁহাকে বলিলেন, "শের বার বার আপনার শিকার ত্যাগ করিয়া যায় না। যতদিন রায়চূড়ের উন্নত গিরিশৃঙ্গে বাহমনী-বংশের পতাকা উড্ডীন থাকিবে, ততদিন হিন্দু ক্ষমতাহীন। কতিপয় গ্রাম অধিকার করিলে দেশজয় হয়

না।" দেহের ও মনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া আহ্‌মদ্ ত্রৈলিঙ্গকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

বিজয়-নগর বাহিনী রায়চুড় অধিকার করিতে পারিল না বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিক্‌স্থ সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লইল। প্রথমে মুদ্‌কলের নিকটে স্থানীয় মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল। যাহারা প্রাণে বাঁচিল, তাহারা পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিয়া রায়চুড়ের ভীম প্রাকারের অন্তরালে আশ্রয়-গ্রহণ করিল। উল্লাসে অধীর হইয়া বিজয়নগরের সেনা রায়চুড় অবরোধ করিল। কিন্তু মধুরাও বুঝিলেন সে দুর্গ শীঘ্র অধিকার করা সম্ভবপর নহে। তখনও শত্রুর মূল-সৈন্যের দর্শনলাভ ঘটিল না, দেখিয়া তিনি আশঙ্কিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, আহ্‌মদ্ ত্রৈলিঙ্গের উচ্ছেদসাধন না করিয়া সমুখীন হইবেন না। ত্রৈলিঙ্গকে বিপদ্‌মুক্ত করিতে হইলে অবিলম্বে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন। দেবরায় ও সামন্ত-বাহিনী রায়চূড়ের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন; মধুরাও কৃষ্ণা অতিক্রম করিলেন। রামগীর দুর্গের ধ্বংস-স্তূপে অবস্থান করিবার কালে আহ্‌মদ্ এ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "মূর্খের দল! এরূপ বুদ্ধি না হইলে উহাদের এত দুর্দ্দশা কেন?"

মধুরাও কৃষ্ণার বাম তটে উপস্থিত হইয়া দ্রুতগতিতে ত্রৈলিঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথের সম্মুখে পাঙ্গাল্ দুর্গ—মধুরাওয়ের গতিরোধ হইল। চতুর্দ্দশ দিবসে মধুরাও দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

বিজয়নগর সৈন্য আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। যতদূর দৃষ্টি চলে গ্রাম জনশূন্য—কোন স্থানে মুষ্টিমাত্র আহার্য্য নাই; ক্ষেত্র তৃণ-শূন্য—মরুভূমির মত ধূ-ধূ করিতেছে। মানুষের সহিত-মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে কিন্তু ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ সম্ভবপর নহে। সম্রাটকে আহার্য্য প্রেরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে লিখিয়া মধুরাও পাঙ্গালের সন্নিহিত-প্রান্তরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন।

যেদিন কয়েক শত আহার্য্যপূর্ণ শকট সহিত পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিয়া দেবরায় মধুরাওয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন সে দিন মধুরাওয়ের হৃদয়ে স্তিমিত আশার আলোক একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন মধুরাও জানিতেন না ত্রৈলিঙ্গের পতন হইয়াছে এবং বিজয়ী আহ্‌মদ্ জয়দৃপ্ত বাহিনী লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছেন।

দেবরায়ের নিকট হইতেই মধুরাও রাজধানীর সংবাদ পাইলেন। ত্রৈলিঙ্গের যুবক সন্ন্যাসী তাহার প্রথম অপরাধের কথা বিস্মৃত হইয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। দেবলরাজ সে বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন—যুদ্ধে সন্ন্যাসী নিহত হইয়াছে। দেবল রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক দেবরায়ের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। দেবরায় পদাতিকগুলিকে ও আপনার দেহরক্ষী সৈন্যগণের অধিকাংশে রায়চুড় অবরোধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া নবাগত বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও আপনার পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া মধুরাওয়ের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন। তিনি আহার্য্য দ্রব্য অধিক আনয়ন করিতে পারেন নাই। দুই

সহস্র শকট তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে, পরে আরও আসিবে।

পরদিন প্রভাতে দেবরায় মধুরাওয়ের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছিলেন। মধুরাও বলিলেন, "দেব! তোমার আগমনের প্রয়োজন ছিল না; সৈন্য লইয়া তুমি আসিলে কেন? বিজয়নগর-শিবিরে কি সেনাপতির এতই অভাব?" দেবরায় বলিলেন, "তনু থাকিলে তাহাকে পাঠাইতে পারিতাম। বিনায়ক রাও আপনার নিকটে, সুতরাং আমি আপনিই আসিলাম। আচ্ছা, এবার তনুকে আনি-গণ্ডীতে রাখিয়া এলেন কেন? রাজধানীতে ত' দেবল রহিয়াছে।" মধুরাও বলিলেন, "তনুর এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। ক্রুদ্ধ হইও না, দেব! রাজধানীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে।" দেবরায় বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজধানীতে এবার দেবলকে রাখিয়াছি, এবার সেখানে বিদ্রোহী হইতে কে সাহস করিবে?" মধুরাও বলিলেন, "দেবলই যদি বিদ্রোহী হয়!" দেবরায়ের মুখ আরক্ত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ হইতে একটি বায়স কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিল। মধুরাও আপনার চমকিত অশ্বকে সংযত করিতে করিতে বলিলেন, "শান্ত হও দেব! দেবল বিদ্রোহী হইবে বলি নাই, বিদ্রোহী হইতে পারে তাহাই বলিয়াছি।" আবার বৃক্ষশাখা হইতে সেই অমঙ্গল-রব শ্রুত হইল। মধুরাও কটিবন্ধ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া বৃক্ষ অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন; ছুরিকা শাখায় বিদ্ধ হইয়া রহিল। বায়স যেন মধুরাওয়ের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়া দুইবার শব্দ করিয়া নিকটস্থ আর-একটি বৃক্ষে আশ্রয় লইল।

মধুরাও ললাটের স্বেদ-মোচন করিলেন। দেবরায় বলিলেন, "দেবল আমার ভ্রাতা, তাহা আপনি ভুলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু সে যে আপনার ভাবী জামাতা তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছেন?" মধুরাও কহিলেন "তুমি যে আমার পুত্র, দেব!" সহসা অশ্বপদ শব্দ শুনিয়া উভয়ে পশ্চাতে চাহিলেন, দেখিলেন বিনায়ক রাও কতিপয় অশ্বারোহীর সহিত আসিতেছেন। বিনায়ক রাও কহিলেন, "শত্রুর দেশ, পাছে কোন বিপদ ঘটে সেই জন্য আসিলাম।" পুনরায় প্রেতের অট্ট-হাস্যের ন্যায় বায়সের কর্কশনাদ নিস্তব্ধ প্রান্তর চমকিত করিল। মধুরাও বিনায়ক রাওয়ের নিকট হইতে শরাসন গ্রহণ করিয়া শর-সন্ধান করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন, নিবিড় ধূলিরাশি উড়াইয়া কয়েকজন অশ্বারোহী সম্মুখ হইতে আসিতেছে। বিনায়ক রাও দুইজন অনুচরের সহিত দ্রুত-বেগে অশ্ব-সঞ্চালন করিয়া অগ্রসর হইলেন।

তাহারা বিজয়নগরের সৈন্য—সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল। তাহারা বলিল, প্রায় অর্দ্ধলক্ষ মুসলমান সৈন্য কয়েক যোজন দূরে দৃষ্ট হইয়াছে। পরদিনই তাহারা সম্ভবতঃ পাঙ্গালের সমীপবর্ত্তী হইবে।

যাহারা আসিতেছিল তাহারা আহ্‌মদের অগ্রণী সৈন্য। তাহারা পরদিন বিজয়নগর সৈন্যকে আক্রমন করিয়া পরাজিত হইল। মধুরাওয়ের শিক্ষিত পদাতিক সেনা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর ও বর্ষাঘাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত বিক্ষত হইয়া পলায়ন করিল। আহ্‌মদ্ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "হিন্দু যুদ্ধ করিতে

শিখিয়াছে, কিন্তু এবার রক্ষা নাই।" তিনি হিন্দু-সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আপন সৈন্য ও কৃষ্ণা-তীরের মধ্যে নিষ্পিষ্ট করিয়া বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প করিতেছিলেন।

গভীর রজনী। আকাশে চন্দ্র নাই; গাঢ় কৃষ্ণ নৈশাকাশে অগণ্য তারকা জ্বলিতেছে। হিন্দু-সৈন্য বিজয়ের পরিতৃপ্তিতে সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল। শিবির নিস্তব্ধ, অন্ধকারময়; কেবল সতর্ক প্রহরীর ধীর পদক্ষেপ শব্দ সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল এবং স্থানে স্থানে উষ্ণীষ আলোক অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রহরীগণকে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিতেছিল।

মধুরাও নিদ্রা যান নাই। সহসা তাঁহার পট্টাবাসে একজন প্রহরী অপর একটি চরের সহিত প্রবেশ করিল। চর সেখানে রহিল, প্রহরী প্রস্থান করিল। যে ব্যক্তি রহিল সে মধুরাওয়ের নিয়োজিত রাজধানীর চর।

ক্রুদ্ধ বিধাতার অভিশাপে বিজয়নগর ভীষণ ভূমিকম্পে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া নদীর প্রবল উচ্ছ্বাস তাহাকে গ্রাস করিয়াছে এরূপ সংবাদ শুনিলে মধুরাও যত বিস্মিত ও চমকিত না হইতেন, তিনি চর মুখে যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে অধিকতর বিস্মিত ও অধিকতর চমকিত হইলেন। পূর্ব্বদিন তিনি বলিয়াছিলেন দেবল বিদ্রোহী হইতে পারে; কিন্তু সে যে সত্যসত্যই বিদ্রোহী হইবে মধুরাও তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। চর বলিল দেবল বিদ্রোহী হইয়াছেন। মারাপ্পা ও তম্মুরাও কি করিতেছেন বা কি করিবেন তাহা সে বলিতে পারিল না। কিন্তু সে যাহা বলিল তাহা হইতে মধুরাও বুঝিলেন মারাপ্পা ও তম্মুরাওয়ের দ্বারা সে বিদ্রোহ দমন হইবেনা, কারণ রাজধানী সৈন্যহীন, দেবল দক্ষিণ হইতে নূতন সৈন্য আনিয়াছেন; সে সেনা জীবনে মরণে দেবলেরই অনুগমন করিবে।

চর চলিয়া গিয়াছে। মধুরাও বলিয়া উঠিলেন, "দেবল! তুমি যে সিংহাসনের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছ তাহা ত' তোমারই জন্য আছে! তুমি কি পাও নাই যাহার জন্য আজ বিদ্রোহী হইয়া আপন দেশের ও আপন বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ? পূর্ব্বে যদি জানিতাম, তবে তুমি আমার পুত্র হইলেও তথাপি তোমাকে ক্ষমা করিতাম না। তুমি যদি আমার জামাতা হইতে আমি হেমের সম্মুখেই তোমাকে হত্যা করিতাম, তোমার ধমনীতে প্রবাহিত বুকের রক্ত তোমাকে রক্ষা করিতে পারিতনা। দেব! তোমার বিশ্বাসের এই ফল।"

মধুরাও সম্রাটের শিবির অভিমুখে চলিলেন।

শরতে।

ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে প'ল
মা কমলার আঁচলখানি,
হতাশ প্রাণে কে আনিল
বেঁচে থাকার মধুর বাণী।

বুকের মাঝে গুমটো হাওয়া
রুদ্ধ ছিল দীর্ঘশ্বাসে,
আজ্ কে তা'রে মুক্তি দিল,
সিক্ত করি সিউলি বাসে!

আজ্ঞ তা'র　　শুভ্রতাকে
প্রকাশ করে কাশের ফুলে,
আকাশ-বধূ　　উঠ্‌লো হেসে
কালো মেঘের ঘোম্‌টা খুলে।
নিখিলে আজ　　পড়্‌লো সাড়া—
'দুয়ার খোল, দুয়ার খোল।

রুদ্ধ বুকের　　অন্ধকারে
আজকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালো!'
দুকূল-ভরা　　নদীর ঘাটে
শরৎ এসে বাঁধলো তরী,
ফেল্‌ রে মুছে　　অশ্রু-কণা
পুলক নে' আজ বক্ষ ভরি।

সূর্য্যপূজা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তি প্রথমে শাক-দ্বীপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল ও পরে তথা হইতে সূর্য্যদেবের পুরুষাকৃতি মূর্ত্তির উপাসনা অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্যমন্দির-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপন করিয়া সাম্ব শাকদ্বীপ হইতে মগ বা ভোজক-ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন ও সূর্য্য-প্রতিমূর্ত্তির পরিচর্য্যা-কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই বিষয় আমরা ভবিষ্য-পুরাণ হইতে অবগত হই। এই মগগণ কোন নূতন উপাসনাপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল কি-না তাহার কোন নিদর্শন ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরাণে সূর্য্য-সম্বন্ধে নানারূপ ব্রতের বিধান আছে। এই সমস্ত ব্রতে সূর্য্য-পূজার যে ক্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাতেও বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ব্রতাঙ্গ সূর্য্যপূজার কোনস্থানে বৈদিক মন্ত্রের, কোনস্থানে বা পৌরাণিক মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তমী-ব্রত (সপ্তমী-কল্প) উপলক্ষ্যে সূর্য্যপূজার বিধি এইরূপে উক্ত হইয়াছে। আচমনপূর্ব্বক মৌন অবলম্বন করিয়া দেবগৃহে (সূর্য্যমন্দিরে) গমন করিবে। শ্বাসরোধের জন্য নাসিকা বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে ও কেশের জল নিবারণ-জন্য যত্নপূর্ব্বক মস্তক (বস্ত্রের দ্বারা) আবৃত করিবে। তাহার পর নানাবিধ শুভ পুষ্পের দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে।*

তাহার পর অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিবে। প্রথমে গুগ্‌গুলের আহুতি প্রদান করিবে, তাহার পর পুষ্পাঞ্জলি-গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে অগ্নিশিখায় রাখিয়া পরে এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের মস্তকে অর্পণ করিবে। তাহার পর দিব্যপুষ্প ও গন্ধাদি তাম্রপাত্রে স্থাপন করিবে ও অগ্নিতে যত্নপূর্ব্বক গুগ্‌গুলের আহুতিরূপ ধূপ প্রদান করিবার পর অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের এইরূপে আবাহন করিবে।—"হে সহস্রাংশু তেজোরাশি জগৎ-পতি, আপনি আগমন করুন। হে দিবাকর। আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া এই অর্ঘ্য

---

* আচান্তো মৌনবান্বাস্য দেবাগারং ততো ব্রজেৎ।
বাসরোধ-নিমিত্তং তু প্রাগমচ্ছাস্য বাসসা।
শিরঃ প্রাবৃত্য বাসেন কেশোদ্বেকনিবৃত্তয়ে।
ততঃ পুষ্পাং বলিঃ কৃত্বা পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ।
ভবিষ্য পু ১৪।১৩৭।১৫-১৭

গ্রহণ করুন।" এইরূপে আহ্বান করিয়া ভূমির উপর জানু পাতিয়া বসিবে ও হৃদয়ে আদিত্যকে স্মরণ করিয়া রবিকে অর্ঘ্য-প্রদান করিবে। (১) তাহার পর বলিবে "তুমিই একমাত্র রুদ্র ও বসুগণের মধ্যে পুরাতন, শাশ্বত (চিরস্থায়ী); তুমি দিবালোকে (দিবি) দেবগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া সংস্তুত হইয়া থাক। (২) সায়াহ্নকালে "নমো বরুণায় শম্ভবে" (বরুণদেবকে নমস্কার করি—শম্ভুকে নমস্কার করি) এই মন্ত্র ও "আকৃষ্ণেন রজসা" এই বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে ধূপপ্রদান করিয়া সূর্য্যপূজক ভোজক (মগ) গর্ভগৃহে (মন্দিরে যে গৃহে দেবপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে) প্রবেশ করিবে। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার পর "মিহিরায় নমঃ," "নিকুভায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যপ্রতিমাকে ধূপ প্রদান করিবে। পরে "রবৈয়ে নমঃ, নিকুভায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রের দ্বারা রাজ্ঞী ও নিকুভাগে ধূপ প্রদান করিবে; পরে অন্যান্য সূর্য্যপরিবারগণকে ও অন্যান্য দেবগণকে ধূপ প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর এইরূপে প্রার্থনা করিবে।—

"হে বিভাবসু, আপনি আমার শক্তি-অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত হইলেন। হে নাথ! আমাকে ঐহিক ও আমুষ্মিক (পর জন্মে) কার্য্যসিদ্ধি প্রদান করুন। (১)

সূর্য্যপূজার যে ক্রম প্রদর্শিত হইল, তাহাতে "মিহিরায়" এই একটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মিহির' সূর্য্যের একটী নাম। অমরকোষে সূর্য্যনাম-পর্য্যায়ে মিহির শব্দ পাওয়া যায়। (২) মিহির-শব্দটী সেচনার্থ 'মিহ'— ধাতুর উত্তর উণাদি কিরচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অমর কোষের টীকাকার ভানুজি দীক্ষিত এইরূপেই পদটী সিদ্ধ করিয়াছেন। (৩) যিনি সেচন করেন অর্থাৎ পর্জ্জন্যরূপে জল বর্ষণ করেন তিনিই মিহির। সূর্য্যের 'মিহির' নাম বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না। তার ভাষ্যকারও বলেন, মিহির-শব্দ পারস্যভাষায় 'মিহর্' শব্দের সংস্কৃত আকার। পারস্য 'মিহর্', আবেস্তার মিথ্র শব্দের অপভ্রংশ। মিথ্র শব্দটী মিত্রশব্দের অপভ্রংশ। কণিষ্ক-কর্ত্তৃক প্রচলিত

(১) ধূপং ততোঽর্ঘ্যদানে সন্ধ্যাং প্রণমনং ভাস্করস্যাভিমুখম্।
পুষ্পাঞ্জলিং ততো মুক্ত্বা ভক্তিপূর্ব্বাং প্রণম্য চ।
রবে মূর্দ্ধ্নি তং দত্ত্বাদেবং মন্ত্রমুদাহরেৎ। ভবিষ্য পুঃ
১৪। ১৪৯।১৩।

* * * *

গন্ধাদীমিশ্চ দিব্যানি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে। ২৩
ধূপং দত্ত্বাগ্রতো বীর প্রণম্যাদ্ ভক্তিভাবতঃ।
অর্ঘ্যপাত্রং ততো গৃহ্য সূর্য্যাভিমুখমাস্থিতঃ। ২৬
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পাং হি মাং কৃত্বা গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। ২৭
অনেনার্ঘ্যপ্রদানেন কৃত্বা প্রাদক্ষিণ্যমবনীং গতঃ।
রবে নিবেদয়েদর্ঘ্যাদিত্যাং চরমে গতঃ। ২৮

(২) মিত্রেদক্ষে ততো ধূপং বাচক্নবীরুদে।
ত্বমেক এব রুদ্রাণাং বসূনাঞ্চ পুরাতনঃ।
দেবানাং পরিষদ্যস্তঃ সংস্তুতঃ শাশ্বতো দিবি। ৩২ + ৩৩।

* * * * *

অনেন বিধিনা দত্ত্বা ধূপং সূর্য্যায় ভোজকঃ।
উৎক্ষিপেচ্চৈব ধূপেন বিশেদ্ গর্ভগৃহং ততঃ। ৩৭
ততঃ প্রবিশ্য ধূপং তু পতিত্বাতে নিবেদয়েৎ।
রবেয় মিহিরায়েতি নিকুভায়েতি নিত্যশঃ। ৩৮

(১) অর্চ্চিতস্ত্বং তথা শক্ত্যা ময়া ভক্ত্যা বিভাবসো।
ঐহিকামুষ্মিকীং নাথ কার্য্যসিদ্ধিং প্রদাতু মে। ৪৭

(২) "বিকর্ত্তনার্কমার্ত্তণ্ডমিহিরাক্ষ-পূষণঃ" ইত্যমরঃ

(৩) ইদমিদমুদিশিদিচ্ছিদিভিদিরচ্ছিদিভিদিরচ্ছিদিমিহিমুহি-মুহিপৃথিকৃধিদ কৃতমিত্যাঃ কিরচ্। উ। ১।১৪
"মিহেরমিহিরশ্চাসাবুদকস্যোদকস্য চ। ত্রিকাণ্ডশেষ।

মুদ্রায় একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে 'মীরো' এইরূপ লিখিত আছে। স্যর ভাণ্ডারকার বলেন, এই মীরোশব্দ মিহির-শব্দের বাচক। মিহির-উপাসনা প্রথমে পারস্য-দেশে উদ্ভূত হয়; পরে এশিয়া-মাইনর-পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এমন কি পরে রোম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বিগণের উৎসাহে এই ধর্ম্ম পূর্ব্বদিকেও প্রসারলাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের মুদ্রায় মিহির-মূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং কুষাণবংশীয় কণিষ্কের রাজত্বকালে শকদ্বীপ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মুলতানের মন্দিরও প্রায় সেই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১)

মিহির-শব্দ কোন্ সময় হইতে ভারতবর্ষে সূর্য্য-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা স্থির করা সহজ নয়; তবে উণাদি সূত্র রচিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতে মিহিরশব্দ সূর্য্য-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। * সাম্বকর্ত্তৃক শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্য-পূজার জন্য মগগণ ভারতে আনীত হইয়াছিল; তাহারাই সূর্য্য-পূজার উপযুক্ত পরিচারক,—এই কথা ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে। সুতরাং তাহাদের আচার-ব্যবহারও যে কতক পরিমাণে সূর্য্য-পূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। তবে সূর্য্যোপাসনা বৈদিক কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; কাজেই মগগণের আচার যাহাই থাকুক্ না কেন, সূর্য্য-পূজায় ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচীন সূর্য্যোপাসনার প্রণালী প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সেইজন্য আমরা সূর্য্য-পূজার পদ্ধতির যে বর্ণনা ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহজনক 'মিহিরাদ্য' শব্দ বাদ দিলে আর সমস্তই ভারত-বর্ষীয় দেবপূজা-পদ্ধতি।

সূর্য্যপূজা-পদ্ধতিতে আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাই।—পূজক আচমন করিবার পর শ্বাসরোধের নিমিত্ত বস্ত্র-দ্বারা নাসিকা আবৃত ও কেশের জল অপনয়ন-হেতু মস্তক (বস্ত্র-দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। কোনও স্থানে আছে, 'মস্তক, নাসিকা ও মুখ বস্ত্রপূর্ব্বক ভাল করিয়া আবৃত করিয়া সূর্য্যের পূজা করিবে। এই আবরণ শিথিল করিবে না।' একস্থলে শতানীক সুমন্তুকে কহিলেন, "মগগণের ধর্ম্ম আমাকে বিস্তৃতভাবে ও সংক্ষেপে বলুন। মগগণের ধর্ম্ম পালন করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহাও বলুন।" এই প্রশ্নের উত্তরে সুমন্তু বলিলেন,

(১) On the coins of Kanishka there occurs a figure with the name Mitro—Mihira by its side. Mihira is the sanskritised form of the Persian Mihr, which is a corruption of Mithra, the Avestic form of the Vedic Mitra. The cult of Mihira originated in Persia, and it extended itself up to Asia-Minor and even Rome and the proselytising energy which characterised its first adherents must have led to its extension towards the east also and of this extension the figure of Mihira on Kanishka's coin is an evidence. The cult therefore, must have penetrated to India about the time of that Kusana prince and the Multan temple, which was its original seat, must have been constructed about the same time. Bhandarkar—Vaisnavism p. 154

* গোল্ডষ্টুকর-সাহেব বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উণাদিসূত্রগুলি পাণিনি-ব্যাকরণের পর রচিত হইয়াছে। Although it follows from all these premises that the treatise on the Unadi words, the existing collection of Unadi Sutras, is later than the grammar of Panini, —Goldstucker on Panini

"হে মহাবাহু! মগ ত্রিসন্ধ্যা যজ্ঞসহকারে মুখ আবৃত করিয়া শক্তি-অনুসারে অগ্নিকার্য্য (অগ্নিতে হোম) ও সূর্য্যের উপাসনা করিবে।† এইরূপ ভাবে মস্তক, নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূজা অন্য দেবতা-সম্বন্ধে লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই আচার মগগণ কর্ত্তৃক সূর্য্য পূজায় ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পারস্যদেশীয় পুরোহিতগণের যে এইরূপ আচার ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। র‍্যাগোজিন্ তাঁহার মিডিয়া-নামক গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন (১) বায়ু, জল, পৃথিবী ও অগ্নি এই ভূত-সকল অতি পবিত্র, অন্য কোন অপবিত্র পদার্থের সংসর্গে ইহা-দিগকে অপবিত্র করা উচিত নয়। এই কারণে পারস্য-পুরোহিত অগ্নিপরিচর্য্যাকালে মুখের উপর একখণ্ড বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে; ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ করিলে তাহার নিঃশ্বাস অতিপবিত্র ভূত অগ্নিকে অপবিত্র করিতে পারিবে না। এই গ্রন্থের অন্যত্র লিখিত আছে, অথ্রবন অর্থাৎ অগ্নিপুরোহিত যখন অগ্নির সম্মুখে দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ পোষাকে আবৃত হইয়া ও মুখ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহার দৃশ্য মহিমান্বিত বলিয়া বোধ হয়। র‍্যাগোজিন্-লিখিত পারসি-পুরোহিতগণের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, মগগণ সূর্য্য পূজার সময় পারসি-পুরোহিতগণের ন্যায় মস্তক, নাসিকা ও মুখ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিত। এই আচার তাহারা শাকদ্বীপ হইতেই আনয়ন করিয়াছিল।

মগগণ অবাংগ ধারণ করিত, ইহা প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। সূর্য্যভক্ত মগের এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।—যিনি সর্ব্বদা সূর্য্য-পূজারত জিতেন্দ্রিয় মুণ্ডোপনয়ন (?) অবাংগী (অর্থাৎ অবাংগধারী ও শুক্লবস্ত্র-সমন্বিত, তাঁহাকে সৌরবতীন্দ্র বলিয়া জানিবে। (§) অন্য এক স্থানে আছে, ভোজক মুণ্ডিতমস্তক, অবাংগধর, গৌর (গৌরবর্ণ) শঙ্খ ও পুষ্প-ধারী। পারস্যদেশীয় পুরোহিতগণ পূর্ব্বে অব্যংগ-জাতীয় সূত্র (Kusti) ধারণ করিত। বর্ত্তমান পারসিকগণও কুষ্টি (Kusti) ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয়, সূর্য্য-ভক্ত ভোজক বা মগগণ কতকগুলি আচার তাহাদের দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। যে মগ বা ভোজকগণ শাকদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষা কি ছিল এবং কোন্ ভাষা তাহারা সূর্য্যের পূজায় ব্যবহার করিত, পুরাণ হইতে তাহা জানিবার উপায়

† শিরোনাসামুখং চৈব দুকূলেনাবৃতঃ শুচিঃ। পূজয়েৎ ভাস্করং বীর নিয়তং ভক্তি কারণাৎ ভা পুরাণ।১৪৩।৫৫ শতানীক উবাচ—

ভগবান্ ব্রূহি মে বর্ষঃ সমাস-ব্যাসযোগতঃ।

কথা চ কিং ভবেদ্ ব্রহ্মন্ তস্যধর্ম্ম-নিবেদনে। ১৭১।১

সুমন্তুরুবাচ—ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চয়েদ্ ভানুমগ্নিকার্য্যঞ্চ শক্তিতঃ।

কুর্য্যান্ মগো মহাবাহো মুখবাবৃত্য যত্নতঃ। ১৭১।৫৫

(১) The elements—air, water earth and fire are pure and holy and must not be defiled by the contact of anything impure. The priest therefore while officiating before the fire wears a cloth before his mouth, that his breath may not sully the supremely holy element. Such a cloth is worn to this day by every Parsi while tending the sacred fire of his own house, or even saying his prayers.

—Media (the story of Nations series) by Zenaide A Ragozin P. 114-116,

P. 114—The Athravan Fire-priest is indeed a majestic figure as he stands forth in flowing [illegible] of the lower [illegible] of [illegible]

(§) ভোজ সৌরস্তীব্রো বঃ পূজানিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

মুণ্ডোপনয়নো যশ্চ অবাংগঃসমন্বিতঃ। ১৭১।১৭

নাই ; তবে মনে হয়, তখনকার ভোজকগণের ভাষা ও ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণের ভাষায় অধিক ভেদ ছিল না। সেইজন্যই তাহারা পূজকরূপে সম্মানিত হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) উভয়েই প্রায় তখনকার সমাজে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত। ভবিষ্য-পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোজক ও ব্রাহ্মণ সেকালে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত, বরং কোন কোন স্থানে সূর্য্যভক্তের নিকট ভোজকই অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইত। সপ্তমী-ব্রত-সম্বন্ধে লিখিত আছে, সপ্তমী তিথিতে প্রভাতে সূর্য্যমন্ত্র (সূর্য্য গায়ত্রী) সংযতচিত্তে জপ করিবে ও পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে সূর্য্যের পূজা করিবে ; তাহার পর শ্রদ্ধা সহকারে ও শক্তি অনুসারে নানাবিধ ভোজ্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণভোজন-ব্যাপারে বিত্তশাঠ্যং (অর্থাৎ শক্তি সত্ত্বে কৃপণতা) করিবে না। ভোজকগণকেও ভোজন করাইবে কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা অসৌর (সূর্য্যভক্ত নয়) তাহাদের ভোজন করাইবে না। সৌরগণকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইবে। ভানুর দেহ-সমুদ্ভব ভোজককে আদিত্য বলিয়া জানিবে। যে আদিত্যের পূজা না করে এইরূপ, ভোজককে ভোজন করাইবে না। মুণ্ডিতমস্তক, অব্যগধারী, গৌর শঙ্খ-ও পুষ্পধারী ভোজক যে মানবের গৃহে গমন করে, সেই সূর্য্যভক্তের গৃহে সমস্ত দেবতা ও পিতৃগণ আগমন করেন। রাক্ষস, ভূত, পিশাচ ও যোগিনীগণ সেই গৃহ হইতে পলায়ন করে। যে গৃহস্থের বাটীতে ভোজক (শক) একবারমাত্রও ভোজন করে, সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব তাহার দ্বারা তৃপ্ত হইয়া থাকেন। বৃত্তি লইয়া অন্য কোন ব্রাহ্মণ যদি দেবালয়ে দেব-পূজা করে, তথায় আধিপত্য করে বা দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে তবে সে দেবল বলিয়া কথিত হইবে ও পতিত হইবে, এইরূপ ভাবে ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে। শিবালয় ব্যতীত অন্য সর্ব্বদেবালয়ে দেবতাদিগের পূজনে ও অগ্নিকার্য্যে (হোমে) ভোজক-দিগেরই অধিকার আছে। ভোজকগণ দেব-পূজা করিয়া ও নৈবেদ্য ভোজন করিয়া দিবা-স্থানে যথায় আদিত্য বিরাজমান আছেন, তথায়—গমন করে। *

ভোজকগণ সৌরভক্তগণের নিকট কি প্রকার সম্মান পাইতেছিল, তাহা ভোজকাষ্টমী-ব্রত-বিষয়ে কথিত হইয়াছে। তাহার বিধান এইরূপ :—সৌরভক্তে সর্ব্বদা ক্ষমা, অহিংসা, শমগুণাবলম্বী হওয়া, সন্তোষ, সত্য, অস্তেয়

* আদিত্যং ভোজকং বিদ্যাদ্ভানোর্দেহসমুদ্ভবম্।
নার্চয়ন্তং পূজয়েদ্ যস্তু স ভোজ্যো ন কদাচন ; ৩৪
মুণ্ডোঽব্যগধরো গৌরঃ শঙ্খপুষ্পধরস্তথা।
যস্য যাতি গৃহে রাজন্ ভোজকো মানবস্য তু।
তস্য যান্তি গৃহে দেবাঃ পিতরো ভাস্করস্য তু।
রক্ষোভূতপিশাচাশ্চ যোগিন্যোঽপি পলায়িতাঃ।
সকৃদ্ ভুক্তে গৃহে যস্য ভোজকো গৃহমেধিনঃ।
সপ্তসংবৎসরং যাবৎ তৃপ্তো ভবতি ভাস্করঃ।
ভবিষ্যপুরা, ১৯৫১০।৩৪-৩৭

দেবালয়েষু সর্ব্বেষু বর্জয়িত্বা শিবালয়ম্
দেবানাং পূজনে রাজন্নগ্নিকার্য্যেষু বা বিভো।
অধিকারঃ স্মৃতো রাজন্ ভোজকানাং ন সংশয়ঃ।
পূজয়িত্বা তু দেবান্ নৈবেদ্যং ভক্ষ্য চ প্রভো।
যাতি যে পরমং স্থানং যত্র দিবাকরঃ।

(চুরি না করা) ও ব্রহ্মচর্য্য, যথাসম্ভব-পূজা-দ্বারা, কায় মন ও বাক্যের দ্বারা সূর্য্য-ভক্তের প্রতি বিশেষতঃ ভোজকগণের প্রতি ভক্তি করিবে। পণ্ডিতগণ সন্দেহ-নির্ব্বিশেষে ভোজকগণকে ভয়-দারিদ্র্য রোগ হইতে রক্ষা-পূর্ব্বক পালন করিবে; তাহাদের প্রিয় কার্য্য করিবে। মনুষ্য পরিপূর্ণ-সূর্য্যের কি করিতে পারে! ভোজকগণের সম্বন্ধে যাহা কৃত হইবে, তাহাই ভাস্করের সম্বন্ধে সম্পাদিত হইয়াছে জানিবে। যে-স্থানে মগগণ অবস্থিতি করে, তাহা বহু দূর হইলেও তথায় গমন করিবে। মগগণকে যত্ন-সহকারে দর্শন করিবে; কারণ, যথায় মগগণ অবস্থিতি করে, তথায় সূর্য্যদেব সন্নিহিত থাকেন। সূর্য্য-পূজারত ভক্ত ভোজকের আজ্ঞা যথানিয়মে পালন করিয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করে। †

নিষ্কুভার্ক-ব্রত-সম্বন্ধে কথিত আছে যে, একবৎসর ব্রত করিবার পর ভোজক-দম্পতীকে ভোজন করাইবে ও তাহাদিগকে গন্ধমাল্য ও বস্ত্র-দ্বারা পূজা করিবে; কারণ, নিষ্কুভা ভোজকী ও ভোজক অর্কস্বরূপ। (নিষ্কুভা ভোজকী জ্ঞেয়া ভোজকোঽর্কঃ প্রকীর্ত্তিতঃ), এই সমস্ত বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে মগগণ সূর্য্য-পূজকরূপে ভারত-বর্ষে আনীত হইয়া বিশেষ সম্মান পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে উত্তর ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল ও যাত্রিগণ বহু দূর হইতে এই সমস্ত মন্দিরে সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিত।

ইতিহাসে রমণী।

পঞ্চাশী বৎসর পূর্ব্বে যখন 'নবীন-রাত্রে ইংলণ্ড-রাজ চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যু হইল তখন হইতেই তাঁহার ভ্রাতৃ-দুহিতা ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল আরম্ভ। দেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক ও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিক্টোরিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্ঞী বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। রাণী প্রধান পুরোহিতকে বলিলেন, "আপনি পরমেশ্বরের নিকট আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস এত অল্প বয়সেই ও এতই গভীর ভাবে নিহিত হইয়াছিল।

অল্পবয়স্কা রমণী যে উচ্চপদে আসীনা হইলেন, তাহা অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে সকল গুণ আবশ্যক সেগুলি তাঁহার চরিত্রে পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই মানব ভদ্র হয় না। যাঁহারা অপরের মনো-ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদিগের বাক্য ও আচরণ সংযত করেন, যাহারা ইচ্ছা করিয়া অপরের মনে ক্লেশ দেন না তাঁহা-রাই 'ভদ্র' আখ্যা লাভের যথার্থ অধিকারী। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর রাণী ভিক্টোরিয়া যখন দুঃখ ও সহানুভূতি জানাইয়া পিতৃব্য-পত্নীকে পত্র লিখিলেন, তখন সে-পত্রের শিরোনামায় পিতৃব্য-পত্নীর নামের সহিত 'রাজ্ঞী' শব্দ ব্যবহার করিলেন। ভিক্টোরিয়াকে যখন বলা হইল

† স্বপুত্রমপি গৃহ্যস্য মগানাং যত্র বৈ গণঃ।
স চ সম্বন্ধকারঃ স্যাদ্ব্রহ্মণস্তত্র সন্নিহিতো রবিঃ।
ভোজকস্তু ভবেত্তস্য সূর্য্যপূজাপরস্তু চ। আজ্ঞাং তস্য। যথান্যায়মনুষ্ঠেয়ঃ ভবেৎ। ১৭১।৮-২০

যে তাঁহার পিতৃব্য পত্নী সে সময় আর রাজ্ঞী নহেন, সুতরাং তাঁহাকে পত্রে ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী বলিয়া সম্বোধন করা উচিত,—তাহার উত্তরে নূতন রাজ্ঞী বলিলেন যে সে কথা তিনিও জানেন, তবে তিনিই সকলের অগ্রে তাহা তাঁহার পিতৃব্য পত্নীকে স্মরণ করাইয়া দিবেন না। বিষয়টি দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা বেশ বুঝাইয়া দেয় ভিক্টোরিয়ার হৃদয় কত উচ্চ ছিল এবং তিনি কিরূপ বিবেচনার সহিত অপরের হৃদয় ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতেন।

মন্ত্রি-সভায় তিনি তাঁহার পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের প্রতি যে সৌজন্য ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন তাহা স্বাভাবিক। তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অভিষেকের দিনে রাণী সম্ভ্রান্তবংশীয় একজন অতি বৃদ্ধ লোকের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ রাণীকে অভিবাদন ও তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিবার জন্য সিংহাসনের সোপান বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল বলিয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি পুনরায় উঠিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু রাণী স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া বৃদ্ধের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন,—যাহাতে বৃদ্ধকে আর সোপান-শ্রেণী বাহিয়া উঠিতে না হয়।

তাঁহার কোমল হৃদয়ের একটি পরিচয় তাঁহার শাসনকালের প্রারম্ভেই পাওয়া গিয়াছিল। একজন সৈনিক বার বার আপনার সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এরূপ অপরাধীর গুরুতর শাস্তিই ঘটিয়া থাকে। সামরিক বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তখন এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে যিনি সিংহাসনে আসীন তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইত। এরূপ সাংঘাতিক পত্র রাণীর সম্মুখে সেই সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইল। যখন প্রধান সেনাপতি ঐ পত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য রাণীর নিকট লইয়া গেলেন, রাণী, অশ্রু-পূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিলেন, "ইহার পক্ষে আপনার কি কিছুই বলিবার নাই।" সেনাপতি যখন তাহার অপরাধ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, যে তাহার পক্ষে কিছুই বলিবার নাই, তখন রাণী তাঁহাকে পুনরায় ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সেনাপতি তখন জানাইলেন যে সৈনিক-হিসাবে তাহার চরিত্র দূষণীয় হইলেও পারিবারিক জীবনে তাহার চরিত্র প্রশংসার যোগ্য। এই কথা শুনিবা মাত্র ভিক্টোরিয়া হতভাগ্যের বধ-আজ্ঞা রহিত করিয়া সে-পত্রে তাহাকে মার্জ্জনা করা হইল, এই কথা লিখিয়া দিলেন।

তাহার পরও তিনি কখন এরূপ পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। ক্রমে এরূপ একটি নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইল যাহাতে প্রাণ-দণ্ডের আদেশযুক্ত পত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইত না। ভিক্টোরিয়া রমণী-সুলভ কোমলতা-বশতঃ অপরাধিগণের প্রতি যে শাস্তি দান করিতে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন, ইংলণ্ডের অপর একজন রাণী তাহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর শাস্তি শত শত নিরপরাধ হতভাগ্যগণের প্রতি বিধান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে

ইংলণ্ডের নিষ্ঠুর রাণী মেরীর প্ররোচনায় এবং স্বদেশে কত শত বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নর-নারী জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল! কালের পৃষ্ঠা যেমন দিবস-রাত্রির আলোক-আঁধারে অঙ্কলিপ্ত হয়, সেইরূপ ইতিহাসেরও এক পৃষ্ঠা পুণ্য স্মৃতিতে উজ্জ্বল এবং অপর পৃষ্ঠা কুকার্য্যের বর্ণনায় কলঙ্কিত। পৃথিবীতে যে সকল কার্য্যের বিচার হয় না, ভবিষ্যদ্বংশের ইতিহাস তাহাদিগের বিচার এইরূপে করিয়া থাকে।

মেরীর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। এলিজাবেথ জীবনে বিবাহ করেন নাই; সেই জন্য তাঁহার জীবন পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহিত জীবন বড় সুখের হইয়াছিল। উপযুক্ত স্বামী ও নয়নানন্দদায়ক পুত্র-কন্যাগণের সংসর্গে তাঁহার জীবন বাস্তবিকই মধুময় হইয়াছিল। বাল্যকালে স্থশিক্ষা কিরূপ প্রয়োজন তাহা তিনি আপনার শৈশব-জীবনের ইতিহাস হইতেই জানিতেন সেই জন্য তিনি আপনার সন্তানগণের শিক্ষার জন্য বিধিমত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের জীবনে ধর্ম্ম-ভাব প্রবল ছিল। আরও তিনি জানিতেন পুস্তক-পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষা ও নীতি-শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সেই জন্য তিনি পূর্ণ শিক্ষার এই দুইটি অঙ্গের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। একবার তাঁহার অল্পবয়স্কা দুই কন্যা ক্রীড়াচ্ছলে এক পরিচারিকার মুখ তুলিকার সাহায্যে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। মাতার আদেশে রাজ-কুমারীদ্বয় পরিচারিকার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং আপন আপন বৃত্তি হইতে তাহাকে একটি নূতন পোষাক নিজেরা ক্রয় করিয়া দিলেন। যাঁহারা রাজপদে আসীন, তাঁহারা সকলকে সম্মানে ভূষিত করিতে পারেন এবং পদগৌরবে তাঁহারা সকলের নিকট হইতে সম্মান-লাভের অধিকারী। এরূপ স্থলে যদি তাঁহারা বা তাঁহাদের সম্পর্কীয় কেহ অপরের সম্মান হরণ করেন, তাহা হইলে সম্মানের উৎস আপনা হইতে পঙ্কিল হইয়া যায়। যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদেরই আচরণ সাধারণে অনুকরণ করিয়া থাকে। সেইজন্য উচ্চ পদের গৌরব যতখানি, তাহার দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা অধিক। ভিক্টোরিয়া আপনার সন্তাননণকে শাসন করিয়া সদ্বিবেচনারই পরিচয় দিয়াছিলেন। * ক্রমশঃ

* এক ফরাসী নরপতিরও সম্বন্ধেও এইরূপ একটি গল্প শুনা যায়। ফরাসীরাজ একদিন দেখিলেন যে একটি রাজকুলবধূ একজন কুদর্শন ব্যক্তিকে দেখিয়া মৃদু-উপহাসের হাসি হাসিতেছেন। তিনি ঐ মহিলাকে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি আমার একজন সাহসী সেনাপতি তোমার আচরণের জন্য তোমাকে উঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মহিলাটি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সমালোচনা।

শ্রীমদ ভগবদ্ গীতা—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সিংহ কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিত ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত [illegible] হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাধারণ অনুবাদের মত ইহা হইতে ১।০ কাগজ ও মুদ্রণ-পরিপাটী ভালই হইয়াছে।

গ্রন্থকার অনুবাদটী সরল ও সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

২৫ নং মোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ণী

?

ত্রোট—

াথ—

RFUL

:S"

THE

TIMES

াঙালার

মায়ের

শঙ্খ

রব

"বাঙালীর

আত্মগৌরবের

প্রতিষ্ঠা"

বাংলার

প্রভাত

হাসির

সুধার

ঝরণা

—আশুতোষ লাইব্রেরী—

৩৯।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং

সমগ্র বাঙ্গলার সকল পুস্তকালয়

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

ঠাকুমা'র

ঝুলি

রাজসংস্করণ—দেড় টাকা

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

বঙ্গগৌরব—বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদা'র

ঝুলি

অভিনব রাজসংস্করণ—দুই টাকা

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

দাদামশা'য়ের

থলে'

অতুল সুন্দর রাজসংস্করণ—দেড় টাকা

লাইব্রেরী

চট্টগ্রাম

November, 1922. Reg. No. C. 124.

৩০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।
কার্ত্তিক, ১৩২৯—নবেম্বর, ১৯২২।

সূচী

১।	নীরব গান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি এল	২০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত	২০০
৩।	অমৃতের পূজারিণী (গান)	রচনা—শ্রীমতী বেগম সাহেদা খাতুম্ সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	২০৪
৪।	বিধির বিধি (উপন্যাস)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	২০৮
৫।	গান	শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা	২১১
৬।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২১২
৭।	ইতিহাসে রমণী	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি টি	২১৪
৮।	মধুর চাষ	শ্রীযুক্ত—	২১৯
৯।	সোণার হার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত—	২২২
১০।	অজানা (কবিতা)	শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী	২১৭
১১।	মিসেস্ ইক্‌বল্	শ্রীযুক্ত—	২২৮
১২।	শোকসংবাদ		২৩০
১৩।	পুস্তক-সমালোচনা		২৩১

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীমুটবেহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০ ; ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০ চারি আনা মাত্র

অবার এসেছে আকাশ ছেয়ে

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	দু'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন ফ্লুট": : : : :

তিন অক্টেভ,	দু'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,

৮নং ডালহাউসীস্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

টেলিগ্রাম "মিউজিক্যাল্‌"

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

টেলিফোন ১০৫ কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

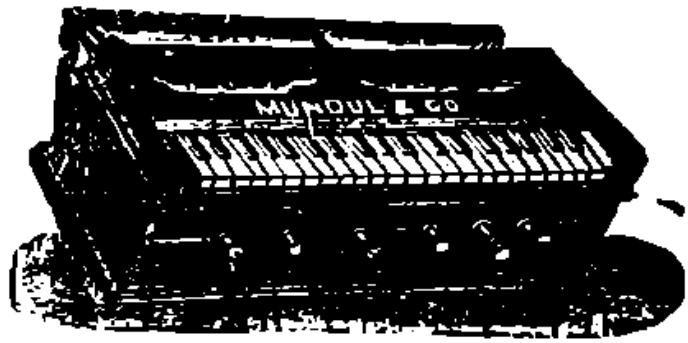

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং সৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট বাঁড় ৪ টপ ৮০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত—৫০ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৷৷০, রিড্‌ল্যাণ্ড ড্রামহেড ও অল্‌পেট ১৷৷০, চ্যাপ্টামাথা, নারিকেলী, কাফ্রিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল ৫৲, রিলায়বল, আলজিয়ার্স, লিনরমেণ্ডস্, আলি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷৷০, ফুলকপি ফেবারিট ১৲, ওলকপি শাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও লাল, সাদা, কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ৷০, বাধাছালাদ টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬/ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, থ্রোকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, শাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুঁটী ও ফ্রেঞ্চবীন ৵০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আদত টীন বাক্স :— ১০ রকম ৷৷০, ১৫ রকম ৪৷৷০, ২৫ রকম ৫৷৷০, পাটনাই ফুলকপি ৷৷০, পেঁয়াজ ৷০, কাঁধির মূলা ৵০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ৶০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেঁপে ১৲, দেড় হাতি লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ৷০, (সের ৫৲)। এই সময়ে বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচ সহ ১৷৷০। মনোহর মরসুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ৷০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচ সহ ১৷৷০, তামাক বীজ ৵০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ **ফল, ফুলের চারা ও কলম** সর্ব্বজন-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স :—**বেঙ্গল নার্শারী**

১২৪, মাণিকতলা মেন রোড, পোঃ সিমলা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১।	অর্দ্ধ কলম বা সিকি পৃষ্ঠা	মাসিক	২৲
২।	এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	,,	৩৷৹
৩।	বিজ্ঞাপন এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য অর্দ্ধ পৃষ্ঠা		৩৲
	ঐ পূর্ণ পৃষ্ঠা	,,	৫৲
৪।	মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এবং মূল পুস্তকের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা	,,	৭৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ

BHARAT DHARMA MAHAMAHNDAL

THE ALL-INDIA HINDU SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H. H the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the paivileges of (*a*) the Mahamaedal Benevolent Fund; (*b*) the Macamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price PROSPECTUS & SPECIMEN COPY GF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahomandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

৺দীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি,

পোঃ আঃ—খাদ্দাপাড়া, ফরিদপুর।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় ক্লেদাক্ত হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ টাকা, ভিঃপিঃতে ১৷৵০। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"।

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, গ্লাস মিটার, ষ্টপসকোপ, ম্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 711. November, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১১ সংখ্যা।	কার্ত্তিক, ১৩২৯। নভেম্বর, ১৯২২।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

নীরব গান।

যে গানখানি বাজে গোপন প্রাণে
কণ্ঠে আজো জাগে নি যা' তানে,
মধুর সে গান লাগে তোমার কানে
আমি জানি!

তোমার নীলাকাশে যে গানের ঝি বাজে
ফুলের বুকে সকল তারার মাঝে,
সেই সুরে মোর সুরটুকু মিলিয়াছে
আমি জানি!

একতালে আজ হৃদয় আমার নাচে,
ভুবন-তলে যেথানে যা' আছে
সবার সনে,—মধুর সম্মিলনে
আমি জানি।

মনে মনে আজকে তুমি খুশী,
গোপনে নাও চিত্ত আমার ভুষি'
ফুলে ফুলে দিচ্ছ হৃদয় ভুষি'
আমি জানি॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে যোগী স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন। এই অধ্যায়ে তিনি সেই স্বরূপজ্ঞানকে বিভাগ করিয়া তাহা বিশেষরূপে বুঝাইতেছেন। [illegible] জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—জ্ঞানের এই দুই ভাগ। জ্ঞান [illegible] এবং বিজ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান। [illegible] উপায়ে [illegible]

তটস্থ-ভাবে অনুভূত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে অবগাহন করিলেই তাহা বিশিষ্টরূপে অথবা স্বরূপভাবে অবগত হওয়া যায়। ঠিক্ এই প্রকারে, ব্রহ্মজ্ঞানও সাধক ক্রমে ক্রমে তটস্থ ও স্বরূপভাবে পরিজ্ঞাত হন। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "সাধক ক্রিয়াযোগ আশ্রয় করিয়া যে-প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাহা বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই জ্ঞানই সবিজ্ঞান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর অন্য জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই পৃথিবীতে সহস্র লোকের মধ্যে হয়তো কোন একজন মাত্র এই জ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করেন এবং প্রযত্নকারিগণের মধ্যেও আবার কচিৎ কেহ তাহা প্রকৃতভাবে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।"

এক্ষণে ভগবান্ স্বীয় উপমায় জগতের বিশ্লেষণপূর্ব্বক রহস্য প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এখন মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন, তাই নিজ-শরীরের উপাদান-সমষ্টির বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন, আমার এই শরীরে জড় ও চৈতন্য রহিয়াছে। জড়-ভাগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে ইহা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, এবং আকাশ, এই পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার —এই অষ্ট প্রকার উপাদানবিশিষ্ট। ইহাকেই আমার অষ্ট প্রকার প্রকৃতি বলা যায়। অথবা এক প্রকৃতিই এই অষ্ট বিভাগে বিভক্ত। এ ছাড়া চৈতন্যাংশ রহিয়াছে। তাহাই এই অষ্ট প্রকৃতি সহ মিলিত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই চৈতন্যই জগতের যাবতীয় বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, অথবা সর্ব্ব-ব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই এই নয় প্রকার পদার্থ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রকার পদার্থকে আমার ইতরূপা অপরা প্রকৃতি বলে এবং শেষোক্তটিকে আমার জীবভূতা বা পরা প্রকৃতি বলে। আমার এই নয় প্রকার প্রকৃতি-দ্বারাই জগৎ রচিত অথবা সমষ্টিভাবে এই প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান-কারণ অথবা জননীস্বরূপা। আর প্রকৃতি ভিন্ন শুদ্ধ চৈতন্য আমিই জগতের উৎপত্তি ও লয়ের নিমিত্ত-কারণ, জনকস্বরূপ। এই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আমার পর আর অন্য কিছুই নাই, ইহা তুমি মনোমধ্যে ধারণ কর। যেমন সূত্রেতে মণিগণ গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যরূপ আমাতেই এই জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় বস্তুই গ্রথিত রহিয়াছে, অথবা আমিই সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছি।"

ভগবান্ বলিলেন, "আমি কোথায় কিরূপে আছি তাহাও বলিতেছি, অর্জ্জুন, শ্রবণ কর। আমি জলেতে রস-রূপে, চন্দ্র ও সূর্য্যে কিরণরূপে, বেদ-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একাক্ষর প্রণবরূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্যদিগের মধ্যে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে গন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজোরূপে, সর্ব্ব প্রাণীর জীবনরূপে এবং তপস্বীর তপস্যারূপে অবস্থিতি করিতেছি। আমাকে জগৎস্থ যাবতীয় ভূতগণের সনাতন বীজ বা কারণ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিমান্দিগের আমিই বুদ্ধি এবং তেজস্বী-দিগের আমিই তেজ। বলবদ্গণের কামনা-ও অনুরাগশূন্য বল অর্থাৎ যোগবল যে, তাহাও আমি; এবং সর্ব্বভূতেতে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধভাবে যে কাম অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও আমি। তত্ত্ব প্রকার সাত্ত্বিক, রাজসিক

ও তামসিক ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাও আমা হইতেই আগত ; কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা আমাতেই স্থিত, আমি তাহাদের মধ্যে স্থিত নহি, অর্থাৎ আমি সর্ব্বপ্রকারে নির্লিপ্ত।

"সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই যে তিনটি গুণময় ভাব, ইহাতেই জগৎস্থ সকলেই মোহিত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, তাহারা আমার সনাতন অক্ষয় ভাব, যাহা গুণাতীত ও পরম অব্যক্ত ভাব, তাহা জানিতে পারিতেছে না। এই যে আমার দৈবী গুণময়ী মায়া ইহা মহাসমুদ্রবৎ, পার হওয়া বড় সুকঠিন। তবে যে মহাত্মা ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা আমিরূপই হইয়া গিয়াছেন, কেবল তিনিই তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। যে-সকল নরাধম মূর্খ ও দুষ্কৃতকারী লোক আছে, যাহাদের মন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও আসুর-ভাবাপন্ন, তাহারা আমাকে জানিতে পারে না।

"মনুষ্য-শরীরকে পদতল হইতে নাভি পর্য্যন্ত, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত এবং কণ্ঠ হইতে ভ্রূদ্বয় মধ্যগত দ্বিদল পদ্ম পর্য্যন্ত—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রথম ভাগকে তমোগুণের স্থান, দ্বিতীয় ভাগকে রজোগুণের স্থান এবং তৃতীয় ভাগকে সত্ত্বগুণের স্থান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। শরীরস্থ প্রাণবায়ু এই তিন স্থানের মধ্যে যখন যে স্থানে অবস্থিতি করে, তখন সেইরূপ তামসিক, রাজসিক অথবা সাত্ত্বিক ভাব উৎপন্ন হয়। সুতরাং ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া প্রাণবায়ুকে দ্বিদল-পদ্মে স্থির রাখিতে পারিলেই গুণাতীত অবস্থার প্রারম্ভ হয়, এবং সহস্রারে লইয়া গিয়া স্থির করিতে পারিলেই শিব-শক্তি এক হইয়া তন্ময়ী ভাব উৎপন্ন হয় এবং তদূর্দ্ধে থাকিলেই মায়াযুক্ত আত্মাশিবং পরম শূন্যরূপ পরিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থিতি হয়। ইহাই অব্যয় অক্ষর সনাতন ও অব্যক্ত। ইহার প্রাপ্তিই সাধনের উদ্দেশ্য ও শেষ গতি। তৎপরে চিরশান্তি।"

একণে কয় শ্রেণীর লোক ভগবান্‌কে ভজনা করে এবং তাঁহার বিষয় সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'অর্জ্জুন এই পৃথিবীতে চারি প্রকার লোক আমাকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—ইঁহারাই আমাকে পূজা করেন। যিনি সংসারে কিছু অথবা ভবরোগ-নিবারণের জন্য ব্যগ্র, তিনি আমাকে পূজা করেন। যিনি জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে চাহেন, তিনিও আমার পূজা করেন। আর যিনি সংসারে ধন-কামনা করেন অথবা জগতের রহস্য বিদিত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিও সতত আমার পূজা করেন এবং যিনি জ্ঞানী অর্থাৎ 'সংসার অসার কেবল ব্রহ্মমাত্র সার',-এইরূপ যাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তিনি তো আমার পূজা করিয়াই থাকেন। তবে এই সকলের মধ্যে জ্ঞানী যিনি, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি সদা আমাতে যুক্ত অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা চৈতন্য-সূত্রে যে এক, তাহা তিনি সতত অনুভব করেন এবং তিনি একত্ব ভক্তিমান্ অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর তাঁহার অন্য ভক্তির পাত্র নাই। সুতরাং, আমি তাঁহার অতিপ্রিয় এবং তিনিও আমার অতিপ্রিয়। অবশ্য ইঁহারা সকলেই উদারচিত্ত, মহাত্মা কিন্তু জ্ঞানী যিনি, তিনি উত্তম গতি যে আমি,

সেই আমাতেই সদা অবস্থিত থাকেন বলিয়া মুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। এরূপ মহাত্মা হওয়া বড় সুকঠিন এবং অতিবিরল; অনেক জন্মের সাধনার ফলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই সমুদয় জগৎ কেবল ব্রহ্মময়, ইহা বোধগম্য হয়। অন্যথা সর্ব্বসাধারণ লোক নানা কামনার বশীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-হারা হইয়া সম্পূর্ণ আমা ভিন্ন আমার অংশভূত-অন্য দেবতা প্রাপ্ত হয় এবং নিজ নিজ স্বভাবানুসারে নিয়মাবলম্বী হইয়া সেই সেই দেবতারই পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনিই যে দেবতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমিই তাঁহার সেই মনঃপ্রসূত অনন্যভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি। কারণ আমি সর্ব্বময়। কিন্তু ফল কি হয়? না, সেইরূপ আরাধনার জন্য আমা-কর্ত্তৃক বিহিত সেই কামফলই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমাকে পাইয়া আমিময় হইতে পারেন না; সুতরাং নির্ব্বাণ-মুক্তিও লাভ হয় না। কারণ, এইরূপ নিয়মই নির্দ্দিষ্ট আছে যে তাঁহাদের সেই সব ফল উৎপত্তি-বিনাশশীল; বিশেষতঃ তাঁহারা দেব-পূজক হইয়া দেবতাই প্রাপ্ত হন, আর আমার আরাধনা-কারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আমার অব্যক্ত পরম অব্যয় ভাব পরিজ্ঞাত না হইতে পারায় আমাকে ব্যক্ত ভাব মনে করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আমি যে পরম অনন্ত সর্ব্বব্যাপী শূন্য আকাশবৎ, তাহা না জানিয়া আমাকে সীমা-বিশিষ্ট দেহধারিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় নাই, ক্ষুদ্র সীমান্ত-বর্ত্তী হইয়া আছে। আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আবৃত বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমার পূর্ণ প্রভাব আবির্ভূত হয় না; সুতরাং এই জীবলোকে আমার অনন্ত অব্যয় ভাব অপরিজ্ঞাত। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, যাবতীয় ভূতগণকেই জানি কিন্তু আমাকে পূর্ণরূপে কেহই জানে না। কারণ, এ সকলই মায়োদ্ভূত ও মায়ার অন্তর্বর্ত্তী। আমার মায়ামুক্ত পূর্ণ সত্তা মায়াতীত না হইতে পারিলে বোধগম্য হয় না। লোকে সৃষ্টির অন্তর্গত হইয়া ইচ্ছা-দ্বেষোৎপন্ন সুখ-দুঃখরূপ দুইটি পরস্পর বিপরীত ভাবে আক্রান্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায়াবলম্বনে বহু সাধনের পর এই ভাবরাজ্য উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের সেই অনন্ত-অব্যয়স্বরূপের উপলব্ধি হয় এবং ক্রমে দৃঢ় অভ্যাসের গুণে আমরা তন্ময় হওয়ায় অজ্ঞানের ঘোর সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি হইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই মহাগতি প্রাপ্ত হন্, ভগবান্ এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন, সদা পুণ্যাচরণ করিয়া যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই কেবল এই দ্বন্দ্বভাব-পরিমুক্ত হইয়া যাহাতে আর জন্ম-মরণ-গ্রস্ত না হইতে হয়, এই অভিপ্রায়ে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞরূপে পরিজ্ঞাত হন; এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মও তাঁহাদের অবিদিত থাকে না। মরণ-সময়েও তাঁহাদের এই জ্ঞান যুক্তচিত্ততা-বশতঃ অপরিচ্যুত থাকে। সুতরাং, তাঁহারা চিরশান্তিময় সুখসাগরেই মগ্ন হন্।"

এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের

উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত মাখামাখি-ভাব ব্যক্ত হইল। তাই ইহার নাম জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ হইল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

অমৃতের পূজারিণী।

[রচনা——শ্রীমতী বেগম্ সাজেদা খাতুন্]

কি উপায় হ'বে জানিনে হে প্রিয়
ভাবি আজ তাই নিরজনে!
মম আরাধ্য দেবতার ধ্যানে
চির-আরাধ্য জাগ তুমি মনে,
দেবতার নাম জপিবারে গিয়া
জপি তব নাম আননমনে!
নীরদ-বরণে স্মরিতে স্মরণে
সজল-কাজল কান্তি যে তব
ভাসে শুধু মম নয়নে।
(তুমি) দেবতার চেয়ে দেবতা হে প্রিয়
জীবনে আমার মরণে।
দেবতার পায়ে দিতে গিয়া ফুল,
নিতি নিতি ছি ছি হয়ে যায় ভুল;
দেবতা তুলিয়া ফুল-ডালি মম
সব ডালি তব চরণে!
(তুমি) দেবতার চেয়ে দেবতা হে প্রিয়
জীবনে আমার মরণে!
(যদি) সাধ যায় মনে আর কারো জনে
ভুল ক'রে শুধু নিমিষের তরে বসাই এ হৃদি-আসনে;
মনচোর! একি!
সেখানেও দেখি—
আন-মনে ভাবি বসিয়াছি আমি তোমারিই সন্তাষণে!
সাধ করে আমি বিচ্ছেদ চাই,
দেখি তোমা ছাড়া কিছু নাই নাই নাই!
(তুমি) রাজিছ আমার নিখিল ব্যাপিয়া ছন্দে গন্ধে বরণে!
(তুমি) দেবতার চেয়ে দেবতা হে প্রিয় জীবনে আমার মরণে!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

তাল—৵ একতালা।

আস্থায়ী।

II{ন্ধা গা ঋা। -গা ঋা ঋগা I ঋা গা ঋগা। ধা নর্সা র্সা।
কি০ উ পা র ৮ বে০ আ নি নে০ তে প্রি য়

। নর্সা না ঋগা। গঋা ঋধা ধা I না ঋগা ঋধা। ঋা -গা -া।
তা০ বি আ০ ভ০ তা০ ই নি য়০ জ০ নে ০ ০

। ঋা গা গা। ঋা -সা নসা I না সা নধ্া। ধ্া ঋ্ধ্া ধ্না।
ম ম ঋা য়া দা০ দে ব তা০ র ধেয়া নে০

। ন্ধা সা ঋা। গা -ঋা সা I ঋগা গা ঋগা। গা ঋগা ঋসা।
চি০ র আ য়া ০ ধা ন্না০ গ তু০ মি ম০ নে০

। ঋা গা ঋা। ধা না -ঋগা I ঋা ধা না। সা ঋর্সা নর্সা।
দে ব তা র না ০ ম্ ভ পি বা রে গি০ য়া০

। ঋা ধা না। র্সা ঋর্সা -না I ধা ঋা গঋা। সা -া ।}।
ভ পি ত ব না০ ম্ আ ন ম০ নে ০ ০

। {সা ঋা গা। ঋা গা ঋা I গা ঋা ধা। ঋা ধনা না।
নী র দ ব র দে ম রি ন্তে ম য়০ দে

। ধা না র্সা। না র্সা ঋা I র্সা -নর্সা ঋা। গা ঋা র্সা।
স ঞ্চ ল কা জ ল কা ০ন্ তি মে ত ব

। ঋা -সা না। ধা -না ন্া I র্সা না র্সা। ঋর্সা না -সা}।
তা ০ দে ন্ত ০ খু ম ম ন ম০ নে ০

। গা গা ঋা। ঋা নর্সা র্সা I ঋর্সা র্সা না। না ধনা না।
ঃ মি দে ব ন্যা০ ব চে০ ন্তে দে ন্যা০ তে

। ০ না -র্সা ১ র্সা। ২ ঋা না নধা I ঋা গঋা -গা। ৩ গা গঋা সা II
প্রি • য় জী ব নে• আ মা• র্ ম য়• পে

অন্তরা।

II{ ০ গা গা ক্ষধনা। ১ নর্সা নঋর্সা ২ র্সা I নর্সা র্সা নঋর্সা। ৩ নর্সা নর্সা -া।
দে ব তা•• র• পা• যে ধি• তে গি• য়া• কু• ল্

। ০ না ঋা ধা। ১ নর্সা ঋর্সা র্সনর্সা ২ I না ঋা নধঃ। ৩ -া ক্ষধনা -া }।
নি তি নি তি• ছি• ছি•• • যে যা• য় ভু•• ল্

। ০ র্সা নঋর্সা গা। ১ ঋা ক্ষা গা ২ I ঋা র্সঋর্সা ধনা। ৩ ধনা ঋগা ঋগা।
দে ব• তা ভু লি য়া কু ল• ডা• লি• ম• ম•

। ০ গা না -ধা। ১ ঋা -ধা ঋা ২ I গা ঋা -গা। ৩ গঋা ঋসা নসা }।
স ব • ডা রি ত ব চ• র• পে•

। ০ ঋা র্সা না। ১ ঋা না ক্ষধনা ২ I নর্সা র্সনা ঋা। ৩ ধা নঋর্সা না।
তু মি দে ব তা র•• চে• যে• দে ব তা• হে

। ০ ঋা -গা গা। ১ ঋা নধা ক্ষধা ২ I গা গা -া। ৩ ঋগা গঋা সা II
প্রি • য় জী ব• নে• আ মা য় ম• র• পে

সঞ্চারী।

II{ ০ গঋা সা -না। ১ সঋগা ঋগা গা ২ I ঋা ধঋাধা নধা। ৩ না ঋা গা।
যদি সা ধু বা•ঞ্ছ ন • নে আ র•• কো• নো ভ নে

। ০ ঋা -সা না। ১ সা ঋসা সনা ২ I না ধ্না। ৩ ধ্না ঋধ্না ধ্না।
তু ল্ ক রে ত• ধু• মি মি যে র ত• যে

। ০ নসা সঋা সা। ১ ঋগা গঋা সা ২ I না -সা ঋসা। ৩ না -সা -নসা }।
ব• সা• চ এ• হ্ নি অ• স• রে

। {ক্ষা গা ক্ষা। ১ -গা ক্ষা ধা ২ I ক্ষা ধক্ষা ধনা। ৩ র্সা ঝ্সা সা।
ম ন চো র্ এ কি সে খা০ নে০ ও দে খি

। না -র্সা ক্ষা। ১ ক্ষগা ক্ষা ধা ২ I ক্ষধনা র্সা নর্সা। ৩ র্সা -না -র্সা।
আ ন্ ম নে০ ভা বি ব০০ সি য়া০ ছি ০ ০

। ঝ্সা -না র্সা। ১ ক্ষগা ক্ষধনা না ২ I ক্ষনা ধা -ক্ষগা। ৩ গা -ক্ষা সা }।
আ ০ মি তো০ মা০০ ব্রি ই০ স ম্ভা ষ ০ ণে

আভোগ।

। ক্ষা -গা ক্ষা। ধা ক্ষা গা ২ I ক্ষক্ষা ধা নর্সা। ৩ নর্সা র্সা র্সনা।
সা ধ্ ক রে আ মি বিচ্ ছে দ০ চা০ ই দেখি

। ক্ষা ধা নর্সা। ১ র্সা ঝ্সা র্সা ২ I না ধা ক্ষা। ৩ ক্ষা গা গা।
তো মা ছা০ ড়া কি ছু না ই না ই না ই

। র্সা র্সা না। ১ র্সা ঝ্সা র্গা ২ I ঝ্সাঝ্সা। র্গা র্গা। ৩ ঝ্সা না র্সর্সা।
তু মি রা জি ছ আ মার্ নি খি ল ব্যা পিয়া

। না -ঝ্সা র্সা। ১ ধা -র্সা না ২ I ক্ষা ধা -া। ৩ ক্ষধা -না -র্সা }।
ছ ন্ যে গ ন্ যে ব র ০ ণে০ ০ ০

। র্সা না না। ১ ঝ্সা র্গা র্গা ২ I ঝ্সা র্সনা ক্ষা। ৩ ধা নর্সা ননা।
তু মি দে ব তা র চে য়ে০ দে ব তা০ হে০

। ক্ষক্ষা গা -া। ১ ক্ষা না ধা ২ I ক্ষা ধা -ক্ষা। ৩ গক্ষা গক্ষা সন্সা IIII
প্রি য় জী ব নে আ মা র্ ম০ র০ ণে০০

———•———

বিধির বিধি।

[৫]

সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ কক্ষের এক প্রান্তে শুভ্র-শয্যা-মণ্ডিত পালঙ্কের উপর সুরেন্দ্র শুইয়া আছে। সেই রাত্রির আঘাতের পর আজ পঞ্চাধিক কাল সুরেন শয্যাগত। সুরেনের মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া সেই-রাত্রিতেই হরিগোপাল মোটরে করিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সুরেনের মাতাপিতাকে জানাইয়া গিয়াছে যে পথিপার্শ্বস্থ খানায় মোটর পড়িয়া যাওয়াতেই এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। কয়দিন অচৈতন্য অবস্থার পর কাল হইতে সুরেনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। এ-কয়দিন দেহের যন্ত্রণাতেই সে চঞ্চল ছিল; জ্ঞান হওয়ার পর হইতে সঙ্গে সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণাতে সুরেন ছট্ ফট্ করিতেছিল। পুত্রের কাতরতা দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন অমন কর্‌ছ বাবা! বড় বেশী কষ্ট হচ্ছে কি?" বাধিত বক্ষের দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সুরেন উত্তর করিল-"কষ্ট? হ্যাঁ হচ্ছে বই কি!" পরে নিজের ম্লান দৃষ্টি জননীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "কিছু না, তোমরা যেখানে দেখ্‌ছ সেখানে ততটা নয়। মাগো! আমার বুক ফেটে গেল"—শিশুর মত সুরেন মায়ের কোলে মুখ লুকাইল। কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে রুগ্ন সন্তানের দেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে অতিমৃদু স্নেহ-কোমল-স্বরে মা ডাকিলেন, "হরো রে?" সুরেন তেমনি ভাবে থাকিয়াই উত্তর দিল, "কি মা?" "তোর বুকে কোথায় ব্যথা বাবা? তোর মাকে কি তা দেখাতে পারিস্ না?" সুরেন আবার মায়ের মুখের দিকে খানিক একদৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "পারি মা, আমি খুব বল্‌তে পারি; কিন্তু তুমি কি সে ব্যথা সইতে পার্‌বে?" মৃদু হাসিয়া মা উত্তর দিলেন, "পাগল আমার! তোমার বুকে যা সইছে, তোমার মার তা এত বেশী হবে!" "আঃ, তবে শোন মা! আমার বুকটা একটুহাল্‌কা হোক্। মা! আমি আজ কতদিন বিছানায় পড়ে আছি?"

"পনর দিনের ও বেশী হ'য়ে গেল সুরো।"

"আমার এই সাংঘাতিক আঘাতের কারণ তো কই তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে না মা?" "কাকে করব বাবা? তুমি অজ্ঞান রক্তাক্তদেহে যে ক'রে বাড়ী এলে আমি তো তাই দেখেই জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম; তার উপর জ্বরেই তো তুমি আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলে। কাল থেকে ত তোমার মুখে 'মা' ডাক শুন্‌তে পাচ্ছি। এ যে আবার শুন্‌ব সে আশা কি আর ছিল?" জননী উদ্গত অশ্রু অঞ্চলে মুছিলেন।

"তাহলে জান না মা, আমার কি ক'রে আঘাত লাগল?"

"জানি নে তা নয়! ওঁর মুখে শুন্‌লাম, তোমায় যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই বলে গিছ্‌লেন যে বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরবার পথে মোটর খানায় পড়ে গিয়ে এই কাণ্ড হয়েছে। ওই জন্যই আমি তোকে মোটর কিনে দিতে চাই না। আপ্‌দো, আমার কি কর্‌তে বসে

ছিলি ?" মুক্তকেশের ও উৎকট অশ্রুকোটা সন্তানের মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল।

সুরেন অন্তমনে খানিক চিন্তা করিল—মোটর ভাঙ্গিয়া ? তবে তাই ? সেই তরুণী, সেই সন্ধ্যাকাল, সেই বীভৎস কাণ্ড, সে সব কি সুরেনের এই দুর্বল মস্তিষ্কেরই স্বপ্নমাত্র ! গভীরভাবে চিন্তা করিয়াও সুরেন মোটর-পড়ার কোন কথাই তো স্মরণে আনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কে নিয়ে এল মা ?" "কাঁচড়াপাড়ার হরি রায় আর—" বাধা দিয়া সুরেন বলিল, "হয়েছে, আর বল্‌বার আবশ্যক নেই। মা আমার মুখে একটা গল্প শুনবে ?" জননী ঈষৎ হাসিলেন, বলিলেন, "সুরেন আমার চিরকালই শিশু !" মায়ের মনে বয়স্থ সন্তানের এই শিশুত্বের আলাপে শুধু হাসিই আসে না, তার সঙ্গে পুত্র-সৌভাগ্যের অনেক-খানি গর্ব্ব বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে। এই আনন্দে অধিকাংশ জননী বঞ্চিতা। যার অতি সৌভাগ্য সেই মাকেই ঈশ্বর এ হাসি-টুকুর অধিকার দেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "দাঁড়া, আগে তোকে খাওয়াই, তার পর গল্প শুনব।" মায়ের দুধটুকু নিঃশেষ করিয়া সুরেন প্রথমে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বুঝি বুকটা একটু হাল্‌কা করিবার চেষ্টা করিয়া লইল; পরে বলিল, "আমার আঘাতের যে কারণ শুনেছ মা, তা সম্পূর্ণ ভুল; জান মা, আমায় কে আঘাত করেছে ?" জননী বিস্ময়পূর্ব্বকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "বলিস্ কি সুরো ! কে এ-কাজ করলে ?" "কে ? তবে শোন মা ! ওই হরি রায়—তার লোক দিয়ে।" "হারবাবু ? কি ভয়ানক ! সে নিজে মেরে তার মুটেগুলো দেও আমাদের নিতে এসেছিল ! কি দুঃসাহস !" সুরেনের মাতার আর বাক্য সরিল না; খানিক সুরেনের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এর কারণ ?"

জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে নিজের দৃষ্টি সরাইয়া ক্ষীণ স্বরে আরও নিম্ন করিয়া সুরেন বলিল, 'সব বল্‌ছি মা, কিন্তু তুমি এতেই এত বিস্মিত হয়েছ, তা আমি যা বল্‌ব সে এর চেয়ে বহুগুণ বিস্ময়কর।" মায়ের মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন বাহির হইল না; তিনি সুরেনের মুখের দিকে নিজের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া সভয়ে চাহিয়া রহিলেন। সুরেন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "ওই হরি; মা, শনিগ্রহের মত ওই হরি সন্ধ্যার একটু আগে এসে আমায় বল্লে, 'আমার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে একজায়গায় যেতে হবে।' আমরা তখন ঘর সাজাচ্ছি, বেরুবার আর বেশী দেরী নেই। আমি কারণ শুনতে চাইলে বল্লে, 'গোপনে বল্‌ব'; আড়ালে নিয়ে গিয়ে বল্লে, তার যে কাকা আছে, আজ তার মেয়ের বিবাহ ছিল, কিন্তু পাত্র পাঁড়ত হয়ে পড়েছে; সেই রাত্রিতেই কিন্তু সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই; আমায় সেইখানে তার সঙ্গে যেতে হবে—।"

রুদ্ধশ্বাসে জননী বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ে করতে ?"

আবার খানিক তপ্ত হাওয়া মায় পুত্রের বক্ষ ভেদিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেন উত্তর করিল; "আমিও ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বল্লে, তা নয়, আমাদের ভাতশালার প্রজা রামতারণবাবুর ছেলের সঙ্গে বিবাহ হবে। তবে যাতে তিনি কোন বিশেষ ওজর আপত্তি করে বিয়ের বাধা না দিতে পারেন, সেই জন্য আমায় সেখানে উপস্থিত

থাকতে হবে—।"

"ওঃ বুঝেছি, সেই ভূ-পঙ্কে দাঙ্গা-হাঙ্গামে তোমার এই অবস্থা হয়েছে।"

"না মা, এখনও বোঝ নি। সে এত সোজা কথা নয় না।" সুরেন ব্যাকুলদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। মা বলিলেন, "তারপর?"

"তারপর মা মোটরে করে লোক সঙ্গে দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিয়ে বল্লে, 'আমি বর নিয়ে তোমাদের পিছনেই যাচ্ছি।' আমরা গিয়ে বিবাহসভায় বস্‌লাম, কিন্তু তাঁরা আর এল না। আমাদেরই সঙ্গের একজন সঙ্গে করে ফুলের মালা এনেছিলেন। তিনি সকলকেই এক এক গাছা পরিয়ে দিলেন; মালা পরতেই প্রথমে নাকে কেমন একটা উগ্র গন্ধ গেল; তার পরেই একটা বিহ্বল ভাব এসে আমায় আচ্ছন্ন করে। আমি কোথায় কি কর্‌তে এসেছি, সব ভুলে গেলাম।" মা বলিয়া উঠিলেন, "ও, তোকে অজ্ঞান করে কন্যা-সম্প্রদানে এসে? কে সে হতভাগা?" ক্রোধে জননীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

"সে হতভাগা নয় মা! আমায় অজ্ঞান করেছিল ওই হরিহর লোক। যখন সে মালা আমার গলা থেকে খুলে অন্য মালা পরান হ'ল, তার খানিক পরেই যেন আমার ঘুমের ঘোর ভেঙে গেল। তখন যা দেখ্‌লাম সে তোমায় আমি কি বলব মা!—" সুরেনের কথা বিবর্ণ মুখও লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; সে মায়ের কোলের ভিতর মুখ টানিয়া লুকাইল।

কিছুক্ষণ মা-ও চুপ করিয়া রহিলেন। পরে স্নেহপূর্ণ-স্বরে বলিলেন, "তারপরে বল্ সুরো? আমিও যে কৌতূহলী হ'য়ে পড়েছি—।"

"বলি মা" বলিয়া সুরেনের লজ্জিত রসনা তবু জড়াইয়া আসিতে লাগিল। বুকের কাছে তরল রক্ত খানিক তোলপাড় করিয়া উঠিল। দুর্ব্বল বক্ষ এ উৎপীড়নে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। উত্তেজনার আবেগে সুরেন অবশ-প্রায় হইয়া শয্যায় এলাইয়া পড়িল। মা বলিলেন, "থাক্, আজ আর নয়। তুমি অনেকক্ষণ কথা কচ্ছ। একটু বিশ্রাম কর বাবা।" মা ধীরে ধীরে মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া সুরেন বলিল, "না মা, শোন। তোমায় সব না বল্লে আমি আর শান্তি পাচ্ছি না মাগো। আমার বুকে বড় ব্যথা জমে আছে—" শীতল কোমল হস্তে সন্তানের ললাট মার্জ্জন করিতে করিতে মা বলিলেন, "তবে বল বাবা!"

"মা, আমি তখন একেবারে চম্‌কে উঠেছিলাম; কিন্তু তখন সম্প্রদান আরম্ভ হ'য়ে গেছে, ফুলের মালায় দুজনের হাত বাঁধা, তবু আমি চিৎকার করে উঠলাম—"একি কল্লেন?" হতভাগ্য ব্রাহ্মণ মিনতি করে কেঁদে ফেল্লেন। আর সেই হতভাগিনীর কাতর চক্ষু জলে ভরে এল! মা, আমি তোমারি সন্তান, তোমারি মত আমার দৃঢ় মন। আমি সে রাত্রিতে যে-রূপ চোখে দেখেছি, ঘুমালাম হ'লেও আমি তা শতবার তুচ্ছ করে ফেল্‌তে পারি, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি মা, সেই চোখের জলে একটুই তখন আমি গলেছিলাম। এ আমার অপরাধ হ'লেও আমি তোমার কাছে স্বীকার কর্‌ছি।" রুদ্ধশ্বাস ধীরে ধীরে মোচন করিয়া জননী বলিলেন, "কিন্তু তার জন্যে এ আঘাত পাবার কি কারণ ঘ'ল?" "এইবার শোন মা। ওই হরি! মা, ও কি পাষণ্ড, তুমি কি তা ধারণা কর্‌তে পার? আমায়

এইভাবে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যটা বুঝ্‌তে পেরেছ কি?—সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করা। তাঁদের কান্না দেখে আমারও চোখে জল এসে পড়েছিল। দৃষ্টি ফিরিয়ে সেটা সাম্‌লে নিতে অন্য দিকে চেয়ে দেখি ও নব-ব্রাহ্মণের দলের একজন থালায় সাজান টাকা-গহনা তুলে নিচ্ছে, আর একজন পিস্তল হাতে নিয়ে ঠিক ব্রাহ্মণের মাথার কাছে তাগ্ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে ব্যাপার বুঝ্‌তে আমার বাকি রইল না। আমি ফিরে উঠে সেই বাধা দিতে গেছি হতভাগা তখনি পিস্তল দিয়ে আমায় আহত করে; আমি অমনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যাই। তারপরে কি হয়েছে কিছুই জানি না।" জননীর মুখ দিয়া আর একটী কথাও উচ্চারিত হইল না; তিনি পীড়িত পুত্রের শিয়রদেশে নিশ্চল-প্রতিমার মত স্থিরভাবে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ পরে অপরাহ্ণের মত অতি করুণ কণ্ঠে সুরেন ডাকিল "মা!" অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জননী উত্তর দিলেন, "কেন?" সুরেন তখন জননীর হাত-দু'খানি ব্যাকুল আগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমায় যে দণ্ড দাও মা, আমি সব নিতে রাজী আছি; তাদের কোন উপায় কর মা!"—অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মাতা বলিলেন, "বাপ আমার! আমি তোমার মা হ'লেও তোমার পিতার আমি চরণের ধূলামাত্র; আমার পৃথক্ সত্তা কি আছে?"

"তবে কি মা কোন উপায় নেই?"

উপস্থিত ত' কিছুই দেখি না, সুরেন! তোমার পিতার মান মর্য্যাদায়, চিরদিনের এই গর্ব্বস্থের সম্মানে, যাতে আঘাত লাগ্‌বে আমাদের কি তাই করা উচিত? যাদের জন্য তিনি আজীবন বুকের রক্ত ঢেলে এসেছেন সেই স্ত্রী পুত্রের কি উচিত তাঁর জীবনের এই সায়াহ্নকালে তাঁকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়ে জর্জ্জরিত করা? আমাদের জন্য তিনি এতদিন এত করে এসেছেন; তাঁর জন্যও আমাদের সব সইতে হবে।"

গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া সুরেন মনে মনে উচ্চারণ করিল "তবে কেন এ জীবন?" গৃহের মধ্যে তখনও জননীর কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল "তাঁর জন্য," "তাঁর জন্য"। সুরেনের চঞ্চল মস্তিষ্কে বার বার এই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

গান।

শূন্য তরণী ঘুরিয়া বেড়ায়
অসীম বারিধি উজানে—
কোন কিনারায় ভিড়িবে সে তরী
কোন্ সুদূরে কে জানে!
পবন ফিরিছে গান গেয়ে,
কার রে তরণী, কোথা নেয়ে?
পাগল লহরী তারে টেনে
নিয়ে যায় কোথা কার্ পানে?
চলেছে তরণী বারি ঠেলে
কোথাও কিনারা যদি মেলে,
তবুও "তরণী এটি কার"
কে শুধাবে ক্ষণে প্রাণে?

শ্রীতারাবালা দত্ত গুপ্তা

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

কেদারনাথ।

গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত হিমালয় পর্ব্বতের সুবৃহৎ চূড়াতলে কেদারনাথের মন্দির অবস্থিত। এখানে সদাশিব মহাদেবের মন্দির ব্যতীত সন্নিকটে অনেক তীর্থ আছে। তন্মধ্যে প্রধানগুলির নাম স্বর্গারোহণী, ভৃগুপন্থ, রেতাকুণ্ড, হংসকুণ্ড, সিদ্ধসাগর, ত্রিবেণী তীর্থ এবং মহাপন্থ। শেষোক্তটী একটী বিখ্যাত শৃঙ্গ। এই পর্ব্বত-শৃঙ্গটী ভৈরব ঝাঁপ নামে খ্যাত। এখানে তীর্থকামী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজকে আত্মবলি দিবার নিমিত্ত ভৈরবঝাঁপ হইতে লম্ফপ্রদান দ্বারা ভূমিতলে পতিত হইত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই মানবলীলা সম্বরণ করিত। এই নৃসংশ প্রথাটী ইংরাজ সরকার উঠাইয়া দিয়াছেন। পাণ্ডারা আর লোকদিগকে মারাইয়া মরিবার উপদেশ দেয় না। পূর্ব্বে লম্ফপ্রদান কালে বড়ই ধুমধাম হইত; এখন আর সে সব কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত আত্মবলিদানের আর এক পন্থা পুরাকালে ছিল। আত্মবলিদানেচ্ছু মানব তুষারমণ্ডিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ও শীতার্ত্ত কলেবরে পথিমধ্যে শয়ন করিত, অমনি চিরনিদ্রা আসিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া বসিত। এরূপ প্রথাটী এখনও আছে কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে শিব উক্ত পর্ব্বতশৃঙ্গে আগমন করিয়া দেখা দেন এবং তথায় যে ঘূর্ণায়মান ধূম দেখা আমাদিগের নয়ন পথের পথিক [illegible] তুষার কণিকা নহে, বস্তুতঃ তাহা কোন ভক্তের আত্মবলিদানোত্থিত ধূমপুঞ্জ মাত্র। হিন্দু-তীর্থের মধ্যে পূত অপেক্ষা পূততর যদি কোন তীর্থ থাকে তবে তাহা কেদারখণ্ড। এই নিমিত্ত নাগপুরের উপরিস্থিত পট্টি এবং পাইনখণ্ড তীর্থস্থান দ্বারা পরিপূর্ণ। এইখানে সমস্ত দেবদেবীগণ সমাগত হইয়া ক্রীড়া করেন। তত্রস্থ কতক ক্রোশ ব্যাপিয়া তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা এবং হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে এরূপ অদ্ভুত ধ্বনি হইবার অবশ্য অনেক কারণ আছে। কাহারও মতে ইহা বৃক্ষাদি পতন শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র এবং কাহারও কাহারও মতে ইহা তুষারপাতের শব্দ। স্থানটী সুগন্ধে আমোদিত। অনন্ত তুষারসন্নিকটে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় তাহাদিগের সুরভি মারুত-হিল্লোলে দিগ্‌দিগন্ত প্রফুল্লিত করে। তীর্থকামী ব্যক্তিরা এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপর কোন আস্থা স্থাপন করে না। তাহাদিগের বিশ্বাস যে দেবদেবীর আগমনেই স্থানটী কুসুম-সুরভি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাঁহাদিগের ক্রীড়ানিবন্ধন স্থানটী শব্দায়মান হইয়া থাকে।

তুঙ্গনাথের মন্দির চন্দ্রশিলা চূড়ায় অবস্থিত। এখানকার বিগ্রহটীর নাম স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ। প্রবাদ এইরূপ, শিবরাত্রের দিন লিঙ্গটী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় কেবলমাত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই ঐ বৃদ্ধি দেখিতে পান, পাপীরা দেখিতে পায়

ন। বালাসুতির শাখানদী রুদ্রগড়ের উপর একটী বৃহৎ গুহা আছে। তথায় শিবের পূজা হইয়া থাকে। এখানকার শিব স্বয়ম্ভু মুখারবিন্দ নামে খ্যাত। নেপালে যে স্বয়ম্ভু পশুপতির মূর্ত্তি আছে ইনি তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন। এখানে স্বয়ম্ভু পশুপতির নামেও একটি মন্দির আছে। ইহার দক্ষিণে সরস্বতী কুণ্ড নামে একটি জলাশয় অবস্থিত। তন্মধ্যে একটি শিলা দেখা যায়। প্রবাদ এইরূপ প্রতি মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে এই জলাশয়ের একটী বৃহৎ মৎস্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার পূজা করিলে কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত মন্দিরের সন্নিকটে ভালোপাহাড় নামে যে শৈলশ্রেণী দেখা যায় তাহা রুদ্র-হিমালয় নামে খ্যাত। গাইর নামক স্থানের সন্নিকটে যে গাইর নদী উৎপন্ন হইয়াছে তথায় মাধামহেশ্বর অবস্থিত। গাইর নদী গুপ্তকাশীর সন্নিকটে মন্দাকিনী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কেদারনাথের বৃত্তি এই মন্দিরের পূজা হয়। এখানে অতি অল্প যাত্রীই আগমন করে। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পূজা হইয়া থাকে। অতঃপর তুষার দ্বারা রাস্তাটী রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানে কল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির উরগম নামক স্থানে অবস্থিত।

কেদারের মহান্ত রাওয়াল নামে খ্যাত। তিনি ঊখীমঠে বাস করেন। তাঁহার একজন চেলা কেদারে পূজাদি করে। মহান্তটীর অনেকগুলি চেলা আছে। তীর্থযাত্রার সময় ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া হইতে কার্ত্তিক মাসের বলির দিন পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রিগণ আগমন করে। কার্ত্তিক মাসের শেষ দিনে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। এখানকার পূজারিগণ মালয়ালামের নম্বুরি ব্রাহ্মণগণ। মাধা মহেশ্বরের মন্দিরের পূজারিগণ জঙ্গম ব্রাহ্মণ। তাহারা মহীশূরের চিত্রকাণী নামক স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে। রুদ্রনাথ এবং কল্পেশ্বর মন্দিরের পূজারিগণ দক্ষিণী গোঁসাই। তুঙ্গনাথের পূজারিগণ থাসিয়া ব্রাহ্মণ। ইঁহারা শীতকালে মাকো নামক স্থানে গমন করিয়া বাস করেন। কেদারনাথের পাঁচটী মন্দিরের মধ্যে চারিটীর পূজা দক্ষিণী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা হইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণগুলি শঙ্করাচার্য্যের লোক। মাধামাহেশ্বরের নম্বুরি ব্রাহ্মণগণ তাঁহারই জাতি। জঙ্গম ব্রাহ্মণগণ পাশুপত-ব্রতধারী লিঙ্গায়েত ব্রাহ্মণ এবং দশনামা গোঁসাইগণ শঙ্করাচার্য্যের চেলা দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

কেদারনাথে অনেক শিবমন্দির আছে বটে কিন্তু তাহা পঞ্চকেদার ভুক্ত নহে। গুপ্তকাশীতে অনেক বিগ্রহ বিদ্যমান আছে। তজ্জন্য কথায় বলে "যতগুলি ঈশ্বর ততগুলি শঙ্কর।" এখানেও বারাণসীর ন্যায় শিব বিশ্বনাথ-নামে পূজিত। এখানেও যমুনা ও ভাগিরথী নামে দুইটী ধারা আছে। কেদারের এক দল পূজারি এখানেও পূজাদি করে। ঊখীমঠে যেখানে কেদারনাথের রাওয়াল শীতকালে বাস করেন তথায়ও একটি শিব মন্দির আছে। কেদারনাথের পূজারিগণ এখানে পূজা করিয়া থাকেন। এখানে গোপেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তথায় পরশুরাম শিবের নিকট হইতে পরশু প্রাপ্ত হন। এই কুঠার দ্বারা তিনি পৃথিবীকে কয়েকবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। বদরিনাথের উপর গরুমাদন পর্ব্বতে তিনি মহাদেবের

অর্চ্চনা করেন। গন্ধমাদন পর্ব্বত এখন নরনারায়ণ নামে খ্যাত। স্থানীয় প্রবাদ এই যে এখানে পরশুরাম অনেকগুলি অস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন ; তন্মধ্যে ত্রিশূল একটি। সেই ত্রিশূলটী এখনও গোপেশ্বরের মন্দিরের সমক্ষে প্রোথিত রহিয়াছে। মহাপূজার সময় ব্রাহ্মণগণ এখানে পূজাদি করিয়া থাকেন। এখানে চৈত্রমাসে, আষাঢ় নবমীতে এবং শিবরাত্রে পূজা হইয়া থাকে। মল্লা নাগপুরের গারেতরা নামক স্থানের মহাদেব নলেশ্বর নামে খ্যাত। দময়ন্তীর স্বামী রাজা নল ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন। নন্দাকিনী এবং অলকানন্দার সঙ্গম স্থলে যে মহাদেব আছেন তাহা শিবরুদ্র নামে খ্যাত। মহাত্মা নারদ ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পট্টীতৈলী চাঁদপুরের হুল্লারি নামক স্থানে যে মহাদেব আছেন সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে শৈলেশ্বর বলিয়া পূজা করেন। এখানকার মন্দিরটী বহু প্রাচীন। খৃষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে শালিবাহন শকাব্দ হইতে এই মন্দিরটী স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। মাওয়ালসিয়ুন স্থানের দুধুচাপাটেলে একটি শিব মন্দির আছে তাহা বিনশ্বর নামে খ্যাত। এখানে মহাদেব প্রাণী কর্ণবতীকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি এখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে প্রবাদ এইরূপ যে যদি কেহ দেবতার বা দেবতার উপাসকের কোন বস্তু অপহরণ করে তবে তাহাকে তাহার ২০ গুণ অধিক দিয়া সেই দ্রব্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই জন্য লোকে বলে যে "ভাই বিনসরমা লোহা জানলো সংকলো।" নিকটবর্ত্তি স্থানগুলি জঙ্গলে পূর্ণ। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সেখানে বাস করে কিন্তু তাহারা কখনও তীর্থযাত্রির কোন অনিষ্ট করিতে দেখা যায় নাই। কিম্বদন্তী আছে এখানে দেবতারা তীর্থযাত্রীগণকে রক্ষা করেন যাহাই হউক যাত্রীদিগেরও সাবধান হওয়া উচিত কারণ সাবধানের বিনাশ নাই।

ইতিহাসে রমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দুর্ভাগ্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ রাণীর অদৃষ্টে ছিল না। তাঁহার স্বামীর প্রকৃত পরিচয় ইংলণ্ডবাসী পায় নাই এবং পাইবার চেষ্টাও করে নাই। যখন তাহারা তাঁহাকে প্রকৃত-রূপে চিনিতে আরম্ভ করিল, তখনই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ভিক্টোরিয়া স্বামীকে যথার্থভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন ; সেইজন্য বিবাহের প্রায় ত্রিবিংশ বৎসর পরে যখন তিনি স্বামী-হীনা হইলেন, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা ছিল না। স্বামী বিদ্বান্ রাজনীতিবিদ্, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান্ ছিলেন বলিয়া ভিক্টোরিয়াকে কখনও সৎপরামর্শ ও উপদেশের অভাব বোধ করিতে হয় নাই। তাঁহার বিয়োগে রাণী লোকে মুহ্যমানা হইয়াছিলেন ; কারণ, তাঁহার জীবনের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

রাণী পতির বিয়োগ দুঃখ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায় বিংশতি বৎসর তিনি একরূপ নিভৃত বাসেই কালক্ষেপ করিয়াছিলেন; অধিকাংশ সময় তিনি স্কটলণ্ড, দেশের পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে তাঁহার স্বামীর ক্রীত একটি স্থানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি স্বামীর জন্ত একটি সুদৃশ্য সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং কয়েকটি স্থানে তাঁহার স্মৃতি-মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বৈধব্য-ভোগকালে যেশোক-বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় নারীর দৃষ্টান্তের অনুরূপ।

ভারতবর্ষে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন বহু অসহায় ইংরাজ নরনারী বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। যখন বিদ্রোহের দমন হইল, তখন ইংরাজগণ প্রতি-হিংসা গ্রহণের জন্ত অন্ধ হইলেন। ভারতলাট ক্যানিং সে সময় উষ্ণ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেন না। রাণী ভিক্টোরিয়া স্বজাতীয় প্রজাগণের চিত্তে এইরূপ প্রতি-হিংসার ভাব দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লাটসাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শাসনভার এতদিন একটি বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে ছিল। বিদ্রোহদমনের পর রাণী স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিলেন এবং কি নীতি অনুসারে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে শাসিত হইবে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্ত একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। রাণী চাহিয়াছিলেন ঘোষণাপত্রের প্রতি ছত্রে স্নেহ ও উদারতা যেন ফুটিয়া উঠে এবং ভারতবর্ষের প্রজাগণ যেন জানিতে পারে যে তাহাদের ধর্ম্মে ও আচার-ব্যবহারে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং অন্তান্ত ইংরাজ প্রজারা যে অধিকার ভোগ করে তাহারাও তাহাই করিবে। ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে রাণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া ভারতের মহারাণী উপাধি গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের শাসনভার যাঁহার উপর থাকে তাঁহার উপাধি রাজা কিম্বা রাণী। ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী— তিনি মহারাণী উপাধি লইবেন, সেইজন্ত ইংলণ্ডে অনেকে আপত্তি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের লোকে রাণীর এই উপাধি-গ্রহণে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। কারণ, তিনি ত' বাস্তবিকই ভারতের মহারাণী। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতির জন্ত সুরম্য প্রস্তরসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার [illegible] জন্ত একরূপ

---

* প্রাসাদটি শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহা রাণী তাঁহার স্বামীর নির্দ্দেশমতে ইহা গঠিত হইয়াছিল। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত ও পার্শ্বে প্রবাহিত নদী একত্র মিলিত হইয়া প্রাসাদটিকে স্বর্গীয় শোভা দান করিয়াছে। পূর্ব্বে স্থানীয় পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ অপরের অগোচরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে পশু পক্ষী শীকার করিত বা রেলের রাহবিধি অমান্ত করিয়া বিনা-শুল্কে দ্রব্য আনয়ন করিত। তাহারা এগুলিকে গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করিত না। ঐ সকল কার্য্যে যাহারা ধৃত, রাণী এবং তাঁহার স্বামী যাইয়া যাইয়া তাহাদিগকেই আপনাদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়াছিল এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য বলিয়া সুনাম লাভ করিয়াছিল।

স্থানীয় অধিবাসিগণের উন্নতিবিধানের জন্ত রাণী বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তথায় কয়েকটি বিদ্যালয় ও একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। এবং [illegible] গুলির বক্ষে অনেক গুলি সুন্দর আবাস-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল

সৌধ-নির্ম্মাণের আবশ্যক ছিল না। তাঁহার সি[illegible]ন প্রীতির উপর স্থাপিত। প্রস্তরেরও ক্ষয় হয় ; কিন্তু পূতস্মৃতির উদ্দেশে যে প্রীতি হৃদয় হইতে উৎসারিত হয়, তাহার ক্ষয় নাই।

আর দুইজন রমণীর উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রমণীগণের কাহিনী শেষ করা যাইতে পারে। এক জনের নাম মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে তুরস্ককে লইয়া রুশের সহিত ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ বাধিয়া যায় তাহাতে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে সহস্র সহস্র পীড়িত ও আহত সৈনিক দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করে। যুদ্ধ হইতেছিল ইংলণ্ড হইতে বহু শত ক্রোশ দূরে। দারুণ শীত, অত্যধিক পরিশ্রম, আহার্য্য ও উপযুক্ত পরিচ্ছদের অভাব প্রভৃতি কারণে সৈন্যগণ দলে দলে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। তাহার উপর যুদ্ধে আহত ব্যক্তিও ছিল। অথচ হাসপাতালে স্থানাভাব, শয্যাবস্ত্রের অভাব ও শুশ্রূষার অভাব। কোথাও শৃঙ্খলা বা পরিচ্ছন্নতা ছিল না। রুগ্ন ব্যক্তিগণকে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বাহকাদির ব্যবস্থা ভাল ছিল না। যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এরূপ কোন বিধিই পালিত হইত না। সুতরাং হাসপাতালে যাহারা আশ্রয় পাইত তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই জীবন রক্ষা হইত।

ইংলণ্ডে এই সকল সংবাদ প্রচারিত হইলে পর তথায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসমাজ যথাসাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের সমর সচিবের অনুরোধে মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ শুশ্রূষার ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন এবং অচিরে কতিপয় শুশ্রূষাকারিণীর সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর মিস্ টীন্‌লী আরও কয়েকজন রমণীর সহিত আসিলেন।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধানের ভার মিস্ নাইটিঙ্গেলের উপর দেওয়া হইল। ফলে হাসপাতালে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়া আসিল। রোগীদিগের যাহাতে স্থানাভাব না ঘটে তাহার ব্যবস্থা হইল। অনেকগুলি কক্ষ নির্ম্মাণের দোষে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল, উপযুক্ত স্থপতির সাহায্যে তাহাদিগের সে দোষগুলি দূরীকৃত হইল। ইংলণ্ড হইতে অনেকগুলি চিকিৎসকও আসিলেন। সুতরাং হাসপাতালগুলি শীঘ্রই স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল এবং মৃত্যুর হারও কমিয়া গেল।

মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ দিবসরজনী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বহু হতভাগ্যের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। নিশীথে প্রদীপ হস্তে তিনি যখন আহত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের নিকট দেশে উপনীত হইতেন, তাহারা যেন নবজীবন লাভ করিত।* যুদ্ধে কত লোক নিহত হয়, কত লোক বিকলাঙ্গ হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। পৃথিবীর লোক যখন বিজয়ী বীরকে গৌরবে ভূষিত করে তাহারা ভুলিয়া যায় সে গৌরবের পশ্চাতে কতখানি যন্ত্রণা, কতখানি রক্তপাত আপনাদিগকে লুকাইয়া

---

* সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল প্রদীপধারিণী রমণী। সে প্রদীপে শুধু আলোক ছিল না, আশা-সান্ত্বনার বাতীও ছিল। গত বর্ষের কার্ত্তিক মাসে বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁহার জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

রাখিয়াছে। মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেলের সম্মান এইরূপ সম্মান হইতে বিভিন্ন প্রকারের। তিনি যুদ্ধের ক্ষত ও হত্যার কালিমা মুছাইয়া দিয়া শত শত মানবকে মৃত্যু মুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া তিনি যশোলাভ করেন নাই, সৃষ্টি রক্ষা করিতে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার গৌরব।

আর একজন রমণীর নাম এডিথ্ ক্যাভেল্। ইনিও একজন শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। গত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় তিনি বেলজিয়মে ছিলেন। জার্ম্মাণগণ ফরাসীদেশে শীঘ্র উপনীত হইবার আশায় বেলজিয়ম আক্রমণ করে এবং তাহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া লয়। তাহারা বেলজিয়মে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিল। মিস্ক্যাভেলের হত্যা তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। নিম্নে তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইতেছে।

মিস্ এডিথ্ ক্যাভেল ইংলণ্ডের এক ধর্ম্মযাজকের কন্যা। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনের হাসপাতালে সেবিকা (নার্স্) রূপে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে রোগীর পরিচর্য্যা করিতে হয় সে-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বেলজিয়মের এক বিখ্যাত চিকিৎসকের অনুরোধে তিনি বেলজিয়মে যান। সেও প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। চিকিৎসকটি বেলজিয়মের রাজধানীর উপকণ্ঠে শুশ্রূষাকারিণীগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি শিক্ষাগার স্থাপন করেন। বেলজিয়মে রুগ্ন ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যার জন্য উপযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী পাওয়া দুর্ঘট ছিল। সেই অভাব দূর করা এই শিক্ষাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য। মিস্ ক্যাভেল আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। ক্রমে এই শিক্ষাগার এক বিশাল শুশ্রূষাকেন্দ্রে পরিণত হইল। যখন জার্ম্মান সেনা বেলজিয়ম্ আক্রমণ করিল তখন এই শিক্ষাগারের স্থাপন-কর্ত্তা চিকিৎসক-প্রধান স্বদেশীয় সেনার জন্য যে সামরিক হাসপাতাল ছিল তাহার ভার লইয়া চলিয়া গেলেন। মিস্ ক্যাভেল, বেলজিয়মের রাজধানীতে থাকিয়া শুশ্রূষা-কেন্দ্রটির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জার্ম্মান্ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছে। মিস্ ক্যাভেল্ আহত বেলজিয়ান্ সৈন্য ও সেই সঙ্গে আহত জার্ম্মান সৈন্যগণেরও শুশ্রূষা করিতেন। তখন ইংরাজসৈন্য পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছিল। চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ তখন জার্ম্মান্ সেনার অধিকারে। অনেক ইংরাজ ও বেলজিয়ান্ সৈন্য যুদ্ধের গোলমালে আপনাদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে লুক্কায়িত-অবস্থায় ছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল তাহাদিগের মধ্যে অনেক-জনকে শত্রুগণ গুলি করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। সুতরাং দল হইতে চ্যুত ইংরাজ ও বেলজিয়ান্ সৈন্যগণ আপনাদিগের গুপ্তস্থান হইতে পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিল। অনেকে মিস্ ক্যাভেলের প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর যাহা কর্ত্তব্য মিস্ ক্যাভেল্ তাহাই করিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে সাহায্য করিলেন। এইরূপে তিনি যে কত লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন

তাহার ইয়ত্তা হয় না। জার্ম্মানগণ বলে তাঁহার জন্য একশত বিশজন ব্যক্তি বেলজিয়ম্ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে শত্রু পক্ষের সন্দেহ দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল। জার্ম্মানগণ শুনিল তিনি যুদ্ধক্ষম অনেক ব্যক্তিকে দেশ হইতে পলায়ন করিতে সহায়তা করিতেছেন। শুনা যায় একজন বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অবশেষে তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। জার্ম্মানগণ তাঁহাকে নয় সপ্তাহ নির্জ্জন কারাবাসে রাখিয়া দিল। তাঁহাকে তাঁহার পক্ষের আইন ব্যবসায়ীর সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ দেওয়া হইল না। তাহার পর তাহারা সামরিকবিচারের দ্বারা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। বিচারের সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি কেন ইংরাজসৈন্য কয়জনকে পলায়নে সহায়তা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি তাহা না করিলে তাহারা জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইত এবং তাহাদিগকে গুলি করিয়া নিধন করা হইত। সেই জন্য তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এরূপ করিয়া তিনি আপনার জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনই করিতেছেন।

মিস্ ক্যাভেল্ চরম শাস্তির প্রত্যাশা করেন নাই। কিন্তু মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াও তিনি ভীত হইলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে একজন ইংরাজ পুরোহিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তাঁহাকে মিস্ ক্যাভেল্ বলিয়াছিলেন, "আমি কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত নহি। আমি মৃত্যুকে এত অধিকবার দেখিয়াছি যে তাহা আমার নিকট অপরিচিত বা ভয়ানক বোধ হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে এই যে দশ সপ্তাহ নির্জ্জনে শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ। আমার পক্ষে জীবন এতদিন কেবল ব্যস্ততা ও নানা অসুবিধায় পূর্ণ ছিল। এই বিশ্রাম টুকু ভোগ করিতে দিয়া ভগবান্ আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আমি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি ; আমি এখন অনন্ত পথের যাত্রী—ভগবানের সন্দর্শনে যাইতেছি। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি স্বদেশ-প্রীতি থাকিলেই যথেষ্ট হয় না। কাহারও প্রতি ক্রোধ বা ধারণ বিদ্বেষ ভাব যাহাতে না থাকে তাহা দেখিতে হইবে।" মানব মানসিক উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিলে তবেই এইরূপ কথা বলিতে পারে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, স্বদেশবাসীর প্রতি প্রীতি প্রদর্শন মর্ত্তের ধর্ম্ম। অনিষ্টকারী শত্রুর আচরণে অকাতক্রোধ হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন স্বর্গীয় ধর্ম্ম। এইরূপ আচরণের দ্বারাই স্বর্গ-মর্ত্ত স্বর্ণ-শৃঙ্খলে যুক্ত হইয়া যায়।

একজন জার্ম্মান পুরোহিতও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তিনি শেষ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তিনি বীররমণীর ন্যায় মরিয়াছেন।" ইংরাজ পুরোহিতের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার শেষ হইয়া গেল তখন মিস্ ক্যাভেল্ বলিলেন, "বিদায়! আবার আমাদের দেখা হইবে।" তিনি পৃথিবীতে দর্শনের কথা বলিতেছিলেন না। তাঁহার মন স্বর্গের চিন্তায় তখন হইতেই বিভোর হইয়া গিয়াছে।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের তাঁহার

প্রাণ-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিচার কার্য্যটি ও তাহার ফলাফল এরূপ ভাবে গুপ্ত রাখা হইয়াছিল যে যুক্ত রাজ্যের দূত প্রথমে জানিতে পারেন নাই যে রমণীর উপর মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহাকে যখন মিথ্যা আশ্বাস বাক্য দেওয়া হইতেছিল তখনই সেই নিরহিতব্রতচারিণী নির্ভীকা রমণীর প্রাণবধের আয়োজন চলিতে ছিল। দণ্ডাজ্ঞার কথা জানিতে পারিয়া মার্কিণ দূত ও স্পেনের দূত স্থানীয় জার্ম্মান্ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিয়া নানা প্রকারে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সব বৃথা হইল।

পরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া মিস্ ক্যাভেল, প্রাণ দিয়াছেন—ইহাতেই তাঁহার নারীজীবনের সার্থকতা, ইহাই তাঁহার চরম গৌরব।

মধুর চাষ।

মধুর চাষ শুনিয়া অনেকে হয়ত হাসিবেন; ভাবিতে পারেন মধুর চাষ, গুড়ের চাষ, টাকার চাষ, আবার কতকি চাষ হইবে। কিন্তু বাস্তবিকই মধুর চাষ হাসিবার বিষয় নহে। এখানে চাষ অর্থে উৎকর্ষই বুঝিতে হইবে। মধুর কিরূপ উৎকর্ষসাধন হইতে পারে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে হইতেছে তাহাই বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মধু একটী সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। ইহা ব্যতীত অনেক সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদীয় উপকরণ ব্যতীত মধু আমাদের দৈনিক ব্যবহার্য্য পরম উপকারী পদার্থ। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া স্তন্যদুগ্ধ ব্যতীত প্রথম পুষ্টিকর খাদ্য যাহা আমরা রসনায় আস্বাদন করি, তাহা মধু। মধুর এই সুমিষ্ট আস্বাদন জন্য শাস্ত্রের অনেক স্থানে মিষ্টতা ব্যক্ত করিতে মধু কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বাক্য মধু ক্ষরণ করুক, বায়ু মধু বহন করুক ইত্যাদি। ইহা বীর্য্যকারক শুক্রবর্দ্ধক শৈত্য ও অন্যান্য এরূপ কতকগুলি গুণসম্পন্ন যাহা আমাদের শরীরের পক্ষে পরম হিতকারী। পদ্মমধু চক্ষের অমোঘ ঔষধ। "মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" প্রবাদ বহুকাল হইতেই প্রচলিত থাকিলেও মধু ও গুড়ের গুণে অনেক প্রভেদ।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময়ী পুষ্পের কোরকস্থিত নির্য্যাস মধু-মক্ষিকারা অল্প অল্প সংগ্রহ করিয়া মধুরূপে তাহাদের চাকে সঞ্চয় করে এবং ইহা স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন শুদ্ধ আহার। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে ফুলের মধ্যে এই মধুর আবির্ভাব কেবল মধু মক্ষিকাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং তাহার প্রধান উদ্দেশ্য মধুলোভে আকৃষ্ট মক্ষিকা এক ফুলের মধু সংগ্রহ করিবার সময় পুং-পুষ্পের পরাগ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া উড়িয়া অন্য স্ত্রীপুষ্পে সেই সকল পরাগ বিকীর্ণ করিয়া স্ত্রীপুষ্পকে ফলরূপে পরিণত

করিতে সাহায্য করে। সেই জন্য মধু-মক্ষি-কাকে পুষ্পের ঘটক বলে এবং মধু তাহাদের ঘটক-বিদায়। প্রকৃতির লীলার মধ্যে বিশ্ব-নিয়ন্তার কত গূঢ় অভিসন্ধি নিভৃতভাবে কার্য্য করিতেছে কে তাহার উদ্দেশ করে?

কিন্তু আমাদের এই মহান উপকারী বিশুদ্ধ আহার যে ভাবে সংগ্রহ করিয়া আমাদের ব্যবহারের জন্য উপস্থিত করা হয় তাহা অত্যন্ত অবিশুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর। দুঃখের বিষয় যে-দ্রব্য আমাদের দৈনিক জীবনের পক্ষে এত উপকারী ও ঔষধের একটী প্রধান উপকরণ তাকে বিশুদ্ধ ভাবে সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের কোনই প্রয়াস নাই। ইহার কারণ এই মধু সংগ্রহ কার্য্য কিম্বা ব্যবসায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপযোগী নহে, ইহা অশিক্ষিত কৃষক কিম্বা বন্য-জাতিদেরই উপযোগী। বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মৌচাক ভাঙ্গা, জঙ্গলে জঙ্গলে মৌচাকের সন্ধানে ঘোরা বিশেষ মধুমক্ষিকার দংশন সহ্য করিয়া সামান্য অর্থ-লোভে মধু সংগ্রহ করা বাস্তবিকই শিক্ষিত লোকের উপযোগী নহে। সে-জন্য আমরা খাঁটী মধুই পাই আর অখাঁটীই পাই তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, বাজারে মধু নামে কোন পদার্থ পাইলেই, আমাদের দেব-কার্য্য, পীড়িতের ঔষধসেবন ও দৈনিক আহার্য্য সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বাজারের সাধারণ মধু যাহা বিশুদ্ধ বলিয়া বিক্রয় হয় তাহার অবিশুদ্ধতার কারণ এই মধু-সংগ্রহ-প্রণালী সমালোচনা করিলে সম্যক প্রণিধান হইবে।

বৃক্ষপ্রবন প্রভৃতি জঙ্গল হইতেই অধিক পরিমাণে মধু সংগ্রহ হইয়া থাকে। ইহা জঙ্গলের একটী প্রধান আয়কর দ্রব্য। এই মধু-সংগ্রহের জন্য গরীব কৃষকেরা শীতের প্রথমে দলে দলে জঙ্গলে মধু আহরণের জন্য বাহির হয় এবং অনেক সময় গাছের উপরস্থিত মৌচাক অন্বেষণে নিবিষ্ট থাকার সময় ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দ্বারা নিহত হইবার সংবাদও প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। ইহাদের মধু সংগ্রহ প্রণালী অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৌচাকের উপরিভাগে মধু ও নিম্নভাগে মৌমাছির ডিম থাকে। মধু সংগ্রহকারীরা প্রথমে চাকের নীচে খুব ধোঁয়া দিতে থাকে। ধোঁয়া সহ্য করিতে না পারিয়া মৌ-মাছিরা চাক ছাড়িয়া, মধু ও বাচ্চাদের ফেলিয়া উড়িয়া পালায়। কোন কোন ঝাঁক এই সকল সংগ্রহকারীদের ভীষণভাবে আক্রমণ করে। মৌমাছিরা পলাইলে, সংগ্রহকারীরা চাকটী গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া লয় ও কাপড় কিম্বা হস্ত দ্বারা চাপিয়া কিম্বা নিংড়াইয়া চাকের সমস্ত রস বাহির করিয়া লয়। এই রসের মধ্যে মধু ও মৌমাছির বাচ্চার রস দুইই মিশ্রিত থাকে, কারণ দুইটী জিনিষ আলাদা করিয়া লইবার ক্লেশ স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে, অথবা তাহারা সে বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে, কারণ চাকের মধ্যে মধুর খোপ ও বাচ্চাদের খোপ দুইই প্রায় একরূপ দেখিতে। ইহা ব্যতীত বাজারে আসিবার পূর্ব্বে ইহাতে যে নানা-প্রকার ভেজাল মিশ্রিত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাজারের মধুর আর একটী দোষ, ইহা বাতাসে খোলা থাকিলে প্রায়ই পচিয়া যায় ও কতক অংশ মদে পরিণত হয়। চাকে থাকাকালীন খোপের মধ্যে সুন্দর রূপে মুখ আঁটিয়া থাকায় চাকের কোনরূপে পচিবার সম্ভাবনা থাকে

সকল প্রকার মধুর মধ্যে কমলা মধু, সরিষা-মধু ও পদ্ম-মধুই আমাদের দেশে অধিক আদর। ঐ সকল ফুলের সময় মৌমাছিরা যে সকল মধু সংগ্রহ করে তাহা প্রায়ই একই ফুলের মধু হইতে সংগৃহীত হয়। ঐ সকল মধু অত্যন্ত সুস্বাদু। অন্যান্য সময় নানা ফুলের মিশ্রিত মধু থাকে। তাহাই সাধারণ মধু বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়।

মৌচাক প্রস্তুত করিতে ও মধু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে মধু-মক্ষিকারা যে পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে, মধু সংগ্রহকারীরা এক-দিনেই তাহাদের বহুদিনের সমবেত ক্লেশ পণ্ড করিয়া তাহাদের সঞ্চিত মধুটুকু লুটিয়া লয়। ইহা ব্যতীত তাহারা এই মক্ষিকাদের যে-বংশধরগণ চাকের মধ্যে ডিম্বাকারে, পুত্তলি আকারে ও সবেমাত্র পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত কিন্তু উড়িতে অক্ষম এরূপ মধুমক্ষিকা আকারে অবস্থান করে, তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া এই উপকারী জীবকুলের ভবিষ্যৎ বংশের সমূল ধ্বংস-সাধনে পরোক্ষভাবে যত্নবান হয়।

শিক্ষিত জাতিরা বিজ্ঞান-বলে মানবজাতির এই মহান্ উপকারী জীবের জন্ম মৃত্যু ও জীবন-ধারণ প্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের উৎকর্ষের উপায় অবধারণ করিয়া এই কীটজাতীয় সামান্য প্রাণীদের কিরূপ যত্ন ও সেবা করেন এবং এই পরম উপকারী মক্ষিকাজাতিকে ধ্বংস না করিয়া তাহাদের বংশের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিনা ব্যয়ে কিরূপে ইচ্ছামত অপর্য্যাপ্ত মধু ও মোম প্রাপ্ত হন তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের গোচরার্থে আমরা সেই সকল প্রণালী এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিব। যে-কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে খুব সামান্য মূলধনে নিজেদের বাগানে কিম্বা সামান্য অল্পায়তন উন্মুক্তস্থানে এই মধুর চাষ করিয়া বিশুদ্ধ মধু ও মোম প্রাপ্ত হইতে পারেন ও প্রভূত লাভ-বান হইতে পারেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে এই মধুর চাষ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে এবং ঐসকল দেশ হইতে পৃথিবীর সকল স্থানে শিশিতে কিম্বা টিনে বন্ধ হইয়া বিশুদ্ধ মধু সকল জাতির ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ ফল পুষ্পের দেশ; স্বচ্ছন্দ পুষ্প জাত মধুর প্রবাহ এদেশে অফুরন্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সামান্য অধ্যবসায়ের অভাবে প্রকৃতি-প্রেরিত এই বিশুদ্ধ অমৃতধার হইতে আমরা বঞ্চিত। পাশ্চাত্য প্রদেশে মধুর চাষ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হয়, কারণ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে এই কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সম্ভবতঃ মৌমাছির নাম শুনিয়া তাহাদের দংশনের ভয়েই অস্থির হইবেন।

সোণার হার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেবরায়ের জন্ত শিবির-ক্ষেত্রে তিনটি প্রস্তর কক্ষ স্থরিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মধুরাওয়ের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। মধুরাও নত মস্তকে অবস্থান করিতেছিলেন। কক্ষের বস্ত্রাবৃত প্রাচীর গাত্রে তাঁহার ছায়া পতিত হইয়াছিল। দেবরায়ের আগমনে সঞ্চালিত বায়ুর তাড়নায় দীপশিখা কম্পিত হইল ; সে জন্ত ছায়াও কাঁপিয়া উঠিল।

দেবরায় সংবাদ শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহিলেননা, কিন্তু মধুরাওয়ের মুখভাব দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইল। তাঁহার মানসিক অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। দেবল বিদ্রোহী হইয়াছে! কক্ষাভ্যন্তরস্থিত হেমদীপালোক-নিঃসৃত সুগন্ধী ধূম বিষাক্ত বোধ হইতেছিল। দীপশিখার উজ্জ্বল আলোক যেন বলিতেছিল, "শত্রুর অস্ত্র তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু গরলদিগ্ধ নহে, মিত্রের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের ন্যায় আলাময় হলাহলরাশি উদ্গীরণ করেনা।" দেবরায়ের মনে হইতেছিল দশ দিক্ হইতে দশ দিক্‌পাল যেন বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার করিয়া বলিতেছে, "দেবল বিদ্রোহী। যাহাকে পুত্রীকৃত স্নেহের সলিলে অভিষিক্ত করিয়া বিজয়ী হইয়া ছিলে, বিষ্ণুবক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ-মণির ন্যায় যাহাকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া মর্ত্তে স্বর্গের তৃপ্তি অনুভব করিতে, সেই আজ তোমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রোত্তলন করিয়াছে!" যন্ত্রণাপীড়িত কণ্ঠে দেবরায় বলিলেন, "দেবল! মানুষ চিনিতেপারিলাম না। তাই এত ভালবাসা-শ্রদ্ধা-বিনয়ের অভিনয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে তত্ত্বরায়-প্রেরিত একখানি পত্র আসিল। তত্ত্বরায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। দেবল পার্ব্বত্য-সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েক সহস্র সেনা আনিগণ্ডী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া রাজধানীতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। রাজধানীর অধিবাসী বা স্থানপরবর্গ দেবলের সহিত যোগদান করে নাই। তত্ত্বরায় সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন পঞ্চসহস্র শিক্ষিত সৈন্ত পাইলে তিনি স্বয়ং এ বিদ্রোহ দমন করিতে পারিতেন এবং তিনিও সৈন্ত সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন।

মধুরাও বলিলেন, "দেব! এ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ত তোমাকেই যাইতে হইবে। এখানে যত অশ্বারোহী সৈন্ত আছে সবগুলি লইয়া তুমি এখনই প্রস্থান কর।" দেবরায় বলিলেন, "আর আপনি? আপনার নিকট অশ্বারোহী সৈন্ত একেবারেই থাকিবেনা?" মধুরাও বলিলেন, "এখন আমার অশ্বারোহী সৈন্তের প্রয়োজন নাই। এক পক্ষ পরে সমরোপকরণের অভাব হইতে পারে। তাহা প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা সত্বরপর হইলে করিতে পারি।" দেবরায় বলিলেন, "আপনি এখন কি করিবেন? আপনার এখানে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্ত ত্রৈলঙ্গকে সাহায্যদান; সে উদ্দেশ্ত ব্যর্থ হইয়াছে। এখানে পশ্চাতে রাখিয়া, সামন্তবাহিনী ও সাম্রাজ্য হইতে এত-

দূরে অবস্থান আপনি কি উচিত বিবেচনা করেন?" মধুরাও ধীরভাবে বলিলেন, "অন্য সময় হইলে আমি এ-স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতাম কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণকে বাধাপ্রদানের কোন চেষ্টা না করিয়া অপসৃত হইলে আমাদিগকে অবশেষে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্তরসীমান্তে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে।" অধিকক্ষণ পরামর্শের সময় ছিলনা। দেবরায় সেই নিশীথেই প্রস্থান করিলেন কিন্তু কেবল মাত্র আপনার পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইলেন।

আহ্‌মদ্ হিন্দু সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণের যে-সংকল্প করিতেছিলেন, বিনায়করাও চক্ষুমুখে সংবাদ পাইয়া তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কিন্তু আহ্‌মদ্ এমন নিপুণতার সহিত কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিলেন যে মধুরাওকে পাঙ্গাল পরিত্যাগ করিয়া কয়েক যোজন পশ্চাতে অপসৃত হইতে হইল। আহ্‌মদ্ তখনও মধুরাওকে আক্রমণ করেন নাই কেবল তাঁহার সম্মুখীন্ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন মাত্র।

দেবরায়ের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে সন্ধ্যাকালে আদোনীর সামন্তের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, রাজধানীতে বিপদের কথা শুনিয়া সামন্তসৈন্য রাজচূড়ের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে চলিয়া গিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া মধুরাও তৎক্ষণাৎ সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন। শিবিরের আলোক যথাযথ প্রজ্বলিত রাখিয়া হিন্দু-সৈন্য কৃষ্ণাতীরের অভিমুখে ধাবিত হইল। মধুরাও ও বিনায়করাও তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পশ্চাদ্‌রক্ষার রক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন পূর্ব্বগগনে ধূসর আভা প্রকাশ পাইতেছিল তখন মধুরাও বিনায়ক-রাওকে বলিলেন, "ত্র্যম্বক-রাওয়ের পুত্র! আমাদের এখানে অবস্থানের আর প্রয়োজন নাই। আবার তুমি সামন্ত হও; আমাকেও উপস্থিত সামন্ত হইতে হইবে।" উত্তরে তখন অশ্বারোহণ করিয়া সেই মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সেনা লইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন।

আহ্‌মদ্ রণসজ্জা করিতেছিলেন, এমন সময় দূত আসিয়া বলিল যে শত্রুরা পলাইয়াছে। রোষে গর্জ্জন করিয়া আহ্‌মদ্ শিবিরের বহির্ভাগে আসিয়া দেখিলেন দূতের কথাই সত্য; অজগরের ন্যায় বিজয়নগরের অশ্বারোহী আপনার গন্তব্য পথে চলিয়াছে, পশ্চাতে মাত্র দুইটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি। নবোদিত সূর্য্যালোকে তাহাদিগের মধ্যে একটিকে তিনি চিনিতে পারিলেন কারণ দণ্ডনায়ক মধুরাওয়ের সহিত তাঁহার বহুবার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মধুরাওয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আহ্‌মদ্ কোন ফললাভ করিতে পারিলেন না। অধিকাংশ হিন্দু অশ্বারোহী নিহত হইল বটে কিন্তু বিজয়নগরের মূল বাহিনী নিরাপদে কৃষ্ণা অতিক্রম করিল। আপন সেনাকে নিরাপদ দেখিয়া মধুরাও শেষ চেষ্টা করিয়া আহ্‌মদের অশ্বারোহীর ব্যূহ ভেদ করিয়া হতাবশিষ্ট দুই শত সেনা লইয়া নদী তীরে আসিলেন। কোলাহল করিয়া মুসলমানগণ পশ্চাতে অশ্ব ধাবিত করিল। মধুরাওয়ের স্বল্পসংখ্যক সেনা তখন অশ্বপৃষ্ঠে নদীজলে ঝম্প প্রদান করিল; সর্ব্বশেষে মধুরাও ও বিনায়ক রাও। যখন আহ্‌মদ্ ও তাঁহার অনুগামী সৈন্যদল তীরে উপনীত হইল তখন মধুরাওয়ের দুই শত

সৈন্য নদীর মধ্যস্থলে, কিন্তু মধুরাও ও বিনায়ক রাও তীর হইতে মাত্র দশ হস্ত দূরে। মুসলমান সেনার কেহ কেহ নদী জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিল, কেহ বা উচ্চ তীর ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া অস্ত্রবর্ষণ করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু আহ্‌মদ্ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "এতক্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন ঐ দুইটি সওয়ারকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধ হইবে না, শুধু হত্যা হইবে। শুগাধ্ যেরূপ কন্তুমকে হত্যা করিয়াছিল ইহা ঠিক সেইরূপ হত্যাই হইবে।" কৃষ্ণার অপর তট হইতে হিন্দু কটক উদ্‌গ্রীব হইয়া এ- দৃশ্য অবলোকন করিতেছিল। আহ্‌মদ্ তাহাদিগের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, "যুদ্ধ হইবে উহাদের সহিত। ওখানে এত তাড়াতাড়ি করিয়া যাইলে চলিবে না।" আহ্‌মদ্ কৃষ্ণা অতিক্রম করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণার দক্ষিণ তটে উপস্থিত হইয়া মধুরাও বিনায়ক রাওকে তাঁহার নিকট সামন্তবাহিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই আহ্‌মদ কৃষ্ণা অতিক্রম করিলেন। পশ্চাৎপদ্ হইতে হইতে মধুরাও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমান্তের নিকট আসিলেন। সেখানেও সামন্তবাহিনীর দর্শন পাইলেন না ; কিন্তু সম্রাটের দেহ রক্ষী-সৈন্য যাহারা রায়চুড়ের সম্মুখে ছিল তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তাহাতেও ফল হইল না। দেবরায়ের অনুপস্থিতির জন্য নানারূপ সন্দেহ করিয়া তাঁহার সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মধুরাও তুঙ্গভদ্রা নদীর পরপারে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পদাতিক সেনা আহ্‌মদের উপর্য্যুপরি আক্রমণে একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। আহ্‌মদ্ তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মধুরাও বুঝিতেছিলেন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। যদি বিনায়ক রাও সামন্তবাহিনী লইয়া ও দেবরায় নূতন সৈন্য লইয়া আসিতে পারেন তবেই সীমান্ত রক্ষা হয়। দূতের পর দূত সেই উদ্দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল।

দেবরায় যখন রাজধানী অভিমুখে অশ্বচালনা করিতেছিলেন তখন কেবল ভাবিতেছিলেন বিদ্রোহের কথা। পিতৃব্য কি রাজধানীতে আছেন? তিনি কি জীবিত? বোধ হয় তিনি জীবিত নাই। না—সম্ভবতঃ তিনি রাজধানীতে নাই। কিন্তু দেবলের বিশ্বাসঘাতকতা! দেবল নিশ্চয়ই বহুদিন হইতে এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। তাহার বিশ্বাসঘাতকতার সংকল্প পিতৃব্য কি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন? পিতৃব্য যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাতে বোধ হয় তিনি জানিতেন; নতুবা তাহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অত চেষ্টা পাইয়াছিলেন কেন? হেমের সহিত তাহার বিবাহে প্রথমে আপত্তি উত্থাপিত না করিয়া শেষে আপত্তি করিলেন কেন? সেদিন সভাগৃহে যতবার দেবরায় সেই কথা পিতৃব্যকে স্মরণ করাইতে গেলেন, তিনি ততবার বাধা দিলেন, কিছু কহিতে দিলেন না, প্রচণ্ড রোষ দেখাইলেন। কিন্তু দেবলকে যখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে রাজ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তখন তিনি কেন আপত্তি করিলেন না? তবে—এও কি সম্ভবপর? নিশ্চয়।—পৃথিবীতে সকলই সম্ভবপর হইতে

পারে। চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসঘাতকের দল। পিতৃব্যকেই বা বিশ্বাস কি? রাজার আত্মীয়ও শত্রু হয়।—সব বিশ্বাসঘাতক। মধুরাও ও—সহসা দেব রায়ের চেতনা হইল। তিনি সবলে কুচিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিলেন। অনুতপ্তস্বরে বলিলেন, "দেবদেব বিরূপাক্ষ! ভগবান বিঠলদেব! অপরাধ ক্ষমা করিও।" মনে মনে পিতৃতুল্য বৃদ্ধদ্বয়ের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধরা বিশ্বাসঘাতক হয় না, সে শুধু যুবকের নিজস্ব। পিতৃব্য যদি সিংহাসনে বাসনা করিতেন, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে পারিতেন। আর পিতৃতুল্য শিক্ষাগুরু দণ্ডনায়ক মধুরাও—ভগবন্! ক্ষমা করিও। কি ভাবিলাম! ধিক্ আমাকে, শত ধিক।"

অনুশোচনা ও দুশ্চিন্তা ভারে পীড়িত হইয়া অশ্বচালনা করিতে করিতে দেবরায় সাম্রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন শুনিলেন মারাপ্পা ও তম্বুরাও দেবলকে বিতাড়িত করিয়াছেন। আনিগণ্ডীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সংবাদ পাইলেন, দুর্গে তম্বুরায় আহত হইয়া শায়িত আছেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তম্বুরায় ক্ষতবিক্ষত দেহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মরণকাল পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেজন্য বিজয়নগরের রুধিরসিক্ত রাজপথ হইতে অনুচরবর্গ তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিল। দেবরায়কে দেখিয়া সে-পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয় হউক।" দেবরায় বলিলেন, "আমার জয়ের জন্য প্রাণ দিলে, তম্বু!" তম্বুরাও পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন, পারিলেন না। ব্যর্থ চেষ্টার দারুণ বেদনা মুখমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে প্রকটিত হইল। দেবরায় তাঁহার বক্ষোপরি ধীরে ধীরে হস্ত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বড় যাতনা কি, তম্বু?" তম্বুরাও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না, সম্রাট্! যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে।" বৈদ্য ঔষধ মর্দ্দন করিয়া তম্বুরাওকে পান করিতে দিলেন। দেবরায় চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তাহার পর সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম কোথায়? সে কি এখানে নাই?" তম্বুরাওয়ের ঔষধ পান তখন শেষ হইয়াছে; তিনি বলিলেন, "হেম এ কয়েক দিন আমার শিয়র ত্যাগ করে নাই; আজ আমাকে সুস্থ দেখিয়া সে পিতৃব্য মারাপ্পার কথায় তাঁহার সহিত প্রাসাদে গিয়াছে।" 'সুস্থ' কথাটি বলিয়া তম্বুরাও মলিন হাস্য করিলেন। দেবরায় সে হাস্যের অর্থ অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তম্বু! তুমি অচিরে সুস্থ হইবে, তুমি"—বাধা দিয়া তম্বুরাও বলিলেন, "মার্জ্জনা করিবেন, সম্রাট্! এই শয্যা আমার মৃত্যুশয্যা। বৃদ্ধ মারাপ্পা তাহা বুঝিয়াই হেমকে লইয়া গিয়াছেন। আমার এ সুস্থতার লক্ষণ মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস। সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিলাম, দুঃখ নাই, এই প্রাণদানেই প্রাণের সার্থকতা। কিন্তু—কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে।" তম্বুরাও দেবরায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবরায় দেখিলেন, তাঁহার চক্ষু প্রবল আকাঙ্ক্ষার অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তিনি বলিলেন, "বল, তম্বু! তোমাদিগকে অদেয়

আমার কিছুই নাই।" তনুরাও বলিলেন, "সম্রাট! আমরা নির্জ্জন?" দেবরায় কক্ষস্থিত ব্যক্তিগণকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা চলিয়া গেল। দেবরায় বলিলেন, "বল, তনু! কি বলিবে।" তনুরায় দ্রুত নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, "রাজা! আমার কথা কহিবার শক্তি হয়ত শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে। কত কি বলিতে চাহি, কিন্তু যাহা না বলিলে আমি মরিয়াও শান্তি পাইবনা, তাহাই প্রথমে বলিব। রাজা! হেম তোমাকেই ভালবাসে; মরিতে চলিয়াছি, মিথ্যা বলিয়া পাপার্জ্জন করিব না। তুমি বিবাহ করিবে না জানি, কিন্তু হেমের সহিত আর কাহারও বিবাহ দিওনা।" তনুরাওয়ের চক্ষু বহিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল। দেবরায়ের নয়নেও অশ্রুবিন্দু; তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "তাহাই হইবে, তনু!" গভীর আশ্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া তনুরাও বলিলেন, "আঃ এখন সুখে মরিতে পারিব। রাজা! আমাকে তুঙ্গভদ্রার ঘোর ঘিরিয়া ফেলিতেছে। হেম—হেম কোথায়? না—থাক্। রাজা! আমার মৃত্যুর পর হয়তো আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিবে। দেবল বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাতে আমারও অপরাধ আছে। আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করিও। জীবনে যুদ্ধই শিখিয়াছিলাম, আর কিছু শিখি নাই। রাজা! তুমি যাও; বৃদ্ধ মায়াম্মা প্রাসাদে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন—হেমও সেখানে। আঃ—আমার মনে হইতেছে যে আমার শৈশব ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি যেন তুঙ্গভদ্রার তীরে বসিয়া জল কল্লোল শুনিতেছি। আমি এখন ঘুমাইব।" তনুরাও নীরব হইলেন।

দেবরায় তনুরাওকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া বৈদ্যকে আহ্বান করিলেন। শীর্ণ শির আন্দোলন করিয়া বৈদ্য বলিলেন, "মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্ঞান হইতেও পারে, না হইতেও পারে।" বৈদ্যের বাক্য শুনিয়া দেবরায় হেমকে আনিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। প্রাসাদে সংবাদ শুনিয়া মায়াম্মা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিলেন; কিন্তু দেবরায় যখন হেমকে ভ্রাতার সহিত শেষবার সাক্ষাৎকারের জন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন, তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তিনিও সঙ্গে চলিলেন; কিন্তু তনুরায়ের সহিত দেখা আর হইল না।

ক্রমে সম্রাট বিদ্রোহ-দমনের আংশিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। রাজধানীতে তখন পূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজমান। দেবল বিংশতি সংখ্যক হস্তি-পৃষ্ঠে তীরক, রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রা স্থাপন করিয়া দক্ষিণে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, শীঘ্র সমরোপকরণ ও খাদ্যাদি সংগ্রহের উপায় নাই। যে কয়েক সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা লইয়া দেবরায় পুনরায় তুঙ্গভদ্রার তীরে আসিলেন। সেখানে তখনও প্রাণপণ করিয়া মধুরাও, আদোনীরাজ ও বিনায়করাও যুদ্ধ করিতেছিলেন। দেবরায় মধুরাওকে বলিলেন, অশ্বারোহী সৈন্য বিংশতি সহস্র আনিয়াছি—শূল, এবং তীর আনিতে পারি নাই।" মধুরাও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "প্রয়োজন হইবে না। আমার পদাতিক সেনাকে চিরকালের নিমিত্ত তুঙ্গভদ্রার বাম তটে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন বীরের মত মৃত্যু—জয়লাভ আর হইবে না।"

আদোনী-রাজ সামন্ত-সৈন্য লইয়া আদোনী রক্ষা করিতে গেলেন। নাগররাও আপন দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শাহজাদা হাসান সে দুর্গ অধিকার করিলেন। নাগররাও আহত অচৈতন্য অবস্থায় বন্দী হইলেন। মধুরাও ও দেবরায়ের শত চেষ্টা সত্ত্বেও খান্-খানান্ আহ্‌মদ্ আসুরিকবলে তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করিলেন। সে দারুণ বেগ কেহ রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পশ্চাৎপদ হইতে হইতে বিজয়নগর সেনা রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইল। রাজধানী রক্ষা করিতে গেলেন দেবরায়; আনিগণ্ডীতে থাকিলেন মধুরাও। আনিগণ্ডী অবরুদ্ধ হইল। দুর্গ আর রক্ষা হয় না। প্রাকার-নিম্নে আহ্‌মদ্‌কে দেখিয়া একদিন মধুরাও বলিলেন, "সেনাপতি! আজ দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্থির হইয়া যাক্ আনিগণ্ডী কে রাখিবে। রাজধানীর জন্য সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিবেন্।" আহ্‌মদ্ এক লম্ফে অশ্ব-পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য। মীর ফজল্ উল্লা! সৈন্য সরাইয়া লও।" মধুরাও নিম্নে অবতরণ করিলেন।

আহ্‌মদ্ আঘাত প্রতিহত করিয়া বলিলেন, "মীর! পুত্রকে পাঠান্। আপনার যুদ্ধের সময় গিয়াছে।" "আমার পুত্র নাই। যুদ্ধের এই আঘাত রোধ কর।" আহ্‌মদ্ সে আঘাতে কয়েক পদ পিছাইয়া গেলেন, পুনরায় ওষ্ঠ দৃঢ় নিবদ্ধ করিয়া আঘাত করিলেন; বৃদ্ধ চর্ম্ম পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। হিন্দু-মুসলমান নিস্তব্ধে যুদ্ধ দেখিতেছিল। মধুরাও আঘাত করিতে গিয়া বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, ভূপতিত হইলেন। আহ্‌মদ্ অস্ত্র উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া রাখিলেন, বলিলেন, "সন্ধি হউক্, যুদ্ধে কাজ নাই।" মধুরাও উঠিয়া বলিলেন, "এ-যুদ্ধের জন্য আমি দায়ী। আমি জীবিত থাকিতে সন্ধি হইবে না।" দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া আহ্‌মদ্ বলিলেন, "তবে তাহাই হউক্।" মধুরাওয়ের অস্ত্র ভগ্ন হইল, তিনি আহত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। আহ্‌মদ্ বলিলেন, "এতক্ষণে —" "এখনও মরি নাই" বলিয়া মধুরাও দেহের শেষ বল একত্র করিয়া প্রচণ্ড বেগে দুই হস্তে আপনার বিরাট ঢাল আহ্‌মদকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। আহ্‌মদ্ মস্তক অবনত করিয়া ছিলেন। চর্ম্ম শিরস্ত্রাণের উপর লাগিয়া তাঁহাকে পাতিত করিল। আহ্‌মদ্ গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই সুলতান ফিরোজ দূর হইতে বলিলেন, "খবরদার! কাফেরের জান লইও না। হকিম্ কোথায়?"

মধুরাওয়ের অচৈতন্য দেহ শিবিরে নীত হইল।

অজানা।

সে যে কোথা থাকে কেহ জানে না;
চির চঞ্চল সে যে চিরকাল,
স্থির থাকে কেহ শুনে না
যোগেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব সর্ব্বময়,
সর্ব্বভূতে সর্ব্বভাবে সমুদয়,
সর্ব্বজীবগতি সর্ব্বভূতাশ্রয়,
সর্ব্বভূতে তা'র করুণা।
ক্রীড়নক লয়ে ব্রহ্মাণ্ড গোলকে
মহাশূন্যে খেলে লীলার পুলকে,
কারণ-সাগরে কিরণ ঝলকে
পরম ব্রহ্মে আত্ম স্থাপনা।

শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী।

মিসেস্ ইঞ্চ্‌বল্ড্।

মিসেস্ এলিজাবেথ্ ইঞ্চ্‌বল্ড্ ১৭৫৩ খ্রীঃ-অব্দে ১৫ই অক্টোবর তারিখে ইংলণ্ডের এক দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হইবে পলাশী যুদ্ধের চার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার তিনটি ভ্রাতা ও চার ভগ্নী। পাঁচটি ভগ্নীই সুন্দরী ছিলেন। তাঁহাদিগের মাতা নিকটস্থ নগরে প্রায়ই অভিনয় দেখিতে যাইতেন এবং সম্ভবপর হইলে তাঁহার সন্তানগণকে সঙ্গে লইতেন। ইহার ফলে বালক-বালিকাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তরে নাট্যশালায় অভিনয়ে যোগ দিবার বাসনা জাগিল। এলিজাবেথের এক ভ্রাতা একজন অভিনেতা হইলেন। এবং পিতার মৃত্যুর পর আঠার বৎসর বয়সে এলিজাবেথও অভিনেত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী নির্দ্দোষ না হওয়ায় তাঁহাকে উপস্থিত এ-বাসনা ত্যাগ করিতে হইল।

কয়েক মাস পরে তিনি মাতার নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া রাজধানী লণ্ডনে আসিলেন। কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিশ তিনি একটি পেটিকার মধ্যে লইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নিকট অতি সামান্যই অর্থ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, লণ্ডনে আসিয়া তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত দেখা হইবে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন। কিন্তু সে-সময় তাঁহাদের কেহ তথায় উপস্থিত না থাকায় তাঁহাকে একাকিনী অপরিচিত স্থানে বিষম বিপদে পড়িতে হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামী ইঞ্চ্‌বল্ড্ নামক একজন অভিনেতার নিকট পরামর্শ চাহিলেন। এলিজাবেথ যখন নিজ গ্রামে থাকিতেন তখনই ইঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ইঞ্চ্‌বল্ড্ বলিলেন যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই এ-বিপদ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। সহায়-সম্পদ-হীনা রমণী কহিলেন, "কে আমাকে বিবাহ করিবে?" ইঞ্চ্‌বল্ড্ কহিলেন যে এলিজাবেথের যদি অমত না থাকে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। এলিজাবেথ আপনার সম্মতিদান করিয়া বলিলেন, "আমি ইহার জন্য চিরকৃতজ্ঞ রহিব।"

এরূপ ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞ হওয়া নারীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ঘটনাচক্রে পড়িয়া গৃহস্থ-কুমারী যেরূপ নিরাশ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন "কে আমাকে গ্রহণ করিবে?," নয়বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সেই সময়কার রাণীর মুখ হইতে ঠিক সেইরূপ কথাই বাহির হইয়াছিল। ইতিহাসে বলে সেই সময়কার ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় জর্জ্জের পত্নী বিবাহের পূর্ব্বে একদিন দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার ন্যায় ভাগ্যহীনা রমণীকে কে বিবাহ করিবে?" তাঁহার রূপের খ্যাতি ছিল না। বংশগৌরবও ছিলনা, কারণ তাঁহার পিতা জার্ম্মণীর এক ক্ষুদ্র নৃপতি মাত্র ছিলেন। ইংলণ্ড বলে যাহা ইউরোপ-খণ্ডের একটি বিখ্যাত দেশ। যখন ইংলণ্ডের রাজা দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং অবশেষে বিবাহ করিলেন তখন রমণী-হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে কিরূপ পূর্ণ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রাণী তাঁহার সুদীর্ঘ বিবাহিত

জীবনে কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিয়া তাঁহার হৃদয়গত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি মিসেস্ ইক্‌বল্ডের ভাগ্যে পতিসাহচর্য্য দীর্ঘকাল ভোগ করিবার অবসর ঘটিত তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন আরও মধুময় হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

১৭৭২ খ্রীঃ-অব্দের জুন মাসে এলিজাবেথের সহিত মিঃ ইকবল্ডের বিবাহ হইয়া গেল। সেই বৎসরেই তিনি মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র প্রণীত কিংলীয়ার নাটকে কর্ডেলীয়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন, আয়র্লণ্ডের প্রধান নগরী ডবলিন এবং অন্যান্য স্থানে অভিনয় করিয়াছিলেন এবং স্কটলণ্ডেও প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকা লইয়া চার বৎসর অভিনয় করিয়াছিলেন। সুরূপা হইলেই ভাল অভিনেত্রী হওয়া যায় না। বাক্য উচ্চারণ করিবার ভঙ্গী নির্দ্দোষ ছিলনা বলিয়া তিনি অভিনেত্রী হিসাবে উচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বন্ধু ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিসেস্ সিডন্স্ যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, মিসেস্ ইক্‌বল্ডের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; তাঁহার যাহা কিছু বর্ত্তমান খ্যাতি তাঁহার লিখিত পুস্তকের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তথাপি অর্থাভাবে সময়ে সময়ে তাঁহাদের এইরূপ অনাহারেই দিন যাপন করিতে হইত। একদিন আহার্য্যের অভাবে ক্ষেত্র হইতে শালগম তুলিয়া সেই খানেই ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা দিন অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু চিরকাল কাহারও দুঃসময় থাকেনা। তাঁহাদের সুদিন শীঘ্রই আসিল।

তাঁহার বিবাহের পর সাতটি বৎসর সুখে কাটিয়া গেল। তাহার পর তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল। এখন হইতে তাঁহাকে আপন ক্ষমতা ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইল। তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। তাঁহার সন্তান ছিলনা, সেই জন্য শিশুদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। তাঁহার হৃদয় যে স্নেহপ্রবণ ছিল তাহার আর একটি প্রমাণ, তিনি আপনার ভগ্নীদিগকে আপনার সামান্য আয় হইতেই সাহায্য স্বরূপ অর্থ প্রেরণ করিতেন। যখন তাঁহার মাসিক আয় একশত টাকা তখনও তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অভাবগ্রস্ত হইয়াও ভগ্নীদিগের অভাবমোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি A Simple Story নামক একটি উপন্যাস লিখেন কিন্তু তখনই তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বার বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইতঃমধ্যে তিনি কয়েকখানি প্রহসন লিখেন; কিন্তু কোন রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারীই সেগুলির অভিনয় করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতি অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয় নাই; কারণ তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার প্রথম প্রহসন The Moghul Tale' অভিনীত হয়; ইহাতে তিনি দেড় হাজারের উপর টাকা পাইলেন। তিন বৎসরে তিনি আর একখানি প্রহসন (Such Things Are) লিখিয়া সাড়ে তের

হাজার টাকা পাইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি নাট্যশালার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় নয় শত টাকা। নাট্যশালার সংস্রব পরিত্যাগ করার দুই বৎসর পরে তাঁহার বার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত A Simple Story নামক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে যখন তাঁহার বয়স একচল্লিশ বৎসর তখন Nature and Art নামে তাঁহার অপর উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেকগুলি নাটক ও প্রসহন খণ্ডাকারে একত্র করিয়া তাহাতে জীবনী ও সমালোচনাযুক্ত ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই ভূমিকাগুলিই তাঁহার শেষ রচনা।

ক্রমশঃ

শোকসংবাদ।

প্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাসরাজ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ লেখক লেখিকা আছেন, তথাপি ইঁহাদিগের মধ্যেও তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক।

৺শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী পূজ্যপাদ ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী—৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। তাঁহার প্রকৃত নাম সুরূপা—ইন্দিরা তাঁহার ছদ্মনাম। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ইঁহার সহোদরা। বঙ্গ-সাহিত্য ইঁহার পিতৃকুলের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী স্বকীয় রচনা দ্বারা সেই ঋণের ভার আরও বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

'নির্ম্মাল্য' তাঁহার প্রথম গ্রন্থ, তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'উপন্যাস'স্পর্শমণি'র 'উমা' চরিত্র বাঙ্গালার উপন্যাসে একটি অমূল্য নিধি। বামাবোধিনীতে তাঁহার যে কয়টী গল্প উপন্যাস ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে পাঠক পাঠিকাবর্গ দেখিয়াছেন তাঁহার লিখিবার শক্তি কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির ছিল। অন্যান্য মাসিক পত্রিকাদিতেও তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। দেশবাসিগণকে তাঁহার শেষ উপহার 'প্রত্যাবর্ত্তন'। রোগশয্যায় শায়িতা হইয়া তিনি এই উপন্যাস সমাপ্ত করেন।

পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন এবং তাঁহার মাতৃ-হারা সন্তানগণের এবং বিয়োগ-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনগণকে সান্ত্বনা দিন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' রচয়িতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অতীত যুগের স্মৃতির সহিত বর্ত্তমান যুগের যে বন্ধন ছিল তাহার আর একটি শৃঙ্খল চূর্ণ হইল। পার্থিব চক্ষুর সম্মুখ হইতে তিনি অন্তর্হিত হইলেন বটে কিন্তু সাহিত্য-জগতে তিনি অমর হইয়া রহিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম' তাঁহার স্মৃতি সজীব করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে দেশমাতা আর একটি সুসন্তান হারাইয়াছেন। হোমিওপাথি চিকিৎসক তাঁহার অসাধারণ

খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক সহপাঠী তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তাঁহাকে তিনি বলিয়াছেন, "আর কেন ভাই! ঈশ্বর আমাদিগকে সব দিয়াছেন। এখন শেষের দিনের জন্য সকল সময়ই প্রস্তুত রহিয়াছি।" সে যুগের চিকিৎসকগণের মধ্যে এখন ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী এবং সার্ কৈলাসচন্দ্র বসু এই দুইজন রহিলেন বলিলেই হয়।

পুস্তক সমালোচনা।

ভজার বাঁশী।—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহাশয় এই শিশুরঞ্জক পুস্তক খানির প্রণেতা। ইহার প্রকাশক এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড্। মূল্য ১।০ মাত্র।

বর্ত্তমান যুগের শিশুগণের সৌভাগ্য যে তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ যত্নবান্ হইয়াছেন। 'ভজার বাঁশী' পুস্তকখানিতে শিশুদিগের উপযোগী কবিতা, সঙ্গীত, হেঁয়ালি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকগুলি সুন্দর চিত্রে ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। কবিতাগুলির ভাব বিদেশী ছড়া হইতে লওয়া। ভাষা সুন্দর হইয়াছে কিন্তু কয়েকটি স্থলে আরও বেশী দেশী ভাব দেওয়া যাইতে পারিত। যথা বুড়ী ও ভেড়ীর গল্পের স্থানে আমাদিগের দেশেও একটা নছোড়বান্দা শেয়ালের গল্প আছে—সেটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তাহা হইতে কিয়দংশ লইলে 'কসাই'-এর অবতারণা করিতে হইত না।

কবিতাগুলি ছন্দের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে জন্য বোধ হয় অনেক স্থলে এগুলিকে শিশুগণ মনে রাখিতে সমর্থ হইবে না,—গল্প হিসাবে এগুলিকে মনে রাখিবে। পুস্তকের মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মূল্য অধিক হইলে চলে না।

শিশুনীতি।—কুমারী শ্রীপূর্ণিমাপ্রভা চৌধুরাণী প্রণীত,—মূল্য ৵০ মাত্র। রচয়িত্রী স্বয়ং বালিকা হইয়া শিশুদিগের জন্য এই পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে শিশুগণের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়ার কাজ হইবে। ইহাতে কয়েকটি সুললিত কবিতাও আছে। বইখানি পড়িয়া মনে হয় ইহা দ্বারা শিশুগণ শিক্ষা ও উপদেশ উভয়ই লাভ করিতে পারিবে। পুস্তিকাখানি শিশুগণের জন্য লিখিত সুতরাং কয়েকখানি চিত্র ইহাতে থাকিলে ইহা আরও চিত্তাকর্ষক হইত।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী-প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ , নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ।

যদি আপনার প্রিয়-জনের ছবি (ফটো) চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ২৷৷০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮" × ১৪" সাইজের সুন্দর একখানি ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারিব, নচেৎ আরও ৵৲ টাকা বেশী লাগিবে গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,
৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী স্বরূপ। ভাষা ভাব অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতিবালিকা-বালিকাগণকে কাচের খেলার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই হইতে হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারসসিটী।

বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

১। কর্ম্মসাধন (প্রথম ভাগ)।০ স্থলে ৵০ ২। ঐ (২য় ভাগ) ।৵০ ,, ।০ ৩। কৃষ্ণকুমারী ৷৷০ স্থলে ।০। ৪। বেদিয়া বালিকা ৵০ স্থলে ৵০। ৫। বনবাসিনী ৵১০ স্থলে ৵০। ৬। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৷১০ স্থলে ৷৫। ৭। নারী-শিক্ষা (২য় খণ্ড)৷৷০ ও ৸০। ৮। কারাকুসুমিকা ৷৵০। ৯। ইঙ্গিত ও আদর্শ।০ স্থলে ৵০। ১০। মানব-সখা ৵০। ১১। ডিপুটি-বিভূতি-যোগ ৵০ স্থলে ৵০। প্রত্যেক বর্ষের পুরাতন বামাবোধিনী ২৲। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ব্রেন পিলের জন্মকথা বিনামূল্যে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং।
কুণ্ডা, দেওঘর, এস, পি)।

December, 192 Reg. No. C. 13.4

৩০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯—ডিসেম্বর, ১৯২২।

সূচী

১।	গান	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৩১
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত	২৩২
৩।	গান ও স্বরলিপি	গীত-রচয়িতা—মৌলবী গুলাম্ মুস্তাফা সাহেব, বি-এ, বি-টি সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	২৩৭
৪।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২৩৯
৫।	কেন (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	২৪১
৬।	নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২৪১
৭।	মিসেস্ ইফ্‌ব্রড্	শ্রীযুক্ত—	২৪৪
৮।	হারানিধি (কবিতা)	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	২৪৭
৯।	বিধির বিধি (উপন্যাস)	শ্রীমতী মনীষালা দেবী	২৪৮
১০।	স্মরণে (কবিতা)	শ্রীমতী মনোরমা দাসী	২৫৩
১১।	মধুর চাষ	শ্রীযুক্ত—	২৫৫
১২।	সোণার হার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত—	২৫৫
১৩।	উপদেশের ঝুড়ি	শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শর্ম্মা	২৬১
১৪।	সঙ্কলন		২৬৩

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল সিটিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০; মফঃস্বলে ২৷৷৴০;

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র)।

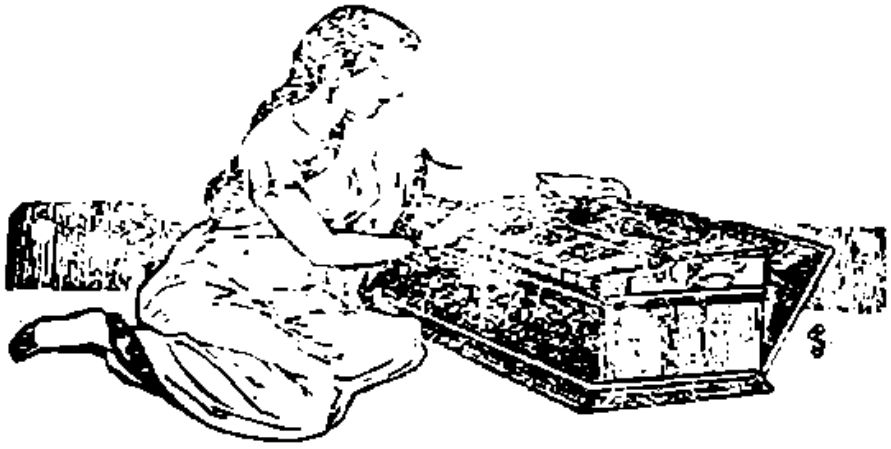

অবার এসেছে আকাশ ছেয়ে

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী সিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	৮'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন ফ্লুট" : : : :

তিন অক্টেভ,	৮'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	৮'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	৮'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,

৮নং ডালহাউসীস্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

টেলিগ্রাম "মিউজিকেরন"

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

টেলিফোন ১০৫১ কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

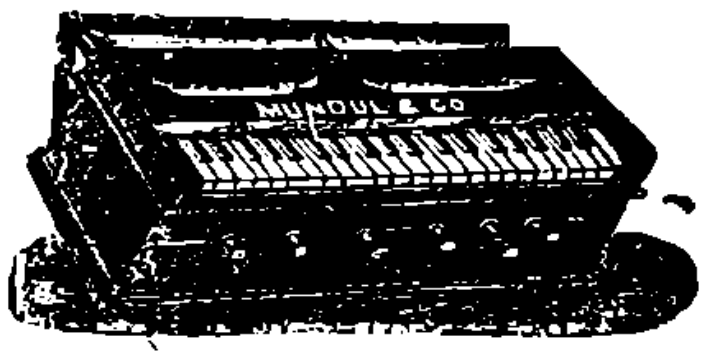

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগি প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ টোন ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ টোন ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত—৫৩ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৷০, রিড্ল্যাণ্ড ড্রামহেড ও অল্‌পেট ১৷০, চ্যাপ্টামাথা, নারিকেলী, কাফ্রিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল ৫৲, ব্রিলায়েন্ট, আলজিয়ার্স, লিনরমেণ্ডস্, আর্লি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷০, ফুলকপি ফেবারিট ১৲, ওলকপি সাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও লাল, সাদা, কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ।০, বাধাছাদান টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬/ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, থ্রোকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, সাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুঁটী ও স্নেকবীন ⁄০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আদত টীন বাক্স :— ১০ রকম ৩৷০, ১৫ রকম ৪৷০, ২৫ রকম ৫৷০, পাটনাই ফুলকপি ।০, পেঁয়াজ ।০, কাঁথির মূলা ⁄০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ⁄০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেপে ১৲, লেড্ হাতি লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ।০, (সের ৫৲)। এই সময়ে বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচ সহ ১৷০। মনোহর বরসুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ।০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচ সহ ১৷০, তামাক বীজ ⁄০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ ফল, ফুলের চারা ও কলম সর্ব্বত্র-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

বেঙ্গল নার্শারী

১৯, [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] মূলা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১।	অর্দ্ধ কলম বা সিকি পৃষ্ঠা	মাসিক	২৲
২।	এক কলম বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠা		৩৷৹
৩।	বিজ্ঞাপন এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য অর্দ্ধ পৃষ্ঠা		৩৲
	ঐ পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৫৲
৪।	মলাট বা মলাটের সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা এবং মূল পুস্তকের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা		৭৲

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ

BHARAT DHARMA MAHAMHNDAL.

THE ALL INDIA HINDU SOCIO RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President H H the Maharaja of Darbhanga, *G C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price ROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

বঙ্গীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অগ্নির অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

পোঃ আঃ—খালাপাড়া, রংপুর।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ ভারী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দারিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৲০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২১২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৷১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ড্রপসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত; ভাষা অতিসরল ও সুখপাঠ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 712. December, 1922.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১২ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। ডিসেম্বর, ১৯২২।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান।

বাজে বাজে মঙ্গল-বীণা বাজে,
বিশ্ব-ভুবন মাঝে,
পূজিতে বিশ্বরাজে!
অবশ প্রাণ! কেন রে ম্লান,
কেনরে কাঁদিস্ মরে,
বিষাদ-দৈন্য-লাজে!
বাজে বাজে মঙ্গল-বীণা বাজে!
জাগরে প্রাণ! আরতি-গান
গাও রে চিত্ত ভরে,
ভক্ত-পূজারি-সাজে!
বাজে বাজে মঙ্গল-বীণা বাজে!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কতকগুলি শব্দের অর্থ যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে এই অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কাহাকে বলে, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি, অধিযজ্ঞ কি এবং মরণকালে নিয়তাত্ম যোগী আপনাকে কিরূপে অবগত হন?"

ভগবান্ ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন "যিনি সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় ও বিকার-বিহীন তিনিই ব্রহ্ম। আর স্বভাব অর্থাৎ আত্মভাব যাহা তাহাই অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্মত্ব শরীর-সম্বন্ধেই উৎপন্ন হয়। আর যাবতীয় ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও [illegible] যজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণক্রিয়া

তাহাই কর্ম্ম বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ইহাই সূক্ষ্ম সৃষ্টির ও প্রলয়ের কারণরূপ নানা যজ্ঞ, যাহা দেবোদ্দেশে আচরিত হয়। আর সংসারে যত প্রকার পঞ্চভূতাত্মক বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বদাই ক্ষয়ভাবাপন্ন অর্থাৎ সততই হ্রাস বৃদ্ধি ও নাশ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকেই অধিভূত কহে। আর ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে চৈতন্য প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্ব্ববিধ চেষ্টা সাধিত করিতেছেন তিনিই অধিদৈব পুরুষ। এবং সর্ব্ব দেহধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে তুমি অর্জ্জুন, তুমি আমাকেই সকল দেহে অধিযজ্ঞরূপে জ্ঞাত হইও। এ সকলই এক যে আমি, সেই আমারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ বলিয়া অবগত হইও। মরণ-সময় যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হন বা আমিই হইয়া যান। কারণ, এই একটি স্থির-নিশ্চয় নিয়ম আছে যে যে ব্যক্তি মরণ-সময়ে যাহা ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি মরণানন্তর তাহাই প্রাপ্ত হয়। কারণ সে মরণের পূর্ব্ব হইতেই সদা তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া তদ্রূপই হইয়া পড়ে।"

এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, "অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বকালেই আমাকে স্মরণ করিতে থাক এবং প্রাণক্রিয়া-রূপ যুদ্ধও কর। যদি আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন-বুদ্ধি অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। কারণ, অভ্যাস-যোগযুক্ত হইয়া অনন্যমনে সতত চিন্তা করতঃ দিব্য পরম পুরুষই যে আমি, সেই আমাকেই পাইবে অর্থাৎ আমিই হইয়া যাইবে। মরণ-কালে কিরূপে আমাকে চিন্তা করিয়া পাইবে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। অর্থাৎ যখনই বুঝিবে যে অন্তকাল উপস্থিত তখনই সতত ক্রিয়া-যোগ-অভ্যাসে যে শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছ তাহার বলে প্রাণকে ভ্রূদ্বয় মধ্যে অর্থাৎ দ্বিদল মধ্যে নীত ও স্থির রাখিয়া সনাতন-সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম এবং সকলের ধারণকর্ত্তা প্রকৃতির পর-পারস্থ অচিন্ত্য-রূপ অর্থাৎ অলৌকিক-রূপ আদিত্যবর্ণবিশিষ্ট আমাকে অনন্যমনে ও পরম ভক্তিসহকারে চিন্তা করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই দেহান্তে আমাকেই পাইবে। এইজন্যই বলে, তপ জপ করিলে কি হইবে, মরিতে জানিলে হয়।' এই দিব্য পরম অক্ষর পুরুষের বিষয়ই বেদান্তবাদিগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, যতিগণ সর্ব্ববিধ অনুরাগশূন্য হইয়া ইঁহাতেই প্রবেশ করেন এবং ব্রহ্মচারিগণ ইঁহারই উদ্দেশ্যে সদা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন! তোমাকে সেই পরম পদের কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি। অর্থাৎ যিনি এই শরীরস্থ নবদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া, মনকে হৃদয় মধ্যে সন্নিরুদ্ধ করিয়া, এবং যোগধারণা-বলে প্রাণকে মস্তকস্থ সহস্র-দলে স্থাপিত করিয়া ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে, আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনিই সেই পরম শেষগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, যে যোগী নিত্য সর্ব্বদা অনন্যমনে আমাকে স্মরণ করিতে থাকেন, তাঁহার পক্ষে আমি অতিসুলভ। এই পরম সিদ্ধিরূপ আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই অস্থায়ী সর্ব্ব দুঃখের আলয়স্বরূপ এই সংসারে আর জন্মগ্রহণ

করিতে হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা আমিই হইয়া চির শান্তিময় হন। এই পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত স্থান আছে তত্রবাসীরা সকলেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

এক্ষণে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রির বিষয় বলিয়া সৃষ্টি ও প্রলয়ের বর্ণন করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং তৎপরিমাণ যুগে তাঁহার রাত্রি হইয়া থাকে। ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অহোরাত্রবিৎ। ব্রহ্মার এই দিবস-সময়েতে অব্যক্ত হইতে এই যাবতীয় পরিদৃশ্যমান ব্যক্তভাব প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার রাত্রির মধ্যে আবার সকলই সেই অব্যক্তেতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মার যেমন দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর আবার দিন হইতেছে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও একবার প্রকাশিত এবং তৎপরে লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা চক্রবৎ চলিতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকের যেমন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন অবস্থা আছে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও ঐ তিন অবস্থা আছে। ধ্বংস কিছুই হয় না, কেবলমাত্র এই তিন অবস্থা ঘুরিয়া ফিরিয়া হইতেছে। যখন জগৎ পরিদৃশ্যমান স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে সৃষ্টি হইল বলা হয় এবং যখন অব্যক্ত কারণে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহাকে প্রলয় বলা হয়। কিন্তু ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "অর্জ্জুন! এই যে কারণরূপ অব্যক্ত অবস্থার কথা তোমাকে বলিলাম, তাহাই শেষ নহে। তাহার পরেও ঐ কারণেরও পরমকারণ রূপ আর একটি পরম অব্যক্ত জিনিষ আছে। তাহাই সকলের মূল ও আদি এবং শেষ কারণ। সে কারণের আর অন্য কোন কারণ নাই। সেই কারণই পরম অব্যক্ত এবং সনাতন অর্থাৎ চিরকাল একরূপ, পরিবর্ত্তনবিহীন। সুতরাং সকল বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না। এই অব্যক্ত মানুষের অক্ষয় পরম গতি, এই গতি প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর নিবর্ত্তিত হইতে হয় না অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই আমার পরম ধাম ও বিষ্ণুর পরম পদ। এই পুরুষই প্রকৃতির পরপারস্থ, কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই তিনি লভ্য হন। তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপে স্থিত এবং সকলই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তিনিই সকলের অন্তর্বাহ্যে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।"

তারপর ভগবান্ অর্জ্জুনকে আর একটি এই সত্য উপদেশ দিতেছেন, "অর্জ্জুন! যে-কালে যোগীর দেহত্যাগ হইলে আর জন্ম হয় না এবং যে-কালে দেহত্যাগ করিলে আবার জন্ম হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতেছি, শ্রবণ কর।" তিনি বলিলেন যে শুক্ল ও কৃষ্ণনামে দুইটি পথ আছে। তন্মধ্যে প্রথম পথ দিয়া যাইতে পারিলে আর জন্ম হয় না এবং দ্বিতীয় পথ দিয়া গমন করিলেই আবার জন্ম হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত সময়-মধ্যে দেহত্যাগ হইলে আর ফিরিতে হয় না, কিন্তু দক্ষিণায়ন হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মরিলে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, নির্ব্বাণ মুক্তি হয় না। যোগিগণ এই সনাতন শুক্ল ও কৃষ্ণ নামক পথদ্বয় এবং উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন রূপ কাল-দ্বয় অবগত হইয়া সাধারণ লোকদিগের ম

মোহপ্রাপ্ত হন না। তাঁহারা সতত ভগবানের কথিত ও প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া সদা সচৈতন্য থাকেন এবং দৃঢ়-অভ্যাসপ্রসূত সুগম পথাবলম্বনে মোক্ষধামে উপনীত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন লোকে আপনাপন কর্ম্মদোষে হয় নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়, না হয় শুভ কর্ম্মগুণে দেব ও পিতৃস্বর্গ লাভ করিয়া কিছু কাল সুখভোগ করিয়া আবার এই মর্ত্তালোকে আগমন করে। সুতরাং সমুদয় বেদ-পাঠে, যজ্ঞাচরণে, তপস্যাতে ও দান-ক্রিয়া হইতে যে সমুদায় পুণ্যফল উৎপন্ন হয়, ভগবান্ বলিলেন তাঁহার কথিত ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠান করিলে সে সকলকে অতিক্রম করিয়া একেবারে মোক্ষধামে যে পরম বিষ্ণু-পদ, সাধক তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাই অক্ষর-যোগ।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ভগবানের মহাশক্তির কার্য্য। ভগবান্ অনন্ত নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপে বিস্তীর্ণ পট-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং প্রকৃতি বা শক্তি তাহার উপর কতই রচনা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকৃতি দেবী একা বহুধা বিভক্ত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গভূমিতে কত প্রকারেই যে অভিনয় করিতেছেন, তাহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। ইনিই কারণ ও কার্য্য উভয় রূপই হইয়া সেই অক্ষর মহাকারণকে আশ্রয় করিয়া এই বিচিত্র রচনা সদাই সম্পন্ন করিতেছেন। মনুষ্য-শরীরে এই মহাশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে এবং অংশভূত শক্তিসমূহ তেত্রিশ-কোটি দেবতারূপে স্থিত থাকিয়া সকল কার্য্যই সমাধা করিতেছেন। মানুষ যদি সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে ক্রিয়াযোগের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া এই দেবতাসকলকে বর্দ্ধিত ও সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা তাহাকে মরণান্তে আলোকময় পথ দিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত করেন। এই পথকেই শুক্লপথ বা দেবযান বলে। মানুষ ক্রিয়া-যোগানুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষরূপে ভগবৎসত্ত্ব অনুভব করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিলেই ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তিলাভ করেন। ইহাই সদ্যো মুক্তি। আর যদি সম্পূর্ণরূপে তাহা নাও হয়, তাঁহারা ঐ সাধককে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন। সেখানে বর্ণনাতীত বিবিধ সুখ বহুকাল ভোগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। ইহাই ক্রমোন্নতিরূপ ক্রমমুক্তি। আর যাঁহারা বিবিধ লৌকিক যজ্ঞ এবং কূপ ও পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহারা ধূমমার্গ হইয়া ঐ দেবতাদেরই সাহায্যে দেবস্বর্গ ও পিতৃস্বর্গ হইয়া চন্দ্রলোকে উপনীত হন; এবং পুণ্যক্ষয় হইলেই আবার পুনরাবৃত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর যাহারা সদা পাপী ও নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন, তাহারা এই পথদ্বয়ের কোনটীই না পাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিকৃষ্টযোনি প্রাপ্ত হয় অথবা বৃক্ষ-লতা ও পাষাণাদি হইয়া থাকে। এই শুক্ল ও কৃষ্ণ পথদ্বয় সনাতন। জীবদ্দশাতেই মানুষের ক্রিয়া ও জ্ঞান-দ্বারা স্বীয় হৃদয় হইতে গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত পথরূপে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভগবান্ এই অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই সকল রহস্যই বুঝাইয়া দিলেন। ইহার লক্ষ্যস্থল অক্ষরব্রহ্ম, তাই অধ্যায়ের নাম অক্ষর-যোগ হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

গান।

(রচনা—মৌলবী গুলাম্ মুস্তফা সাহেব্, বি-এ, বি-টি)

আরো আঘাত দিতে হ'বে প্রভু আমার হৃদয়-তারে ;
এতটুকু বেদনাতে আমার বীণা বাজ্‌বে না রে !
ব্যথা-ভরা কঠিন করে,
পরশ কর হিয়ার পরে,
সকল ছিন্ন কেঁপে কেঁপে উঠুক কেঁদে বারে বারে :—
মনের কোণের গোপন কথা আসুক ভেসে নয়ন-ধারে !
বুকে আমার যখন তুমি দিলে প্রভু প্রথম ব্যথা,
ভেবেছিলাম ক্ষুদ্র আমি—অত ব্যথা রাখ্‌ব কোথা ?
ভেঙ্গে গেছে আজ্‌কে সে ভুল,
পাষাণ আমি—নইক রে ফুল ;
আমার হৃদয় হাসিমুখে আরো আঘাত সইতে পারে,—
গভীর ব্যথার পরশ দিয়ে আঘাত করো এবার তারে !!

সুর ও স্বরলিপি।

[শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

ভস্থেনী-কান্‌ড়া—ঝঁপতালা।

স্থায়ী।

২ ৩ ০ ১
II{পা জ্ঞা । মা রজ্ঞা -সা । নসা সরা । সা -নসা দ্‌ণ্‌।I
আ রো আ ঘা০ ত্‌ দি০ তে০ হ ০০ বে০

২ ৩ ০ ১
I{পপা পা । মা পদা দ্‌ণ্‌দ্‌ণা । সনা রসরা । পদমা -পা জ্ঞা I
প্র ভু আ মা০ র০০০ . হ দ০র ভা০০ ০ রে

২ ৩ ০ ১
I{জ্ঞা মজ্ঞা । মা মা পা । মপা পা । দণদণা র্সা দণপা I
এ ত০ টু কু বে দ০ না তে০০০ আ মা০র্

২ ৩ ০ ১
I{মপা -দণা । -র্সা র্সা মা । -ণা পা । মা -পমা জ্ঞরা}II
বী০ ০০ ণা বা ০ঙ্‌ বে না ০০ রে০

অন্তরা।

২ ৩ ১
II{পা মজ্ঞা। । মা রা সা । নসা -। সা -নরা রা I
বা থা• ভ রা ক ঠি• ন্ ক •• রে

২ ৩ ১
I মা পা । -। দা দণা । মা পদা । -। নর্সা র্সা I
প র ম্, ক র• ভি ঘা• র্ প• রে

২ ৩ ১
I মা পপা । দা দা -নর্সা । নর্সা র্সা । র্রর্সা -না র্সা I
স কল্ হি য়া •• কৈ• পে কৈ• • পে

২ ৩ ১
I র্সনা র্রর্গা । -র্রা জ্ঞর্মা র্রা । নর্সা র্সা । দা -ণা পা}I
উ• ঠ্• ক্ কৈ• দে বা• রে বা • রে

২ ৩ ১
I{মা মমা । পা -। পপা । মা পপা । দা -নর্সা র্সা I
ম নের্ কো • পেন্ গো পন্ ক •• থা

২ ৩ ১
I দণা পপা । মা -পা পা । মা পণা । -। জ্ঞমা রা}II
আ• সুক্ ভে • সে ন য় • ন্ ধা • রে

সঞ্চারী।

২ ৩ ১
II{সা সণা । দা ণা -পা । মা পপা । দা -ণা পা I
ব্ কে• আ মা র্ ব খন্ তু • মি

২ ৩.. ১
I মা পা । দদা -না র্সা । র্রর্গা র্সনা । -র্সা নর্সা র্সা I
দি দে প্র • ভু প্র থ• ম্ ব্য থা

২ ৩ ১
I না র্সা । র্রা র্রা -। নর্সা র্সর্সা । ণা -দণা পা I
ভে বে ছি লা ম্ স্কু• ত্র আ •• মি

২ ৩ ১
I মা পা । না -র্সা র্সা । জ্ঞজ্ঞা মা । রা -জ্ঞা সা)I
আ ত বা • থা রাখ্ ব কো • থা

আভোগ।

২ ৩ ১
I{মা পা । দা -না র্সা । সর্সা র্রনা । র্সা র্সা -। I
তে দে গে • ছে আজ্ কে• সে তু ন্

২ ৩ ০.. ১							
I র্সা	র্সনা। -র্রা	জ্ঞা	মা। র্রর্রা	র্রা। রজ্ঞা	র্সা	-া I
পা	বা০ ণ্	আ	মি নই	ক রে০	ছু	ল্
২ ৩. . ০ ১						
I ণদা	ণদদা। ণণা	পা	-া। মপা	পা। না	-র্সা	র্সা I
আ০	মা০র্ ছ	ন	ন হা০	সি মু	০	খে
২ ৩ ০ ১						
I মা	মা। ণদা	ণা	-পা। মা	-া। পণা	জ্ঞমা	রা) I
আ	রো আ০	ষা	ত্ স	ই তে০	পা০	রে
২ ৩. . ০ ১						
I র্রা	র্রর্রা। র্সর্সা	র্পর্পা	-া। র্মা	জ্ঞা। -র্মা	র্রা	র্সা I
গ	ভীর্ ব্য	থা০	র্ প	র শ্	দি	রে
২ ৩ ০ ১						
I মা	পপা। দা	-না	স। মা	ণণা। জ্ঞা	-মা	রা) IIII
আ	ঘাত্ ক	০	রো এ	বার্ তা	০	রে

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

দেবপ্রয়াগ।—গাড়োয়াল জেলার অন্তঃপাতী টিহরি-রাজ্যে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে দেবপ্রয়াগ অবস্থিত। এখানেও ব্রহ্মকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর উত্তরে একটী শিবলিঙ্গ আছে; নদীদ্বয়ের মধ্যে যে লিঙ্গ অবস্থিত, তাহা স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ নামে খ্যাত। নদীসঙ্গমের সন্নিকটে বৈতালিকা-শীলা, বেতালকুণ্ড শিবতীর্থ, সূর্য্যকুণ্ড, বশীনাতীর্থ, বারাহতীর্থ, বারাহিশীলা, পৌষ্পমালতীর্থ এবং প্রস্রবণস্থল অবস্থিত। উক্ত সূর্য্যকুণ্ডে মেধাতিথি এবং পৌষ্পমালতীর্থে কিন্নরী পুষ্পমালা তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রস্রবণস্থলের নিকট বৈজপায়ন ক্ষেত্র অবস্থিত। এখানকার গুহায় একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ইহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে গৃধ্রাচলশৃঙ্গের সন্নিকটে বিল্বতীর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যকুণ্ডের উপর ঋষিকুণ্ড, গঙ্গার দক্ষিণতটে সৌরকুণ্ড এবং সঙ্গমস্থলের পূর্ব্বদিকে তুণ্ডীশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার চারি ধনু দূরে দানবতী নদীর সন্নিকটে দানবেশ্বরের মন্দির আছে। দানবতীনদীসঙ্গমে পাঁচটি বিখ্যাত লিঙ্গ দেখা যায়; যথা বিশ্বেশ্বর, মহালিঙ্গ; ক্রীতকেশ্বর, তুণ্ডীশ্বর, এবং দানবেশ্বর। বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গটি রামচন্দ্রদ্বারা স্থাপিত হয়; দেবপ্রয়াগের দক্ষিণে ঘণ্টায় নবালিকা নদী ভাগীরথীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় ইন্দ্রপ্রয়াগ-তীর্থ এবং ইন্দ্রকুণ্ড ও ধর্ম্মকুণ্ড অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে

বহুব তীর্থ, ব্রহ্মধারা এবং ইন্দ্রেশ্বর লিঙ্গ আছে। নবালিকা নদীর পূর্ব্বদিকে ত্রিশূলতীর্থ ত্রিশূল-কুণ্ড ও ত্রিশূলনদী এবং দক্ষিণে ঊর্দ্ধিকনদী এবং পূর্ব্বদিকে পুনরায় বৈনতেয় নদী দেখিতে পাওয়া যায়। বৈনতেয় নদীসঙ্গমে গরুড়েশ্বরের মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে বিভাবিনী নদী এবং ইহার সঙ্গমস্থলে ভাবেশ্বরী দেবীর মন্দির দৃষ্ট হয়। বাম দিকে মেঘ নদী, দক্ষিণে রাজেন্দ্রী নদী এবং তাহাদিগের সঙ্গমস্থলে পৃথ্বীতীর্থ অবস্থিত। পৃথ্বীতীর্থে পৃথু তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এখানে পৃথেশ্বর মহাদেবের একটী লিঙ্গ আছে। দক্ষিণে কপিঞ্জল-নদী কপর্দ্দিক শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই শৈলটীতে এক শিবলিঙ্গ আছে; পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকূট শৈল বিরাজমান। কেহ কেহ ইহাকে চন্দ্রবাদিনী শৈলও কহিয়া থাকেন। এখানেও একটি শিব লিঙ্গ আছে; তাহা দেবেশ্বর নামে খ্যাত। উক্ত মন্দিরের সন্নিকটে চন্দ্রতোয়া নদী প্রবাহিতা; অতঃপর লাঙ্গল-শৈল; এখানে লাঙ্গলেশ্বর মহাদেব আছেন। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে মঞ্জুকুল নদী বিদ্যমান; ইহার সঙ্গম-স্থলে ভীমতীর্থ অবস্থিত। এক ক্রোশ দূরে পূর্ব্ব দিকে সিদ্ধলিক পর্ব্বত মস্তক উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখানে বন-দেবীর মন্দির আছে; অর্দ্ধক্রোশ দূরে পশ্চিম দিকে ধেনু-নদী কলনাদে বহিয়া যাইতেছে। অর্দ্ধক্রোশ দূরে পশ্চিম দিকে ত্রিশূলেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে।

পাণ্ডুকেশ্বর।—গাড়োয়াল-জেলায় অন্তঃপাতী মনোনামক গিরিপথে পাণ্ডুকেশ্বর অবস্থিত। এই স্থানটী যোশীমঠের ঠিক নয় মাইল উত্তরে। এখানে যোগবদ্রির মন্দির আছে। পঞ্চ বদ্রির মধ্যে ইহাও এক বদরি নামে খ্যাত। পাণ্ডবেরা পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া তপস্যা করেন। সেইজন্যই ইহার নাম পাণ্ডুকেশ্বর হইয়াছে; এখানকার অধিবাসীরা ভুটিয়াদিগের সহিত ব্যবসায় করিয়া থাকে। যতদিন যাত্রিগণ এখানে আসে, ততদিন ব্যবসায়টি চলিয়া থাকে। তুষার-দ্বারা পথ রুদ্ধ হইয়া যাইলে লোকে এখানে আর আসে না, তখন ব্যবসায়ও আর থাকে না। কতিপয়-রাজাদিগের কতকগুলি তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গিয়াছে।

রুদ্রপ্রয়াগ।—ইহা গাড়োয়াল-জেলায় অবস্থিত। পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে ইহা একটি প্রয়াগ। অন্যান্য প্রয়াগগুলির নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, এবং নন্দপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে বাজার আছে এবং তথায় রুদ্রনাথের মন্দির অবস্থিত। রুদ্রনাথ মহাদেবের অন্য একটি নাম মাত্র। কেদারনাথে যাইবার পূর্ব্বে যাত্রিগণ রুদ্রনাথে সমাগত হইয়া স্নান করে। এইখানে নারদঋষি রুদ্রনাথ মহাদেবের দর্শন-মানসে এক পদে শত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মহাদেবের দর্শন-লাভ করেন; নারদ স্তব-কালে যেরূপ সুরে মহাদেবের স্তব করিয়া-ছিলেন, সেই সুর হইতে মহাদেব রাগরাগিণীর সৃষ্টি করেন। এখানে গোপাল-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের খুব খ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তীটি এইরূপ:—দেবাশ্রয় নামে একটী ব্রাহ্মণ ছিল; তাঁহার পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে গোপাল শর্ম্মা ব্যতীত সকলেই পণ্ডিত ছিলেন; গোপাল মূর্খ থাকাতে তাহার যজ্ঞোপবীত দেওয়া হয় নাই। মূর্খের অনাদর

সর্ব্বস্থলেই হইয়া থাকে, সুতরাং গোপালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। তাহাকে তাহার মাতাপিতা গোচারণের জন্য নিযুক্ত করিল। যৌবন সমুপস্থিত হইলে গোপাল স্বীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হইয়া সে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসে গমন করে এবং নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত কলেবরে রুদ্রপ্রয়াগে আগমন করে। গোপাল যখন রুদ্রপ্রয়াগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন তাহার দৃষ্টি পূজায় নিরত একটি ব্রাহ্মণের উপর পতিত হয়। ব্রাহ্মণটি শিবপূজা করিতেছিল; গোপাল শুনিল যে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে "ওঁ শিবায় নমঃ" শব্দ উচ্চারিত হইল। গোপাল ও সেই মন্ত্রটী বহুবার আবৃত্তি করিতে লাগিল। তখন মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং তাহার প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন। তদবধি সে গোপাল সিদ্ধ নামে খ্যাত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ পরশুরামের সহিত ভোজন না করাতে অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে গোপালই মুক্ত করেন। রুদ্রপ্রয়াগের কিছু উপরে বিশ্বামিত্রের তপোবন আছে। সন্নিকটে বশিষ্ঠকুণ্ড, সূরলীলা, অত্রিকুণ্ড, গৌতমতপঃস্থল, ভরদ্বাজতপঃস্থল ও ত্রিপুরেশ্বরের লিঙ্গ অবস্থিত।

কেন।

খসিলে পাতাটি কতটুকু ক্ষতি
হয়ে থাকে বিটপীর?
ফুলটি ঝরিলে শোভা নষ্ট নহে
পুষ্প-অটবীর।

উল্কাটী পাতে যোন নহে কভু
তেজ-দীপ্তি-হারা।
একটি পরাণ বিহনে ধরণী
কেন শূন্য মরুপারা?

ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা।

সকল প্রকার জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্তই শিক্ষার প্রয়োজন। কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক শিক্ষা ভিন্ন মানব জীবনের কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ হইতে পারে না। সূর্য্যোদয় যেমন রজনীর অন্ধকার দূরীভূত করে, মানব-জীবনে শিক্ষাও ঠিক তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে পরিদৃষ্ট করিয়া তুলে। শিক্ষা স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন। শিক্ষার অভাবে পৃথিবীর অর্দ্ধেক জিনিষ মানুষের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শিক্ষার গুণেই মানুষ মানুষ হইতে পারে, শিক্ষার অভাবে মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হয়। শিক্ষার বিস্তার যতই অধিক হয় জগতের ততই মঙ্গল।

শিক্ষার প্রথম সোপান হইতেছে বিদ্যালয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের মুখ-দর্শন কয় জন

নারীর অদৃষ্টেই বা ঘটে? তন কতক ব্রাহ্ম-ভগিনী এবং কলিকাতাস্থ সংস্কৃত হিন্দু পরিবার ভিন্ন পনের আনা সাড়ে তিন পাই নারীই এই অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত। কাজে কাজেই পল্লীনারীগণ তাঁহাদের জীবনের অমূল্য সময়-টুকু গৃহকার্য্যের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহা তাস এবং পরনিন্দা পরকুৎসা লইয়াই অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে নিজের মনকে ছোট করিয়া তুলেন। কেহ কেহ বা অক্ষর পরিচয় করিয়া বাজে নাটক পড়িয়াও সময়ের অপব্যবহার করেন। বাজে নভেল পড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। ইহাতে মানুষের উপকার না হইয়া অপকারই যথেষ্ট হইয়া থাকে; মন কুরুচিপূর্ণ হইয়া ওঠে। এই জন্যই একটা কথা আছে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাতাপিতা প্রধানতঃ দায়ী। তাঁহারা কেবল মেয়েদের বিবাহে কতকগুলি টাকা খরচ করিয়াই মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালন শেষ হইল মনে করেন, তাহা-দের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ একবারও কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। বরং এই যে বিবাহের সময় কতকগুলি টাকা খরচ করিতে হয়, এই জন্য মেয়ের প্রতি মাতাপিতা এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই বিরূপ। বড় দুঃখেই মাননীয়া কবি লিখিয়াছেন—

"তাই বোনে, করি খেলা,
ঘরে যাই সন্ধ্যে বেলা,
মাসী খায় ছানা বড়া পরম সন্তোষে।
যদি পাই চিঁড়ে মুড়ী,
তবু লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ী,
পিসিমা কাকীমা তবু মোর দোষ ঘোষে।
ইত্যাদি।

কন্যার প্রতি এ ভাবটা বঙ্গের ঘরে ঘরে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন স্থলে মাতাপিতা অনুগ্রহ করিয়া মেয়েকে ফার্ষ্টবুক খানা কিংবা একটু আধটু গান বাজনা শিক্ষা দিতে মনোযোগী হন বটে, কিন্তু সেটা মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বিষয়ে আশঙ্কার জন্য নয়, নিজেদেরই সুবিধার জন্য। কেননা আজকার ছেলেরা প্রায়ই অল্প বিস্তর এ সব ভালবাসে, তাই মেয়ের বিবাহের সময় "কম ভুগিতে" হইবে বলিয়াই এটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়। তার পর মেয়ের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন। তাহাদিগকে একবার "যেন তেন প্রকারেণ" পাত্রস্থা করিতে পারিলে হয়।

বর্ত্তমান নারী সমাজ যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহা বর্ণনীয় নয়। নারীর এই নাগপাশের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আজ কাল এক দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা বিদ্রো-হের পতাকা উত্তোলন করিয়া যাহার যাহা খুসি তাহাই বলিয়া যাইতেছেন। কেহ বা জোর করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। কোন লেখিকা বলিতেছেন যে দুই এক দিনের পদস্খলনকেও তিনি ডরান না, যত ডরান ঐ বাল্য বিবাহ-টাকে। বাল্য বিবাহ যে কোন মতেই উচিত নয় একথাটা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ঐ 'পদস্খলনে'র কথাটা পড়িয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। "সত্য যুগ" বলিয়া যে একটা পবিত্র যুগের কথা পুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কি সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের বাহুল্যের জন্যই নহে? মানব জীবনের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য সংযম এবং চরিত্র-গঠন এবং ইহা বিকশিত হইবার

জন্যই শিক্ষা, বিস্তালোচনা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিধিগুলি সযত্নে গ্রহণ করা। সেই জন্য ভয় হয় এইরূপ লেখিকারা নারীসমাজের কল্যাণ করিতে গিয়া অকল্যাণ করিয়া না বসেন। এ সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে তরলমতি তরুনীদের—যাহারা সমাজের নাগপাশে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ, তাহাদিগের অন্তরে একটা বলগা-ছাড়া স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগরিত হইয়া বিষময় ফল ফলিতে পারে। তাই বলিয়া বর্ত্তমান নারীসমাজের সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেছি না। বর্ত্তমান নারীসমাজের পরিবর্ত্তন নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। নচেৎ এরূপ ভাবে আর মান্ধাতার আমল হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে সেই নীতির অনুসরণ করিলে নারীসমাজকে আর ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। শেষে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা একটা বিপ্লব অনিবার্য্য! মাতাপিতারা এখন হইতে সাবধান হউন। কন্যাকে এমন শিক্ষাদান করুন যাহাতে তাহারা সংযমী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা হইতে পারে। সুশিক্ষায় তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া তুলুন এবং যাহাতে তাহারা পরমুখাপেক্ষিনী দাসীবোগ্যা না হইয়া স্বাবলম্বিনী মহীয়সী নারী হইয়া জীবনযাপন করিতে পারে সেটাও অগ্রে দেখিতে হইবে।

সচরাচর অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় উচ্ছৃঙ্খল পুত্র পিতার কষ্টার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থ নানাবিধ কুক্রিয়ায় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, কিন্তু বিধবা কন্যা আজীবন পিতৃগৃহে থাকিয়া মাতাপিতার সেবা করিয়াও পৈতৃক এক কপর্দ্দকেও বঞ্চিত। মাতাপিতার ইহা কি ভীষণ পক্ষপাতিত্ব নয়? তাঁহারা না দিবেন মেয়েকে শিক্ষা, না করিবেন মেয়ের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়! হতভাগ্য নারীজাতি যেন বিধাতা পুরুষের অভিশাপ মাথায় করিয়া এ পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে! যে সকল সৌভাগ্যবতী নারী স্বামি-পুত্রের উপর নির্ভর করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এমন দুঃস্থ সম্ভ্রান্ত মহিলারও অভাব নাই যাঁহাদিগকে পেটের দায়ে পাচিকাবৃত্তি অথবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এমন কি উদরান্নের জ্বালায় অনেকঅনেক নারীকে প্রলোভনে পড়িয়া নারী-ধর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিতে শুনা গিয়া থাকে। ইহাপেক্ষা সমাজের শোচনীয় অবস্থা আর কি ঘটিতে পারে? নারী কি পিতার কি শ্বশুরের উভয়ের সম্পত্তি হইতেই বঞ্চিত! কাজেকাজেই নিজেদের ভরণপোষণের উপায় করিয়া লইবার পক্ষে তাহাদিগের সকল পথই রুদ্ধ। ইহাতে পিতার বা শ্বশুর কুলের মুখ উজ্জ্বল হয় কি? স্বার্থপর সমাজ অসহায়া নারীকে একটা ক্রীতদাসীরূপে পাইতে চায়, সেই জন্য তাহাদের সকল বিষয়ের উন্নতি বা সুখসুবিধার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ ভাব আর অধিক দিন বজায় রাখিলে সমাজের বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। এমন স্বার্থপর সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতেই হইবে। শুনিতে পাই কোন যুগে রাজপুতেরা মেয়ে জন্মিলে সূতিকাগারেই তাহাদের শেষ করিয়া দিতেন। বাঙ্গালার মাতাপিতারা যদি পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে না পারেন তবে তাঁহারাও সেই পথ অবলম্বন করুন। তাহা হইলে আর কোন জ্বালাই থাকিবে না। আর তাহা না করিলে কন্যাকে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের

পদে উন্নীত করুন। অগ্রে তাহাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা কন্যাকে এই শিক্ষার বিদ্যালয়ে পাঠাইতে নিতান্তই অনিচ্ছুক তাঁহারা নিজেরা কন্যার শিক্ষার ভার লউন কিম্বা উপযুক্ত শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিন্। তাহাদিগকে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, গণিত প্রভৃতি সকল বিষয়ই কিছু কিছু শিখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধু মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত, ধর্ম্মগ্রন্থ, আদর্শ-নারী-চরিত্রবিষয়ক পুস্তকও তাহাদিগের পাঠ্য হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয় এবং তাহারা কঠোর সংযমী হইতে পারে। এমনভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে আবশ্যক হইলে তাহারা আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় নিজেরাই করিতে পারে। তাহার পর সূচিকার্য্য গান বাজনা চিত্রবিদ্যা এগুলিও শেখা থাকিলে অর্থোপার্জ্জনের পথ আরও কিঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে। সুতরাং এগুলিও অবশ্য শিক্ষণীয়। আজকাল সূতাকাটা এবং তাঁতশিক্ষার প্রচলন হইয়াছে তাহাও শিখিতে হইবে, কেননা জীবনে প্রথম দুইটি সমস্যা হইতেছে অন্ন আর বস্ত্র! নিজের হাতে সূতা কাটিয়া যদি বস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারা যায় তবে ইহাপেক্ষা সুবিধার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার এই মন্তব্য শুনিয়া অনেক সুখী পরিবারই হয় ত' বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন কেননা—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

হইতে পারে অনেক মহিলার কার্য্যস্বাধীনতা হয় ত' কেবল কলেজে এম্, এ, বি এ, পাশ করা, সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া এবং পুরুষের সহিত প্রকাশ্য রাজপথে অথবা উদ্যানে ভ্রমণ করা। কিন্তু এরকম স্বাধীনতা লাভে সাধারণের অভাব দূর হইবে না। এটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযোজ্য। বঙ্গদেশের মধ্যে হাজার হাজার ভদ্র গৃহের দরিদ্র মহিলা এবং বিধবা বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের দুর্গতির সীমা পরিসীমা নাই। দেখিয়া শুনিয়া যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছি, তদনুসারেই আজ আমি এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার বিশ্বাস এইরূপে নারী যদি শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে তবেই তাহাদিগের প্রকৃত দুঃখ কথঞ্চিৎ দূর হইবে। মাতাপিতা এবং অভিভাবকবর্গের এখন কর্ত্তব্য নারীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়াই তাহাদিগের সকল প্রকার শিক্ষায় সুশিক্ষিতা করা। এবং নারীবৃন্দ নিজেরাও নিজেদের শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইয়া যাহাতে নিজের কথঞ্চিৎ দুঃখ নিবারণে সমর্থ হন তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হউন।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মিসেস ইঞ্চ্ বল্ড।

তাঁহার রচনার ভাষা আড়ষ্ট ছিল না। সে ভাষায় অনেক স্থলে বাক্যের একটি স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। দোষ এবং অন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বাঙ্গ

করিতেন, মহৎ ব্যক্তি বা বিষয়কে তিনি উপহাসের লক্ষ্যস্থল কখনও করেন নাই।

A Simple Story নামক উপন্যাসটিতে তিনি দেখাইয়াছেন উপযুক্ত শিক্ষার ফল ভোগ করিতে না পারিয়া কিরূপে নারী বিপথগামী হইয়াছিল Nature and Art নামক পুস্তকে কয়েকটি অসম্ভব ঘটনা থাকিলেও তাহা চিত্তাকর্ষক, উপদেশপূর্ণ এবং শেষাংশে বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী। উচ্চবংশে বিবাহ করিয়া দুর্ব্বল-প্রকৃতি পুরুষ কিরূপে আপনার পূর্ব্বতন দুর্ভাগা ও পুরাতন স্নেহ উপকারের কথা ভুলিয়া যায়, অনুশোচনা কিরূপে পাপের শাস্তিদান করে, সরল বালক আপনার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের দ্বারা মানব ও সমাজের দোষ কিরূপে প্রদর্শন করে, প্রভৃতি বিষয় পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বালক জানিতে চাহে হত্যা ও যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কি ? স্বর্গে যখন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভেদ নাই, মর্ত্তে কেন প্রভেদ থাকিবে ? ভগবানকে যতখানি শ্রদ্ধা করিতে হইবে ধর্ম্মযাজককে তাহা অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করিতে হইবে কি না। এই উপন্যাসের শেষ ভাগে এগ্‌নেস্ প্রিমরোজের বিচারদৃশ্যটি বড় করুণ। প্রলোভনকারী প্রতারক তথাচ বিচারক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই অংশ অবলম্বনে 'বিচারক' নামের একটি ছোট গল্প লিখিয়াছেন। বিচারক মোহিতমোহন (বিনোদচন্দ্র) Justice william Norwynne এর দেশী সংস্করণ এবং হতভাগিনী হেমশশী (ক্ষীরোদা) Agnes Primrose এর চরিত্র দৃষ্টে অঙ্কিত। এস্থলে বলা আবশ্যক ইংরাজী উপন্যাসটিতে উক্ত অংশে যে সামান্য ত্রুটিগুলি লক্ষিত হয়, 'বিচারক'গল্পটিতে তাহার একটিও দৃষ্ট হয় না।

তাঁহার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে একটি গুণ বিশিষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়। তিনি নিজ প্রয়োজনে অর্থব্যয় না করিয়া আপনার সাধ্যমত আত্মীয়-স্বজন এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিতেন। সামান্য কৃষকের কন্যা হইয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুবিধা না পাইয়া তিনি পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে দেখা যায় গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর অনেক সময় একটি সংসার ভাসিয়া যায়; একটী উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে একটী সংসারের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, বিধবা পত্নী ও শিশু পুত্রগণ স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত অবস্থা হইতে একেবারে কঠোর দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস্ ইঞ্‌বল্ড আপনার পরিশ্রমের ফলে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অর্থসঞ্চয় করিতেও পারিয়াছিলেন। তিনি এই সমস্ত বিষয়ে আপনার ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিয়াছিলেন, অপরের সহায়তার প্রত্যাশা করেন নাই এবং তাহা পান নাই। আপনার অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের বলে তিনি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন।

বিলাতে অধিকাংশ স্থলে পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ় নহে। সেখানে শৈশব ও বাল্যাবস্থায় পরস্পরের মধ্যে একটি স্নেহের ও প্রীতির টান থাকে; কর্ম্মক্ষম হইলেই সকলে উপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয় এবং উপার্জ্জনের ফল স্বামী স্ত্রী ও তাহাদিগের অল্প বয়স্ক সন্তানগণ ভোগ করে। ইহার একটি গুণ, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী থাকে না, সকলেই স্বাবলম্বী হইয়া আপনার পায়ে আপনি

ভর দিয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলে এক সঙ্গে অবস্থান করে। সেই জন্য ভারতীয় নরনারীর পক্ষে আপনাদিগের দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করায় কিছু অসাধারণত্ব দেখা যায় না; আমাদের দেশে এরূপ করিলে কেহ বিস্মিত হয় না। ভারতের একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যে নিবিড় বন্ধন ছিল, নানা কারণে তাহাতে শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি যদি কোন ব্যক্তিসম্বন্ধে এরূপ কথা শুনা যায় যে তিনি আপনার উপার্জ্জিত অর্থের অংশ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের জন্য কিছুই ব্যয় না করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনার স্ত্রীপুত্রকন্যার ভরণ-পোষণে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা সব ক্ষেত্রে তাঁহার আচরণের নিন্দা করিতে সাহস না করিলেও প্রকাশ্যে প্রশংসা করি না। বিলাতে দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনকে সাহায্যদান একটি অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ যদি আপনার অভাব সংক্ষিপ্ত করিয়া, যতদূর সম্ভব কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যদি কেহ উদ্বৃত্ত অর্থ পরিবারস্থ কাহারও অভাব-মোচনের জন্য ব্যয় করেন, তাঁহার প্রশংসা বিলাতের লোকে ত' করিবেনই, আমাদেরও তাহা করা উচিত। আমাদের দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমে দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

তাঁহার আয় যখন সামান্য ছিল তখনও তিনি এইরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। যখন তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইল তখনও তিনি সাহায্য দানে বিরত হন নাই। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিলাসিতায় বা আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি করেন নাই। অল্প ব্যয়ে যেরূপ গৃহ পাওয়া যায় তাহাতেই তিনি বাস করিতেন; অনেক সময় তাঁহার কোন পরিচারিকা থাকিত না। একটি বাসায় থাকিবার সময় তাঁহাকে নিম্ন-তলা হইতে প্রয়োজনীয় জল আনিতে হইত। অন্য একটি বাসায় তিনি একই কক্ষে রন্ধন ও ভোজনকার্য্য সমাধা করিতেন ও সেই কক্ষেই তাঁহার রন্ধন-পাত্র পরিষ্কৃত হইত। এইরূপ অবস্থায় রহিয়া তিনি তাঁহার এক পীড়িত ভগ্নীর জন্য বাৎসরিক বারশত টাকা পাঠাইতেন এবং মনে মনে আরও তিন শত টাকা দিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন কারণ তাঁহার ভগ্নীর অভাব তাঁহার অভাবের অপেক্ষা অনেক বেশী। তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন শীতে আমার খুব কষ্ট হইত, তখন আমি মনে মনে বলিতাম 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার ভগ্নীকে তাহার ঘর হইতে নড়িতে চড়িতে হয় না। প্রত্যেক দিন সকালে তাহার ঘরে আগুনের কুণ্ড জ্বালা হয়, তাহার খাবার তৈয়ারী হইয়া তাহার কাছে পৌঁছে।" বিলাতে দারুণ শীত; সেই জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় কক্ষে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রাখা হয়। মিসেস্ ইফ্‌বন্ড্, ভগ্নীর যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সেজন্য আপনি কষ্টস্বীকার করিয়া তাঁহার আরাম-সুখ বিধান করিতেন। তাঁহার সাতটি ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে কেবল এই ভগ্নীই তখন জীবিত। সুতরাং ভগ্নীর শেষ জীবনে তাহাকে সুখী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

রমণীগণ সাধারণতঃ বেশভূষাপ্রিয়। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদে সৌখীনতা ছিল না। বিখ্যাত কবি শেলীর পত্নী তাঁহার সম্বন্ধে

বলিয়াছেন যে যদিও তিনি অতি সামান্য গৃহে অবস্থান করিতেন ও সাধারণ হীন পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, এবং যদিও বংশ-গৌরব বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না তথাপি তাঁহার আকৃতি ও মধুর প্রকৃতির গুণে ও প্রতিভার বলে তিনি কোথাও অনাদৃত হইতেন না। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন, 'গত বৃহস্পতিবার আমি আমার শুইবার ঘর মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলাম; তখন আমাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য দুই-জন সহিস সমেত একটি সম্ভ্রান্ত লোকের গাড়ী দুয়ারে অপেক্ষা করিতেছিল।' যাঁহার মনে যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকে তিনিই কেবল প্রচুর প্রশংসা ও সম্মানের মধ্যে এরূপে আপনার লক্ষ্য সংযত ও আদর্শ অবিকৃত রাখিতে পারেন।

তিনি একখানি আত্মজীবনী লিখিয়া-ছিলেন। একজন প্রকাশক তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে পনের হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। ব্যাপারটি লোভনীয় হইলেও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কেহ বলেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন; কেহ বলেন তাঁহার নির্দ্দেশমতে তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর নষ্ট করা হইয়াছিল।

আটষট্টি বৎসর বয়সে ১৮২১ খ্রীঃ-অব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বেকার ঘটনা।

হারানিধি।

নীরব নিশীথে, তটিনী কূলেতে
কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই!
আকুল নয়ান, উদাস পরাণ,
ঘরে যেতে মন নেই।
ব্যাকুল চাহনি দিতেছে জানায়ে
কি যেন হারায়ে গেছে—
কি যেন গো ছিল, কি যেন গো নেই,
শুধু তা'র স্মৃতি আছে।
বুঝি আর তা'রে পাবে না জীবনে,
গেছে সে জীবন-পার—
নয়নের জল রেখে গেছে শুধু,
বুক-ভরা হাহাকার।
তাই এ নিশিতে, খুঁজিয়া তাহারে
ক্লান্ত হৃদয় ল'য়ে,
তটিনীর কোলে বিরাম লভিতে
আসিয়াছ ওগো ধেয়ে।
যাও ফিরে যাও সে যে গো তোমার
ভিতর বাহির ভরা,
অন্তর-মাঝারে লভিবে তাহারে
(হ'য়ে) প্রেমেতে আপনা হারা।

শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী।

বিধির বিধি।

সে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; চাটুর্য্যে মহাশয়ের কিন্তু প্রভাতে আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। অন্য অসুখ কিছুই নয় কেবল পক্ষাঘাতের রোগীর মত হাত পা যেন অবসন্ন। আর এক উপসর্গ, মেয়েটার দিকে চাহিলেই বুক ফাটিয়া কান্না আসে। প্রভার মার মেয়ের জন্য দুঃখ কষ্ট বুকজোড়া হইলেও সে-কষ্ট প্রকাশের আর অবসর মিলিল না। তিনি বিপন্ন স্বামীকে লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

প্রাতে প্রতিবেশীরা এক এক করিয়া বিবাহ-বাড়ী আসিতে লাগিল। আর কিছু না হ'ক্ নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এ-সংবাদ লইবার একটা কৌতূহল সকলেরই ছিল। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কর্ত্তাকে প্রশ্ন করিলে তিনি নীরবে ললাট স্পর্শ করেন, কোন উত্তর দেন না। প্রভা ম্লানমুখে স্থান ত্যাগ করে। কেবল গৃহিনী স্বল্প কথায় জানাইয়া দেন যে রাত্রে বর আসিয়া বিবাহ করিয়া গিয়াছে। চাটুর্য্যে মশায়ের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন একমাত্র সন্তানের শুভকার্য্যে এরূপ বিপত্তি হওয়ায় ব্রাহ্মণের মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছে। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, 'ধাক্কাটা সাম্‌লালে হয়।'

মা আজ আর পিতার নিকট হইতে ওঠেন নাই; প্রভা দুটি বাঁধিয়া জোর করিয়া মাতা পিতাকে খাওয়াইয়াছে। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তখন কর্ত্তা গৃহিনী দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, প্রভা ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইল। গতরাত্রে এইখানেই তাহার বিবাহ হইয়াছে। প্রভা বালিকাটি নয়; কাল রাত্রে যাহার হাতে সে তাহার ইহ-জীবনের যাহা কিছু সব তুলিয়া দিয়াছে তাহারই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছিল। বিবাহ যে ভাবেই হোক তবু এই তার জীবনের সাগর-সঙ্গমের প্রধান তীর্থ-স্থান। চণ্ডীমণ্ডপের সেই স্থানটুকুর মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভা ভাবিতেছিল, 'এইখানে আমি বসেছিলাম আর এই খানটিতেই বোধ হয় তিনি বসেছিলেন। ঠিক এই খানেই বটে।' প্রভা খানিক সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে স্থানটির দিকে চাহিয়া রহিল, বুঝি সেখানে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁ'র রূপের প্রভা তখনও সেখানে জ্বলিতেছিল। তারপর মনে পড়িল কেমন করিয়া আকুল ভাবে তিনি প্রভার দিকে চাহিয়াছিলেন। সে দৃষ্টি মনে পড়িতেই সেই নির্জ্জন স্থানেও লজ্জায় প্রভা আরক্তমুখী হইয়া উঠিল। তারপর সেই স্পর্শ! কি কোমল! কি শীতল! কি মোহকর! নারী-জীবনের কি সর্ব্ব সার্থকতা সেই স্পর্শ। প্রভা নিজের হাতখানি একবার তুলিয়া ঘুরাইয়া দেখিয়া লইল—এখনও বুঝি হাতে সেই স্পর্শ-বিহ্বল সুখ অনুভব হইতেছে! প্রভার অঙ্গের মধ্যে এই হাতখানিই আজ শত ধন্য। তা'র জীবনারাধ্যের সবটুকু দান শুধু এই হাতখানিই অধিকার করিয়াছে। একবার বড় সাধ হইল বক্ষে, মাথায়, সর্ব্বাঙ্গে একবার এই হাতখানি বুলাইয়া সেই প্রিয়-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া লয়। স্থান জন-শূন্য, তবু তা'র ভয় হইল পাছে কেহ দেখিয়া

ফেলে। নিজের হাত নিজের অঙ্গে স্পর্শ করাইতেও লজ্জাভরে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হায় অবোধ মন!

সুরেন যেখানে আহত হইয়া পড়িয়া যায়, মাথার রক্তের দাগ তখনও সেখানে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রভা সেখানে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া চারিদিকে একবার চাহিল, তারপর চুলের রাশি এলো করিয়া সেই স্থান-টুকু ধীরে ধীরে মুছিয়া লইল। তাহারই আশে পাশে যদি একটু পায়ের দাগ কি অন্য কোন চিহ্ন দেখিতে পায়, সেই লুব্ধ আশায় চাহিতে চাহিতে কোণের কাছে হীরকোজ্জ্বল অঙ্গুরীয়ের দীপ্ত প্রভায় তাহার চক্ষু পড়িল। সে ত্বরিত-হস্তে তাহা কুড়াইয়া দেখিল, আংটি তাঁরই বটে। সপ্রদানের সময় তৃষিতের বারিপানের মত প্রভা সেই হাতখানির সমস্ত সৌন্দর্য্য ভরিয়া ভরিয়া পান করিয়াছে। এ আংটি তো সে ভাল করিয়াই চেনে। যে দেবতা স্বপ্নেরই দেবতার মত জাগরণের কোন সম্বল না রাখিয়া, প্রভাকে একান্ত নিরুপায় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তার নিজেরও অজ্ঞাতে প্রভার জন্য এ যে জীবন-ভরা সম্বল দান করিয়া গিয়াছেন! প্রভা লুকাইয়া একবার ওষ্ঠে ঠেকাইয়া অঙ্গুরীয়টি বাম হাতের আঙুলে পরাইল; কল্পনায় এ হাতখানি আর একখানি হাতে রূপান্তরিত করিয়া বার বার ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু আংটিতে এ নাম কার?—"সুরেন্দ্রনাথ"। প্রভার বিশ্ব এইবার বিচলিত হইল। কে এ দেবতা? প্রভা জানিত যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইল, সে সুধীর। কিন্তু এ তবে কে? বিবাহকালে বর কখন অপরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরিধা আসে না।—প্রভার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া এই সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "চাটুয্যে-মশাই বাড়ী আছেন কি?" প্রভা উত্তর দিল, "কে?" যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল, সে এই গ্রামেরই একজন গোয়ালা। প্রভা প্রথমে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া বলিল "তুমি কে গা?" "আমি রমণ ঘোষ গো। তুমি তাঁর মেয়ে বুঝি। দিদি-ঠাকরুণ, কর্ত্তাকে একবার খবর দাও।" "তিনি তো বাইরে আস্‌তে পার্‌বেন না, তাঁর অসুখ যে! আচ্ছা দেখি যদি তিনি জেগে থাকেন, তাঁর কাছেই তোমায় নিয়ে যাই।"

প্রভা ও রমণ ঘোষের কথাবার্ত্তায় কর্ত্তা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভা গৃহে প্রবেশ করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি?" প্রভা রমণ ঘোষের পরিচয় দিয়া তাহাকে গৃহে উপস্থিত করিল। জোড়-হস্তে প্রণাম করিয়া রমণ ঘোষ বলিল, "আমার বড় মেয়ের নৈহাটিতে বিয়েছি, কি-না, তাই সেখানে মেয়ে রাখ্‌তে গেছনু। আমি এই গাঁয়ের লোক শুনে আপনার হবু, কুটুম্‌রা আমায় ডেকিয়ে এই চিঠি দেলেন, কি বরাত, ঠাকুর! আপনার জামাই বেহাই দুই-ই যারা গেছে।" শ্রোতা তিনটি প্রাণীই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। প্রভার মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি! তা' হ'লে কি ঠেঙ্গিয়েই বাছাকে আমার মেরে ফেল্লে?" "না, মাঠাকুরেণ! দুজনেরই ভেদ-বমি হয়েছিল। চিঠি পড়ে শুখেন্ না।" প্রভার মা তাহার হাত হইতে পত্র লইয়া কর্ত্তাকে দিলেন। রমণ ঘোষ এ-অবসরে প্রস্থান করিল। চিঠিখানা পড়া শেষ করিয়া কর্ত্তা

কষ্টকর, যাহার উপর কখন পড়িয়াছে, সেই জানে।

পত্র পড়িয়া মহেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "সন্ধ্যাবাত্রে কাঁচাড়াপাড়ায় দু'জনের মৃত্যু হইয়াছে। তবে এরা কা'রা—?" ঘটনা শুনিয়া প্রভার মাও স্তম্ভিত হইলেন। উত্তেজনার অল্প হ্রাস হইলে ব্রাহ্মণ অবশভাবে শয্যায় এলাইয়া পড়িয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "গিন্নি! সুখ-শান্তি মান-মর্য্যাদা তো গিয়াছেই, জাত-কুলও গেল! এত দুঃখেও জান্‌তাম সৎকুলে সৎ-পাত্রেই কন্যা-সম্প্রদান করিছি। এ কোন্ প্রতারক আমার এ সর্ব্বনাশ করে গেল? প্রভা রে তোর কি কর্‌লাম!" দুঃখে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইল। গৃহিণী প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন। প্রভা আংটি-পরা হাতখানি চোখের কাছে ধরিয়া বারবার নামটি পড়িতে লাগিল,—"সুরেন" "সুরেন"।

(৭)

গ্রামের লোকের নিকট কোন ঘটনাই অবিদিত রহিল না। প্রবঞ্চকের প্রতারণা ও অজ্ঞাত-কুলশীলের হস্তে প্রভাকে সমর্পণ করা লইয়া গ্রামে খুবই আন্দোলন পড়িয়া গেল। চাটুর্য্যে-ম'শাই এ-অপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না; সমাজে তাঁহাকে এক-ঘরে হইতে হইল। বিবাহ-ঘটিত মনস্তাপ সাম্‌লাইয়া একদিন যদিও তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, সমাজে চিরদিন সম্মানে অবস্থান করিয়া আজ তাহা-কর্ত্তৃক এরূপ অপমানিত হওয়া তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি বাহিরে আসা বন্ধ করিয়া দিন-রাতই প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। আহারনিদ্রাও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, ভীরু হইলেও মানসিক সংগ্রামে পুরুষ যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা তখন প্রায়ই অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়া থাকে। যতক্ষণ তাহাদের জন্য একখানি বিশাল হৃদয় ও দুটি বলিষ্ঠ বাহু সর্ব্বদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে, ততক্ষণ তাহারও একান্ত নির্ভরে সেই আশ্রয়-মাত্র-অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট থাকে। কিন্তু সেই মহান্ আশ্রয় যদি কোন দিন পতনোন্মুখ হয়, তখন সেই দুর্ব্বল লতাই চিরদিনের সুপ্ত শক্তি জাগাইয়া তুলিয়া নিজের চিরাশ্রয়কেও আশ্রয় দিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রভার মার সব চেষ্টাই বৃথা হইতে লাগিল। জল-সেচনে বজ্রদগ্ধ তরুর জীবনের সম্ভাবনা কোথায়?

এই সময় ভাগ্য আরও এক স্তর নামিয়া আসিল। চাটুয্যে-মহাশয়ের এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তিনি জীবিত রহিলেন; কিন্তু তিন দিনের জ্বরে সহসা প্রভার জননী দেহত্যাগ করিলেন। প্রভার বিবাহ-কাল হইতে এ-পর্য্যন্ত তাঁর মনে যাই হোক্ মুখে তিনি কোন দিন কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুকালেও যখন প্রভা মা'র গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো! আমায় কোথায় রেখে যাচ্ছ?" মা তখন দুইহাতে প্রাণাধিকাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ওর কি মা! আমি গঙ্গার কোলে নিশ্চিন্ত হয়েই যাচ্ছি। ওঁর কাছে গীতায় শুনেছ তো, ভগবান্ নিজে বল্‌ছেন,—ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, সাহসীর সাহস, তেজস্বীর তেজ, রূপবানের রূপ সবই স্বয়ং তিনি। যেখানে বা যা'তে যে কোন সদ্‌গুণ বা সৌন্দর্য্য অধিক দেখ্‌বে, সেখানেই জান্‌বে তিনি বিশেষরূপে প্রকাশ

হয়েছেন। প্রভা! আমাদের আমার শিব-তুল্য রূপ। যা'র দেহে অত রূপ তা'র দেহও ভগবানের বিশেষ আসন জান্‌বে। তার ওপর সে রাত্রির সাহস, ধর্ম্মজ্ঞান, সে তো তুমি নিজেও দেখেছ মা! আর এই মৃত্যুকালে যদি আমার একটুও দিব্য জ্ঞান হ'য়ে থাকে, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার সিঁথির সিঁদুর উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বল্‌ছে। দুর্ব্বৃত্তেরা যাই করুক্, তা'কে প্রাণে মার্‌তে পারে নি। প্রভা রে! যে ভগবান্ তাঁকে তোমার আশ্রয় করে মিলিয়ে দিয়েছেন, তিনিই তোমাকে তাঁর চরণে পৌঁছে দেবেন। তুমি কেবল একমনে সেই স্বামীকে পূজা ক'রো, তাঁকে পাবেই পাবে।"

চাটুয্যে-ম'শাই উপস্থিত সমাজে ঠেলা হইলেও এই বিপদের দিনে গ্রামের লোক সব জুটিয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাই মাতার মুখাগ্নি করিয়া আসিল। চাটুয্যে-ম'শাই অপুত্রক, সুতরাং প্রভাই একমাত্র চতুর্থীর পিণ্ড-দানে অধিকারী। কিন্তু করায় কে? গ্রামের পুরোহিত নাই; থাকিলেও তিনি করাইতেন কি না সন্দেহ। এক সিখহাটে ভট্টাচার্য্য-বংশীয়েরাই এ অঞ্চলের প্রায় সব গ্রামেই পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই কি প্রভাকে চতুর্থী করাইতে রাজী হইবেন? ব্রাহ্মণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পল্লীগ্রামের নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর কাছে প্রেতের পারলৌকিক-ক্রিয়া সম্পাদিত না হওয়ার তুলনায় ইহকালের সর্ব্ব প্রকার-দুঃখ-কষ্টই অতিতুচ্ছ। যাহা হউক্, শত সংশয় সত্ত্বেও চাটুয্যে-ম'শাই একজন প্রজাকে দিয়া হরকুমার ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। একদিন ইঁহারা একত্রে টোলে অধ্যাপন করিয়াছিলেন, সেজন্য পূর্ব্বের বন্ধুতাও যথেষ্ট ছিল।

এই-দুঃখ-শোক-দুর্দ্দিনের মধ্যে যখন বহুকালের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অপর সকলের মত দূরে না গিয়া, চিরদিনেরই মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বন্ধুর এই সহৃদয়তা বুক হইতে সজোরে অনেক ব্যথা টানিয়া আনিতে লাগিল। আঘাতে আঘাতে লোকের বুকের পরতে পরতে যে ব্যথা সঞ্চিত হয়, তাহা সমব্যথিতের দর্শনে এক নিমেষেই বুক তোলপাড় করিয়া বাহির হইতে চাহে। আকাশের ঝড় বৃষ্টির মত মুখের ভাষা ও চোখের জল বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া তোলে।

শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইলে প্রভার চতুর্থীর কথা উঠিল। যদি পারলৌকিক-ক্রিয়ার অভাবে নিতান্ত নিরপরাধা ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বীর ঊর্দ্ধগতির বিঘ্ন হয়, ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আশ্বাস দিয়া হরকুমার বলিলেন, "স্থির হও, আমি যখন আসিয়াছি, তখন আর এত ভাবনা কিসের?"

হরকুমার ঠাকুর পৌরহিত্য করিতে তো স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু চতুর্থীর উদ্যোগ হয় কিসে? প্রভার মাতা-পিতার সোণারূপা যা কিছু ছিল, প্রভার বিবাহের আয়োজনে সে সবই একত্র করিয়া প্রতারকের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রুগ্ন পিতার ঔষধ-পথ্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়া যা'দুই এক পয়সা এ-দিকে ও-দিকে ছিল, সেদিনের বিপদে সে-সবও খরচ হইয়া গিয়াছে। ঘরে মাত্র আহারীয় দ্রব্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা দিয়া তো বাজারে কোন জিনিষই কিনিতে পাওয়া যাইবে না। প্রভা পিতার পার্শ্বে বসিয়া মলিন-বদনে এই

কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার অসহায় চিন্তা-স্রোত বারবার আঙুলের আংটির উপর আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সে ভাবিল, "এইটাই তা হ'লে বিক্রয় করিব।" কিন্তু এই চিন্তায় প্রভার তরুণ হৃদয় বেদনায় টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিতেছিল। যে তাহার এই জীবনের সর্ব্বস্ব অথচ সমস্ত জীবনেও যাহাকে পাইবে কি না সন্দেহ, তাহারই একমাত্র স্মৃতি-টুকু তাহার নিজের হৃৎপিণ্ড অপেক্ষাও ব্যথার জিনিষ। কিন্তু এই একটি উপায় ছাড়া মায়ের চতুর্থীর আর তো কোন পথই নাই। যদি এতই সহিয়াছে, এটাই আর সহিবে না? প্রভা মরিয়া হইয়া আঙুলের আংটি খুলিয়া পিতার হাতে দিয়া বলিল, "বাবা এইটা বেচিলে কোন রকমে চতুর্থীর জোগাড় হইতে পারিবে না?" পিতা কন্যার হাত হইতে আংটি লইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,"তাই তো! বেশ্‌ ভারী আংটি তো! একখান হীরেও যে বসান আছে! এ তুই কোথায় পেলি, প্রভা?" পিতা আংটির দিকেই চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য-মহাশয় লক্ষ্য করিলেন এই প্রশ্নে প্রভার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ললাটের বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মরেখা অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে বলিল, "এটী আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে কুড়িয়ে পেয়েছি, বাবা।" "চণ্ডীমণ্ডপে? কবে পেলি?" প্রভা নতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "তার পর দিন।" হাতের আংটি ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিয়া পিতা উত্তর করিলেন, "সেই নরাধমদের কেউ ফেলে গেছে, দেখ্‌ছি। না, তাই হরুর মায়ের চতুর্থীর আর আবশ্যক নাই। প্রভা! ও আংটি তুমি কেন এতদিন আমার গৃহে রেখেছিলে? সেই মুহূর্ত্তেই ও পাপার্জ্জিত ধন জলে নিঃক্ষেপ করাই তোমার উচিত ছিল।" প্রথমে বার দুই কথা কহিতে গিয়া প্রভার ওষ্ঠ কাঁপিয়া থামিয়া গেল। শেষে একটু বিশেষ চেষ্টায় মুখ খুলিয়া প্রভা বলিল, "সম্প্রদানের সময় ওই আংটি হাতে দেখেছি।" লজ্জায় প্রভা থামিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ততক্ষণে আংটি-টি তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিতরে একটা নাম লেখা রয়েছে না? দেখ্‌ তো প্রভা!" বলিয়া প্রভার দিকে আংটি বাড়াইয়া দিলেন; প্রভা কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না বা আংটি লইল না। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় অগত্যা চশ্‌মা বাহির করিয়া পড়িলেন, "সুরেন্দ্র নাথ"; পরক্ষণেই চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন "একি! আমাদের সুরেন না-কি?" চাটুয্যে-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "চেন না কি? কে বল দেখি?" "যার হাতে ছিল, সে কে, তা' অবশ্য জানি না; কিন্তু যার এ আংটি, সেই যদি হয়, তা'হ'লে জানবে তোমার জামাতা যে সে নয়,—জমীদার রাধাকান্তের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ।" বিস্মিত মহেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আংটি তুমি ঠিক্‌ জান?" "প্রায় ঠিকই জানি; কেন না, তা'র উপবীতের সময় এই আংটি প্রস্তুত হয়, আমি হাতে করে তা'কে পরিয়ে দিই। তবে এ যাবৎ এ আংটি তা'রই আছে কি অপহৃত হয়েছে, তা অবশ্য আমি বল্‌তে পারি না। বন্ধু! এ আংটি আমায় দাও, আমি একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌তে চাই। প্রভার চতুর্থীর ব্যয় এখন আমারই উপর থাক্‌।"

"কিন্তু দেখো যেন তারা এ-বিষয়ে কিছু না জান্‌তে পারেন। প্রভার যা হ'বার খুবই হয়েছে—এর উপর লোকে যদি আবার কিছু বলে, আমাদের মর্ম্মান্তিক হবে।" "না তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।"

শ্রীমতী মনীষালা দেবী।

স্মরণে।

নীরব নিথর চাঁদিমা নিশীথে
একটু গাহিব গান!
বীণার মাঝারে আজিকে আমার
উঠুক্ একটু তান!
প্রকৃতির আজি সাম-ঝঙ্কার
আসুক্ বিশ্বে নামি!
দখিণ-পবন চুপি চুপি দিক্
শান্তি-বারতা আনি!"

কোকিল, তুমি গো কোকিলার সনে
গাহিছ মধুর গান;
বিরহীর প্রাণে বিরহ-বেদন
শুধুই করিছ দান।
(আজি) স্মৃতিখানি কা'র জাগিল সহসা,
ঝরিল নয়ন-লোর!—
ভুলিতে না পারি সে-মূরতিখানি,
স্মরিব জীবন ভোর!

শ্রীমতী মনোরমা দাসী।

মধুর চাষ।

"মক্ষিকা সামান্য প্রাণী কিন্তু তারে শ্রেষ্ঠ মানি।"

চাকের অধিবাসী।—একটী মৌচাক পরীক্ষা করিলে আমরা তাহাতে তিন জাতীয় মক্ষিকা দেখিতে পাই। (১) একটী রাণী (Queen) স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি, (২) গুটিকয়েক পুরুষ মক্ষিকা (Drone) ও (৩) অসংখ্য না-পুরুষ না-স্ত্রী কার্য্যকারক মক্ষিকা (Workers)।

১। রাণী।—এই একটী মাত্র রাণীই মৌচাকের জীবন। প্রত্যেক চাকেই একটীর অধিক রাণী থাকিতে পারে না। রাণীর কাজ কেবলমাত্র বংশবৃদ্ধি করা। একদিনে ইনি ৩০০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়িতে পারেন এবং যতদিন মৃত্যুমুখে পতিত না হন, ততদিন তিনি এইরূপ ডিম পাড়িতে থাকেন। এই একটী রাণী তাঁর সারা জীবনে কোটী কোটী মক্ষিকার জন্মদান করেন; সেজন্যই তিনি চাকের প্রাণ। রাণীর আকার, গঠন ও রং অন্যান্য মক্ষিকা অপেক্ষা বিভিন্ন। ইনি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। এজন্য সহজেই চাকের মধ্যে রাণীকে চিনিতে পারা যায়। ইহার গঠন অতি-সুকোমল ও বর্ণ গাঢ়। ইহার জীবনে একবার মাত্র পুরুষের সহিত মিলন প্রয়োজন হয়, এবং ঐ জন্যই কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত তিনি চাক ছাড়িয়া বাহিরে যান; পরে সারাজীবন তিনি ডিম প্রসব করিতে থাকেন, এবং আর তাঁহাকে চাক ছাড়িতে দেখা যায় না। অন্য সময়

রাণী চাক ছাড়িলে বুঝিতে হইবে, যে আর তিনি সে চাকে ফিরিবেন না; তখন অন্যান্য চাক-বাসীরাও চাক ছাড়িয়া তাঁহারই সন্ধানে ছোটেন। রাণী হইলেও ইনি কিন্তু চাকের কর্ত্রী নন্। চাকের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্ত্রীজাতীয়-মক্ষিকা বলিয়াই তাঁহাকে রাণী বলা হয়। চাকের সকল জাতীয় মক্ষিকা অপেক্ষা রাণীই দীর্ঘায়ু এবং তিনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন। চাকের মধ্যে রাণীর চালচলন বাস্তবিকই রাণীর ন্যায়। তাঁহার অসংখ্য পুত্রের মধ্যে যখন তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, তখন তাঁহাকে পুত্রবৎসলা কোটী পুত্রের জননী বলিয়াই বোধ হয়।

২। পুরুষ-মক্ষিকা (Drone) দেখিতে একটু মোটা ও ভারী। রাণীর ন্যায় অত লম্বাকৃতি না হইলেও ইহারা কার্য্যকারী মক্ষিকাদিগের অপেক্ষা আকারে দীর্ঘ এবং সর্ব্বদাই শব্দ করে। ইহাদের আয়ু খুবই কম। নিজেদের আহার-সংগ্রহের ক্ষমতা নাই ও ইহাদের জীবন পর-মুখাপেক্ষী। পুরুষ মক্ষিকার কার্য্য কেবলমাত্র রাণীকে বিবাহ করা; সেইজন্যই ইহাদের জন্ম ও এই নিমিত্তই তাহাদিগকে চাকে থাকিতে দেওয়া হয় ও তাহাদের ইচ্ছামত চাকের সঞ্চিত মধু খাইতে দেওয়া হয়। তাহাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তাহারা আপনা হইতে মরিয়া যায় এবং যাহারা না মরে, তাহাদিগকে চাক হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তখন তাহারা আশ্রয়শূন্য অবস্থায় না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়।

৩। কার্য্যকারী মক্ষিকা (worker)।—চাকের আসল মালিক ইহারাই। আকারে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে রাণীরই মত কিন্তু অপরিপুষ্ট। ইহাদের জীবন অল্পদিনের জন্য কিন্তু সেই স্বল্প জীবনই কি গভীর কর্ত্তব্যভারে পূর্ণ। মোম প্রস্তুত করা, চাক নির্ম্মাণ করা, ফুলের মধু ও রেণু আহরণ করা, রাণী ও ছোট ছোট বাচ্চাদিগকে খাওয়ান, চাক পরিষ্কার করা, চাক পাহারা দেওয়া, ডিম ফোটান, মধু সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডার বন্ধ করা প্রভৃতি চাকের অসংখ্য কার্য্য এই শ্রমিকদিগের উপরই ন্যস্ত। বসন্তের প্রথম আবেশে যখন পৃথিবী নব-পত্র-পুষ্পে শোভিতা হইয়া সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে, তখনই এই ক্ষুদ্র জীবের কর্ত্তব্য-কার্য্যের আরম্ভ। তখন যেন তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না। পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গুন্ গুন্-শব্দে উড়িয়া যাইয়া নিজেদের যতখানি বহিবার ক্ষমতা, সেই পরিমাণ মধু ও রেণু সংগ্রহ করিয়া ছুটিয়া চাকে সঞ্চিত খাদ্য রাখিয়া যায়, আবার পুষ্পে পুষ্পে মধু ও রেণু সংগ্রহ করিয়া আবার রাখিয়া আসে। এইরূপে যতক্ষণ দিনের আলোক থাকে ততক্ষণ অবিশ্রান্ত অসংখ্যবার যাতায়াত করে এবং কোন সময় হঠাৎ ক্লান্তদেহে পড়িয়া মরিয়া যায়। ইহাদের আয়ু এক সপ্তাহ হইতে ৩।৩ মাসের অধিক হয় না। যাহারা গ্রীষ্মের প্রথমেই জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সেই সময়ের গুরু পরিশ্রমে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং যাহারা শীতের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করে তাহারা শীতের কয়মাস বিশ্রাম পায়; সেইজন্য তাহাদের জীবন ২।৩ মাস-কাল-স্থায়ী হয়। এই ক্ষুদ্র মক্ষিকাদের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কঠোর শ্রমশীলতা, স্বার্থত্যাগ ও অধ্যবসায় ইহাদের গভীর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচায়ক ও মানবের শিক্ষণীয়।

বসন্তের প্রারম্ভে একটী সাধারণ সুগঠিত মৌচাকে, একটী রাণী, ২০০।৩০৪ পুরুষ মক্ষিকা ও ৩০,০০০ হইতে ৬০,০০০ কার্য্যকারী মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন জাতীয় মক্ষিকার মধ্যে কেবলমাত্র কার্য্যকারী মক্ষিকাদেরই মধু আহরণের ক্ষমতা আছে, ও অন্য দুইজাতির মক্ষিকা ইহাদের মুখাপেক্ষী ও ইহাদের আহৃত মধু পান করিয়াই জীবন-ধারণ করে।

সোণার হার।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মধুরাও বন্দী হইলে পর দুর্গ বাহমনী-সেনার হস্তগত হইল। দুর্গের যে কক্ষে তন্মধ্যে মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন, ফিরোজ শাহ্ ও খান্‌দানান্ আহমদ্ কয়েক দিন পরে তাহার অভিমুখে যাইতেছিলেন। ফিরোজের মুখ বিষণ্ণ। গত দিবস শাহ্‌জাদা হাসান পিতার সহিত দর্শন-লাভের জন্য সিরুগুপ্পা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভাতেই পুনরায় প্রস্থান করিয়াছেন। হাসানের প্রস্থানের কারণ আহমদ্ জানিতেন, সেইজন্য ভ্রাতার চিত্তে প্রফুল্লতা-সম্পাদনের প্রয়াস পাইতে সাহস করিতেছিলেন না।

ক্রমে তাঁহারা কক্ষে আসিলেন। ভিত্তি-গাত্রে তন্মধুরাওয়ের অসি ও চর্ম্ম ঝুলিতেছিল। বীর যুবকের মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া ফিরোজ সে-গুলিকে স্থানান্তরিত করিতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন। নিষেধের অন্য একটি কারণ ছিল। সেই কক্ষে সেই শয্যায় আহত দণ্ডনায়ক মধুরাও শায়িত। শরীর দুর্ব্বল, তবে জীবনহানির আশঙ্কা ছিল না। প্রথমে সুলতান মধুরাওকে তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া নাগরাও-য়ের সংবাদ দিলেন। তিনি হাসানের নিকট হইতে সে-সংবাদ পাইয়াছিলেন। ফিরোজ বলিলেন, "আপনার পুত্র এখনও সুস্থ হয় নাই, তথাপি সে আপনার ও তাহার অগ্রজের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল। আপনার সন্তান বীর হইলেও তাহার চিত্ত শিশুর ন্যায় কোমল, রমণীর ন্যায় স্নেহময়।" নিজের অজ্ঞাতসারে ফিরোজের বক্ষ হইতে একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস বাহির হইল।

মধুরাও বলিলেন, "বৃদ্ধের অস্থিরতা মার্জ্জনা করিবেন, সুলতান! তাহা হইলে সে ইচ্ছা করিয়া দুর্গ সমর্পণ করে নাই।" সুলতান বলিলেন, "আশ্বস্ত হউন, দানায়েক! পূর্ব্বেই ত' বলিয়াছি, যখন আমার সেনা দুর্গে প্রবেশ করিল তখন সে দুর্গদ্বারে অজ্ঞান-অবস্থায় লুণ্ঠিত। জয়-পরাজয় খোদার ইচ্ছা। ভীরুতার জন্য মানুষ নিজে দায়ী। সে কাপুরুষ হইলে তাহার প্রসঙ্গ তুলিতাম না। কাপুরুষকে আমরা ঘৃণা করি। আপনার পুত্রের বীরত্বে কলঙ্কের লেশ নাই।"

মধুরাওকে নীরব দেখিয়া ফিরোজশাহ্ বলিতে লাগিলেন, দানায়েক্ মধুরাও! আপনি অচিরে সুস্থ হইবেন। তাহার পর আপনি মুক্ত। বিজয়-

নগরে ফিরিয়া ইচ্ছা হয়,যুদ্ধ করিবেন। আমার ইচ্ছা সন্ধি স্থাপিত হয়। যুদ্ধে ভীত নহি। চিরজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়া গিয়াছে। রাজ-চুড়ের দোয়াব্ নররক্তে উর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে। যৌবনের ঘটনা আমরা কেহই ভুলিতে পারি না। তবে মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই-এর মত দক্ষিণে বাস করিলে বড় সুখের হয়।" উপাধানে ন্যস্ত শির আন্দোলিত করিয়া মধুরাও বলিলেন, "তা' হইবে না।" তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া আহ্মদ পার্শ্বদেশ হইতে বলিলেন, "তা' হইতে পারে না।" বলিয়াই খান্‌খানান্ অপ্রস্তুত হইলেন। ফিরোজ বলিলেন, "ক্ষান্ত হও ভাই! এখনও আমি এই শীর্ণ-হস্তে বাহমনী-রাজ্যের রাজদণ্ড চালনা করিতেছি। দানায়েক! আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা সন্ধি হয় এবং আমার অনুরোধ আপনি এই সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যান্। অবশ্য আপনাকে প্রস্তাব লইয়া যাইতেই হইবে, এরূপ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া বিবেচনা করিয়া আপনার মতামত জানাইবেন।"

বয়স হইলে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ফিরোজের চিত্ত অস্থির ছিল, সেইজন্য তিনি মধুরাওয়ের নিকট আসিয়াছিলেন। মধুরাওয়ের তৎকালীন শারীরিক অবস্থায় কোনরূপ উত্তেজনা যে অনিষ্টকর তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন,নতুবা তিনি সন্ধির বিষয় উত্থাপিত করিতেন না। যখন তাহা স্মরণ হইল তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন। মধুরাওয়ের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক অনেকক্ষণ চিন্তাভারে নিষ্তেজ হইয়া রহিল, তাহার পর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উদ্বেগ, অনুশোচনা লুপ্ত করিয়া নিদ্রার আবির্ভাব হইল।

ক্রমে মধুরাওয়ের শারীরিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য আর ফিরিল না। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত প্রবাসী যেরূপ আপনার পরিচিত নির্জ্জন ভবনের ধূলিধূসর কক্ষে উদাসপ্রাণে ভ্রমণ করে, সেইরূপ পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত হইয়া মধুরাওয়ের চিত্তের প্রত্যেক অংশ হাহাকারে পূর্ণ করিতেছিল। সে-দুঃখে সান্ত্বনা ছিল না, আর সান্ত্বনার দ্বারা তাহা দূরীভূত হইবার নহে। তাহার উপর বিজয়নগরের ভাগ্যে কি ঘটিতেছে, সে-বিষয়ে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। এই পর্য্যন্ত জানিয়াছিলেন যে অবরোধ-কার্য্য চলিতেছে, বিজয়নগরের তখনও পতন হয় নাই। এই অনিশ্চয়তা তাঁহাকে আরও অশান্ত করিতে-ছিল।

মধুরাও দণ্ডায়মান হইয়া ভিত্তিগাত্রে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সুলতান ও সুলতান-ভ্রাতা তথায় আগমন করিলেন। কয়েকটি নিষ্প্রয়োজন কথার অবতারণা করিয়া ফিরোজ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইবার উল্লেখ করিলেন। মধুরাও আপন চিন্তের সহিত সংগ্রামে বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলেন; তিনি স্বীকৃত হইলেন। হর্ষের আতিশয্যে ফিরোজ ভ্রাতার মুখভাব লক্ষ্য করিলেন না। আহ্মদের বদন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকারময় হইয়াছিল।

পরে মধুরাওয়ের তরবারির প্রতি হস্ত-প্রসারণ করিয়া ফিরোজ বলিলেন, "আপনার বীরপুত্রের অস্ত্র ঐ রহিয়াছে। প্রস্থানের পূর্ব্বে পুত্রের স্মৃতিচিহ্নগুলি লইবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনার খড়্গ ভগ্ন হইয়াছে। আপনি—"

মধুরাও মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "তরবারির প্রয়োজন আমার আর হইবে না। খান্-খানান্ আমার দক্ষিণ হস্তের শক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে ফিরোজ কহিলেন, "খানাবেক! আমারও দক্ষিণ হস্তে শক্তি নাই। একদিন এই হস্তে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র খড়্গ অনায়াসে তুলিয়াছি। আজ আর সে বল নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে দোয়াবে যখন যুদ্ধ হয়, তখন একটি গ্রাম হইতে একটি তীর আসিয়া বর্ম্ম ভেদ করিয়া আমার হস্ত বিদ্ধ করিয়াছিল।" বলিতে বলিতে সুলতান শিথিল অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া আঘাত-চিহ্ন দেখাইলেন। মধুরাও বলিলেন, "সুলতান! খান্‌খানান্ তাহার প্রতিশোধ লইয়াছেন, সে তীর আমিই নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম।" ফিরোজ শাহ্ আগ্রহপূর্ণ-স্বরে কহিলেন, "আমার তাহাতে খেদ নাই, খানাবেক! যুদ্ধে এরূপ হইয়াই থাকে। খোদা জানেন, আমি সে আঘাতের প্রতিশোধ চাহি নাই।" মধুরাও সসম্মানে শির অবনত করিয়া কহিলেন, "সুলতান মহানুভব।"

মধুরাও বিদায়গ্রহণ করিলে ফিরোজ ভ্রাতাকে বলিলেন, "আহ্‌মদ্! বিজয়নগরের রাজপুত্রীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে ঠিক করিয়াছি।" আহ্‌মদ্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি এখনও সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই? আমি এখন বিবাহিত—আমার পুত্র হইয়াছে।" আহ্‌মদ্ অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। ফিরোজের বিশাল আন্দারুন-মহলের জন্য দূর দেশদেশান্তর হইতে রমণীরত্ন আহৃত হইত। বসন্ত-সমাগমে বনবিহঙ্গমের কাকলী যেমন কাননের প্রতিকুঞ্জ মুখর করিয়া তুলে, সেইরূপ রূপসীর কলহাস্যে, রত্নালঙ্কারের মধুর গুঞ্জনে ও সঙ্গীতের অশ্রান্ত ঝঙ্কারে তাঁহার প্রমোদ-অন্তঃপুরের প্রতিকক্ষ নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত। আহ্‌মদ্ রূপের উপাসক ছিলেন না। সমরের মাদকতা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিত যে ভোগ-তৃপ্তির অবসর তাঁহার ছিল না।

ফিরোজ বলিলেন, "এই সঙ্কল্প আমার শেষ জীবনের ধ্রুবতারা। আমার সকল সাধ, সকল আশা-ভরসা এই সঙ্কল্পের সহিত জড়িত। হাসান সম্মত হইল না। সে স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছে যে সে বাহমনী-সিংহাসন চাহে না। সেইজন্য তুমি আমার উত্তরাধিকারী। তুমি বিবাহ করিয়াছ, কিন্তু আর একটি বিবাহ করিলে দোষ হইবে না।" আহ্‌মদ্ বলিলেন, "বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ বিবাহের উদ্দেশ্য কি?" ফিরোজ বলিলেন, "দুই জাতির মধ্যে মিলন চিরস্থায়ী হইবে। আহ্‌মদ্! ভাই! হিন্দুর উপর অত্যাচার করিও না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আপনার উন্নতির জন্য এক ব্রাহ্মণের নিকট ঋণী ছিলেন। আইন্-উল্‌মুল্ক হুসিয়ার খাঁও সেই কথাই বলিতেছিলেন।" আহ্‌মদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "সে অনপ্রবাদ মিথ্যা। আমরা পারস্য-রাজ বাহমানের বংশধর।" ফিরোজ ঈষৎ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "রসনা সংযত কর, খান্‌খানান্! ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বাহমনের বংশধরের পক্ষে ব্রাহ্মণের ভৃত্য হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, আমি ইহার সম্বন্ধে বেশী জানি।" ভ্রাতার প্রতি

রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আহ্‌মদ্ বাস্তবিকই দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। তিনি অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "শাহেন্‌শাহ্! ভ্রাতা! অপরাধ মার্জ্জনা করুন্!" ফিরোজ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "আহ্‌মদ্! তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আপনার হস্তের অতর্কিত আঘাতে কেহ কি তাহার উপর রুষ্ট হয়? তুমি এই বিবাহের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিতেছ। শুন, হিন্দু-রাজকন্যার সহিত বিবাহের প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দুস্থানের পাঠান কিছুদিন পরে আমাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে পারে। দক্ষিণের হিন্দু-মুসলমানে একতা থাকিলে তাহারা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে।"

আহ্‌মদের হৃদয়-যন্ত্রের অন্তর্নিহিত যুদ্ধ-রাগিণী দ্রুততালে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি সদর্পে বলিলেন, "হিন্দুর সাহায্য না লইয়াই তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব। আল্লাহ্ যদি দিন দেন তবে দাক্ষিণাত্যের আলাউদ্দীন খিলিজির ন্যায় হিন্দুস্থান-দাক্ষিণাত্য এক-ছত্রাধীন করিব। এবার হিন্দুস্থান দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিবে না—অদূরে ভবিষ্যতে বাহমনী-সুলতান্ দিল্লীর সিংহাসনে বসিবে। যদি আমার জীবনে এ কল্পনা সফল না হয়, আমার পুত্র তাহা সিদ্ধ করিবে। সেইজন্য তাহার নাম আলাউদ্দীন রাখিয়াছি।"

ফিরোজ নিস্তব্ধ হইয়া ভ্রাতার তেজোগর্ভ উচ্চাশাদীপ্ত বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন; সহসা আহ্‌মদের করযুগ ধারণ করিয়া বলিলেন, "ভাই! শপথ কর।" বিস্মিত হইয়া আহ্‌মদ্ বলিলেন, "কি শপথ, শাহেন শাহ্?" ফিরোজ বলিলেন, "শপথ কর, হাসানের কোন অনিষ্ট করিবে না।" আহমদ্ স্তম্ভিত হইলেন। ফিরোজ ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "ভাই!" আহ্‌মদ্ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিলেন, "সিংহাসন হাসান্ লউক্।" ফিরোজ বলিলেন, "সে ত' লইবে না—সে কতবার বলিয়াছে সে রাজপদের উপযুক্ত নহে।" আহমদ্ শপথ করিয়া কহিলেন, "আমার জীবন থাকিতে হাসানের কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিবে না। সে আমার পুত্র-স্থানীয়! যে তাহার অনিষ্ট করিবে, তাহার জীবন ও নাম অভিশপ্ত হউক্!"

বিজয়নগরের রাজপথ অতিবাহিত করিবার সময় যদি মধুরাও নয়ন উত্তোলন করিয়া উভয়-পার্শ্বস্থ হতশ্রী বিপণি ও আবাস-গৃহের অবস্থা দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি শিহরিয়া উঠিতেন; ভাবিতেন নগরীর উপর দিয়া উন্মত্ত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। দ্বাররক্ষী ও নগরবাসি-গণের সসম্মান অভিবাদনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তিনি আনতনেত্রে পথ অতিবাহিত করিতেছিলেন। তিনি মুক্ত, তথাপি ললাটে বিষাদের রেখা। এ কি তুঙ্গভদ্রার স্মৃতি না বিজয়নগরের পরাজয়! মুসলমান-শিবির ত্যাগ করিয়া নগর-প্রবেশকালে তিনি আহ্‌মদের সৈন্যসজ্জা দেখিয়া নিশ্চিত বুঝিয়া-ছিলেন যে সন্ধি না করিলে রক্ষা নাই। ব্যাঘ্র যেমন নিশ্চেষ্ট রহিয়া আহত পশুর মৃত্যু-যাতনা অবলোকন করে, মুসলমান সৈন্য নগরের উপর সেইরূপ লোলুপ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছিল—কেবল ফিরোজের আদেশের অপেক্ষা। বড় দর্প করিয়া মধুরাও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে-দর্প চূর্ণ হইয়াছে। শত্রুর দয়ায় আপন জীবন রক্ষা পাইয়াছে, বিজয়নগরের মস্তক অবনত হইয়াছে—ইহার মূলীভূত কারণ তিনি।

সভাগৃহে সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে দূতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, পত্রবাহক দূত-রূপে যখন মধুরাও উপনীত হইলেন, তখন উৎকণ্ঠা বিস্ময়ে পরিণত হইল। যখন সকলে পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময় ক্রোধে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা সহসা সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি মধুরাওয়ের আকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া চমকিত হইলেন। সেই সবল উন্নত দেহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার স্থলে এই কৃশ, জরাগ্রস্ত, শীর্ণ-দেহ! মনোভাব দমন করিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "মধুরাও! সন্ধির প্রস্তাব আনিয়াছ?" মধুরাও নীরব রহিলেন দেখিয়া দেবরায় বলিলেন, "বাহমনী-সুলতান আমাদিগের বন্ধু হইতে ইচ্ছুক এবং বন্ধুত্বের মূল্য-স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতার জন্য বিজয়নগরের এক রাজপুত্রী চাহেন।"

মধুরাও সন্ধির সর্ত্ত শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; কারণ, ফিরোজ ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। মারাপ্পা বা মধুরাও কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দেবরায় প্রাচীন সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পরাভব, রাজ্যলোপ, সবই সহ্য হয়; কিন্তু মনের অধঃপতন অপেক্ষা অসহনীয় ক্ষতি মানবের ভাগ্যে ঘটে না। আপনি বুক্কের বংশের পরমহিতৈষী হইয়া, সাম্রাজ্যের দণ্ডাধিপতি হইয়া এরূপ প্রস্তাব আনিবেন, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর!" মধুরাও বিকৃতস্বরে বলিলেন, "মধুরাও এখন দণ্ডনায়ক নহে, বাহমনী-সুলতানের অনুগ্রহে মুক্ত বন্দিমাত্র।"

আদোনীর সামন্ত আপনার দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সামন্ত কেহই ছিলেন না। তাঁহাদের যুবক পুত্রগণ যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সন্ধি চাহি না, আমরা যুদ্ধ করিব। বিজয়নগরের প্রস্তর-প্রাচীর এখনও অজেয়।" মারাপ্পা মধুরাওয়ের নিকট গিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "দণ্ডনায়ক মধুরাও! বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছ?" মধুরাও নির্ব্বাক্-দৃষ্টিতে মারাপ্পার প্রতি একবার চাহিলেন। মারাপ্পা পুনরায় বলিলেন, "দণ্ডনায়ক মধুরাও! যুদ্ধ কি আর চলিতে পারে?" মধুরাও তথাপি নির্ব্বাক্। সভা নিস্তব্ধ। একজন নবীন সামন্ত সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। যুবকের পিতা সম্প্রতি একটি খণ্ডযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। যুবক বিলাস-শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, তিনি সামন্ত-পদে উন্নীত হইয়াছেন। সভায় যুবক-সামন্ত বলিলেন, "একজন দাসী-পুত্রকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; কেহ জানিতে পারিবে না—যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইবে।"

এতক্ষণে মধুরাও কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "কোনও প্রয়োজন নাই, যুবক!—মহারাজাধিরাজ! আমার একটি নিবেদন আছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আনিগণ্ডীর অধিপতি ছিলেন। আমি সাম্রাজ্যের সৈনিক কর্ম্মচারী হইলেও আমার দেহে আনিগণ্ডী-রাজগণের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। সম্রাট্—আমার কন্যাকে ফিরোজ-শাহের নিকট পাঠাইয়া দিন্।"

দেবরায় কথা কহিবার পূর্ব্বেই মারাপ্পা বলিলেন, "অসম্ভব, মধুরাও! তোমার শরীরে বিজয়নগরের রাজরক্ত নাই। সুলতানভ্রাতার

স্ত্রী হইবার জন্য আমার কন্যা দুর্গা যাইবে। বিচলিত হইও না, দেব! যুদ্ধ আর চলিতে পারে না। আমরাও যুদ্ধ-সম্বন্ধে কিছু বুঝি। সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ শ্মশান হইয়াছে, কোষে অর্থ নাই। এখন যুদ্ধ করিলে রাজধানীর ধ্বংস হইবে।" দেবরায় বলিলেন, "এ রাজধানী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাকলে নূতন রাজধানী স্থাপিত করিব। সাম্রাজ্যের দক্ষিণার্দ্ধে নব রাজ্য গঠন করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ চালাইব।" মারাপ্পা বলিলেন, "আর বিজয়-নগরের দেবমূর্ত্তি, দেবমন্দির, এতগুলি অসহায় নর-নারীর কি অবস্থা হইবে?" দেবরায় বলিলেন, "মথুরা, সোমনাথপত্তনের যে অবস্থা হইয়াছিল, বিজয়নগরেরও সেই অবস্থা হইবে।" ক্রুদ্ধস্বরে মারাপ্পা বলিলেন, "দেববিদ্বেষের প্রতি যাহারা ভক্তিহীন, তাহাদেরই মুখে এইরূপ বাক্য শোভা পায়। সে-ভক্তি যদি থাকিত, তাহা হইলে কি বেদ-ভাষ্যকার সায়ণ, বিদ্যা-রণ্য মাধবের বংশধর লোকাচার্য্যদেব রাজ-ধানী হইতে তস্করের ন্যায় নির্ব্বাসিত হ'ন? আজ যে দণ্ড বিজয়নগরের উপর আপতিত হইয়াছে, তাহা বিধাতার বজ্রদণ্ড, পূর্ব্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।"

অন্য সময় হইলে এরূপ তিরস্কারে দেবরায় স্তম্ভিত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে ফল বিপরীত হইল। যে রক্ত, যে তেজ মারাপ্পার শুষ্ক বক্ষে অবস্থান করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে উগ্র ভৈরবের ন্যায় ভীষণ করিয়াছিল, সেই তেজোরক্তই আজ তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক অংশে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ লোকা-চার্য্য বিজয়নগরের সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া শাস্তি পাইয়াছেন।" মারাপ্পা পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে শাস্তিদানের অধিকার কাহার আছে?" সহসা মারাপ্পার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল; তিনি বলিলেন, "আজ সম্রাট্-পিতৃব্য সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। তোমার পিতৃব্যকে শাস্তি দাও, সম্রাট্! আজ তুমিই আমার পুত্র, দেব! আমাকে শাস্তি দাও। সিংহাসন ত্যাগ করিও না, দেব!" দেবরায় তথাপি পিতৃব্যের পাদমূলে আসিয়া নিপতিত হইয়া বলিলেন, "তাত! ক্ষমা করুন। নিষ্ঠুর হইবেন না। বিজয়নগর রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিব।" ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া মারাপ্পা কহিলেন, "তথাপি বিজয়নগর রক্ষা পাইবে না। দেব! যদি জানিতাম কাহারও প্রাণ-বিনিময়ে রাজধানী বিপমুক্ত হইবে, তাহা হইলে আমি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতাম না। উত্তরা-পথের হিন্দু রাজ্যগুলি ধ্বংস হইয়াছে; দেবালয় চূর্ণ হইয়াছে। উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দির আর নাই, তথাকার সে বৃহৎ পুস্তকাগার ধ্বংস পাইয়াছে। হিন্দুর প্রাণের প্রাণ বেদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি বিজয়নগরের আশ্রয়ে আসিয়া রক্ষা পাইয়াছে। কাল তাহারা যদি এ আশ্রয়-চ্যুত হয়, যদি বিজয়নগরের দেবালয়গুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবে। এ-সব কথা কি ভাবিয়াছ, দেব? আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।"

দেবরায় বলিলেন, "দুর্গা কি আমার কেহ নহে!" মারাপ্পা কঠিনস্বরে বলিলেন, "না— সে আমার কন্যা। যদি এ-বিবাহ অপমান বলিয়া জ্ঞান কর, পরে প্রতিশোধ লইও।" দেবরায় হতাশভাবে বলিলেন, "কাহার উপর

তখন প্রতিশোধ লইব?" মারাপ্পা বলিলেন, "রাজার ভ্রাতা-ভগিনী নাই। রাজার এক-মাত্র কর্ত্তব্য দেশের প্রতি। রাজার কর্ত্তব্য দেশ-রক্ষা, প্রজা-রক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা।" দেবরায় বলিলেন, "আমার জন্য অন্য শাস্তি বিধান করুন।" মারাপ্পা বলিলেন, "শাস্তিদানের অধিকার আমার নাই। দেব! অন্য উপায় থাকিলে, আমি তাহা নির্দ্দেশ করিতাম। সিংহাসনে উপবেশন কর। আমার কন্যাকে মুসলমান-হস্তে সমর্পণ করিলে তোমার অপ-মান হইবে না। আমি সন্ন্যাসী—রাজবংশের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর দুর্গার ভ্রাতার জন্য এ দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কিছু প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার প্রয়োজন।" দেবরায় পুনরায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়-মান হইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, বৃদ্ধকে কি প্রকারে নিরস্ত করা যায়। মারাপ্পা বলিলেন, "দেব! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু সব কথা তুমিও জান না। সভায় সকলকে শুনাইয়া আজ একটি কাহিনী বলিব।—"

মারাপ্পা উত্তেজনা-বশে মধুরাওয়ের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া বহুপূর্ব্বে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সামন্তবর্গও আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সহসা মারাপ্পার দৃষ্টি মধুরাও যে স্থানে ছিলেন, তথায় পতিত হইল; তিনি দেখিলেন মধুরাও নিশ্চল হইয়া সভা-গৃহতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিনায়ক রাও শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহার চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে-ছিলেন। মারাপ্পার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ত্বরিতপদে মধুরাওয়ের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার বদনে কমণ্ডলু হইতে বারি লইয়া নিঃক্ষেপ করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

চেতনা পাইয়া মধুরাও বলিলেন, "মারাপ্পা! দুর্গাকে বিসর্জ্জন দিলে?" পার্শ্ব হইতে বিনায়করাও বলিলেন, "সভায় শেষে তাহাই স্থির হইয়াছে।" মধুরাও ক্ষণকাল-পরে বলিলেন, "ত্র্যম্বকের পুত্র! মারাপ্পা কোথায়?" বিনায়করাও বলিলেন, "আপনার চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি প্রস্থান করিয়াছেন।" মধুরাও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

উপদেশের ঝুড়ি।

শীতকাল আসিয়াছে। ছেলেপিলের গায়ে গরম কাপড়-চোপড় দেওয়ার দরকার। কিন্তু যাহাতে ছোট ছোট ছেলেপিলে গরম কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রদীপের কাছে না যায়, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হারিকেন্ লণ্ঠন জ্বালা থাকিলে কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগার ভয় থাকে না, আর ঘরে ভূত কালো ঝুল হয় না। কেরোসিনের ল্যাম্প (যা'কে অনেক জায়গায় কুপী বলে) ঘরে রাখিলে ঝুল হয়, আর তার নিকট দিয়া যাওয়া-আসা করিলে কাপড়ে আগুন লাগিয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে গৃহস্থ-ঘরে রেড়ীর তৈলের প্রদীপের বেশী প্রচলন। পিলসুজগুলিকে একটু উচু ও নিরাপদ্ জায়গায় রাখিয়া দিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা আর থাকে না।

দিয়াশলাই আর সস্তা নাই। তবুও এক আধ পয়সা কমে যে সস্তা দিয়াশলাই পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহারের সময় একটি কাঠি বা

শলা জ্বালাইলে, অনেক সময় সমস্ত বাক্সটা জ্বলিয়া উঠে। কখনও কখনও পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে কাঠিগুলি বাক্সের মধ্যে আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। দেখিয়া শুনিয়া ভাল সেফটি (Safety) ম্যাচ বক্স বা দিয়াশলাইয়ের বাক্স কিনিলে ভাল হয়।

কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়া গেলে ভয়ে ছুটাছুটি করিলে আগুন বেশী করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ছোট ছোট ছেলেপিলের উপস্থিত-বুদ্ধি কমই থাকে। তাহারা এরূপক্ষেত্রে ভয়ে ছুটিয়া বেড়ায়। এ-সময় উচিত, শরীরের চারি-ধার মোটা কম্বলে ঢাকিয়া মেঝের উপর গড়াগড়ি দেওয়া। এরূপ করিলে আগুন নিবিয়া যায়। জ্বলন্ত কাপড়চোপড় শুদ্ধ মানুষের উপর কখনও জল ঢালিয়া দিতে নাই! আগুন নিবাইবার জন্য জল ঢালিয়া দিলে অনেক সময় প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। শরীরের দু'এক জায়গা সামান্যরূপ পুড়িয়া গেলে আলু ছেঁচিয়া(?) বা নারিকেল তেল এবং চুণের জল ভাল করিয়া মিশাইয়া তাহার প্রলেপ প্রভৃতি দেশী টোট্‌কা ঔষধ লাগান যাইতে পারে। বেশী রকম পুড়িয়া গেলে ডাক্তার ডাকাই উচিত।

আমাদের দেশে শীতকালে ঘরের দুয়ার-জানালা, কাটাকুটা সমস্ত রীতিমত বন্ধ করিয়া ঘুমান রীতি। কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এক ঘরে অনেকজন থাকিলে অনেকখানি বাতাসের দরকার। ঘরের সব দুয়ার, জানালা প্রভৃতি বন্ধ থাকিলে, নূতন বাতাস ঘরের ভিতর ঢুকিবার পথ পায় না; আর যে বাতাস ভিতরে থাকে, তাহা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধময় হয়, বেরুবার পথপর্য্যন্ত পায় না। রাত্রিতে শোবার সময় ঘরে একটু বাতাস ঢুকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে ভাল হয়। লখীন্দরের বাসরঘরের মত আট্‌ঘাট-আঁটা ফুটাফাটা-বুজান ঘরে শোয়া ভাল নয়।

ঘর যাহাতে গরম থাকে সেজন্য অনেকে ঘরের মধ্যে কয়লা জ্বালিয়া শুইয়া থাকেন। এতে সাঙ্ঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা। সেদিনও শুনিলাম পাথুরের কয়লার আগুন দিয়া কয়েক জন লোক ঘরের দুয়ার-জানালা আঁটিয়া শুইয়াছিল,—আর রাতের মধ্যেই তাহাদের সকলেই দমবন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখার দরকার। 'ওম্' করিবার জন্য অনেকে নাক-মুখ লেপের মধ্যে ঢাকিয়া শুইতে ভালবাসেন। স্বাস্থ্যের পক্ষে এ অভ্যাসটি বড় খারাপ। বাতাস মানুষের প্রাণ। ইচ্ছা করিয়া খারাপ বাতাস শরীরে ঢুকাইলে মরণকে ডাকিয়া আনা হয়। মানুষের প্রাণ বড় কঠিন, শীঘ্র বাহির হয় না। শরীর এত নিরীহ ভালমানুষ যে, শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। তা'র পর একদিন এমন বাঁকিয়া বসে যে, তাহাকে ভালর দিকে আনিবার জন্য 'হোমরা চোমরা ডাক্তারও হিম্‌সিম্ খাইয়া যান।

আমাদের একটা ধারণা আছে, গরম পশমী কাপড় বড় শুদ্ধ; সেটা যতই অপরিষ্কার তেলচিটে হউক্ না কেন, কিছুতেই অশুদ্ধ হবে না। আমাদের ধারণা অনুসারে না হয় অশুদ্ধ না হ'ল, কিন্তু সেটা অস্বাস্থ্যকর হয়। যদি এ-কথা শুনেও তেলচিটা ময়লা পশমী জামা আলোয়ান পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি না জন্মায় তবে শেষ কথা এই, এরূপ ময়লা জামা আলোয়ান বেশী দিন টিকিবে না। তেলে জলে বাঙ্গালীর ছেলে মানুষ হয়, এটা সত্য কথা।

আর একটিও সত্য যে কাপড়-জামা বেশী তেল-চিটা হইলে বাঙ্গালীর ছেলে বেশীদিন ধরিয়া সেগুলি পরার সুখ ভোগ করিতে পারিবে না। পরার সুখ বেশী দিন ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সেগুলিকে জলের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করাইতে হইবে, জামার গায়ের ময়লামাটিও ধুইয়া দিতে হইবে। জামা-কাপড়ের যে-রকম দাম বাড়িয়াছে, তাহাতে নষ্ট হইবে, এ-কথায় হৃৎকম্প হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা স্বাস্থ্যের মায়া করেন না, তাঁহারা পয়সার মায়া করিবেন, এ ভরসা আমরা রাখি ; কারণ, অনেকেই স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াও পয়সা-রোজগার করিতে ব্যস্ত।

গরম কাপড়ের জামা পরিলেই যে শীত নিবারণ হইবে, আর কিছুতে হইবে না, এমন, কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। সুতার কাপড়ের তৈয়ারী জামা কয়েকটি একসঙ্গে একটির উপর আর একটি করিয়া পরিলেও অনেক সময় শরীর গরম থাকে ; কারণ, জামাগুলির ফাঁকে ফাঁকে যে বাতাস থাকে, সেইটা গরম হইয়া শরীরকে রক্ষা করে। অবশ্য তাই বলিয়া এ-কথা যেন কেহ না ভাবেন যে, তিন-চার-তালা সুতার কাপড়ের জামা পরিয়া শীতকালের দার্জ্জীলিঙ্গের দুর্জ্জয় শীতের সঙ্গে একবার তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া আসিতে পারা যাইতে পারে।

ষ্টকিং বা এষ্টোকিনের বা মোজার সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। ষ্টকিং ব্যবহার করিয়া মাঝে মাঝে সাবান দিয়া কাচিয়া দিতে হয়। পায়ের ঘাম ও জুতার মধ্যে যে রাস্তার ধূলা জমে, এই দুইয়ে মিলিয়া ষ্টকিংকে শক্ত চটের মত করিয়া দেয় ; তাহাতে ষ্টকিং কাটিয়া যায়। অনবরত ব্যবহারে ষ্টকিং-এ দুর্গন্ধও হয়। মাঝে মাঝে কাচিয়া দিলে দুর্গন্ধ ও কাটিয়া যাওয়া, এই দুই প্রকার ভয় হইতেই নিস্তার পাওয়া যায়। যাঁহারা নেহাৎ এক-রোখা ও যাঁহাদের জুতা বড়, তাঁহারা অবশ্য প্রিঞ্জারভার বা নেকড়ার জুতা ব্যবহার করিবেন।

শ্রীশ্রীরামশর্ম্মা

সঙ্কলন।

কলহ-প্রিয় শিশু—আমাদের পরিবারে শিশুদিগের মধ্যে কলহ প্রকৃতিগত। তাহারা সকল ভাই ভগ্নী যেমন পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকিতে ভালবাসে না, সেইরূপ তাহারা আবার একত্র হইলেই কলহ ও মারামারি। অনেক সময় দেখা যায়, বালক-বালিকাদের মধ্যে এক একজন অত্যন্ত কলহ-প্রিয় হয়। তাহারা যে-কোন শিশু-মণ্ডলীর মধ্যেই থাকুক্, সেখানেই কলহের সৃষ্টি করিয়া মহা অশান্তি করিয়া তুলে। এই সকল শিশুরা অধিকাংশই একগুয়ে ও সকলকে তাহার ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে উৎসুক। তাহারা অন্যান্য শিশুদের নেতৃপদ নিজেরাই গ্রহণ করে ও তাহাদের প্রতাপ অমান্য করা অসম্ভব। কিন্তু এই কলহপ্রিয় শিশুরা নিজেরাও নষ্ট-প্রকৃতি এবং অন্যান্য শিশুদিগের প্রকৃতিও নষ্ট করে। শিশুরা যত শীঘ্র কলহ করিতে শিখে, তত শীঘ্র কলহ না করিতে শিখে না, এবং

পিতামাতা দিগের এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ, শিশুসন্তানদিগের ভবিষ্যৎ মানসিক প্রকৃতি ইহার উপরই নির্ভর করে ও তাহাদের প্রকৃতির জন্য মাতাপিতাই দায়ী।

শিশুদিগের মধ্যে এই কলহ-নিবারণের সহজ উপায়,—কোন কলহপ্রিয় শিশু কলহের সূচনা করিতেই তাহাকে অন্যান্য শিশুদিগের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া ও তাহাদিগের ক্রীড়াতে যোগ দিতে না দেওয়া। ইহা প্রথমে নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু শিশুদিগের চরিত্র-গঠন-হিসাবে ইহা নিষ্ঠুরতা নহে। শিশুরা একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না, ইহা মানবজাতিরই প্রকৃতি। সুতরাং কলহপ্রিয় সহজে ধীর হইয়া আসে। বলিষ্ঠ শিশু দুর্ব্বল শিশুদের উপর অত্যাচার করিতেছে,দেখিলে মাতাপিতাদিগের তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। শিশুদিগকে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রধান কার্য্য। এই জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইলে তাহারা সহজেই সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিবে। মাতাপিতা তাঁহাদিগের সন্তানের মধ্যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিলে, সে অন্যান্য ভাইভগ্নীদের উপর প্রভুত্ব দেখাইতে উন্মুখ হয় এবং তাহারা তাহাকে অমান্য করিলে, কলহের সৃষ্টি করে। এ-বিষয়ে মাতাপিতার সাবধনতা আবশ্যক।

বিচক্ষণ মাতারা, যাহাতে তাঁহাদের সন্তানগণ মিলিয়া মিশিয়া থাকে, তাহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদের যদি কোন কলহপ্রিয় সন্তান থাকে, তাহার প্রতি তাহাদের অধিকতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ছোট বড় সকল সন্তানেরা যদি সদ্ভাবে পরস্পরের সহিত শান্তিতে ক্রীড়া করিতে পারে, তাহা হইলে কেবল যে মাতা ও পরিবারের শান্তি,তাহা নয়, ইহা শিশুদিগের ভবিষ্যদ্ জীবনের শান্তিপ্রিয়তার ভিত্তি। মাতার দৃষ্টি সর্ব্বদাই শিশুদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। এ-বিষয়ে তাঁহাদের অবহেলা বিপজ্জনক। শিশুদিগের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভালবাসার পরিচায়ক।

বৃক্ষের রাজা।—বিলাতে ওক্ (oak) বৃক্ষকে বৃক্ষের রাজা (king of trees) বলে। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন "oak with misletoe growiog on it" ওক বৃক্ষের উপর পরগাছাকে,পুরাকালে ইংলণ্ডের আদিমনিবাসিগণ দেবতা বলিয়া পূজা করিত। এই ওক্-বৃক্ষের কাষ্ঠ সকল কাষ্ঠের অপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী। একটি ওক্-বৃক্ষের আয়ু ৭০০ বৎসরের অধিক। বৃহদাকার জাহাজের মাস্তুল প্রভৃতি এই ওক্-কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। ইহা ঝড়, জল, রৌদ্র সমানভাবে সহ্য করিতে পারে; সেই জন্য ইহাকে বৃক্ষের রাজা বলে।

ঐ সকল দেশে ওক্ বৃক্ষ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। ইহা খুব দীর্ঘ হয় না, কিন্তু ইহার প্রস্থ ও পরিধিই সমধিক। ইহার বৃদ্ধি খুবই ধীর। বৃক্ষের প্রথম বৃদ্ধির পর ইহা বৎসরে এক ইঞ্চের অধিক বর্দ্ধিত হয় না। শীতকালে এই বৃক্ষের কাণ্ডের রং গাঢ় হয় এবং ত্বক্ অত্যন্ত অমসৃণ হয়। ইহার বিশাল শাখা ও প্রশাখা-সকল ঐরূপ আকার ধারণ করে এবং এই শাখা-সকলই জাহাজ নির্ম্মাণকারীদিগের বিশেষ আদরণীয়।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲, নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ।

যদি আপনার প্রিয়-জনের ছবি (ফটো) চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ২৷৷০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮″×১৪″ সাইজের সুন্দর একখানি ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারিব, নচেৎ আরও ৪৲ টাকা বেশী লাগিবে। গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,
৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী স্বরূপ। ভাষা ভাব অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতিবালক-বালিকাগণকে কাচের খেলার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারসসিটী।

বামাবোধিনী-কর্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

১। ধর্ম্মসাধন (প্রথম ভাগ) ।০ স্থলে ৶০ ২। ঐ (২য় ভাগ) ৷৵০ ,, ।০ ৩। স্ত্রীবকবালা ৷৷০ স্থলে ।০। ৪। বেদিগা আহিরা ৶০ স্থলে ৵০। ৫। বনবাসিনী ৵১০ স্থলে ৵০। ৬। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৵১০ স্থলে ৵৫। ৭। নারী-শিক্ষা (১ম ও ২য়) ৷৷০ ও ৸০। ৮। কারাকুসুমিকা ৷৵০। ৯। ইঙ্গিত ও আদর্শ ।০ স্থলে ৶০। ১০। মানব-সখা ৶০। ১১। ডিপুটি-নিভৃতি-যোগ ৵০ স্থলে ৵০। প্রত্যেক বর্ষের পুরাতন বামাবোধিনী ২৲। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

গোল্ডেন ব্রেন পিল
ভারতবাসীর নিজস্ব।
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।
ব্রেন পিলের অমৃতকথা বিনামূল্যে।
"গোল্ডেন ব্রেন পিল"
ম্যানুফ্যাকচারিং কোং।
কুণ্ডা, দেওঘর, (এস, পি)।

December, 192 Reg. No. C. 134

৬০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।
পৌষ, ১৩২৯—জানুয়ারী, ১৯২৩।

সূচী

১।	বিজন পথে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	২৬১
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত	২৬৬
৩।	গান ও স্বরলিপি	রচনা—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, এম্-এ, বার এট্-ল,	২৬৯
		স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	২৭০
৪।	বিধির বিধি (উপন্যাস)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	২৭১
৫।	সাহিত্যের তিনটি বীর	শ্রীযুক্ত কমলকুমার সান্যাল বি, এ	২৭৮
৬।	সোণার হার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত—	২৮৭
৭।	পৌষ সংক্রান্তি	শ্রীরাম শর্ম্মা	২৯১
৮।	কামিনী গাছ (গল্প)	শ্রীযুক্ত—	২৯২
৯।	সঙ্কলন		২৯৫
১০।	শোক সংবাদ		২৯৬

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এন্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

অবার এসেছে আকাশ ছেয়ে

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	৬'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশেল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন ফ্লুট" : : :

তিন অক্টেভ,	৬'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	৪'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	৬'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,

৮নং ডালহাউসীস্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

টেলিগ্রাম "ডোয়াকিন"

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

টেলিফোন ১০৫, কলিকাতা

মণ্ডল ফ্লুট।

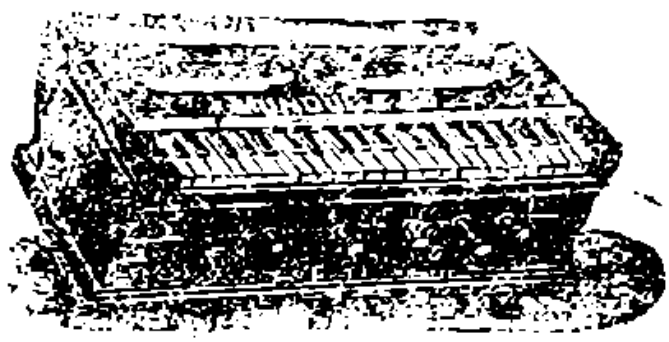

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গাছ! বেঙ্গল নার্শারী! বীজ

(১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত—৪৫ বৎসরের পুরাতন)

গাছ ও বীজ রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনারা অর্ডার পাঠাইতে আর দেরী করিবেন না।

নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী-বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—

বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৷৷০, রিডল্যাণ্ড ড্রাবহেড ও অলপেট ১৷৷০, চ্যাপ্টামাথা, নারিকেলী, কাফ্রিকপি ইত্যাদি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল ৫৲, রিলায়বল, জীনজিয়ার্স, লিনহেভেন্স, আলি-প্যারিস প্রত্যেক ১৷৷০, ফুলকপি ফেবারিট ১৲, ওলকপি শাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, শালগম, গাজর বীট ও লাল, শাদা, কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক ।০, বাধাছালাদ টমেটো, কাঁটাশূন্য ৬/ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা-বর্ণের বড় পেঁয়াজ সেলেরি প্রত্যেক ১৲, শতমুখী বাধা কপি, খোকোলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, শাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸০, আমেরিকান মটরশুঁটী ও ফ্রেঞ্চবীন ৵০ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেটে আমেরিকান আদত টীন বাক্স :— ১০০ রকম ৷৷০, ১৫ রকম ৪৷৷০, ২৫ রকম ৫৷৷০, পাটনাই ফুলকপি ৷৷০, পেঁয়াজ ।০, কাঁথির মূলা ৵০, (সের ৬৲), বোম্বাই মূলা ৶০ (সের ১২৲), ব্যাঙ্গালোরের বৃহদাকার পেঁপে ১৲, দেড় হাত লম্বা বেগুন ৸০, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ।০, (সের ৫৲)। এই সময়ে বপনোপযোগী ১৫ রকম দেশী বীজ ডাকখরচ সহ ১৷৷০। মনোহর বরষুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম ।০ প্যাকেট, ৫ রকমের ৫ প্যাকেট ডাকখরচ সহ ১৷৷০, তামাক বীজ ৵০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিপিতে পাঠান হয় না।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ **ফল, ফুলের চারা ও কলম** সর্ব্বত্র-প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রোপ্রাইটার্স :—বেঙ্গল নার্শারী

১।২।৪, মাণিকতলা মেন্ রোড, পোঃ সিমলা, কলিকাতা।

ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাইজের জন্য অনুমোদিত

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত

সচিত্র সাতনদী মূল্য দশ আনা

গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সাতটী পুণ্য-নদীর পৌরাণিক কাহিনী।

আইভরি ফিনিশ কাগজে লাল বর্ডারে সুন্দর ছাপা। মলাটে একখানি ও ভিতরে সাতখানি সুন্দর তিনরঙা ছবি আছে।

"বইখানি আগাগোড়া চলিত মুখের কথার গল্প বলার ধরণে লেখা; এজন্য ইহা ছেলেদের খুব সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এই সাতনদীর কাহিনী জানা উচিত। সাতনদীর সাতখানি রঙিন ভাল ছবি আছে। সুতরাং দাম এই মাগ্‌গির বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে।"—প্রবাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩২৭) বিস্তৃত সমালোচনা দেখুন। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষ নায়ক, বসুমতী, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতিতে প্রশংসিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMHNDAL

THE ALL-INDIA HINDU SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President: H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

নদীর অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলার কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

পোঃ আঃ—খাজাপাড়া, ফরিদপুর।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ তাজা। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০। তিন শিশির মূল্য ২॥০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন; বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৪।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, ম্যাউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৹;—হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত; ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 713. January, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৩ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৯। জানুয়ারী, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বিজন পথে।

একলা পথে তুমি যে-দিন দিলে নিঠুরপ্রাণে
ছাড়িয়া মোরে ভাদা'রে আঁখিনীরে,
ভয়ে হিয়া কাঁপ্‌ল চাহি' শূন্য আকাশ-পানে,
পা বাড়া'নু কতই ধীরে ধীরে!

পিছন থেকে যেন আমার হাতের ছানি দিয়ে
ডাক্‌ল কত লোকালয়ের হাসি,
শোভন সাজে মায়ল উঁকি হৃদয় পরশিয়ে:
নৃত্য করি' দৃশ্য রাশি রাশি!

আশার বশে নয়ন মেলি' চাহিনু চারিধারে,
দেখিনু শুধু ধূ-ধূ-ধূ করে মাঠ,
বিজনতা কি একলা পেয়ে আসিল গ্রাসিবারে?
ভয়ে আমার পরাণ হ'ল কাঠ।

উপায়-হারা আমি তখন আপন-হারা হ'য়ে
সীমা-বিহীন পথে গেলাম চলি',
ভাব্‌নু এত নিঠুর তুমি! দেখ্‌লে না-ক চেয়ে
কিবা দশায় গিয়াছ মোরে ফেলি'!

ক্ষুভিত প্রাণে গিয়াছি চলে' জানি না কত দূর,
সহিয়া গেছে বিজন নীরবতা,
লোকের হাসি, দৃশ্যরাশি করে না হিয়া চুর
মারিয়া উঁকি ছুটা'য়ে দিয়ে ব্যথা!

নেহারি এবে শুধুই মধু—মধুর ধারা ঝরে
ক্ষালিত করি' বেদনা-ত্রাস যত,
যেখানে যাই, তোমার কোল বিছান মম তরে,
দয়া কি তব লুকান ছিল এত!—

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

নবম অধ্যায়।

ভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে পরব্রহ্ম ও কালের বিষয় বুঝাইয়া এই নবম অধ্যায়ে রাজবিদ্যা ও রাজযোগের উপদেশ দিয়া অধিকতর রহস্য-সকল বুঝাইতেছেন। তিনি উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া কোন বিষয়ই বলিতে অবশিষ্ট রাখিবেন না। তাই তিনি বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন, আমি তোমাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরম গুহ্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। ইহা রাজ-বিদ্যা অর্থাৎ সকল বিদ্যার সার বিদ্যা বা অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং পবিত্র রাজ-গুহ্য অর্থাৎ অতিগোপনীয়, কখায় প্রকাশিত হইবার নহে। ইহা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া, স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া অবগত হইতে হয়, অথবা অনুভব করিতে হয়। অথচ এই অব্যয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মাচরণ অক্লেশে অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। এ ধর্ম্ম অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষেরা না জানিতে পারিয়া, আমাকে না পাইয়া, এই মৃত্যুশীল ভব-সংসারেই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। এই ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিলেই অবগত হইবে যে, আমি আমার অব্যক্ত-মূর্ত্তির দ্বারা এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আর আমাতেই সকলই অবস্থিতি করিতেছে অথচ আমি তাহাদের কিছুরই মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি না। আমি সম্পূর্ণরূপেই নির্লিপ্ত।" ভগবানের এই রূপটি প্রাণরূপ অতিদিব্য ভাব, সকলেরই অন্তর বাহ্যে পরিব্যাপ্ত অথচ সদা পৃথক্‌ভাবে স্থিত। তিনি বলিলেন, "আর ইহাও বুঝিতে পারিবে, যে, বাস্তবিক ভূত-সকল আমাতে অবস্থিত নহে। আমি কেবল আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য্য-দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন করিতেছি, অথচ সর্ব্বদা তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছি।"

ইহা কি-রূপ তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন, দেখ, সর্ব্বগামী মহান্ বায়ু আকাশে স্থিত, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কখনই তাহার সহিত মিলিয়া থাকে না, সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র-ভাবে থাকে। ভূতগ্রাম এই প্রকার স্বতন্ত্রভাবে আমাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন কর। আর এক কথা, ইহাও জানিও যে কল্পের প্রারম্ভ হইতে এই সকল সৃষ্টি হয় এবং কল্প শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। পরে কল্প অন্ত হইলেই আমার প্রকৃতিতে গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়।" পূর্ব্বেও ভগবান্ বলিয়া আসিয়াছেন যে, অব্যক্ত হইতেই সৃষ্টির ব্যক্ত ভাব প্রকাশিত হয়, আবার সেই অব্যক্তেতেই গিয়া লয় পায়। সেই অব্যক্ত হইতে আগমন ও স্থিতির সময়কেই ব্রহ্মার দিন এবং সেই অব্যক্তেতে লয় হইয়া থাকার সময়কেই ব্রহ্মার রাত্রি বলা হইয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কল্প আরম্ভ হইলেই আমি সকল সৃষ্টি করি এবং কল্পের শেষ হইলেই সকলকে আমার প্রকৃতিতে লীন অবস্থায় রাখি। কিন্তু আমি আসক্তিপূর্ব্বক এ-সকল করি না। আমি সদাই আমার নির্ব্বিকার পরম অব্যক্তাবস্থাতেই উদাসীনবৎ

থাকি ; তাই ইহাতে আমার কোন বন্ধন হয় না। যেমন যে-সকল বাজিকরেরা কাটপুতুল নাচায়, তাহারা একটি সরু তার ধরিয়া থাকে এবং কখনও তাহা উপর দিকে টানিয়া লয় এবং কখনও তাহা নীচের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং তাহাতেই সেই পুতুল একবার রঙ্গভূমিতে আসিয়া নৃত্য ইত্যাদি করে, আবার ক্ষণমধ্যেই অদৃশ্য হয়, সভ্যগণ কেবল সেই পুতুলের যাওয়া আসা-মাত্র দেখে কিন্তু কে তাহাকে পাঠাইতেছে এবং কোথায়ইবা তাহাকে রাখিতেছে, তাহা জানিতে পারে না, সেইরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ কারণ-অবস্থা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইতেছে এবং কতকদিন অর্থাৎ কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি স্থায়ী হইয়া রহে এবং কল্প-ক্ষয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে থাকে ; কিন্তু ইহার উর্দ্ধে যে পরম অব্যক্ত অর্থাৎ সকলের শেষ কারণ রহিয়াছে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। সেই কারণেই আমি আসক্তিবিহীন উদাসীনবৎ। এই জগতের প্রকাশ ও অপ্রকাশ অর্থাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব আমি অধ্যক্ষরূপে বর্ত্তমান থাকাতেই প্রকৃতি-দেবী বারংবার সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু মূঢ়ব্যক্তি আমার এই অব্যয় পরম ভাব ও সর্ব্বমহেশ্বরত্ব জানিতে না পারিয়া আমাকে মানবদেহধারিমাত্র জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ; আমার মহাভাব ও স্বরূপ তাহারা জানিতে পারে না। কারণ, ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান-বলে আমি না হইতে পারিলে আমাকে জানা হয় না। তাহারা প্রকৃতিজাত রাক্ষসী ও আসুরীভাব অবলম্বন করায় তাহাদের সকল আশা, যাবতীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান বিক্ষিপ্তচিত্ততা-বশতঃ ব্যর্থ হয় ; অর্থাৎ তাহারা আমাকে সকল ভাবের কারণ বলিয়া জানিতে পারে না, সুতরাং নির্ব্বাণমুক্তিও পায় না। কিন্তু উদারচিত্ত মহাত্মগণ প্রকৃতির দৈবীভাব আশ্রয় করিয়া অনন্যমনে আমাকে ভজনা করেন এবং আমাকেই জগতের অব্যয় ও মূল কারণ বলিয়া অবগত হ'ন। তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাতেই সংযতচিত্ত হ'ন এবং সর্ব্বদাই আমার বিষয় কীর্ত্তন করেন ও আমার সহিত ক্রিয়াযোগ-বলে সদা-যুক্তচিত্ত হইয়া অনন্যভক্তির সহিত আমাকেই উপাসনা করেন ও নমস্কার করেন।

আবার কোন কোন সাধক জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিচার-পথাবলম্বনে আমার বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অহংজ্ঞানবিহীন হইয়া অদ্বৈতভাবে আমার উপাসনা করেন, কেহ কেহ বা আমি প্রভু ও তিনি দাস এই ভাবে সদা আমারই পূজা করেন ; আবার কেহ কেহ বা আমার বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বাস্যধামী ও সর্ব্বব্যাপী অবস্থা ভাবিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন, আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ, পিত্র্যার্থ শ্রাদ্ধাদি, আমিই ঔষধ-মন্ত্র এবং আমিই হোমাদি-সাধন ঘৃত ও অগ্নি এবং হোম। আমিই এই বিশ্বের পিতা, মাতা ও ধাতা অর্থাৎ কর্ম্মফল-বিধাতা, আমিই পিতামহ, জ্ঞাতব্য, পবিত্র ওঁকার এবং ঋক্, সাম ও যজুঃ। আমিই এ-জগতের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা ও স্রষ্টা। আমিই ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, সংহর্ত্তা এবং আধার। আবার আমিই লয়স্থান এবং বীজ-কারণ ; আর আমি অবিনাশী ; এ-সকল নিশ্চয় জানিও। অর্জ্জুন, আমিই তাপ

দিয়া থাকি এবং আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি; আবার বৃষ্টি আকর্ষণও করি। আমিই জীবন এবং আমিই মৃত্যু।

তাহারপর ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, বেদ-ত্রয়-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারিগণ নানা যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন এবং তাহার প্রভাবে ইন্দ্রলোক প্রভৃতি মহা মহ, লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় কামনা থাকায়, প্রভূত সুখ ভোগ করেন। কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইলেই আবার মর্ত্যলোকে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। বেদত্রয়-বিহিত ধর্ম্ম পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায়, তাঁহারা সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া আমাতে সতত চিত্ত রাখিয়া আমার পূজা করেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের যোগ-ক্ষেম অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যোগানুভব ও তৎরক্ষণ মোক্ষ স্বয়ং বহন করিয়া থাকি; অর্থাৎ এরূপ সাধকেরাই নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন।"

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "অর্জ্জুন, এই যে লোকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার পূজা করে, সেও প্রকারান্তরে আমারই পূজা করে। কারণ, আমি সর্ব্বময় এবং আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবে তাঁহাদের সে পূজা অবিধিপূর্ব্বক হয়, আমার স্বরূপের অবগতি-পূর্ব্বক হয় না। অবশ্য আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু,কিন্তু তাঁহারা আমাকে আমার যথার্থ স্বরূপজ্ঞানে জানিতে না পারাতেই এই সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকেন।" মানুষ যেরূপে পূজা করে, তাহার ফলও সেইরূপ হয়। বাবলার বিচি পুঁতিয়া কেহ কখনই সুস্বাদ আম্রফল প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন, "দেবতা-পূজকগণ দেবলোক পিতৃশ্রাদ্ধাধিকারী পিতৃভক্তগণ পিতৃলোক এবং ভূতযাজিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর স্বরূপভাবে অবগত হইয়া যাঁহারা আমার পূজা করেন, কেবল তাঁহারাই আমায় প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তি পান। নতুবা ফল, পুষ্প, জল ইত্যাদি যে যাহাই ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে, সে-সকল গৌণভাবে আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি। (পথিক যেমন পথের শোভায় মুগ্ধ হইয়া গন্তব্যস্থানে শীঘ্র পৌঁছিয়া শান্তি পায় না; ওও সেইরূপ জানিবে। তাই বলিতেছি অর্জ্জুন, তুমি যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যে হোম করিবে বা যেরূপ তপস্যা করিবে এবং দান করিবে, সে-সকলই আমাকে অর্পণ করিবে। অর্থাৎ সে-সকলেরই যে আমি মূল কারণ, তাহা সতত স্মরণ রাখিবে। আমি কার্য্য করিতেছি এবং আমি ইহার ফল ভোগ করিব। এই অহংজ্ঞানে কার্য্য করিলে তুমি বাধ্য হইয়া এই লীলাভূমিতে অর্থাৎ সংসারে তাহারই ফল ভোগ করিতে থাকিবে, গন্তব্য-স্থানে কখনই উপস্থিত হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি কার্য্য করিয়াও সে-সকলের আমিই মূল কারণ, আমি সকল করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান ও ধারণা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলেই সর্ব্ব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া চির-শান্তি পাইবে, অর্থাৎ পথে মুগ্ধ না হইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমার কেহই প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই, আমি সকলেই সমানরূপে অবস্থিত; তবে যে ভক্তির সহিত

আমাকে ভজনা করিবে, তাহার হৃদয়েই আমি স্বরূপতঃ প্রকাশিত হইব। সে সদাই আমাতে এবং আমি সদাই তাহাতে,—এ জ্ঞান সে কখনই বিস্মৃত হয় না ; সে সদা যুক্তাত্মা। অতিপাপাচারী হইয়াও যদি কেহ অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সে যে প্রকৃত বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যবসিত ও উদ্যুক্ত তাহাও [বুঝিতে] হইবে। সে-ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। অর্জ্জুন, আমার ভক্ত কখনই প্রনষ্ট হয় না, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার। দেখ, পাপ-যোনি-সম্ভূত ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, ও শূদ্র ব্যক্তিও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ-যোনীয় এবং ভক্ত রাজর্ষিযোনীয় লোক যে পাইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়! সে তো অতি-নিশ্চিত বিষয়। অতএব তুমি এই অনিত্য ও অসুখকর সংসারে আসিয়া আমাকেই ভজনা করিতে থাক। অর্জ্জুন, তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমারই উপাসক হও, আর আমাকেই নমস্কার করিতে থাক। আমার শরণাপন্ন হইয়া সতত আমাতেই মন সমাহিত করিতে পারিলেই, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।"

ভগবান্ এই নবম অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই-রূপে পরম রাজবিদ্যা ও রাজযোগের বিষয় বিস্তারিত ভাবে উপদেশ দিলেন। তাই তিনি ইহাকে রাজবিদ্যা রাজ-গুহ্যযোগ বলিলেন। জ্ঞানের সার জ্ঞান ও যোগের সারযোগ এই যে—সদা ভগবানে যুক্তচিত্ত ও একাকার হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে সতত যুক্ত, তাহা অনুভব করা। তাহা হইলেই পরমগতিরূপ নির্ব্বাণমুক্তি হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

গান ও স্বরলিপি।

[রচনা—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, এম্-এ, বার্-এ্যট্-ল,]

কে তুমি অতি-সুন্দর! অতি-সুন্দর!
কভু নবীন ভানু-ভালে,
কভু ডুবিত নীরদমালে ;
কভু বিহগ-কূজিত-কণ্ঠে
গাহিছ অতিসুন্দর!

কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে,
কনক কিরীট-মাথে ;
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতিসুন্দর!

কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে,
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন
ঐ শ্যাম মূরতি অতি-সুন্দর॥

[স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ললিত—ঝাঁপ্‌তাল।

২ ৩ ০ ১
II{সন্‌া ঋা। গা -মা মা। ঋগা ঋগা। গা -মা মা I
কে০ তু মি ০ অ তি০ ক্ষুন্‌ দ ০ র

২ ৩ ০ ১
I ঋা -গা। গমা দা -ঋমা। গমা -গমা। -গা -ঋা সা} I
অ ০ ভি০ ক্ষ ০ন্‌ দ০ ০০ ০ র

২ ৩ ০ ১
I{দমা দা। নর্সা নর্সা র্সা। ঋর্সা র্সা। না র্সা র্সা} I
ক০ ভু নং০ বী০ ন ভা০ ক্ষু ভা ০ লে

২ ৩ ০ ১
I র্সা নর্ঋা। র্গর্মা ঋর্গা। র্গর্ঋা। নর্সা সনা। ঋর্না দপ্পা। মমা}I
ক ভু০ ভু০ ধি০ ত০ নী০ র০ দ০ মা০ লে০

২ ৩ ০ ১
I মগা মা। ঋগা ঋা গা। মা দমা। দা নর্সা র্সা I
ক০ ভু বি০ হ গ কু জি০ ত কন্‌ ঠে

২ ৩ ০ ১
I ঋর্া র্সা। নদা দপ্পা মা। গা -মা। গা -ঋা সা II
গা হি ছ০ অ০ ভি ক্ষু ন্‌ দ ০ র

২ ৩ ০ ১
II{মগা মগা। গঋা সন্‌া সা। ঋসা নদা। না -ঋা সা I
ক০ ভু০ নির্‌ ম ল নী০ ল০ পা তে

২ ৩ ০ ১
I নসা সঋা। ঋগা গমা মদা। নর্সা ঋর্না। -দপ্পা মা -গমা}I
ক০ ন০ ক০ কি০ রী০ ট০ মা০ ০০ থে ০০

২ ৩ ০ ১
I মগা ঋমা। গা -মঋা গা। মদা মদা। দা নর্সা র্সনর্সা I
অ০ ত্র তে ০০ রী অ০ চ০ লা স০ নে০০

I	২ নর্ঝা	নর্সা।	৩ নদা	দক্সা	মগমা।	• গক্সা	-গমা।	১ গা	-ঝা	সা II
	রা•	জি•	ছ•	অ•	তি••	সু•	•ন	দ	•	ন্ন
II[	২ মা	দমদা।	৩ র্সনর্সা	র্সর্ঝা	র্সনা।	• ঝ র্গা	ঝ র্গা।	১ র্গর্মা	র্গর্ঝা	র্সনর্সা I
	ক	ভু••	পু•ষ্	পি•	ত•	ন•	ভ•	কু•	•এ্	জে••
I	২ ঝর্সা	ঝ্সা।	৩ র্সা	-না	র্সা।	• নর্ঝা	নর্সা।	১ না	-দমা	মা}I
	ত•	ব	ন	ই	শ	বং	শী•	ণ্ড	•এ্	জে
I	২ মগা	মগা।	৩ ক্ষমা	-গগা	মদদা।	• -দা	মদা।	১ নর্সা	র্সনা	-র্সর্সা1
	ক•	ভু•	পী•	•ত	জ্যোৎ	স্	না•	ব•	স•	•ন
1	২ মর্সা	ঝ্নর্সা।	৩ নদা	দক্সা	মা।	• গক্সা	মা।	১ গমা	গঝা	সাIIII
	অই	শ্তা•ম	মু•	র•	তি	অ•	তি	ষুন্	দ•	র

লালত খাড়ব-জাতীয়। ঋষভ ও ধৈবত কোমল, দুই মধ্যম এবং পঞ্চম বর্জ্জিত। গান্ধার = সংবাদী।

—লেখিকা।

বিধির বিধি !

(৮)

"কৈ গো মা কোথায় ? ওরে কে আছিস্ মা'কে খবর দে, তাঁর বুড়ো ছেলে এসেছে।"

অপর কেহ সংবাদ দিবার পূর্ব্বেই জমিদার-গৃহিণী শারদা পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিয়া হরকুমার ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেন্ এখন কেমন আছে ? উঠ্‌তে পারে ?" গৃহিণী আল্না হইতে কার্পেটের আসন লইয়া তাহা পাতিয়া বলিলেন, "আগে বসুন্, সব বল্‌ছি।" ঠাকুর-মহাশয় উপবেশন করিলে গৃহিণী বলিলেন, "সুরেন কেমন আছে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন ?—কি বল্‌ব ? অসুখ অবশ্য আর নাই-ই বল্‌তে হবে, কিন্তু বাছার আমার মুখের হাসি কোথায় লুকিয়ে গেছে ; দেহে রোগ না থাক্‌লেও প্রফুল্লতা নেই ; বিশেষ দুর্ব্বলতাও নেই, কিন্তু উঠ্‌বার হাট্‌বারও কোন চেষ্টা নেই।

আমার শিবরাত্রের একমাত্র সল্‌তেটুকু ওই সুরেন। বাছার আমার একি হ'ল?" শারদার বুক-ভরা ব্যথা চক্ষের জলে ঝর ঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। ঠাকুর-মশায় বলিলেন, "কারণ কি কিছু জান্‌তে পার নি মা?" গৃহিণী বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত সুরেন তা'র মাকে কিছু লুকোতে জানে না। ঠাকুর, আপনাদের আশীর্ব্বাদে সেই সুখে আমি ভোর হয়ে আছি। কিন্তু আমি এমনি পাপী, জেনে-শুনেও আমার কিছু কর্‌বার নেই।" হরকুমার ঠাকুর কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমিও যেন কতক কতক জানি মা! আচ্ছা মা, সুরেনের উপবীতের আংটীটা আমায় একবার দিতে পার?" উত্তরে গৃহিণী বলিলেন, "সেটা তো আমার কাছে নেই, সুরো কখন কখন পরে আবার নিজের কাছেই রেখে দেয়। আপনি বসুন, আমি তার কাছ থেকে এনে দিচ্ছি।"

ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন, আশুলিতে নিমন্ত্রণে যাবার দিন হাতে পরে গিয়েছিল, কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে সেটা আর তার হাতে নেই। সম্ভবতঃ কেউ চুরী করে থাক্‌বে। আপনি তো জানেন জিনিষটা দামী ছিল!"

ঠাকুরমশায় বলিলেন—"নিশ্চয়! আমি সে আংটির বিষয় ভাল করেই জানি। আমার চোখে সেইরকম একটা আংটি পড়েছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এখন আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে সেটা সুরেনেরই—।" সাগ্রহে শারদা বলিলেন, "বটে! কোথায় দেখলেন?" ঠাকুর বলিলেন, "বল্‌ছি; কিন্তু আমায় তুমি কেন ডাকিয়েছিলে মা বল তো? গৃহিণী বলিলেন, "সুরেনের এই আঘাতের সম্বন্ধে আপনাকে বল্‌বার কতকগুলি কথা আছে।"

ঠাকুর। বোধ হয় মা, তুমি বল্‌বার আগেই আমিও কতক জান্‌তে পেরেছি।—মহেশ চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে সুরেনের বিবাহের কথা তো?

ঈষৎ হাসিয়া শারদা বলিলেন, "আপনি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ; তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত সবই জানেন?" হরকুমার ঠাকুরও হাসিয়া বলিলেন, "না জান্‌লে তোমার বৌ দেখে এলাম কি করে?"

গৃহিণী কহিলেন "তবে এখন বলুন, আমি কি করি? ছেলে মনের দুঃখে দিন দিন বিছানায় মিশিয়ে যাচ্ছে, ধর্ম্ম ভেবে ছেলের দিকে চেয়ে আমিও ভাবনার কূল-কিনারা পাচ্ছি না। এ-দিকে ন'-পাড়ার জমীদারদের সঙ্গে উনি পাকা কথা দিয়াছেন! এখন সে-সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে ওঁর লোকের কাছে মান থাক্‌বে না। এ-বিপদে কি কর্‌লে সব দিক্ বজায় থাকে, বলুন।" ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুর-মহাশায় বলিলেন, 'হয় দুই বধূই ঘরে আন মা! নয়, এক মেয়ে সুরেনকে দাও, এক মেয়ে তোমার এই ছেলেকে দাও।"

শারদা বলিতে লাগিলেন, "অবিবাহিত কন্যার কথা আমি ভাবি না। কোন রকমে এ-সম্বন্ধ যদি ভেঙ্গে দিতে পারা যায়, সে মেয়ের কালই অন্য সৎপাত্রে বিবাহ হবে; কিন্তু তা হলেও যে কর্ত্তা মহেশ চাটুর্য্যের কন্যাকে বৌ স্বীকার করে আদর করে ঘরে আন্‌বেন সে-সম্ভাবনা তো আমি দেখি না। বরং যদি শোনেন যে মহেশ চাটুর্য্যের জন্যে ছেলের এই বিপদ্ ঘটেছে, আর এমন ভাবে সে আমার ছেলেকে মেয়ে সম্প্রদান করেছে, তা হ'লে

কি অনর্থ বাধবে, সে আমি মনে করলেও শিউরে উঠি। এদিকে সেই নিরপরাধা বালিকার তো আর গতি নেই ; শুনেছি যে, মেয়েও না-কি রূপে ভগবতী। শুধু মেয়ের কথা বলে আমি ওর মন নেড়ে চেড়ে দেখিছি, এমন অসম ঘরে কুটুম্বিতায় উনি একেবারে নারাজ। সুরেন তাঁর অমতে এক পা চললেও তাকে জন্মের মত ত্যাগ করতে মুহূর্ত্ত দ্বিধা করবেন না। সুরেনেরও প্রতিজ্ঞা, প্রাণ দিবে তবু পিতার অবাধ্য হবে না। নীরবে এই ব্যথা দমন করবার ব্যর্থ চেষ্টাতেই বাছা আমার এমন হয়ে পড়ছে। বলুন্ আমি এখন কি করি ?"

ঠাকুর।—সমস্যা বড় বিষম না! এ-দিকে তোমার বৈবাহিকের অবস্থা বড় শোচনীয়। গৃহে অর্থাভাব যথেষ্ট ; গৃহিণী তো সে-দিন স্বর্গারোহণ করলেন। মহেশের শরীরের যে অবস্থা, কোন্ দিন কি হয়, বলা যায় না ; কিছু হ'লে মেয়েটি যে কোথায় দাঁড়াবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই।

শারদা গৃহ-মধ্য হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া আনিয়া ঠাকুর-মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিয়া বলিলেন, "আমি আর কিছু না পারি, এ-অভাব কিছু কিছু দূর করতে পারবো। এই টাকা তাঁদের এখন্ দিন, আবার আমি আরও টাকা পাঠিয়ে দেবো।" হরকুমার ঠাকুর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি দিতে চেষ্টা কোর্ব্বো, তবে আমি আজ উঠি।—আর একটি খবর জান মা ? তোমার ছেলেকে মেয়ে দিয়ে মহেশ চাটুয্যে একঘরে হয়েছে।" শারদা বিস্ময়দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "বুঝলে না মা ? জোচ্চরকে মেয়ে দিলে কি জাত থাকে ? সে কি জাত তা কে জানে ?"

শারদা দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, নিরপরাধ ব্রাহ্মণের কোপে যেন আমার সর্ব্বনাশ না হয়। যেমন করে পারেন্ রক্ষা করুন্।"

ঠাকুর।—দেখি ভগবান্ কি করেন। সব তাঁরই চক্র।

সুরেনের অবস্থা যেমনি হউক্, তাহার বিবাহের ব্যবস্থা দিন দিন পাকা রকমই হইতে লাগিল। আজ দুই বৎসর হইতে-এই সম্বন্ধ হইয়া আসিতেছে ; এতদিনে জমিদার রাধাকান্তের উপযুক্ত মর্য্যাদা না উঠায় ওজর আপত্তি দর-কসাকসি চলিয়া আসিতেছিল ; দিন দিন পরিচয়ের গাঢ়তায় কন্যাপক্ষ বুঝিতে পারিলেন, উপস্থিত কিছু অধিক মূল্যে এ কুটুম্বিতা ক্রয় করিলেও তাহাতে পরিণামে লাভের অংশই অধিক। বাহুনীর ঘর বরের উপর স্নেহময়ী খাশুড়ীর কোলখানি রমণী-জন্মের অতি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ! স্বয়ং জমীদার-মহাশয় কিছু অতিরিক্ত ধনমান-গর্ব্বী হইলেও ভিতরটিতে খাঁটি মানুষ। সুতরাং ঘরে অর্থ থাকিতে এরূপ সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে পরিণামে অনুতাপই যে অধিক হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং বৈবাহিকের যে-দাবীতে প্রথমে তাঁহারা চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সে-সবগুলিই শিষ্ট বাক্তির মত ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইলেন। তবু টাকার চাপটা মানুষের বড়ই লাগে। মুখে বর কর্ত্তাকে আপনি মহৎ 'সর্দ্দাশয়' প্রভৃতি বলিলেও, অন্তরালে "কঞ্জুস" "চসম খোর", "জোঁক" প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় বিভূষিত করিতে তিনি ছাড়িতেন না। তবে এটা বৈবাহিক-পক্ষের পারিহাসিক ভাষাও হইতে পারে।

আষাঢ়-মাসের শেষে কন্যাপক্ষ আসিয়া বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, তারপর বরপক্ষ হইতেও যথারীতি শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসা হইল। শ্রাবণ-মাসের মাঝামাঝি বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল; কেবল শুখাইতেছিল স্বয়ং বর, আর পুত্রের সেই কাতর মুখের দিকে চাহিয়া বিফল-বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন জননী শারদা। এই সময় একদিন হরকুমার ঠাকুর আসিয়া সেই নোট-কয়খানি শারদার কাছে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "না মা, সে তোমার টাকা নিলে না?"

শারদা।—নিলে না? কি বল্লে?

হর।—আমি তার বাপের হাতেই টাকাটা দিতে গিয়েছিলাম। মেয়ে দেখে বল্লে, 'ও কিসের টাকা?' আমি তোমার কথা সব বুঝিয়ে বল্লাম যে আর কিছু না হোক্, এখন থেকে তাদের আর অর্থকষ্ট থাকবে না। তা' না সে বাপকে কোন কথা বল্‌তে না দিয়ে নিজেই বল্লে, 'ঠাকুর আমি গরিব ব্রাহ্মণের মেয়ে, পেতে তুলেও দিন চালাতে পারি; পরের ভিক্ষে নেবার প্রবৃত্তি এখনো হয় নি।'

শারদা নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আরও দু-একবার শারদা অর্থদানের বৃথা চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি সংবাদ পাইলেন, মহেশ চাটুয্যে অত্যন্ত পীড়িত, এখন-তখন অবস্থা। এ-দিকে দারিদ্র্য এত অধিক হইয়াছে যে, পীড়িতের ঔষধ-পথ্য দিয়া সুন্দরকন্যা প্রায় উপবাসে দিন কাটাইতেছে। সুরেন ইহা শুনিয়া মায়ের কাছে আসিয়া কোলের মধ্যে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "মা, এ কষ্টটাও অন্ততঃ দূর কর, না খেয়ে মরে যাচ্ছে!" মা বলিলেন, 'কি কর্‌বো বাবা, আমি টাকা পাঠিয়েছিলাম, প্রভা তা' ফিরিয়ে দিয়েছে।'

সু।—ফিরিয়ে দিয়েছে? কি বলে সে?

মা।—বলে, কোন্ অধিকারে সে এ-টাকা নেবে? আগে তার অধিকার সাব্যস্ত হোক্।

সুরেন মায়ের বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিল, "তবে আমায় মুক্তি দাও মা, নিরপরাধীর অনশন-হত্যার পাপে আমায় নরকে ডুবিও না।"

মাতা নিরুত্তরে বসিয়া ব্যথিত পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সুরেন সে-দিন খাইতে বসিয়া একটা ভাতও মুখে তুলিতে পারিল না। সুরেনের মাতা আর থাকিতে পারিলেন না, কর্ত্তার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "সুরেনের এখন বিয়ে বন্ধ কর, নইলে বাছা আমার মারা পড়বে।" কর্ত্তা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "অদ্ভুত রহস্য! বিয়ে দিয়ে এ-পর্য্যন্ত কেউ মারা পড়েছে, এতো শুনি নি! তোমার বাইরের ব্যামো কবে থেকে হ'ল, গিন্নি?"

গৃহিণী।—একান্তই যদি বিয়ে বন্ধ না হয়, অন্ততঃ আরও ছ'মাস পিছিয়ে দাও, সুরেন একটু সাম্‌লাক্। নইলে সত্যি বল্‌ছি, আমি যথার্থই ক্ষেপে যাব।

স্ত্রীর মুখের প্রতি খানিক বিস্ময়ে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন—"প্রহেলিকা! আচ্ছা বিয়ে ছ'মাস পিছিয়েই দিচ্ছি, তোমরা মাতাপুত্রে যে বিশেষ অসুস্থ সে আমিও দেখ্‌ছি বটে। কিন্তু আর কোন আব্দার এর পর নিও না, তাহলে তোমাদের ব্যাধি আমাতেও সংক্রামিত

হ'তে পারে।" শারদা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

৯

এ-দিকে বিবাহের যখন অধিকাংশ আয়োজন সম্পূর্ণ তখন বরপক্ষ হইতে সংবাদ গেল,—বিবাহ এখন স্থগিত থাকিবে। কথাটা কন্যার পিতার কর্ণে নিশ্চয়ই মধু বর্ষণ করিল না। কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "কি রকম? একি একটা ছেলেখেলা না কি? আমার সব আয়োজন প্রস্তুত, দূরের আত্মীয় কুটুম্বেরা পর্য্যন্ত আস্‌তে আরম্ভ করেছে, এখন কি-না বেহাই বলে পাঠালেন, বিয়ে হতেই পারে না! তা কারণটা কি?" সংবাদবাহী বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, কারণ কর্ত্তাই জানেন, আমি কেবল তাঁর আদেশ নিয়ে এসেছি।" ক্ষুব্ধ রোষে ভিতরে ফুলিতে ফুলিতে কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "তিনি এর একটা কারণও আমাকে জানান উচিত বোধ করেন নি?"

সংবাদদাতা।—দাদাবাবুর শরীর এখনও সুস্থ হয় নি, আর গিন্নিমা ও—।

এবার বৃথা চেষ্টা। আর রাগ্ মানিল না, ক্রুদ্ধ রোষ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্যাকর্ত্তা বলিলেন, "থাম বাপু! আমি পাঁচ বছরের খোকা নই।—ছেলের অসুখ! সে-দিন যখন দুইপক্ষের আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেল, তখন ছেলের অসুখ কোথায় ছিল? আমিও ঘাস খাই না হে, সব বুঝি। আমার কাছে আরও কিছু টাকার মোচোড় দেওয়ার ইচ্ছা। বাপ্! পয়সা থাক্‌লে কি হয়, অমন অর্থ-কদ্দুস যদি আর দুটি আছে! তা কত চান তোমার কর্ত্তা?"

সংবাদদাতা।—"আমায় মাপ কর্ব্বেন, আমি কিছুই জানি না।"

যে দৃষ্টি রাধাকান্তকে সম্মুখে পাইলে আজ মদন-ভস্মের পুনরভিনয় করিত, সেই দৃষ্টিতে খানিক লোকটির দিকে চাহিয়া কন্যার পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই নিজে যাচ্ছি। এখানে কুটুম্বিতা করতে যাওয়াই বরকুমারী হ'য়ে গেছে। কত ভোগ ভুগ্‌বো তার ঠিক কি!" তখনি গাড়ী প্রস্তুতের হুকুম হইল। মন-এঞ্জিনের বাষ্প বাহির হইয়া গেলে, বদন-ট্রেণ হয়তো অচল হইয়া যাইতে পারে। এইবেলা তত্ত্বতোষে রাধাকান্তের সম্মুখীন না হইলে, মুখের মত দুই-চার কথা শোনান হইবে না, সুতরাং অশুভঙ্গও শীঘ্রম্ হইয়া গেল। বোধ হয়, ভবিতব্যতার কলকাঠি এরূপই নড়িতেছিল।

ভাবী বৈবাহিককে দেখিয়া রাধাকান্ত-বাবু যখন পরম আদরে অভ্যর্থনা করিতে উঠিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মুখের প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু বৈবাহিকের কণ্ঠস্বর শ্রবণে সে-দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।—"একি কাণ্ড আপনার বলুন তো? এও কি আপনার ছেলেখেলা! পয়সা-কড়ি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বটে, তা ব'লে বিবাহও যে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ সেটা আপনার মত লোককেও কি স্মরণ করাবার আবশ্যক হয়!" অভিমানী তেজস্বী জমীদার রাধাকান্ত কন্যার পিতার এতখানি স্পষ্ট-বাদিতাতেও কিন্তু বিচলিত না হইয়া ধীরভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই! বিবাহ যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজ এটা ঠিকই বলেছেন, সেই জন্যে ছেলের শরীর ভালরূপ সুস্থ না হ'লে, আমি আর অগ্রসর হতে পারছি না। এখনও তাঁর যেরূপ দুর্ব্বল অবস্থা, এরকম শরীরে বিবাহ দিয়ে তারপর যদি একটা বিপদ্ আপদ্ উপস্থিত হয়।"

কন্যার পিতা বলিলেন, "তা এতটা চিন্তা,আশীর্ব্বাদের আগে কর্‌লে তো আরও ভাল হতো। এক-আধ দিন নয়, একেবারে ছ'মাস দেরী! এ-দিকে আমার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, আমি লোককেই বা বল্‌বো কি?" রাধাকান্ত বাবু চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, "সেটাও ভাববার বিষয় বটে! তবে কি জানেন—"

কন্যাকর্ত্তা।—"দেখুন, আর জানা-জানি নয়, এ দু'বৎসর আপনি অনেক কষ্টই দিয়েছেন, আপনার হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে আপনাকে জান্‌তেও আমার বাকি নেই; বলুন, আরও কত টাকার জন্যে আপনি এ চাল চেলেছেন?"

গর্ব্বিত রাধাকান্তের গম্ভীর বদন আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি উত্তর দিলেন,"আমার তবে আপনি কিছুই জানেন নি; আমি যা নিতে চেয়েছি, তা একেবারে স্পষ্ট জানিয়েছি, ছল করে অর্থ আদায় করা আমাদের বংশের রীতি নয়, রাধাকান্ত কখনও তা জানে না।"

কন্যাকর্ত্তা।—তখন না জান্‌লেও পরে জান্‌তে ক্ষতি কি? মহাজনেরই বাক্য—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।' মহাশয়, আমার কন্যাদায়। স্পষ্ট কথা ব'লে আমায় রেহাই দেন।"

রাধাকান্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তাঁহার ক্রোধ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল; ঈষৎ বিরক্তভাবে তিনি বলিলেন, "যা বল্‌বার প্রথমেই বলেছি, এখন আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি না।"

কন্যা-ক।—দিতেই পারেন না! ওঃ বুঝেছি, অধিক অর্থের আশায় অন্যত্রে সম্বন্ধ করেছেন। তাঁদের কাছে কত পাবার আশা করেন?

"রাধাকান্ত পরের পয়সার প্রত্যাশী নয়, ঈশ্বরের কৃপায় তার যথেষ্ট আছে।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া ভাবী বৈবাহিক উত্তর দিলেন, "সমুদ্রের নিজের জলও যথেষ্ট আছে, তবু তো নদী নালার এক গণ্ডুষ জলও প্রত্যাখ্যান করে না।"

"না করুক্, তার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা কর্‌তে তো যায় না।" অপমানে তখন রাধাকান্তের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, কন্যার পিতার কণ্ঠেও দৃঢ় সরলতা তখন সম্পূর্ণ ভাব করিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, "আর চাওয়া কা'র নাম? নিজের এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও কোন গরিবের মেয়েকে ঘরে আন্‌বার সাহস রাখেন? আজ আমার মেয়ে না নেন্, কাল আর এক জমীদারের ঘাড় ভাঙ্‌বেন তো?"

ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ বর্ষণের পূর্ব্বে যেমন করিয়া কড়্‌কড়্ শব্দে দিগন্ত চমকিত করে তেমনি স্বরে রাধাকান্তবাবু উত্তর দিলেন, "বেস্ তাই হবে। দীন দরিদ্রের কন্যাকেই আমার পুত্রবধূ করে ঘরে আনবো, আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ আর কিছুতেই হ'তে পারে না।" কথা শেষ করিয়াই তিনি কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাগের মাথায় কথায় কথায় কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন, কন্যার পিতার যখন ইহা স্মরণ হইল, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তিনি কোথায় উপস্থিত হইয়া বিবাহের বিলম্বকাল সঙ্কুচিত করিয়া লইবেন, না একেবারেই চূড়ান্ত হইয়া গেল! কিন্তু আসামীর উপর বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা যাহা প্রকাশ হইবার হইয়া গিয়াছে, কোনরূপেই আর তাহার অন্যথার উপায় নাই।

তখনি হরকুমার ঠাকুরকে ডাকিবার জন্য লোক ছুটিল। ঠাকুর-মহাশয় আসিলে রাধাকান্তবাবু বলিলেন, "শুনেছেন ঠাকুর-ম'শাই সুরেনের এ-সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলাম।"

ঠাকুর।—একেবারেই ভেঙ্গে দিলে! আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, একেতো দু'বৎসর থেকে কথাবার্ত্তা, তার উপর এতটা পাকাপাকি হয়েছিল, একবার একটু চটাচটি হয়েছে বলেই কি আর বিয়ে আট্‌কাবে? বিবাহের দেবতা প্রজাপতি বটে কিন্তু নারদ ঋষিই বোধ হয় পুরোহিত হবেন।

রাধা।—"নাঃ, সে আপনি ভেবে রাখ্‌বেন, সেখানে তো হবেই না অন্য কোন ধনীর ঘরেও সুরেনের আর বিয়ে দেবো না। আপনাকে কেন ডেকেছি শুনুন, আমি দীন দরিদ্রের ঘর থেকে আমার পুত্রবধূ আন্‌বো। আপনি কোন সদ্‌বংশ দরিদ্রের ঘর থেকে আমার মা-কমলার সন্ধান করুন।"

হরকুমার অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বঁচ্‌! সাবাস রাধাকান্ত! দরিদ্রের ঘর থেকে তোমার গৃহের মা লক্ষ্মী তো পূর্ব্ব হ'তেই অধিষ্ঠিত হয়ে আছে! বরণ করে ঘরে তুলে আনার অপেক্ষা মাত্র।"

রাধা।—আজকাল আমার স্ত্রী পুত্রের বাতিকের ছিট্ আপনাকেও ধরেছে না-কি? কথাটা স্পষ্ট করে বলুন্ দেখি, কি বল্‌ছিলেন?

হর।—সব বল্‌ছি, তবে বল্‌বার আগে তোমার কাছে অভয় চাই। ভাই! গত ঘটনার মধ্যে তোমার অপ্রীতিকর যদি কিছু থাকে, বল তাদের জীবনের অপরিসীম দুঃখ স্মরণ করে তুমি সরল অন্তঃকরণে ক্ষমা কর্‌বে।

বিস্ময় ও কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া রাধাকান্ত বলিলেন, "আগে না শুনেই আমি কি বল্‌ব, বলুন? যদি সে-ঘটনার সঙ্গে মান-সম্ভ্রম বংশ-মর্য্যাদার কোন হানি না হয়, তাহ'লে আমি আপনার কথায় রাজী আছি।"

হর।—তবে শোন, রাধাকান্ত! তোমার পুত্র সুরেন আজ ছই মাস পূর্ব্বেই বিবাহিত হয়েছে।

রাধা।—আমার ছেলে সুরেন! আমার অগোচরে, সম্পূর্ণ অনভিমতে সুরেন এই কাজ করেছে! ঠাকুর-ম'শাই! পিতার পুত্রস্নেহময় চিত্তের উপর পুত্রের এই স্বেচ্ছাচার, পিতাকে এই দারুণ অবহেলা, একি বড়ই সুখের সংবাদ?

হর।—কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিপাকে পড়েই এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবু তার প্রায়শ্চিত্ত সে সারা জীবন—সারা জীবনের সমস্ত শান্তি—কর্ত্তব্যের পায়ে বলি দিতে প্রস্তুত ছিল। রাধাকান্ত! তোমার সে অভাগা পুত্রের জন্যে আমি নিজে তোমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌ছি।

রাধা।—আহা তা, করেন কি! ব্যাপারটা কি বলুন দেখি, শুনি।

হরকুমার ঠাকুর অনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

সাহিত্যের তিনটী বীর।

বীরত্বের সহিত শারীরিক বলের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অহরহঃ প্রতি মানুষের মনে জাগরূক থাকে। তাই বীর বলিলেই আমরা এমন একটী মানুষের চিত্র চিত্তপটে অঙ্কিত করি, যাহার প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে দৈহিক শক্তি ও সৌষ্ঠবের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা সর্ব্বথা সুপরিস্ফুট। তথাপি আমরা সকলেই জানি যে, যে-গুণের অভাবে বীরধর্ম্ম সাধারণ-মনুষ্য ধর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে, তাহা দৈহিক বল নহে, তাহা আত্মবল। আত্মবল ভিন্ন বীরত্বের কল্পনাই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। আত্মবল না থাকিলে খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা বুদ্ধদেব, কেহই বীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। আবার এই আত্মবলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পরিচয় হইতেছে ত্যাগ। ত্যাগ ভিন্ন আত্মবল সহজে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। ত্যাগের ভিতর দিয়া আত্মবল অতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই জন্য ত্যাগের মাহাত্ম্যের উপরই বীরত্বের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ত্যাগই বীরধর্ম্মের প্রাণ।

এই ত্যাগের আবার প্রকার-ভেদ আছে। কেহ দাতাকর্ণের মত ব্যক্তিমাত্রের মনস্তুষ্টির জন্য হাসিতে হাসিতে স্বীয় পুত্রের শিরশ্ছেদ করেন। কেহ শাক্যসিংহের মত জগতের কল্যাণ-কামনায় নিজের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলায় বিসর্জ্জন দেন। কেহ বা সমাজের মঙ্গলের জন্য অথবা সমাজ-বিধান প্রতিপালনের জন্য পৃথিবীর পুঞ্জীভূত দুঃখরাশি অভিনন্দন করিয়া লন। এই তৃতীয় শ্রেণীর বীর ছিলেন ভারতের আদি কবির কল্পনাপ্রসূত রামায়ণ-কীর্ত্তিত রামচন্দ্র। এই শ্রেণীর বীর ছিলেন বিশ্ববরেণ্য ইংরাজ নাট্যকার কবি সেক্সপীয়রের মানসপুত্র ওথেলো (Othello)। আর এই শ্রেণীর বীর ছিলেন ফরাসী-সাহিত্য-সম্রাট ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর (Victor Hugo) মনঃ কল্পিত গিলিয়াট (Gilliatt)। ইঁহারা তিনজনেই সমাজের কাঠোর অনুশাসন রক্ষার জন্য আত্মহিতকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন —সমাজরূপ হৃদয়হীন নিষ্পেষণ যন্ত্রে আপনাদিগকে নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত করিয়াছিলেন —পরার্থের যূপকাষ্ঠে আপনাদের বিশাল হৃদয়কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সমাজের গলে উপহার দিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র, ওথেলো ও গিলিয়াট তিনজনেই পত্নীত্যাগী। কয়েকজন নগণ্য প্রজার অকারণ সন্দেহ নিরসনের জন্য রামচন্দ্র সতীশ্রেষ্ঠা সীতা-দেবীকে ভীষণ অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের অনুরোধে ওথেলো প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়-পত্নী ডেস্‌ডিমোনাকে (Desdemona) স্বহস্তে বধ করিয়া অকালে আপনার ইহ-জীবনের অবসান আনয়ন করিয়াছিলেন। আর গিলিয়াট তাঁহার প্রণয়পাত্রী ডেরুকেটের (Deruchette) সুখবিধানার্থে নিজের বহু-কালের ঈপ্সিতও বহুকষ্টে অর্জ্জিত প্রেমরাশিকে অপরের হস্তে সঁপিয়া দিয়া, প্রণয়িযুগলের সুখ সন্দর্শন করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বুঝি জগতের সাহিত্যে এমন করুণ, এমন মর্ম্মস্পর্শী ত্যাগের বার্ত্তা আর কোথাও নাই। মহাভারতে পাণ্ডবপক্ষীয়-

দের বহুবর্ষের দুঃখ-কাহিনী পঞ্জরভেদী রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। গ্রীক নাটা-সাহিত্যে কারুণ্যপূর্ণ দৃশ্যাবলীর অভাব নাই। রাজা লীয়ারের (Lear) পাষাণভ্রাবী শোকসঙ্গীত সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অক্ষয় রত্নস্তূপের সমাবেশ করিয়াছে। জেসনের (Jason) পরিত্যক্ত পত্নী মিডিয়ার (Medea) পুত্র-হত্যা-প্রয়াস দেখিলে প্রত্যেক মাতৃহৃদয়ের মধ্যে একটা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি গুমরিয়া মরে। কিন্তু এমন বীরত্ব-ব্যঞ্জক পুরুষত্ব ও কমনীয়ত্বের সম্মিলন, এমন করুণতা ও নৃশংসতার একীভূত দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বোধ হয় আর কোথাও নাই। যে প্রিয়জনকে নহিলে জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে, যাহার অভাবে জীবনের মুহূর্ত্তমাত্র উন্নমিতশিরে তিষ্ঠিয়া থাকা যায় না, প্রতিপলে যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হয়, স্বেচ্ছায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবনের মধ্যাহ্নে নিজের উপর অবলীলাক্রমে ভীষণ, কৃষ্ণ যবনিকাপাত করা কেবল রামচন্দ্র ওথেলো এবং গিলিয়াটেই সম্ভবপর হইয়াছে।

রামচন্দ্র ভারতবর্ষের অমর রাজা। তিনি ভারতহৃদয়ের একচ্ছত্র সম্রাট। এ রাজত্ব তিনি লাভ করিয়াছেন দশরথের উত্তরাধিকারসূত্রে নহে—তাঁহার রাজোচিত, বীরোচিত গুণে। তিনি পিতৃসত্যপালনের জন্য আসন্ন সিংহাসনপ্রাপ্তি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিভুবনবিজেতা পরাক্রান্ত রাবণকে সম্মুখসমরে নিহত করিয়া দেবগণকে ত্রাসমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য সীতাদেবীকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বনবাস দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার সম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের সন্দেহের কথা যথারীতি জ্ঞাপন করিলে তবেই তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইত,—সীতাদেবীকে একটা প্রতারণার আশ্বাসে লুব্ধ করিয়া পরে অকস্মাৎ তাঁহাকে তাঁহার সমূহ বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া দেওয়া রামচন্দ্রের মত বীরের পক্ষে তেমন শোভা পায় নাই—ইহাই রামচন্দ্রের পত্নীত্যাগ বিষয়ে আধুনিক সমালোচনা। কিন্তু রামচন্দ্রের কার্য্যাকার্য্য যথাযথ বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার তাৎকালিক অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। রামচন্দ্র জানিতেন সীতাকে তাঁহার সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাসের পর আবার বনবাসে পাঠাইয়া দেওয়া —তাহাও পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়—নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে। তিনি জানিতেন সীতার মত পতিগতপ্রাণা তাঁহার প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না; কিন্তু অসম্মতি প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মনে যে ব্যথা জাগিত না ইহা কে বলিবে? অগ্নিপরীক্ষার পর আবার তাঁহাকে জনপুঞ্জের সন্দেহের সংবাদ দিলে সীতা অবশ্যই সে-সংবাদ নিতান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সীতা তখন স্বামীর সোহাগে হৃদয় ভরিয়া এক অননুভূত সুখের অভিনব চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিতেছিলেন;—কে চাহিবে সে চিত্র দুর্ম্মুখ-কথিত দুঃসংবাদ-কালিমায় কলঙ্কিত করিতে? যে চাহিবে সে আর যাহাই হউক মানুষ নহে। রামচন্দ্র মানুষ—মানুষের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ,—তাই তিনি চাহেন নাই।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এ বিষয়ে বলিতেছেন,—"রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন

করিয়া ভাল করিয়াছিলেন কি মন্দ করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচনায় আমার সাহস নাই। • • সেই বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর ও কুসুমের অপেক্ষাও কোমল লোকোত্তর চরিত্র চিত্রপটে আঁকিবার চেষ্টা করিলে আমার বেপথু হয়, আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয়। সেই অলৌকিক মাহাত্ম্যের সম্মুখীন হইলে আমার ক্ষুদ্রতা তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণ যাহাতে সংশয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচয় দেয়—সেই ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীত্যাগ করেন নাই, তিনি আপনার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছিলেন, তিনি আপনার অর্দ্ধেক অঙ্গ ছিন্ন করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়া আপনাকে হীন, আপনাকে ভগ্ন, আপনাকে শীর্ণ, আপনাকে অসম্পূর্ণ করিয়া সেই অসম্পূর্ণ আত্মটুকু ধর্ম্মের পরিচর্য্যার জন্য অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ইহা লোকোত্তর কর্ম্ম—ইহা ধর্ম্ম—ইহার তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; সেই গুহার অন্ধকার ভিন্ন করা তোমার আমার মত মূষিকের ও ছুছুন্দরের কার্য্য নহে। তোমার আমার সৌভাগ্য যে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই লোকোত্তর ধর্ম্মের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছি।"

রামচন্দ্র সম্বন্ধে যেমন ওথেলো সম্বন্ধেও তেমনি কোন কোন সমালোচক সন্দিহান। তাঁহারা বলেন ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে নৃশংস বর্ব্বরের মত হত্যা করিয়াছিলেন, ওথেলোর অপরাধের তুলনা হয় না। মাতৃহীনা বালিকা পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁহার রোষ-অভিশাপ মাথায় তুলিয়া একজন কৃষ্ণকায় মূরকে তাহার ভবিষ্যত সঁপিয়া দিয়াছিল;—পিতার সমক্ষে ভেনিসের রাজসভায় পারিষদবর্গের সমক্ষে এবং বিচারপতি ডিউকের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছিল "আমি ওথেলোর মূর্ত্তি (প্রতিফলিত) দেখিয়াছি তাঁহার মনে," "আমার প্রভুর প্রত্যেক গুণে আমার হৃদয় মুগ্ধ;"—শেষে ভেনিসের রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াও সাব্বী বলিতে পারিয়াছিল, "তাঁহার (ওথেলোর) নির্দ্দয়তায় আমার জীবন ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু আমার প্রণয়কে কলঙ্কিত পারে না;"—সত্যই কায়মনোবাক্যে সে কখন অসতীত্বের কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না, এমন কি অসতীত্ব-বাচক কোন পদমাত্র উচ্চারণ করিতে পারিত না;—স্বামী কর্ত্তৃক পশুর মত, বধ্যভূমির ঘৃণিত কুক্কুরের মত, একবার ভগবানের নাম স্মরিবার পূর্ব্বে রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া সে স্বামীর সকল দোষ প্রক্ষালনে প্রয়াস পাইয়াছিল এবং নিঃশেষিত জীবনের সকল উদ্যম মুহূর্ত্তের জন্য সংহত করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল "আমার দয়ালু স্বামীকে আমার প্রণতি জানাইও"—ওথেলো সেই লোকোত্তর ধর্ম্মিণীকে স্বহস্তে বধ করিয়া তাঁহার চণ্ডালপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার উগ্র মস্তিষ্ক প্রেমিকের মস্তিষ্ক নহে, তাঁহার উষর হৃদয় প্রেমের কল্প ধারার সরস নহে, তাঁহার হৃদয় সাহারার উত্তপ্ত মরুর মত সর্ব্বদা উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়ের লীলাভূমি; সত্যই তিনি তাঁহার সমগ্র জাতির

অপেক্ষাও মূল্যবান রত্নকে তাচ্ছিল্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি যখন পত্নী-বিয়োগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় আপনা আপনি ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন তখন তিনি মরিলেন কাহার দোষে? তিনি যে পৃথিবীর মধ্যে মধুরতম নিরপরাধা নারীকে অবহেলায় বিসর্জ্জন দিয়া পরক্ষণেই স্বয়ং তাহার অনুগমন করিলেন—সে অপরাধ সম্পূর্ণ না হউক অংশতঃ অন্ততঃ তাঁহার।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওথেলো তাঁহার পত্নী-হত্যার জন্য আদৌ দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন না। ডেস্‌ডিমোনার অগাধ প্রেমের কথা কি তিনি জানিতেন না? যাহার অসতীত্বের কল্পনামাত্র তাঁহাকে উন্মাদ করিয়াছিল, তাঁহার মনপ্রাণ বিদগ্ধ ও বিপর্য্যস্ত করিয়া সেখানে নরকাগ্নির লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে প্রলয়ের গাঢ় তমিস্রা মেলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শৈথিল্য আনিয়া তাঁহাকে জীর্ণ, শীর্ণ, মরণাপন্ন করিয়াছিল,—তাঁহার বজ্র-গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চ ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছিল, সেই ডেস্‌ডিমোনাকে ওথেলো ভালবাসেন না কে বলিবে? হীন ইয়াগোর (Iago) বাক্যে কর্ণপাত করা তাঁহার পক্ষে মূর্খতা হইয়াছে বলিলেও কখনই ন্যায়সঙ্গত হইবে না। নাটকের প্রত্যেক ঘটনাটীর নিকট ইয়াগো 'সাধু ইয়াগো'; ইয়াগো সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কেহ মনেও উত্থাপিত করে নাই। ইয়াগোর ভিতরকার প্রেতমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছিল কেবল এক রডারীগো (Roderigo)। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রডারীগোর সহিত ওথেলোর কিম্বা ডেস্‌ডিমোনার সাক্ষাৎ মাত্র হয় নাই। আমরা প্রথম হইতেই রডারীগোর প্রতি ইয়াগোর ব্যবহার পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমরা তাহার স্বগত-উক্তি হইতে তাহার নগ্ন কঙ্কাল দেখিতে পাইয়াছি —তাই আমরা জানি ইয়াগো নীচ, ইয়াগো হেয়, ইয়াগো রৌরব নরকের হীনতম কীট। তথাপি বিশ্বস্ত বন্ধুকে ওথেলো অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, মৌখিক যুক্তির পর চাক্ষুষ প্রমাণ চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যখন চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন, যখন জানিলেন ডেস্‌ডিমোনাকে তিনি যে প্রীতিচিহ্ন উপহার দিয়াছিলেন তাহা সত্যই অপরের হস্তগত, তখন ইয়াগোর বাক্যে প্রত্যয় করা ভিন্ন তাঁহার পক্ষে আর গত্যন্তর কি? তবু তিনি যে ডেস্‌ডিমোনাকে অকালে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন—কর্ত্তব্যবোধে, ন্যায়ের অনুরোধে ডেস্‌ডিমোনাকে নির্ম্মমভাবে সংহার করিয়াছিলেন, তাহা কি অতি সহজে পারিয়াছিলেন? ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে কি চিন্তারাশি মুহুর্মুহুঃ ঘূর্ণায়িত হইয়া তাঁহার সকল শক্তিকে সর্ব্বথা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ে কি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু উত্থিত হইয়া তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে বজ্রাগ্নিকণা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথাতেই স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উক্তিকে তখন ওতপ্রোতভাবে ঘিরিয়া আছে একটা গভীর নৈরাশ্যযুক্ত হাহাকার, একটা বিরাট্ জগৎজোড়া হলাহলময় ক্রন্দন-হিল্লোল। তাঁহার হৃৎপিণ্ড তখন দুইটী বিপরীত শক্তির ক্রিয়ায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। একদিকে ন্যায়বোধ, একদিকে অগাধ প্রেম তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে। ওথেলো বুঝিয়াছেন

ডেস্‌ডিমোনা তাঁহার পবিত্র প্রেমের অনুপযুক্ত, তাহাকে রক্ষা করিলে সমাজের মঙ্গল নাই, তদ্দণ্ডেই তাহাকে অপসারিত করা চাই। তবু তিনি যেন এ-চিন্তা সহিতে পারিতেছেন না, তাঁহার হৃদয় এ-চিন্তায় কেমন মুসড়িয়া পড়িতেছে, হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধপ্রেম যেন মাঝে মাঝে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে দমন করিয়া ফেলিবার উদ্যম করিতেছে, তাঁহার মর্ম্মস্থল যেন কাতরস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিয়া উঠিতেছে "না, না।"

কূট সমালোচক এখানে আবার সন্দেহ উত্থাপন করিতে পারেন, ডেস্‌ডিমোনার হত্যায় ওথেলোর অধিকার কি? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। শুধু এইমাত্র বলা যাইতে পারে,—ওথেলো মানুষ, মানুষের রক্তমাংসে, মানুষের অস্থিমজ্জায় তাঁহার দেহ গঠিত। ডেস্‌ডিমোনার মত স্ত্রী যদি জগৎকে এতটা প্রতারিত করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার কি শাস্তিবিধান হওয়া উচিত ছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ওথেলোর মনে ডেস্‌ডিমোনার যে বিকৃত, বীভৎস প্রতিকৃতি জাগিতেছিল, তাহা ঘরার মুছিয়া না ফেলিলে সমাজের অশেষ অকল্যাণের আশঙ্কা ছিল না কি? তার পর ওথেলো যাহা ন্যায়-সঙ্গত বুঝিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে তিনি কি মহান্ স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন নাই কি? মানিলাম, ডেস্‌ডিমোনাকে অত শীঘ্র অপসারিত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না,—মানিলাম, নিজের উপর ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারের এতটা দায়িত্ব-গ্রহণ করিতে ওথেলোকে কেহ মিনতি জানায় নাই, মানিলাম শুধু ব্যর্থপ্রেমের মত্ততা, শুধু হতাশাময় ভবিষ্যজীবনের উৎকট উদ্ভ্রান্তি তাঁহাকে এই নৃশংস কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিল;—তবু ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য,—তিনি যাহাকে ন্যায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্তরে অন্তরে যাহাকে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি যে নিজকে শতধা ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এটুকু কি নিতান্ত অল্প মহত্বের পরিচায়ক? কয়জন মানুষ এমন করিয়া কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল? কয়জন এমন করিয়া ধর্ম্মের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া নিজেকে ধর্ম্মসেবার জন্য ব্যাপৃত রাখিতে চাহিয়াছিল? গভীর দুঃখের সহিত ওথেলো এ-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! তিনি বীর, তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন!

গিলিয়াট তাঁহার পত্নীর প্রতি রামচন্দ্র বা ওথেলোর মত কোন কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর মনে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন ক্লেশ উৎপাদন করেন নাই। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা প্রণয়িনীর প্রীতির জন্যই করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে ও অপর বীরদ্বয়ের কার্য্যে এই একটী মহা প্রভেদ। তাই বলিয়া তাঁহার বীরত্ব অপেক্ষাকৃত কিছু ন্যূন নহে। গিলিয়াট বহুদিন হইতে ডেস্‌ডেমোনার প্রেমে মুগ্ধ, কিন্তু ডেস্‌ডেমোনাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার আশা তেমন করিয়া তাঁহার মনে কখন জাগে নাই। সহসা তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়দেবীর মুখ হইতেই জানিতে পারিলেন যে তাঁহাকে লাভ

করিবার একটীমাত্র পথ উন্মুক্ত আছে। সে পথ অতিশয় দুর্গম, অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ; মানুষের পক্ষে সে পথে যাত্রা করার আয়োজন একান্ত দুঃসাহসিকতা। তবু সে-পথ যে মুক্ত, —একটীমাত্র পথ, দুর্গম হউক্ বা সুগম হউক্, ডেরুকেটকে পাইবার জন্য, যে মুক্ত আছে,— ইহাই গিলিয়াটের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যাত্রা করিলেন, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, জীবনের সকল আশা-ভরসাকে বিপদাপন্ন করিয়া, তিনি চলিলেন। যাত্রার আয়োজন-সংবাদ কাহাকেও দিলেন না,—লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তরালে, জনমণ্ডলীর অজ্ঞাতসারে, তিনি ডেরুকেটের আশায় ছুটিলেন। দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, মাস কাটিয়া গেল,— ভীষণ জলধির বক্ষে, দুর্দ্ধান্ত পর্ব্বতগাত্রে, প্রকৃতির সহস্র স্বেচ্ছাবিহারী সহচরের সঙ্গে তিনি 'ডিউরাণ্ডি'র উদ্ধারে ব্যাপৃত রহিলেন। যেখানে মানুষের সমাগম প্রায় অসম্ভব, যেখানে সাগরের প্রচণ্ড বীচিবিক্ষোভ ভিন্ন আর কিছুই দেখিবার-শুনিবার নাই, সেইখানে অনাহারে, নগ্নদেহে, ক্ষীণ আশার বর্ত্তিকাটী জ্বালাইয়া লইয়া তিনি দেড়মাস কাল অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে, অবসন্নপ্রাণে যখন জীবনের ধ্রুবতারাকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে-ছিলেন, আর তাঁহার জনশূন্য, চিন্তাশূন্য অতীত ভুলিয়া,তাঁহার শত চন্দ্রের দীপ্তি-ভাস্বর ভবিষ্যৎ ভুলিয়া এক আলোকময় তরল হর্ষের মাঝে ডুবিয়া ডুবিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন— তখন সহসা কি দৃশ্য তাঁহার নয়নের অগ্রে প্রতিভাত হইয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার মনোহর স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। কে আসিয়া দুষ্টগ্রহের মত তাঁহার ধ্রুবতারাকে অন্ধকারের কবলে নিক্ষেপ করিল? তিনি দেখিলেন, —নিশ্চল, নিস্পন্দ, প্রস্তরমূর্ত্তির মত দূর হইতে দেখিলেন ডেরুকেটের চিত্ত অপর একজনের প্রতি ইতোমধ্যেই অভিসারগামিনী হইয়াছে। সে ব্যক্তি কে? যাহাকে একদিন আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া গিলিয়াট্ একখানি বাইবেলমাত্র উপহার লইয়াছিলেন, এ ত' সে-ই! গিলিয়াট দেখিলেন, তাঁহার চোখের উপর দেখিলেন, ডেরুকেট্ তাহার সেই মনো-নীত পতির সহিত মিলনের প্রতিজ্ঞা জানাইল।

এদৃশ্য গিলিয়াটের প্রকৃতিতে কোন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনে নাই। অপিচ, তাঁহার মনে ক্ষণেকের জন্য একটু চিন্তার হিল্লোল উঠিয়াছিল কি না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটুও শিহরণ-স্রোত বহিয়াছিল কি-না কবি তাহার পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। সেই রাত্রিতে—এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-পরিবর্ত্তন-সংঘটনের পর এক দণ্ড অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বে যার গিলিয়াট্ ডেরুকেটের পাণিগ্রহণে স্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। হর্ষোৎফুল্ল লেদিয়ারি তখন সে-কথায় তেমন বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না; তিনি নিজের আহ্লাদে তখন এমনই মত্ত, সুপ্তোদ্ধৃত ডিউরাণ্ডিকে লইয়া এমনই ব্যস্ত, যে তিনি তখন ডেরুকেটের উদ্বাহ-ক্রিয়ার প্রতি যথাবিধি মনোযোগ দিলেন না। সে ভার সম্পূর্ণরূপে গিলিয়াটের উপর অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। এবং সেই ভার গিলিয়াট যে ভাবে বহন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়, নয়ন পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠে।

গিলিয়াট তাঁহার হৃদয়কে লৌহবর্ম্ম-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন,—ধীরে ধীরে নিজের দেহ হইতে একটি অঙ্গ কঠোর সহিষ্ণুতার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লেদিয়ারির স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তিনি ডেক্কেট্‌কে তাহার অভিলষিত পতির হস্তে সমর্পণ করিলেন; শুধু তাহাই নহে, নবদম্পতী যাহাতে সুখে নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে পারে সে বিষয়ে অতি সুচিন্তিত উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে চিন্তামুক্ত করিলেন। পরে প্রেমিকযুগলের পোত-আরোহণকালে গিলিয়াটের পরলোকগতা মাতা পুত্রবধূর জন্য যে-সকল বেশভূষা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা ডেক্কেট্‌কে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপঢৌকন দিলেন। ডেক্কেট্‌ তাহাতে আশ্চার্য্যান্বিত হইলে, তিনি উত্তরে জানাইলেন যে তিনি আর বিবাহ করিবেন না। তাহার পর গিলিয়াট চলিতে আরম্ভ করিলেন। মানুষের আলয় পরিহার করিয়া,লোকসকলের দৃষ্টির অগোচরে,প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া, বক্ষে গভীর স্পন্দন জাগাইয়া গিলিয়াট চলিলেন। সমুদ্রের দুর্দ্দান্ত হস্ত যেখানে পর্ব্বতগাত্রে এক অপরূপ আসন প্রস্তুত করিয়া মনুষ্যকে সর্ব্বদা আপনার ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছে,আপনার প্রশস্ত উলঙ্গ বক্ষে আকাশের প্রশান্ত নীলিমা-শোভিত গাত্রের স্পর্শ-অনুভব করিবার জন্য প্রচণ্ড কলকল্লোলের সৃষ্টি করিয়া মানবের নয়ন-মনকে সেই দিকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিতেছে, গিলিয়াট্‌ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার গতিবিধিতে তখন কিছুমাত্র অতিপ্রাকৃতের অবসর নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক স্থির, নিশ্চিন্ত; হৃদয় স্পন্দহীন, শব্দহীন,—দৃষ্টি, মৃতপিণ্ডের মত কার্য্যহীন! শরীরে কোন অস্বাভাবিকতার নিদর্শন নাই; ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু নাই, বক্ষে কম্প নাই, কপোলদ্বয়ে বিবর্ণতা নাই, পেলব ওষ্ঠদ্বয়ে প্রতিজ্ঞা বা দুশ্চিন্তার লক্ষণ নাই।

গিলিয়াট উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের পাদমূলে উপবেশন করিলেন। সেখান হইতে দেখিতে লাগিলেন, একখানি অর্ণবপোত দুইটী নবীন প্রেমিককে বক্ষে লইয়া খল-খল-হাস্যে সমুদ্রের সহিত লীলায়িত তালে নৃত্য করিতে করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমশঃ পোত তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গেল; তিনি দম্পতিকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু দম্পতী তাঁহাকে চিনিল না। ক্রমশঃ পোত দূরে সরিয়া গেল—প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তথাপি তাঁহার দৃষ্টি দম্পতির উপর স্থিরনিবদ্ধ। প্রকৃতির হর্ষচাপল্যময় উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই; মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রতাপ পৃথিবীকে কেমন করিয়া দগ্ধ করিতেছে, তাহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই; সমুদ্রের ক্রোড়ে অবসাদসুপ্ত ধরিত্রী কেমন নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে, তাহার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত অথবা প্রাণহীন পুত্তলিকার মত তিনি তাঁহার সেই প্রকৃতি-ক্রোড়িত অপূর্ব্ব আসনে নিশ্চলভাবে সমাসীন রহিলেন। যেন তাঁহার প্রাণবায়ু তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রযুগলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া প্রণয়িযুগলের অনুগমন করিয়াছে! এ-দিকে সমুদ্র তাহার প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা গলায় পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গে সূর্য্যকিরণ মাখিয়া চঞ্চল যৌবনের উচ্ছলিত সৌন্দর্য্যকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া এক বিকট তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, আর

সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়তনও বিস্তৃত হইয়া একটু একটু করিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্রমে সমুদ্রের জল আসিয়া গিলিয়াটের পাদ চুম্বন করিল; ক্রমে গিলিয়াটের জানু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কটি, ক্রমে কণ্ঠ, চিবুক, নাসিকা ললাটপর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল! অবশেষে জল গিলিয়াটের মস্তকের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমনি করিয়া একটী বীর-জীবনের মহাসমাধি সম্পন্ন হইয়া গেল।

রামচন্দ্র, ওথেলো এবং গিলিয়াট্, তিনটী এক প্রকারের মনুষ্যপ্রকৃতি। বিধাতা তাঁহাদিগকে এক ধাতু দিয়া গঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য একেবারে নাই, এ'কথা বলিতেছি না; বরং তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র স্ব স্ব বিশিষ্টতাদ্বারাই আমাদিগকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করিয়া থাকে। তবু তাঁহাদের আত্মিক শক্তিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, উহা তিনটী প্রকৃতিতেই সমান আকারে সমান মাত্রায় বর্ত্তমান। রামায়ণে রামচন্দ্রের বহু কীর্ত্তির কথাই আছে বটে,—তত কীর্ত্তিকলাপ ওথেলো বা গিলিয়াটের নামে আমরা শুনিতে পাই নাই, —কিন্তু এ পার্থক্যের কারণ চরিত্রগত পার্থক্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বস্তুতঃ ওথেলো কিংবা গিলিয়াট যে রামচন্দ্রেরই মত কৌশলে রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন বা তাঁহারই মত প্রবল শত্রুকে পরাভূত করিয়া নিজের এবং নিজবংশের গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন, এমন কি ভারতবর্ষের ধূলায়, ভারতবর্ষের জলবায়ুতে আজন্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে রামচন্দ্রের মতই পিতৃসত্য-পালনে তৎপরতা দেখাইতে পারিতেন, ইহা আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি। ওথেলো এবং গিলিয়াটের বীরত্বের একটীমাত্র দিক্ আমরা পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেও রামচন্দ্রের বীরত্বকে যে তাঁহার শৈশব হইতে শতমুখে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, তাহার কারণ তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী প্রকারভেদের মধ্যে নিহিত। ওথেলো কিংবা গিলিয়াটের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বীরত্বের সম্যক্ প্রচারের জন্য তাঁহাদের সারা জীবন ব্যাপিয়া এক একখানি মহাকাব্য রচিত হয় নাই; তাঁহাদের বীরত্বের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কারুণ্যপূর্ণ আমরা সেইটুকুর পরিচয় পাইয়াছি একখানি নাটকে কিংবা একখানি উপন্যাসে; কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনকে রামায়ণকার ত এত সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রণীত কাব্য একখানি মহাকাব্য এবং মহাকাব্যের ধর্ম্ম অনুসারেই বহুদিনে বহুখণ্ডে এবং বহুবিষয়ে বিভক্ত।

রামচন্দ্র ওথেলো এবং গিলিয়াট্ তিনজনেই বীরধর্ম্মী তথা সমধর্ম্মী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কে মহত্তম, এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে; এবং ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণেই আমাদের সাধারণতঃ বলিতে ইচ্ছা হয় যে, রামচন্দ্রই ঐ তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগের গুরুত্ব লইয়া যদি আমরা যথাযথ সমালোচনা করি, তাহা হইলে তিনজনেরই ত্যাগে সমান মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইবে। রামচন্দ্র যে-ভাবে পত্নীত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ওথেলো কিংবা গিলিয়াট যেরূপে পত্নীত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বটে; কিন্তু রামচন্দ্রকে তাঁহার পত্নীত্যাগে যতটা কষ্ট অনুভব

করিতে হইয়াছিল, ওথেলো ও গিলিয়াট যে তাঁহাদের পত্নীত্যাগে ততটা বা তাহারও অধিক কষ্ট অনুভব করেন নাই, ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না। সত্য, রামচন্দ্রকে যেমন করিয়া সে-কষ্ট সহিতে হইয়াছিল, অপর দুই-জনকে তেমন করিয়া তাহা সহিতে হয় নাই বা তাঁহারা সহেন নাই, কিন্তু বীরত্বের সহিষ্ণুতারই যদি তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও তুলনা আবশ্যক। রামচন্দ্র রাজ্যশাসনের জন্যই পত্নীত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতেই হইবে; তাহাতে তাঁহার অন্তরে যত বাধাই লাগুক্ না কেন, তাঁহাকে রাজধর্ম্ম পালনের জন্য জীবনভার কোনরূপে বহন করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু ওথেলোর এবং গিলিয়াটের পত্নীত্যাগ ঘটিয়াছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ অবস্থায়। ওথেলো যদি ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করার পরও জানিতেন যে ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি ভেনিসের সেনাপতিরূপেই তাঁহার অবশিষ্ট দিন-কয়টী অতিপাত করিতেন, এরূপ অনুমান বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু তিনি যখন জানিলেন যে ডেস্‌ডিমোনার হত্যা অতি নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে, তখন নিজে-কেও তিনি সেইরূপ নিষ্ঠুরভাবেই হত্যা করিলেন। রামচন্দ্র হইলে এ-স্থলে কি করিতেন তাহার আলোচনায় ফল নাই; প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষীয় বীর তাঁহার পত্নীকে যে অপরাধেই হউক্ স্বহস্তে হত্যা করিতে পারেন এ-চিন্তা আদৌ আমাদের অসহ্য। রামচন্দ্র ওথেলোর মত ডেস্‌ডিমোনাকে বধ করিতে পারিতেন না, নিজেকেও বধ করিতে পারিতেন না। এই প্রকারের অবস্থায় তিনি হয় প্রায়শ্চিত্ত, নয় নির্ব্বাসন-দণ্ডের বিধান করিতেন। সুতরাং ওথেলো যে ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যুর পর নিজের জীবনকে শেষ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার ধর্ম্মসেবা বলিয়া জানিতে হইবে; তাঁহার চরিত্রে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার তেমন অবসর ছিল না, সহিষ্ণুতা তাঁহার বীরত্বের একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ নহে।

গিলিয়াট কেন সমুদ্রের গর্ভে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন, ইহা আপাততঃ আমাদের নিকট তাঁহার অধৈর্য্যের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা তাঁহার সমাজ-পরিত্যক্ত অতীতের কথা ভাবি, তখন এইটুকু আমাদের প্রাণে নিয়ত ধ্বনিত হইতে থাকে—যেমন করিয়া বুঝি বীর গিলিয়াটের প্রাণেও ধ্বনিত হইয়াছিল—যে ডেস্‌ডিমোনা-শূন্য জীবন লইয়া কি হইবে? গিলিয়াটের বাঁচিবার ত আর কোন প্রয়োজন ছিল না; তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য ত ফুরাইয়া গিয়াছে; যে-মুহূর্ত্তে তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার ইহজীবনের ভবিষ্যৎ-অংশে একটা মহাশূন্যের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই গিলিয়াট্ তাঁহার অন্তঃসারহীন বাহ্য জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে চাহেন নাই। তাহার পর, তিনি যে-ভাবে মরণকে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অধীরতার সূচনা করে না, তাহা তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা ব্যক্ত করে। মৃত্যুর যন্ত্রণায় তিনি একটিবারও ছট্‌ফট্ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস তাঁহাকে একটিবারও বাহি-

ব্যক্ত করে নাই। সেই-জন্যই মনে হয় গিলিয়াট্‌কে অসহিষ্ণুতার অপবাদ দেওয়া চলে না।

রামচন্দ্র, ওথেলো ও গিলিয়াটের জীবন এক একটি প্রকাণ্ড 'ট্রাজেডি'। বিশ্বসাহিত্যে তেমন 'ট্রাজেডি' অতিশয় অল্পই আছে। ইঁহাদের চরিত্র মানুষের মনে যে গভীর চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে এবং দিবে, তাহা শীঘ্র মুছিয়া যাইবার নহে। তিনটী এক সূত্রে-বাঁধা মনুষ্য-প্রকৃতি জগতের সাহিত্যে যে অলৌকিক ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধুর নিক্কণে পৃথিবী চিরকাল মুগ্ধ থাকিবে। পুরাণে দিক্‌পালের উল্লেখ আছে; বিজ্ঞানে ক্ষুদ্রীকরণ যন্ত্রের উল্লেখ আছে; জনশ্রুতিতে এপোলোর অতিকায় মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র, ওথেলো এবং গিলিয়াট সেই পুরাণ-কথিত দিক্‌পালের মত,—সাহিত্যাকাশে তিন কোণে তিনটি লোকোত্তর মূর্ত্তিরূপে দীপ্যমান; সেই বিজ্ঞান-কথিত ক্ষুদ্রীকরণ যন্ত্রের মত,—তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে মানুষের দর্পস্ফীত আকৃতি অতিক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয়; সেই প্রবাদকথিত অতিকায়ের মত,—তাঁহাদের প্রসারিত পাদযুগলের তলদেশ দিয়া সহস্র সহস্র মানুষ অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতে পারে। রামচন্দ্র, ওথেলো, ও গিলিয়াট্‌ মানব-মনঃপ্রসূত তিনটী মহামানব; তাঁহাদের মানবতা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইলেও পৃথিবীর অতীত। তাঁহাদের পাদদ্বয় স্থাপিত এই ঘূর্ণ্যমান জগতের উপর, মস্তক উত্থিত কোন্ অনন্ত ব্যোমে। পৃথিবী তাহার কোটী কোটী ক্ষুদ্র জীব কক্ষে লইয়া অনবরত কালের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতেছে; আর তাহার শীর্ষদেশে, যেন তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তিনটী মহাজীব; তাঁহাদের মস্তক সর্ব্বদা উদ্ভাসিত মহাকাশের মহাসূর্য্যের প্রখর রশ্মিতে, তাঁহাদের শরীর সুরঞ্জিত কোটী চন্দ্র-তারকা-খচিত নীল গগন-বস্ত্রে, তাঁহাদের চরণ শোভিত পৃথিবীর পুষ্পপল্লবান্বিত জীবজন্তু-সম্বলিত বিচিত্রিত দৃশ্যে। আর তাঁহাদের চরণের এক প্রান্তে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষ তাহার ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব লইয়া,—তাহার ক্ষুদ্র করপুটে ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভক্তি ভরিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া অঞ্জলি দিতেছে।*

শ্রীকমলকুমার সান্যাল।

সোণার হার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদসংলগ্ন শ্যামল তরু-কুঞ্জ-সরোবর শোভিত মনোরম উদ্যান। করেকটি মসৃণ প্রস্তরবিনির্ম্মিত নাতিপ্রশস্ত পয়োনালী তুঙ্গভদ্রা হইতে নির্ম্মল সলিল বহন করিয়া আনিয়া উদ্যানমধ্যস্থ বৃহৎ হ্রদে ঢালিয়া দিতেছে। হ্রদের চতুষ্পার্শ্ব শ্বেত-প্রস্তরাবৃত। দীর্ঘ সোপানশ্রেণী শ্বেত প্রস্তরে গঠিত। সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে প্রস্তর-বেদীর উপর স্বল্পায়তন গোলাকার গহ্বর। রাজ-অন্তঃপুরের অগণ্য পরিচারিকা অবগাহনের পর তদুপরি আপনাদিগের জলপূর্ণ কলস সন্নিবেশিত

* শান্তিপুর পূর্ণিমাসম্মিলনীতে ৩ ১০ অগ্রহায়ণ।

করিত; তাহার পর আর্দ্র বসন ত্যাগ করিয়া কলস উত্তোলন করিয়া ধীর মন্থর চরণে অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করিত।

বেলা দ্বিপ্রহর। সরোবরতট জনশূন্য। পুরকামিনীগণ স্নানান্তে সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে আপন আপন ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বহুক্ষণ প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্গা এতক্ষণে আসিয়াছে। তাহার স্নান সমাপ্ত হইল। সরোবর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে শিব-মন্দির। দুর্গা তথায় গিয়া তাহার দৈনিক পূজায় ব্যাপৃত হইল।

ঘনকৃষ্ণছায়াশীর্ষ মন্দিরটি জটাজুটধারী মহাদেবের ন্যায়ই সৌম্য অটলভাবে দণ্ডায়মান। মারাপ্পা প্রাসাদে দুর্গার অন্বেষণ করিয়া অবশেষে মন্দির সম্মুখে আসিলেন। দুর্গা পূজা শেষ করিয়া দ্বারপথে আসিল। নীল পট্টাম্বর ভূষিত সে-মূর্ত্তি নৈশাকাশে সন্ধ্যাতারার ন্যায় প্রশান্ত, শ্বেতপ্রস্তরে ক্ষোদিত দুর্গাপ্রতিমার ন্যায় সুন্দর। বহুদিন পূর্ব্বে ইলোরার পর্ব্বত-গুহার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে মারাপ্পা যে-দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন আজ কন্যাকে দেখিয়া সেই প্রতিমার কথা স্মরণপথে উদিত হইল। সে-মূর্ত্তিও সম্মুখস্থিতা তনয়ার ন্যায় নিশ্চল, নির্ব্বাক, প্রশান্ত।

দুর্গা ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। মারাপ্পা দুর্গার অবনত মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বীর-পত্নী হও, বীর-জননী হও। দুর্গা! খান্‌খানান্ আহ্‌মদের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে।" বিশাখার যুগল-তারকার ন্যায় দুইটি নয়ন ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া মৃদু অবস্থাতেই দুর্গা কহিল, "বিবাহ কি সুলতান স্থির করিয়াছেন?" মারাপ্পা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আমিই এ-বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছি।" দুর্গা গাত্রোত্থান করিয়া স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মারাপ্পা বলিতে লাগিলেন, "এই মাসেই তোমার বিবাহ। তাহার পর আর একটি বিবাহের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমি প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া যাইব। সে-বিবাহে অবশ্য তোমার উপস্থিতি সম্ভবপর হইবে না।"

শেষের কথাগুলি মারাপ্পা দুর্গাকে শুনাইবার ইচ্ছা করিয়া উচ্চারণ করেন নাই। সেগুলি অনেকটা তাঁহার স্বগতোক্তি। চিত্ত নানাপ্রকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া ছিল বলিয়া তাহার দৃঢ় অর্গল শিথিল হইয়াছিল। সেই অবসরে অতর্কিতে কথাগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুর্গা কহিল, "আপনি কাহার বিবাহের কথা বলিতেছেন?" দুর্গার উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "দেবের সহিত হেমের বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।" দুর্গা ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল, "দেবদেব বিরূপাক্ষ! এতদিনে প্রসন্ন হইলে!" তাহার পর হৃদয়োচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া কহিল, "দাদা স্বীকৃত হইয়াছেন?"

মারাপ্পা বিস্মিত হইলেন এবং কন্যার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, "হেম দেবের অনুরাগিনী এ-কথা তুমি জানিতে?" দুর্গা সহসা এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল, "রমণী রমণীর নিকট মনোভাব গোপনে রাখিতে পারে না।" হেম রমণী, দুর্গা রমণী—তাহারা আর বালিকা নহে; এ সংবাদ মারাপ্পার নিকট নূতন,

বিস্ময়কর বটে! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "এ-সংবাদ আমার নিকট গুপ্ত রাখিয়া ভাল কর নাই। দুর্গা! তুমি ত' আমার নিকট কিছুই গোপন করিতে না। এক বৎসর পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে বহু অনর্থ নিবারিত হইত।"

পিতার বাক্যের প্রথমাংশ শুনিয়া দুর্গার হৃদয়ে যে-আক্ষেপ উদিত হইয়াছিল তাহা শেষ অংশটুকু শুনিয়া বিদূরিত হইল। তাহার হৃদয় চকিত হইয়া উঠিল। সে কিয়ৎকাল নীরব রহিয়া বলিল, "আমি ইহা কাহাকেও বলা উচিত বিবেচনা করি নাই। আপনারা প্রথমে হেমের সহিত—"

দুর্গা দেখিল পিতার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। সে বুঝিল যে কথা তাহার ওষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া গেল তাহা উচ্চারিত হইবামাত্র পিতার হৃদয় দাবানল সংস্পৃষ্ট শুষ্ক তরুর ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। অগ্নিগর্ভ গিরি যেমন রোষের উচ্ছ্বাসে ছিন্নমস্তার ন্যায় রক্তানলরাশি উদ্গীরণ করে, বৃদ্ধ মারাপ্পা ও পুত্রাকৃত ক্রোধের অসহ্য জ্বালায় সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া যাইবেন। সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আপনারা যখন তাহার বিবাহ অন্যত্র স্থির করিলেন তখনও আমি কিছু বলিতে পারিলাম না কারণ—কারণ—যাহারা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে তাহাদিগের বিবাহ রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত আবদ্ধ।"

মারাপ্পা তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "দুর্গা! আহ্মদ্ বীর, তাঁহার মত বীর আর বিজয়-নগরে নাই।" দুর্গার মুখ পাংশু হইয়া গেল।

দুর্গা প্রস্থান করিলে পর মারাপ্পা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া একবার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং মন্দিরের পাষাণ-দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্! এই প্রস্তরময় দেশের প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়—তোমার চরণতল-স্থিত শুভ্র শীলার ন্যায় হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া দাও।"

মারাপ্পা প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া নগরীর উত্তরাংশে হাম্পিস্থিত মন্দিরের নিকটস্থ আপন আশ্রম অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাজপথে আসিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এ দৃশ্য মারাপ্পা পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন,—যখনই রাজপথ অতিবাহন করিয়া গমনাগমন করিয়াছেন তখনই এ-দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইয়াছে। তথাপি আজ তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল নগরী অধিকতর বিষাদমগ্না—যেন সবই অন্ধকারময়, মধ্যাহ্নের খরসূর্য্য-কিরণ সে-আঁধার যেন দূর করিতে পারিতেছে না!

স্থানে স্থানে কতিপয় সৈনিক প্রহরীরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে। তাহারা শূল নত করিয়া মারাপ্পাকে অভিবাদন করিল। মারাপ্পা দেখিলেন বিপণিশ্রেণীর সে নয়ন-শোভন ঐশ্বর্য্য আর নাই। হীরক, মরকত, মুক্তা পদ্মরাগের দীপ্ত বিভা স্বপ্নদৃষ্ট অর্থরাশির ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। মারাপ্পার ওষ্ঠ কম্পিত হইল—হস্ত আপনা হইতে উত্থিত হইয়া আবার অবনমিত হইল। দেবলের উচ্ছৃঙ্খল সেনা নগর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে!

নগরীর রাজপথে আর পুষ্পবিক্রয়ের কোলাহল নাই। মারাপ্পা পশ্চিমের পথ ত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে চলিলেন। সেই প্রশান্তাননে,

তেজোদ্ভাসিত পুষ্পবিভূষিত-দেহ নাগরিকবৃন্দ কোথাও দেখিতে পাইলেন না; তৎপরিবর্ত্তে দেখিলেন, হতবুদ্ধি, নিস্তেজ, শীর্ণশরীর কতিপয় বৃদ্ধ। তাহাদের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি অন্তরের অস্থিরতা প্রকাশ করিয়া দিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে মায়াম্মাকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল।

ক্রমে হাম্পির পাষাণ মন্দিরের উচ্চ চূড়া দৃষ্ট হইল। বিজয়নগরাধিপ হরিহর মন্দিরটি পরম উপকারক গুরুদেব মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণী, নিম্নের অপেক্ষাকৃত সমতল ভূভাগ বৃক্ষ এবং তৃণে আবৃত। নগরীর কোলাহল এ শান্তির রাজ্যে পৌঁছে না। এ-স্থান অতি শান্ত, নির্জ্জন ও পবিত্র।

ইহাই বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির। হয়ত মায়ম্মার সম্মুখে প্রসারিত ঐ বৃক্ষতৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে একদিন তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ শিক্ষিত সারমেয় লইয়া মৃগয়া করিতেছিলেন, আর হয়ত ঐ মন্দিরের পার্শ্বস্থ বিশাল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া দৈববলে বলীয়ান্ শশক সারমেয়-গণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিয়াছিল। এখনও সেখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে যেন কোন অতীত যুগে দেবাসুরের সংগ্রাম কালে ক্রুদ্ধ দানবগণ আপনাদিগের প্রহরণ-জাল ব্যর্থ দেখিয়া বিরাট ক্ষোভে পর্ব্বত-শিখর উৎপাটন করিয়া শত্রুগণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিল আর বজ্রধারী দেবেন্দ্রের তীব্র অস্ত্রঘাতে গিরি-শিখর শতধা বিভক্ত হইয়া ধরণী পৃষ্ঠ সমাকীর্ণ করিয়াছে। হয় ত' এই নদী গিরিবন নিম্নে রাখিয়া মেঘপথে উড্ডীয়মান রাক্ষস-রাজ রাবণের রথ স্বর্ণলঙ্কার অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল, আর শোকার্ত্তা জানকীর দীর্ণ হৃদয়ের মর্ম্মভেদী হাহাকারে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে হাহাকারে নিরুপায় দিগ্বধূগণের রোদন-ম্লান লোচন হইতে বিগলিত অশ্রু শিশিরভারাক্রান্ত তরু-গুল্ম হইতে পতিত তরল মুক্তার সহিত মিশ্রিত হইয়া তুঙ্গভদ্রার চঞ্চল বক্ষে লয় পাইল, উন্মত্তা নদী নিষ্ফল রোষে উদ্বেল হইল, এবং তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে অসহ্য দারুণ শোকের শিহরণ বহিতে লাগিল। তাহার পর সে, আর্ত্তনাদে হয়ত ঐ পর্ব্বতেরই কোন গুহা-মুখভাগে শীলা-খণ্ডাবলম্বী বৃক্ষশাখায় আসীন সূর্য্যকিরণ-তৃপ্ত স্তিমিতলোচন বৃদ্ধ জটায়ুর তন্দ্রা টুটিয়া গেল। হয়ত নারীর সেই ব্যাকুল ক্রন্দন এই পবনেই ধ্বনিত হইয়া তাহার স্থবির জড় যুগল পক্ষে যৌবনের দুর্দ্দমনীয় বেগ আনিয়া দিল। যে প্রচণ্ড উদ্যম তেজে ভ্রাতা সম্পাতিসহ জটায়ু বাসবকে পরাজিত করিয়া মার্ত্তণ্ডের রুদ্র-কিরণোজ্জ্বল রাজ্যের অগ্নিময় গণ্ডী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেদিন জীবনের অপরাহ্নে সেই তেজ শেষবার তাহার বক্ষে অধিষ্ঠান করিয়া হয় ত এই স্থানেই তাহাকে আর্ত্তের রক্ষার্থে উদ্দীপিত করিল। কিন্তু মনের বলই ফিরিয়া আসিয়াছিল, দেহের বল ত' ফিরে নাই। তবুও সে মৃত্যু স্থির জানিয়াও সুহৃদতনয়াকে আপন তনয়া জ্ঞানে তাহার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। আশা ছিল না, তথাপি মরণে ত' গৌরব ছিল, তৃপ্তি ছিল, সান্ত্বনা ছিল। হয় ত' এই সকল প্রস্তরের মধ্যে অনেকগুলি তাহারই জরা-দুর্ব্বল পক্ষের

দ্বারা তাড়িত হইয়া গিরিশিখর চ্যুত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হয় ত বা এই অর্দ্ধপ্রোথিত ঈষদ্ রক্তনীলাভূপ তাহারই শিথিল নখর হইতে স্খলিত শেষ প্রহরণ, হয়ত ইহারই পদমূলে ছিন্ন-পক্ষ হইয়া ক্ষতবিক্ষত, অবসন্ন দেহে মরণ-খিন্ন বীর রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার পর চির সুষুপ্তি, চির আরাম, চির বিশ্রাম!

মারাপ্পা ভাবিতেছিলেন "সে বিশ্রাম বীরের কাম্য। সে বিশ্রাম কি সন্ন্যাসীর হইতে পারে না? আর কতদিন মরীচিকার প্রলোভনে দিগ্‌বিভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিব?"

সহসা মারাপ্পা দেখিলেন দূর পর্ব্বত হইতে এক সন্ন্যাসী অবতরণ করিতেছেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রথমে হইল তিনি লোকাচার্য্যদেব। পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল। সন্ন্যাসী বিরূপাক্ষদেবের মন্দির অভিমুখে অগ্রসর না হইয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। বাস্তবিকই কি মারাপ্পার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে? লোকাচার্য্যদেবের আগমনের সম্ভাবনা কোথায়? তুঙ্গভদ্রার বামতটে মুসলমান বাহিনী। তিনি কেন বিজয়নগরে আর পদার্পণ করিবেন? পাছে বিজয়নগরের ভূমি স্পর্শ করিতে হয় সেই জন্য তিনি মুদ্‌কল হইতে শৃঙ্গেরির মঠে না গিয়া মুসলমান রাজ্য অতিক্রম করিয়া বিন্ধ্যাচলে গিয়াছেন। যে শান্তি এখানে তিনি পাইতেন না তাহা সেখানে লাভ করিয়াছেন। সন্ন্যাসেই শান্তি আছে। মারাপ্পাও শান্তি পাইবেন। দেবল! পার্থিব বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে যদি আপনাকে মুক্ত রাখিতে তুমিও শান্তি পাইতে!

মারাপ্পা কাহার নাম মনে উচ্চারণ করিয়াছেন! আত্মবিস্মৃত হইয়া কাহার শান্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াছেন! শান্তি!—জীবনব্যাপী অশান্তিই তাহার শান্তি—অশান্তিই তাহার পুরস্কার—অশান্তিই তাহার শান্তি! লোকাচার্য্য দেবের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে তাহার নাম স্মরণে আসিল কেন? হায় ভগবন্ লোকাচার্য্য! মুদ্‌কলের সেই বালিকার কর পরীক্ষা না করিয়া আরও নিকটে এক বালকের হস্ত পরীক্ষা কর নাই কেন?

পার্শ্বেই মারাপ্পার ক্ষুদ্র আশ্রম। তিনি তন্মধ্যে চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে প্রবেশকালে একবার আনিগণ্ডীর পর্ব্বতচূড়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পর্ব্বতশীর্ষে ভীম দুর্গের উপর তখন বাহমনী সুলতানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা মধ্যাহ্নের নিস্তেজ পবনে দণ্ডের গাত্রে লিপ্ত হইয়া স্থির হইয়া ছিল।

পৌষ সংক্রান্তি।

পৌষের শেষ দিন মকর সংক্রান্তি। তার পূর্ব্বদিন, সেদিন ও মাঘের প্রথম দিন, এ তিনে পিঠাপুলি করার প্রথা। প্রথমে বাউনী—পিঠা করার পাত্রে, গৃহদ্বার প্রভৃতিতে খড় দিয়া 'বন্ধনী' দিতে হয়, যেন পৌষ-লক্ষ্মীকে গৃহে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। সম্ভবতঃ সেই জন্যই ইহার নাম বাউনী। কোন বাড়ীতে এই সঙ্গে লক্ষ্মী পূজাও হয়। কোথাও বা গোবরের লাড়ু, সিন্দুর, দুর্ব্বা, চালের গুড়া লইয়া শাঁক বাজাইয়া, উলু দিয়া শেষ রাত্রে 'পৌষ আগ্‌লান'র

প্রথা আছে। ছড়া গানও আছে "এস পৌষ যেওনা" ধান হোক গোলা গোলা, ধন হোক ঘর-পোরা।" পিঠা প্রস্তুতের পর স্থানে স্থানে প্রথা আছে, বনে, স্নানের ঘাটে পিঠা রাখিয়া আসা, উদ্দেশ্য অনেকটা নবান্নর মত—যাহাতে বনের পশুপাখী, জলের মাছ পর্য্যন্ত উৎসবের দিন খাদ্যের অংশ পায়।

পৌষ মাসে পিষ্টক তৈয়ারীর প্রথা দেশে নূতন নহে। বহুপূর্ব্ব হইতে দেশে অষ্টকা পর্ব্ব আছে। অগ্নি, প্রজাপতি, বিভিন্ন ঋতু, বিশ্বদেব এবং পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে অষ্টকা করা হইত। সেই জন্য ইহাকে অষ্টকা শ্রাদ্ধ বলা হয়। গৃহ্যসূত্রগুলিতে ইহার বর্ণনা আছে। গৃহস্থের বাটীতে যেসকল ক্রিয়া কর্ম্ম ছিল তাহাই বর্ণনা গৃহ্যসূত্রের উদ্দেশ্য। ঠিক কোন সময় অষ্টকাগুলি হইবে এবং অষ্টকা কয়টি সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে মোটের উপর বলা যায় সেগুলি শীতকালে হইত এবং তাহাদের সংখ্যা তিনটি, অন্ততঃ গোভিল গৃহ্যসূত্রের এই মত। অষ্টকাগুলির নাম—অপূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও শাকাষ্টকা। অপূপাষ্টকারই মেয়েলি সংস্করণ হয়ত পৌষ সংক্রান্তির পর্ব্ব।

অপূপ অর্থে পিষ্টক। অপূপাষ্টকার বিধি গোভিল গৃহ্যসূত্রে দেওয়া আছে। অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ইহা হইত। আটটি পাত্রে প্রত্যেকটিতে একখানি করিয়া আটটি পিঠা তৈয়ার হইত। তখনকার সেকিবার পাত্রের সহিত আজকালের পাত্রের বিশেষ তফাৎ নাই। সেঁকার সময় সেগুলি উল্টাইয়া দেওয়া নিষেধ ছিল। খাদির গৃহ্যসূত্রেও এই সংখ্যা ও নিষেধ দেওয়া আছে। সেঁকিয়া তাহার উপর ঘৃত দেওয়া হইত। তারপর অন্যান্য পক্ক দ্রব্যের সহিত তাহা যজ্ঞ করা হইত। সেই সময়ের মন্ত্র শাঙ্খায়ন ও পারস্কর গৃহ্যসূত্রে আছে। গৃহ্যসূত্রের এই সময়ের স্তবস্তোত্রগুলি 'পৌষ-আগলান'র ছড়া স্মরণ করাইয়া দেয়।

কামিনী গাছ।

রাধাগ্রামের মন্দির খুব প্রাচীন। বিগ্রহ দুইটি আরও প্রাচীন। যাঁহারা পূজা ও সেবা চালান, তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল না হইলেও খারাপ নহে। সকাল বেলা পাড়ার যাঁহারা প্রবীণ তাঁহারা হুকা ও নস্যর ডিবা লইয়া বাঁধান বকুলতলায় একত্রে বসিয়া গল্প করিতেন। দূরে নাট-মন্দিরের সম্মুখে সূর্য্যের আলোক মাথায় করিয়া বালকের দল রোজই খেলা করে।

মন্দিরের পাশে একটু দূরে প্রাচীর। মন্দির আর প্রাচীরের মাঝে যে জায়গাটুকু, তার উপরে মোটাকতক ফুলের গাছ। কতকগুলিতে অল্প অল্প ফুল হয়, বেশীর ভাগ গাছ শুকাইয়া গিয়াছে। সেই জমীর উপর একটা ঘর উঠিবে। মন্দিরের ও'পাশে একটি ছোট ঘর আছে। এ'পাশে একটি ঘর না থাকিলে ভাল দেখায় না তাই পাড়ার মাতব্বর সকলে এক কত চাঁদা দিবেন সকালে তাহাই

ঠিক করিতেছিলেন। ছেলে পিলেরা জমীটা পরিষ্কার করিবার হুকুম পাইয়াছে, সুতরাং তাহাদের মহা স্ফূর্ত্তি,—দা, শাবল, কোদাল ঘাড়ে করিয়া তাহারা চলিয়াছে।

এমন সময় চৌধুরী বাড়ীর ঠাকুর মা গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলেন। নামাবলী ঢাকা হাতখানি বাহির করিয়া তিনি ছোট তামার ঘটি হইতে অর্দ্ধেক জল তুলসী গাছের তলায় ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "নিতাই! কোদাল কুড়ুল নিয়ে ওরা সব চল্‌ল কোথায়?" নিতাই খুড়ো হুকাটি তাড়াতাড়ি সরাইয়া বলিলেন, "ঐ শুক্‌নো ফুলগাছ গুলো উপ্‌ড়ে ফেলে জায়গাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে, ওখানে একটা ছোট কোঠারি হবে কিনা তাই।" বৃদ্ধা চমকিত কণ্ঠে বলিলেন, "সে কি নিতাই! কামিনী গাছ দুটোও উপ্‌ড়ে ফেল্‌বে না কি? বারণ কর—ডাক ওদের!"

বৃদ্ধার বয়স হইয়াছে। কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিবার ক্ষমতা ছিল না, আবেগ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লোপ পাইয়াছিল। তথাপি সেই আতঙ্ক-বিহ্বল ভয়স্বরের ক্ষীণ ব্যাকুলতা এত মর্ম্মস্পর্শী, যে বকুলতলায় উপস্থিত সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। নিতাই খুড়ো উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "ওরে তোরা ফের, বাঁদরে! শুনে যা'।" বালকেরা ফিরিল। খুড়ো বলিলেন, "দিদি-মা। গাছ দু'টো তো একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে—ও'তে তো আর ফুল হয় না—আর হবেও না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "গাঁয়ে কামিনী গাছ ছিল না বলে' তোমার দাদামশাই চন্দনপুর থেকে ঐ দুটি গাছের কলম এনেছিলেন। আজ চল্লিশ বছর ওর গোড়ায় জল ঢেলে আস্‌ছি। যে ক'দিন আছি, জল ঢেলে যাই, তারপর তোমাদের যা' ইচ্ছে কোরো, বাপু! আমি আর তখন দেখ্‌তে আস্‌ব' না।" বয়স হইলে স্বর ভারী হইয়াছে কিনা বুঝা যায় না—কিন্তু স্বর যদি কাঁপে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বৃদ্ধার স্বর কাঁপিতেছিল। মন্দিরের পিত্তল চূড়ার উপর আর বকুল গাছের ঘন শ্যামল পাতা-গুলির উপর সূর্য্য-কিরণ ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। পাতার ফাঁক দিয়া খানিকটা আলো আসিয়া বৃদ্ধার মুখে পড়িয়াছিল। যখন পাতাগুলি কাঁপিতেছিল সে-আলোটুকুও কাঁপিতেছিল।

বৃক্ষ-উৎপাটন বন্ধ থাকিল। শুক্‌নো কামিনী গাছের গোড়ায় জল ঢালিয়া বৃদ্ধা যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, নিতাই খুড়ো বলিলেন, "দিদি-মা! আজ যে স্নানে এত বেলা হল?" বৃদ্ধা বলিলেন, "আজ যে যোগের স্নান ছিল—তাই সেরে এলেম। ভাগ্যি আজ যোগ ছিল!"

মহাজন আদালতের পেয়াদা লইয়া দেনদারের ভদ্রাসনখানি গ্রাস করিতে গিয়া ঠিক ক্রোক্ দিবার সময় যদি দেনদারের নিকট অপ্রত্যাশিত ভাবে সুদ আসল কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া-পান তাহা হইলে তাঁহার যেমন মানসিক অবস্থা হয়, ছেলেদের মনের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইল। কিন্তু ছেলেদের বিষয়-বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহাদের দুঃখ বেশীক্ষণ থাকিল না। তাহাদের উপর কাজের ভার দিলেই তাহারা মহাসন্তুষ্ট। যদি কাজ না পায়, খেলা ত' কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না? তাহারা দা, কোদাল, কুড়ুল, শাবল বাঁধান বকুলতলার এক পাশে রাখিয়া উঠানের উপর দৌড়াদৌড়ি

করিয়া 'বুড়ী-ছোঁয়াছুঁয়ি'খেলা খেলিতে লাগিল।

বৈকালে পূজারী আসিয়া নিতাই খুড়োকে বলিয়া গেলেন যে তাঁহার বাড়ী হইতে অসুখের সংবাদ আসিয়াছে, তিনি রাতে পূজা আরতি করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহার আসিতে দুই চারি দিন দেরী হইতে পারে; সেই কয় দিন বিগ্রহের পূজা-ভোগ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খুড়া বলিলেন, "শীগ্‌গীর ফিরে এস বাপু! রাধাস্তামের দয়ায় অসুখ সারতে দেরী হ'বেনা। তা' এ ক'দিন আমি নিজেই তোমার কাজ চালিয়ে নেব!"

প্রত্যূষে মঙ্গল-আরতি করিতে হইবে। উষার পিঙ্গুল আভা তখনও পূর্ব্বগগনে প্রকাশ পায় নাই। খুড়া মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারে তালা নাই, বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুর তো! অসুখের কথা শুনে একেবারে সব ভুলে গিয়েছ—দুয়োরে কুলুপটা লাগিয়ে যেতে পারে নি! একবার এলে হয়! অসুখ যেন কারু কখনো হয় না!"

মন্দিরের ভিতর ঘৃত-প্রদীপ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছিল। ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ যথাস্থানেই ছিল। নিতাই খুড়ো সেগুলি লইয়া আরতি করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

আরতি শেষ করিয়া খুড়া দালানে বসিয়া খানিকক্ষণ প্রভাতী আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে উষার আলো ফুটিয়া উঠিল। খুড়ার ভজন শেষ হইয়াছে। সহসা তাঁহার কাণে একটি অস্ফুট যন্ত্রণা শব্দ আসিল। খুড়া চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। উন্মুক্ত দ্বার-পথ দিয়া যুগল মূর্ত্তির উপর দৃষ্টি পড়িল। কিশোরের হাতের সোণার বাঁশী কই? শ্রীমতীর মাথার মুকুট কই? নূপুর কই—হার—এ সব কোথায় গেল? আরতির সময় চক্ষুর সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই জন্য তিনি ত' অত লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। নিশ্চয়ই চোরের কাজ! সেই জন্যই দুয়ার খোলা ছিল—ওই থামের পাশে তালা তালা পড়িয়া রহিয়াছে। আর—ঐ পাশে—ও কি?

বাগানে শুষ্ক ফুলগাছ গুলির মধ্য দিয়া ভূমিতে শয়ান একটি মূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। মূর্ত্তিটি উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার একটি পা একটি মরা কামিনী গাছের শুক্‌নো কাণ্ডের মধ্যে আট্‌কান। সে কামিনী গাছের কাণ্ডটি এককালে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি ডাল আকারে উঠিয়াছিল, এখন শুকাইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া একটি হাড়কাঠের মত হইয়াছে। অন্য কামিনী গাছটি প্রাচীরের কাছেই; সেটির ত্রিশূল আকার—মাঝে একটি মোটা কাণ্ড—দুই পাশ দিয়া দুইটি ডাল; সব গুলিরই অগ্রভাগ ভাঙ্গা, করাতের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। দ্বিতীয় কামিনী গাছের দক্ষিণ দিকের ভাঙ্গা ছুঁচাল ডালটি লোকটির বাহুমূল ভেদ করিয়া গিয়াছে। মাথার ও হাতের কাছে অনেকটা রক্ত। একটু দূরে একটি কাপড়ের পুটলী, তার মধ্য দিয়া সোণার বাঁশীটির হাঙ্গর-মুখ বাহির হইয়া চিক্‌চিক্ করিতেছিল। এ সব ভাল করিয়া দেখিবার আগেই নিতাই খুড়ো চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "চোর।" তাহার পর তাড়াতাড়ি পাশের সিড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। তুলসী গাছের তলার জল দিয়া বত্রিশ অক্ষরে কৃষ্ণের স্তব আপন মনে বলিতে বলিতে চৌধুরী বাড়ীর ঠাকুমা বাকী জলটুকু কামিনী গাছ দুটির তলায় দিবেন বলিয়া আসিতেছিলেন। খুড়া মনের

চাকল্যে তাহা লক্ষ্য করেন নাই ; তিনি দেখিতেছিলেন লোকটির অবস্থা-তার ডান হাতের কাছে খানিকটা রক্ত, মাথার বাম দিকটা থেত্‌লাইয়া গিয়াছে—বোধ হয় গাছের মাঝের উঁচু কাঠে লাগিয়াছিল। এতক্ষণ লোকটির চেতনা ছিল না—ক্রমে চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে।

সে আর একবার যন্ত্রণা ধ্বনি করিল। নিতাই খুড়ো বলিলেন, "চোর"। চৌধুরী বাড়ীর ঠাকুর-মা দূর হইতে বলিলেন, "কি হয়েছে, নিতাই!"

"দিদিমা! রাধাশ্যামের গহণা চুরী করে পালাচ্ছিল—চোর—ইঁদুরের মত কলে পড়েছে।"

বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ও কি ও—মরে যাই নি ত' দেখ—দেখ।" বৃদ্ধা জলটুকু অর্দ্ধ চেতন লোকটির মুখে ও মাথায় ঢালিয়া দিলেন।

সেদিন আর কামিনী গাছ দুটির তলায় জল পড়িল না।

সঙ্কলন।

অদ্ভুত পীড়া। আমরা এতদিন ভাবিতাম যে পীড়া বুঝি শুধু 'শরীরং ব্যাধি-মন্দিরং' ঘোষণাকারী মানুষ ও মানুষের উপকারী জীবসমূহেরই হইয়া থাকে। এজন্য ইহাদের চিকিৎসক নরবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য, হস্তিবৈদ্য, গোবৈদ্য প্রভৃতির কথাই শুনিয়া আসিয়াছি। আমাদের জঠরানল-পাচিকারী শঙ্খমূলাদি ও নয়নমনোরঞ্জন ছায়াদায়ক তরুগুল্মাদির পীড়ার কথাও আমরা অবশ্য অনবগত নহি। কিন্তু এখন দেখিতেছি জগতের নূতন আলোক ধারায় আমাদের উপকারী অনেক নির্জ্জীব পদার্থও সজীবের পীড়ায় পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। শীতবায়, শিশির, বৃষ্টিধারা প্রভৃতির রোধক আমাদের পরম উপকারক, আমাদের গৃহের দ্বার-গবাক্ষাদির স্ফটিক-আবরণেরও পীড়া হইতেছে। এখন পরীক্ষিত এবং প্রমাণিতও হইতেছে যে আমাদের পরম সমাদরের মুক্তা মালাও তাহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় প্রীতি দেখিয়া আমাদের রোগে আপনাদিগকে আক্রান্ত, ব্যথিত ও মৃত্যুকবলে কবলিত করাইতেছে। আমাদের দুঃখে 'অপি গ্রীবা রোদিতি' প্রস্তর পর্য্যন্ত ক্রন্দনকরিয়া উঠিতেছে।

কাচের অসুখের কথা সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। লৌহ ও অন্যান্য ধাতু পদার্থ নরীচার আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়. প্রকৃতির জলবায়ু ক্রীড়ায় উন্নত ভূধরও ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া আসে, কিন্তু এই সকল কিছুই যে কাচকে আক্রান্ত করিতে পারে, তাহা এতদিন জানা ছিল না। বিলাতের একটী মন্দিরের জানালার কতকগুলি কাচ অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে। তাহা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে ও অতি সূক্ষ্ম কাগজের আকারে পরিণত হইতেছে। অবশ্য ইহাদের বয়ঃক্রম ৬শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরেরও এইরূপ দশা দেখা যায়। প্রত্যেক বড় বড় সহরের বায়ুবিমিশ্রিত ধূমকণাস্থ বিষাক্ত সকল পদার্থই না কি এই ব্যাধির জনক।

পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে, শুক্তি-মুক্ত মুক্তাফল সজীব। মনুষ্যদেহের বিশুদ্ধরস প্রবাহের ন্যায় মুক্তাফলেরও সর্ব্বত্র এক প্রকার রস

চলাচল করিয়া ইহাদিগকে জৈবিক পদার্থের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। পারদাদি ঔষধব্যবহারে দূষিত শরীরের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল মুক্তাফল হীন-প্রভ, বিবর্ণ ও ক্রমে মৃত হইয়া যায়। তখন আর তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রমুক্ত বায়ু ও আলোকের অভাবেও মুক্তার ঐরূপ দশা ঘটে।

শুনিতেছি দীর্ঘকাল পরীক্ষার ফলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোগের বা বিবর্ণতার প্রারম্ভেই একখণ্ড রেশম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ মদিরায় ভিজাইয়া তদ্দ্বারা মুক্তাফলটী ঘষিলে সংক্রমিত জীবাণু মরিয়া যায় ও ইহা পূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। বায়ু ও আলোকের অভাবে যে বৈবর্ণ্য ঘটে তাহা সুস্থ শরীরের সংস্পর্শে কিছুদিন থাকিলেই দূরীভূত হইয়া যায়। ব্যাধি মুক্তাশরীরের অধিক অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া যদি বহিরাবরণেই আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে নানা প্রকার রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ইহা নীরোগহইতে পারে।

শোক সংবাদ।

কোচ্‌বিহারের নবীন মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। কয়েক বৎসর হইল মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যে রাজবংশে এতগুলি মৃত্যু হৃদয়বিদারক। মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গায়কোয়াড় রাজ-দুহিতা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমরা রাজপরিবারকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। জগদীশ্বর পরলোকগত নবীন মহারাজের আত্মার শান্তি ও উন্নতিবিধান করুন্।

ফরিদপুরের বিখ্যাত উকিল ও দেশহিতৈষী নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার আর ইহলোকে নাই। অম্বিকাচরণ তাঁহার যুগে বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রেষ্ঠ উকিল ও আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি বহু দিন ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান থাকিয়া নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার উন্নত চরিত্র ও বৃদ্ধ বয়সেতেও কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া দেশবাসী তাঁহাকে 'Grand old man of Faridpur' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এ বৎসর বাঙ্গালার বড়ই দুর্ব্বৎসর। মতিলাল ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এদেশবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আই, সি, এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের অধিকাংশ বোম্বাই অঞ্চলে অতিবাহিত হইয়াছিল। কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনের শেষভাগ পুস্তকপাঠও সাহিত্যচর্চ্চায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি রাঁচীতেই বাস করিতেন। তাঁহার তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার বালীগঞ্জস্থিত আবাস-গৃহে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণবিধান করুন এবং তাঁহার বিয়োগসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দিন্।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবুরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ , নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ সুযোগ !

যদি আপনার প্রিয়-জনের ছবি (ফটো) চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ৩॥০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮" × ১৪" সাইজের সুন্দর একখানি ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারিব, নচেৎ আরও ৪৲ টাকা বেশী লাগিবে। গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,
৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী স্বরূপ। ভাষা ভাব অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতিবালক-বালিকাগণকে কাচের খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারসসিটী।

বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

১। ধর্ম্মসাধন (প্রথম ভাগ)।০ স্থলে ৶০ ২। ঐ (২য় ভাগ) ৸০ ,, ।০ ৩। কুসুমমালা ॥০ স্থলে ।০। ৪। বেদিয়া বালিকা ৶০ স্থলে ৵০। ৫। বনবাসিনী ৵১০ স্থলে ৵০। ৬। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৵১০ স্থলে ৵৫। ৭। নারী-শিক্ষা (১ম ও ২য়) ॥০ ও ৸০। ৮। কারাকুসুমিকা ৸০। ৯। ইঙ্গিত ও আদর্শ।০ স্থলে ৶০। ১০। মানব-সখা ৶০। ১১। ডিপুটি-বিভূতি-যোগ ৶০ স্থলে ০। প্রত্যেক বর্ষের পুরাতন বামাবোধিনী ২৲। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গোল্ডেন ব্রেন পিল
ভারতবাসীর নিজস্ব।
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।
ব্রেন পিলের গুণকথা বিনামূল্যে।
"গোল্ডেন ব্রেন পিল"
ম্যাণ্ডলাকচারিং কোং।
কণ্ড, পেড্রন, (এস, পি)।

মণ্ডল ফ্লুট।

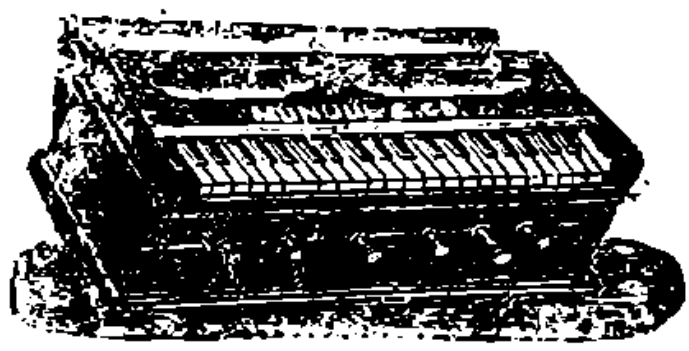

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী-প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲, নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ।

যদি আপনার প্রিয়-জনের ছবি (ফটো) চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ৩৷৷০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮"×১৪" সাইজের সুন্দর একখানি ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারিব, নচেৎ আরও ৪৲ টাকা বেশী লাগিবে। গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,

৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMHNDAL
THE ALL-INDIA HINDU SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.
General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*
Fees for General Members Rs. 2 a year.
Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price
PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE
The General Secretary: Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লাশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

...য়ীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অগ্নির অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
পোঃ আঃ—খাল্দাপাড়া, ফরিদপুর।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আধরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, স্টিথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৹;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত; ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 714. January, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৪ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৯। জানুয়ারী, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

দশম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "এই জগতের সকলই আমি করিতেছি। আমি সকলেরই মূল কারণ ও সর্ব্বগত, ইহা জানিয়া আমাতেই চিত্ত রাখিবে, তাহা হইলেই পরম গতি পাইবে।" এই দশম অধ্যায়ে এক্ষণে বিভূতিযোগ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাতে কিরূপে পারদর্শী হইতে হইবে, তিনি তাহার উপদেশ দিতেছেন। তাই তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার অতিপ্রিয়, তোমার মঙ্গলের জন্য আবার আমার স্বরূপ-বিষয়ক পরম জ্ঞানের কথা বলিতেছি, অবহিত হইয়া তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমার প্রভব অর্থাৎ আবির্ভাব দেবতা কিংবা ঋষিগণও অবগত নহেন। কারণ, তাঁহারা আমা হইতেই উৎপন্ন, আমি সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদেরও আদি। আমার আদি অর্থাৎ কারণ আর কেহই নাই। যিনি আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া স্বরূপতাবে অবগত হন, তিনিই সকল ভূতের মধ্যে অর্থাৎ এই মনুষ্যলোকে মোহরহিত হইয়া যাবতীয় পাপ হইতে পরিমুক্ত হন; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকারে দ্বৈতভাব-রহিত হইয়া সদা আমাতে যুক্তাত্মা হইয়া থাকেন; অর্জ্জুন, তুমি যে এই জীবলোকে বুদ্ধি (অর্থাৎ কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্‌টী অনিত্য ইহার বোধ), জ্ঞান (অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞান), অসংমোহ (ব্যাকুলতার অভাব), ক্ষমা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সত্য, দম (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটী বাহ্য ইন্দ্রিয়কে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ হইতে

নিবৃত্ত করা), শম (অর্থাৎ রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা বা সংযত করা) সুখ, দুঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (নাশ), ভয়, অভয়, অহিংসা (পরপীড়া নিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষরহিতঅবস্থা), তুষ্টি, তপ, দান (ন্যায় উপায়ে লব্ধ ধনাদির উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ), যশ, অযশ—এই যে বিবিধ ভাব প্রাণিগণের মধ্যে সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও আমা হইতেই জন্মায় জানিও। আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে আর কিছুই নাই। দেখ, ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি, এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, আর স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু, ইহারা সকলেই আমার প্রভাববিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সঙ্কল্পরূপ হইতেই জাত; জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমুদায় ব্রাহ্মণাদি তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততি। কিন্তু বাস্তবিক এ-সকলই আমার বিভূতি এবং যোগমাত্র; ইহা যিনি তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা জানিতে পারেন, তিনি অচল-যোগ-দ্বারা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি-দ্বারা অর্থাৎ আমিত্বশূন্য অবস্থার দ্বারা আমাতেই যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

"অর্জ্জুন, আমিই এই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ আমিই এই সকলের মহান্ উৎস। বিবেকিগণ অর্থাৎ জ্ঞানী সাধকবর্গ এই বিষয় অবগত হইয়া আমার অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া আমারই পূজা করেন। তাঁহারা আমাতেই চিত্ত ও প্রাণ অর্পণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আমার স্বরূপ বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন এবং সদাই মদ্বিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম শান্তি-সুখ উপভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই, জানিও। কারণ, তাঁহারা যে সতত ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই বুদ্ধিযোগ আমিই তাঁহাদিগকে প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইতে পারেন। অর্থাৎ আমিই তাঁহাদের কল্যাণার্থ তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞান-রূপ দীপদ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজাত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি। কারণ, আমি জ্ঞানরূপে সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তাঁহাদের মার্জ্জিতবুদ্ধিতে আমি সত্য-সকল প্রকাশিত করিয়া দিয়া থাকি; তাই আর তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার থাকে না। তাঁহারা সদাই চৈতন্যে স্থিত হইয়া থাকেন।"

অর্জ্জুন ভগবানের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনি তো পরব্রহ্ম, পরম,আশ্রয় এবং পরম পবিত্র; ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল, ব্যাস আপনাকে নিত্যপুরুষ স্বপ্রকাশ, আদিদেব অর্থাৎ তাঁহাদেরও কারণস্বরূপ, জন্মরহিত ও সর্ব্বব্যাপক কহিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ংও আমাকে এইরূপই কহিতেছ। হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, সে সকল আমি সত্য মনে করি। কারণ, দেবগণও তোমার আবির্ভাব অর্থাৎ আবির্ভাবের কারণ জানেন না, এবং দানবগণও তাহা জানেন না। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন ভূতসকলের উৎপা-দক, হে ভূতেশ, হে দেবদেব অর্থাৎ দেবগণের প্রকাশক, হে জগৎপতে, তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জান।

কারণ, তুমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই।

এক্ষণে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন, "তুমি তোমার যে-সকল বিভূতি-দ্বারা এই লোক-সমুদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সমুদয় আত্ম-বিভূতি অশেষপ্রকারে আমাকে বল। হে যোগিন্, আমি সর্ব্বদা কিরূপে অর্থাৎ তোমার কিরূপ বিভূতি-ভেদ-দ্বারা তোমাকে সর্ব্বদা ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব, তাহা আমাকে বল। হে জনার্দ্দন, তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি আমাকে বিস্তৃতরূপে পুনরায় বল। কারণ, তোমার অমৃতরূপ বাক্য শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অর্থাৎ আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

'বিভূতি'র অর্থ সম্পূর্ণরূপে মায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হওয়া। ভগবান্ আপন অক্ষর পুরুষ রূপ হইতে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্রভৃতি রূপ আবির্ভূত করিয়া যিরূপে সর্ব্বময় হইয়াছেন, তাহা অর্জ্জুন জানিতে চাহিতেছেন। ভগবান্ যে সূক্ষ্মাত্মরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, অথচ যোগ-মায়ার দ্বারা আবৃত রহিয়াছেন, অর্জ্জুন সেই আবরণ অপসারিত করিয়া সূত্রাবলম্বনে সর্ব্বত্র ভগবদ্-দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। তাই তিনি বলিতেছেন, 'আমি কোন্ বস্তুতে কিরূপে আপনাকে ভাবনা করিয়া জানিব, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন।

তখন ভগবান্ বলিলেন, 'অর্জ্জুন, আমার বিভূতির কি অন্ত আছে? আমি নিজে অনন্ত-স্বরূপ, সুতরাং আমার বিভূতিও অনন্ত প্রকার। যাহা হউক্ মোটামুটি, আমার প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বলিতেছি। তাহা ধরিয়াই তুমি আমার পূজা করিবে, ভাবনা করিবে এবং তাহাই আমাতে পৌঁছিবার উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিবে। অর্জ্জুন, আমিই ভূতগণের অভ্যন্তরস্থিত আত্মা আবার আমিই তাহাদিগের জন্ম, স্থিতি এবং সংহারের কারণ। আমা হইতেই সকল হইতেছে জানিবে। আমিই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদ-সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের চেতনা। আমি একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি, এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু। হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, এবং স্থির জলাশয়-সমূহের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য-সকলের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ওঁকার। যজ্ঞ-সকলের মধ্যে আমি অজপারূপ জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। অশ্ব এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতের নিমিত্ত ক্ষীরোদ-মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও। আর মানবগণের মধ্যে আমাকে নরাধিপ বলিয়া জানিও। অস্ত্র-সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু। আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং বিষধর সর্পগণের মধ্যে বাসুকি। আমি বিষশূন্য নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ। পিতৃগণের

মধ্যে আমি পিতৃদিগের রাজা অর্য্যমা এবং সংযমীদিগের মধ্যে যম। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদি,বশীকারিগণের অথবা গণনাকারিগণের মধ্যে কাল(গণক বা বশীকর্ত্তা)। মৃগগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়। আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, অস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, এবং স্রোতস্বতী মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন, আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত, বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের মধ্যে বাদ-অর্থাৎ পরস্পরকে হারাইবার ইচ্ছা না করিয়া, কেবলমাত্র তত্ত্বনিরূপণ) জল্প-(অপরের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত স্থাপন করা) এবং বিতণ্ডা (কেবলমাত্র পরের মত খণ্ডনের জন্য বাক্যাড়ম্বর) নামক যে তিন প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আমি বাদ। অক্ষরগণের মধ্যে অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমি প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল, এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল-বিধাতা। আমি সংহারকগণের মধ্যে সর্ব্বসংহারক মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ-প্রাণিগণের উদ্ভব, আর নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ও ক্ষমা,— এই সপ্তদেবতা রূপী। আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ-সাম, বেদ-সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস-সকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ এবং ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত। আমি বঞ্চকগণের দ্যূত, তেজস্বীদিগের তেজ, জেতৃদিগের জয়, উদ্যমশালীদিগের উদ্যম, এবং সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণিবংশের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। আমি মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনা অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য। আমি দমনকারিগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের মধ্যে নীতি, গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় সকলের মধ্যে মৌন, এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান। হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি. কারণ তাহা আমিই, যে-হেতু আমি ব্যতীত যাহা বর্ত্তমান থাকে, চর বা অচর এমন ভূতই নাই। অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য সকলের অন্ত নাই। এই বিভূতি বাহুল্য আমি সঙ্ক্ষেপে কহিলাম। ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা প্রভাব-বলাদি গুণ-দ্বারা যাহা বর্ত্তমান আছে, তুমি সে সমুদয়ই আমার প্রভাবের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিও। অথবা হে ধনঞ্জয়! এইরূপ পৃথগ্‌বিধ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ আমার একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি; অর্থাৎ আমার এক পাদেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, আমার আর তিন অংশ বা পাদ অনন্ত, সত্য ও শুদ্ধ রূপে সদা মুক্ত।" অবশ্য নিরবয়ব ব্রহ্মের আর অংশ কোথায়? তবে অজ্ঞানিগণের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য সবল ব্রহ্ম, অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থা এবং বলরহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতি ব্রহ্মে বিলীন,—এই দুই অবস্থা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপের উপদেশ দেওয়া হয়। উক্ত প্রথম অবস্থাটিকে লক্ষ্য করিয়া জগৎ একাংশে স্থিত বলা হইল এবং অপর অবস্থাটি সদা শুদ্ধ মুক্ত ও অনন্ত।

এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রশ্নানুসারে নিজ বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য প্রধান ভাবে বুঝাইলেন। মানুষের শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ-ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত সৃষ্টি আছে, তাহাদের সকলের সমষ্টিই বৃহৎ

ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যাহা আছে, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে। যোগীরা দিব্যচক্ষে তাহা দর্শন ও অনুভব করিতে পারেন। ভগবান্ প্রাণরূপে ও জ্ঞানরূপে এবং সত্যরূপে সকলেরই অন্তর বাহ্য পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন—"অর্জ্জুন, —তুমি এই যাহা কিছু দেখিতেছ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা অনুভব বা উপভোগ করিতেছ, সে সকলেই আমার আবির্ভাব বলিয়া বুঝিও এবং তাহারই মধ্যে আমাকে ভাবনা করিতে করিতে ক্রমে আমার নিরবয়ব অক্ষয়-ভাবে পৌঁছিয়া শান্তি পাইবে। তুমি সহজে ধারণ করিতে পারিবে বলিয়া আমি আমার চারি পাদ বা অংশ কল্পনা করিয়া তোমাকে বুঝিতে বলিতেছি। আমার একাংশেই আমার মায়াশক্তি এই বিচিত্র রচনা প্রকটিত করিয়াছে। আর আমার সত্যরূপ, চৈতন্যরূপ, ও অনন্তরূপ এই তিন পাদ অব্যক্ত। কিন্তু জানিও যে আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কেবল আমার বিভূতি ও ঐশ্বরিক যোগদ্বারা সকলই বিধৃত রহিয়াছে। এবং ইহা ভাবনা করিয়া আমার পূজা কর। আমাকে পাইয়া শান্তি পাইবে। অর্জ্জুন, তুমি ইহা বুঝিয়া সাধন করিয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি সমদর্শী হইতে পারিবে, অর্থাৎ আমাকে মাত্রই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। এবং শেষে আমাময় হইয়া শান্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার সকল কার্য্যের শেষ হইবে। কারণ, তখন তুমি কার্য্যব্রহ্ম হইতে শেষ কারণ ব্রহ্মে এবং তাহা হইতেও পরম অব্যক্তে গিয়া পৌঁছিবে। তাহার পর আর কিছুই জ্ঞেয় নাই যে মোহিত হইবে। সে অনন্ত সচ্চিদানন্দ রূপ। একবার তাহাতে পৌঁছিলে আর ফিরিতে হয় না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

হরিদ্বার—সাহারাণপুর জেলার অন্তঃপাতী রুড়কী তহশিলস্থ জোয়ালাপুর পরগণায় হরিদ্বার অবস্থিত। এখানকার লোক সংখ্যা ৪৯১৬ জন। হিন্দুর নিকটে হরিদ্বারের সম্মান বেশী। সকল স্থানেই গঙ্গা সুলভ কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গা সাগরের গঙ্গা অতি দুর্লভ। তীর্থ মাহাত্ম্যের আধিক্য হেতু হরিদ্বারের গঙ্গায় ইন্দ্রাদি দেবগণও সমাগত হইয়া স্নান করেন। এখানে দেহত্যাগ করিলে কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। হরিদ্বার হরিপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলিয়া প্রতিবৎসর অনেক তীর্থযাত্রী এখানে সমাগত হয়। তীর্থ-প্রাপ্তির জন্য পার্ব্বন শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। তীর্থে উপনীত হইলেই পার্ব্বন শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

হরিদ্বার নানা নামে খ্যাত। শৈবগণ ইহাকে হরদ্বার ও বৈষ্ণবগণ ইহাকে হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে স্থানটী হরিদ্বার নামে খ্যাত। গঙ্গা বিষ্ণুপদতল হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণবগণ ইহাকে হরিদ্বার বলিয়া থাকেন। হরিদ্বারে বিষ্ণুর পাদপদ্ম আছে

বলিয়াই বৈষ্ণবগণ স্থানটীকে হরিদ্বার বলেন। শৈবগণ বলেন যে গঙ্গার প্রধান শাখা ভাগিরথী—তাহা মহাদেবের কৈলাস হইতে উৎপন্ন, সুতরাং স্থানটীর নাম হরদ্বার।

মহাভারতে লেখা আছে যে কুরুকুলপ্রদীপ মহাবাহু অর্জ্জুন বনে প্রস্থান করিলে অনেকেই তাঁহার সহিত গমন করেন; তন্মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবিসকল, পৌরাণিক সূতগণ, কথকগণ এবং বনবাসী সন্ন্যাসিসকল ছিলেন। পাণ্ডুনন্দন সেই সমস্ত মধুরভাষী মহাত্মাগণ ও অন্যান্য সহায়ে পরিবৃত হইয়া দেবগণসমাবৃত অমররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্যতীর্থসকল দর্শন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন অমনি নাগরাজ-দুহিতা উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশয়ে তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন পরমার্চ্চিত নাগরাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। এইখানে অর্জ্জুন কিছুদিন উলূপীর সহিত বাস করেন।

হরিদ্বারের পুরাতন নাম কপিলা। এই স্থানে কপিলমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপিও পাওয়া গিয়া থাকে। ইক্ষাকুবংশে সগর নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি ষড়ঙ্গিনীসেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। রথ অশ্ব, কুঞ্জর, পদাতিক ও ঔর্ব্বাগ্নি যুদ্ধোপকরণ শতশীতবক এবং কতশত অর্ণবপোত তাঁহার সর্ব্বদা সজ্জীভূত থাকিত। সগরের দুই মহিষী, জ্যেষ্ঠা কেশিনী, কনিষ্ঠা সুমতি। কেশিনীর গর্ভে "অসমঞ্জা" নামে এক পুত্র জন্মে। সুমতির গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র হয়। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান। অসমঞ্জা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, সর্ব্বদা প্রজাদিগের অনিষ্টসাধন করিতেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি সর্ব্বদা অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজাতির সহিত ভ্রমণকরিতেন। ইক্ষাকু-কুলপ্রদীপ রাজা সগর বহুদিন রাজ্যপালন করিয়া শেষাবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়ন করতঃ মহাসম্ভার সম্ভারে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হন। একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ এক বৎসরে সমাপ্ত হয়, তাহাতে মহারাজা ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করেন। কেবল শেষাশ্বমেধ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র স্বপদ-ভ্রংশা-শঙ্কায় বিঘ্নাচরণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্বকে অপহরণ করিয়া কপিলাশ্রমে সংস্থাপন করেন। রাজা অশ্বান্বেষণে বশিষ্ঠ পুত্রগণপ্রতি আদেশ করাতে তাহারা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অনু-সন্ধান প্রাপ্ত না হওয়াতে, পরে পৃথিবীর চারি-ধারে সমুদ্রতীর খনন করিয়া পাতাল-গমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেই পরিখাতের নাম সাগর। তত্তীরস্থ স্তূপীকৃত মৃত্তিকাসকল দ্বীপবৎ হইয়াছিল। অনন্তর তাহা তরঙ্গমালী সমুদ্রসহিত মিলিত হইয়া এক হয়, কেবল স্থানে স্থানে মৃত্তিকারাশি এক এক উপদ্বীপ

হইয়াছিল। পরে কপিলাশ্রমে অশ্বদর্শন করিয়া সগর পুত্রেরা কপিলের অপমান করাতে তিনি শাপ প্রদান করেন। সেই ব্রহ্ম শাপে তাঁহারা তথায় নিহত হন। অনন্তর সগরের পৌত্র অসমঞ্জাপুত্র অংশুমান কপিলাশ্রমে গিয়া বিহিত বিনয় ও বিনতিদ্বারা কপিলকে প্রসন্ন করতঃ অশ্বানয়ন পূর্ব্বক পিতামহের সংকল্পিত যজ্ঞ সমাপন করেন।

কিছুদিন অতীত হইলে দিলীপ নামে অংশুমানের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্র ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে অবনীতে লইয়া আইসেন। আকাশ সমুদ্রের নাম সোম। সেই সোম নামক সমুদ্র হইতে পুণ্য সলিলা আকাশগামিনী গঙ্গা উদ্ভূতা হইয়াছেন।

বর্ত্তমান হরিদ্বার এবং মায়াপুরের ভগ্নাবশেষ গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। সিবালিক পর্ব্বতের নিম্নদেশস্থ একটী ছিদ্র দিয়া নদী প্রবাহিত। নদীটি সম্পূর্ণ ছিদ্র ছুড়িয়া আছে। ছিদ্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থানটী এক মাইল। এই স্থানে গঙ্গা অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। বাম দিকে চণ্ডি পাহাড়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি মন্দির অবস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত মায়াপুরের সীমানা পওয়া তিন মাইল। এককালে ইহা বহুজনাকীর্ণ ছিল। এক্ষণে ইহা ভগ্নদশাগ্রস্থ। ইহার মধ্যে যেন রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। দুর্গটী ৭৫০ বর্গফিট। ঐ স্থানে তিনটী পুরাতন মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী নারায়ণশীলা, দ্বিতীয়টী মায়াদেবীর এবং তৃতীয়টী ভৈরবের। মায়াপুরের বহিঃস্থ সীমায় "পাইরী" ঘাট অবস্থিত। এখানে পাদপদ্মের অস্তিত্ব নিবন্ধনই ঘাটটী "পাইরী ঘাট" নামে আখ্যাত। স্থানটী যে অতি পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাইরী ঘাটের আড়াই মাইল নিম্নে নদীতটে একটি পুরাতন মন্দির আছে; তাহা দক্ষেশ্বর নামে খ্যাত। এই স্থানেই দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। মহাদেব ব্যতীত সকল দেবগণই সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। সেই যজ্ঞে মহাদেবের যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই শুনিয়া পার্ব্বতী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হয়েন। ভূতভাবন, ভবানীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীরে কৈলাসে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া যোগবলে স্বীয় অনুচর সমভিব্যাহারে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাদেবের অনুচরগণ উপদ্রব আরম্ভ করিলে দেবতারা তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইলেন। বসুমতী পরাক্রান্ত মহাপুরুষদিগের পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় জগৎ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। অবশেষে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান ভবানীপতির যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলে তিনি সাতিশয় প্রীতমনে শান্তিবিধান করিলেন।

নারায়ণ শালার মন্দিরটী ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ৯৷৷ ইঞ্চি। ইহার ঘনত্ব ২৷৷ ইঞ্চি। মন্দিরের বাহিরের দিকটী জমাট করা। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক ভগ্নমূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে একটি বৌদ্ধমূর্ত্তিও আছে। মায়াদেবীর মন্দিরটী সম্পূর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রায় সাতশত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে মায়াদেবীর বিগ্রহ অবস্থিত। উহার তিনটী মস্তক, এবং চারিটী

হস্ত। সম্মুখে নিপতিত অসুরকে বধ করিতেছেন। দেবীর এক হস্তে চক্র, অন্য হস্তে ত্রিশূল এবং অপর হস্তে নৃমুণ্ড। ভাগবতে ইনি মায়াদেবী নামে খ্যাত। ইনি বিশ্বজননী দুর্গামূর্ত্তি। বিষ্ণু ইঁহাকে চক্র এবং মহাদেব ইঁহাকে ত্রিশূল দিয়াছেন। মন্দিরের বাহিরে একটি লিঙ্গমূর্ত্তি এবং নন্দী সাঁড়ের মূর্ত্তি অবস্থিত। আধুনিক শম্ভুনাথের মন্দিরের বহির্ভাগে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, মূর্ত্তিটী বোধীবৃক্ষের তলে ধ্যানে নিমগ্ন, সঙ্গে দুইটীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান দুইটী উড্ডীয়মান। নিম্নের চক্রখানি দুইটী সিংহদ্বারা বাহিত হইতেছে। মূর্ত্তিটী নগ্ন। ইহাই আদিবুদ্ধের মূর্ত্তি।

হরি-কি-চরণ নামক স্নানঘাটটী বড়ই বিখ্যাত। অত্র সংলগ্ন একটি মন্দির আছে তাহা গঙ্গাদ্বার নামে খ্যাত। আসল বিষ্ণুপদ চিহ্ন এখানে নাই, যাহা আছে তাহা নকল। সন্নিকটবর্ত্তী মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি কূপ আছে। যোগের সময় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান বড়ই পুণ্যজনক। সুতরাং এখানে ভয়ানক ভীড় হইয়া থাকে। জনতার মধ্যে পতিত হইয়া অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮১৯ সালের যোগের সময় ৪৩০ জনের এইরূপ মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বর্ত্তমান ঘাটটি ইংরাজসরকার তৈয়ার করিয়া দেন। বর্ত্তমান ঘাটটিতে ৬০টি সিড়ি আছে। ঘাটটি ১০০ ফিট্ চওড়া। Captain De Bude সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই ঘাটটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নদীটি খরস্রোতা বলিয়া উক্ত ঘাটে স্নান করিতে যাহারা সাহস করে না তাহাদিগকে দুই পার্শ্বে দুইজন ব্রাহ্মণ ধরিয়া জলে নামায়। ঘাটটী ৪ ফিটের অধিক গভীর নহে বলিয়া অধিকাংশ নরনারীই বিনা সাহায্যে স্নান করিয়া থাকে। প্রতি বৎসরে বৈশাখ মাসে এখানে মেলা হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভমেলার পালা আইসে। এই সময়ে তীর্থযাত্রীর ভীড় ভয়ানক হয়। কুম্ভমেলায় প্রায় আড়াইলক্ষ লোক সমাগত হইয়া থাকে। অর্দ্ধকুম্ভের পালা প্রতি ষষ্ঠবৎসরে পড়ে। ইহাতেও প্রায় একলক্ষ লোক জমা হয়। হরিদ্বার হইতে অনেক যাত্রীই কেদারনাথ ও বদরিনাথে গমন করে। কেদারনাথ শৈব মন্দির এবং বদরিনাথ বৈষ্ণব মন্দির। দুইটী স্থানই British Garhwal এ অবস্থিত। তীর্থসেবিগণ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ এবং বিষ্ণুপ্রয়াগ দর্শন করনান্তর স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাগত হয়। উক্ত প্রয়াগগুলিতে দুইটী করিয়া নদীর সঙ্গম আছে।

হরিদ্বারের মাহাত্ম্য পাণ্ডবদিগের সময় হইতেই অধিক হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে প্রতিবৎসরে যে দিনে হরিদ্বারে মেলা হয় সেই দিনে গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাব এবং রাজপুতনা হইতেই অধিকাংশ যাত্রী হরিদ্বারে আইসে। তাহাদিগের এককার্য্যে দুই কার্য্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তীর্থ-দর্শন এবং দ্বিতীয়তঃ বণিজ দ্রব্যাদি ক্রয়। মেলার সময় ঘোড়া, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

১৩৯৮ খৃঃ অব্দে তৈমুর হরিদ্বার ধ্বংস করেন। কিন্তু আকবর হরিদ্বারে টাকশাল স্থাপন করেন। ১৭৬০ সালে বৈরাগী এবং গোঁসাই দিগের মধ্যে মহা সমর্থ হয়। সেই যুদ্ধে বৈরাগীপক্ষের ১৮০০ লোক হত হয়। পুনরায় ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে গোঁসাইগণের সহিত শিখযাত্রীদিগের সমর্থ হয়। ফলে ৫০০ গোঁসাই মারা পড়ে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

অশোক-কথা।

কোন্ বরণে ফুল ফুটিত
　　অশোক-বনে,
নীরবে যবে কাঁদ্‌তে সীতা
　　আপন মনে ?
তোমার খেদে মিলনগীতি
হয় ত পেত অশোক-বীথি,
পুজে দিত প্রাণের প্রীতি
　　শ্বেত বরণে !
অশোক, সে ত' শোক জানে না।
　　সুখ-স্মরণে !

যখন রামের কুণ্ঠা দেখি,
　　অসীম দুখে
মৃত্যু লাগি' পড়্‌লে জ্বালা
　　আগুন-বুকে,
অশোক ও সে শিউরে' উঠে'
কইল—'আহা' ! রক্ত ফুটে,
ছুট্‌ল বায়ু ব্যথায় লুটে,
　　দিগঙ্গনে !
সেই হ'তে সে রক্তমাখা
　　এ লয় মনে।

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিধির বিধি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আজও মহেশ চাটুয্যে দুর্ব্বল ক্ষীণ শরীরে রুগ্নশয্যায় দেহ ঢালিয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা একবার করিয়া পিতার পরিচর্য্যা ও একবার করিয়া গৃহস্থালীর কাজ করিতেছিল। প্রত্যহ যেমন প্রভাত হয়, আজও উষারাণী তেমনি করিয়াই আলোক-ছটায় এই দরিদ্র-কুটিরের অন্ধকার মোচন করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্য তেমনিই জ্বীয়ন্তটার মাথার উপর উঠিয়াছে। কেবল নৈমন্দিন দুঃখ দারিদ্র্য বরং আর একপাদ বর্দ্ধিত হইয়া দেখা দিয়াছে ; নতুবা আজ এই দুঃখ-ক্লিষ্ট পিতা-পুত্রীর কাছে অন্য দিনের ন্যায় সামান্য পার্থক্যের রেখাও মনে আভাসমাত্র দেয় নাই। এই শোকতাপদারিদ্র্যবর্দ্ধিত সংসারটুকুতে আনন্দের আশামাত্রেরও প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আহারের পর প্রভা পিতাকে ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে বাহিরে হরকুমার ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনিল। এই বিপদের দিনে ইনিই এক-মাত্র বিপদ্বান্ধব ছিলেন। প্রভা বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল "ঘরে আসুন, জ্যেঠা মশায় !" গৃহপ্রবেশ করিয়া হরকুমার বলিলেন, "দেখ তো, প্রভা ! কা'কে এনেছি" প্রভা ততক্ষণে গলায় অঞ্চল দিয়া জ্যেঠামহাশয়কে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, চক্ষু তুলিয়া দ্বারের দিকে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া মুখে ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সেই সুন্দর নধরকান্তি তেজঃপূর্ণ দেহের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'কে ইনি ? কই আরতো কখনো এঁকে দেখিনি !"

চাটুয্যে মহাশয় নবীন অতিথির প্রতি

চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হরু, উনি কে? আমার মত হতভাগ্য দীনহীনের ঘরে কে মহাত্মা আজ দয়া করে পদধূলি দিতে এসেছেন? প্রভা, আসন দাও মা, তোমার জ্যেঠামশাইকে এঁকে বস্‌তে দাও।"

হরকুমার উত্তর দিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না, বস্‌ছি। জিজ্ঞাসা কর্‌'ছিলে ইনি কে? বল্লে কি বিশ্বাস করবে? ইনি তোমার বৈবাহিক ——" হরকুমারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মহেশচন্দ্র বলিলেন "জমীদার রাধাকান্ত!' হরকুমার বলিলেন, "ঠিক বলেছ, তিনিই বটে। রাধাকান্ত! বৈবাহিকের সঙ্গে আলিঙ্গন কর।" রাধাকান্ত দুই বাহু দিয়া সযত্নে রুগ্নদেহ তুলিয়া বসাইলেন, অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া সেই মলিন শয্যারই একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আনন্দে আবেগে মহেশচন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি গদগদ কণ্ঠে দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন "ভাগ্যবান্ দয়ালু ধার্ম্মিক উদার মহাপুরুষ! তোমায় আমি কি বল্‌ব—আমার মুখে এমন কথা আস্‌ছে না, যাতে মনের কথা তোমায় বল্‌তে পারি।" "কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই, ভাই! আজ আমরা দুজনে এক মায়ের সন্তান। সুতরাং ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের কৃতজ্ঞ হবার কি কারণ থাকৃতে পারে? আমি মা পেয়েও মার কোল পাইনি, আজ তাই মাকে নিতে এসেছি। এদিকে এস মা!"

তেমনিই গলদশ্রু লোচনে পিতা ডাকিলেন "আয়, প্রভা! প্রণাম কর্। নে ওই তোর পিতা, ওই তোর মাতা। আজ ঈশ্বর তোর ভাবনা থেকে আমায় মুক্তি দিলেন। আঃ ভগবান! কে বলে এ দুরন্ত কলিতে তুমি নিদ্রিত—ভক্তের করুণ ক্রন্দন আর তোমার কর্ণে পৌঁছায় না? তোমার দীনহীনের আকুল আহ্বান আজ সার্থক হল! তুমিই সত্য, জগতে একমাত্র তুমিই সত্য, ঠাকুর!" যুক্ত করে বার বার মহেশচন্দ্র ভগবদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া লজ্জায় আনন্দে প্রভা অন্তরে বাহিরে কাঁপিতেছিল। পিতার আহ্বান সত্ত্বেও তার পা উঠিতেছিল না, কেবলি মনে আসিতেছিল, 'আজ মা কোথায়?' হরকুমার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিলে প্রভা তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুজনদের প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া রাধাকান্ত বলিলেন, "ঠাকুর মশাই! সুরেন কোথায় গেল? তাহাকে ডাকুন, সে শ্বশুরকে প্রণাম করুক্।" মহেশচন্দ্র বলিলেন, "এসেছেন? সুরেনও এসেছেন। ডাকুন, ডাকুন, আমি আর একবার চোখ ভরে দেখি।" এবারও হরকুমার ঠাকুরই সুরেনকে গৃহে লইয়া আসিলেন। এত লজ্জাসত্ত্বেও প্রভা ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ তুলিয়া চাহিল—সেই মূর্ত্তিই বটে! আজ সত্যই প্রভার দুঃখ-রজনীর অবসান হইল। প্রণত জামাতাকে পাশে বসাইয়া সস্নেহ আশীর্ব্বচনে চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া, মহেশ চন্দ্র বলিতে লাগিলেন "আর যে এ-মুখ দেখ্‌ব সে আশা তো ছিল না। তবু এত দুঃখ-তাপেও প্রাণ ছিল বলে আমি আবার তোমায় দেখ্‌লাম; কিন্তু তোমার অভাগী শাশুড়ীর ভাগ্যে আর হল না।"

মাতৃ-শোকে প্রভার মন পূর্ব্ব হইতেই

কাঁদিতেছিল, পিতার কথায় সে দুলিয়া দুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পুত্রবধূর মাথায় হাত রাখিয়া রাধাকান্ত বলিলেন, "মা! যার কোলের মেয়ে মা-হারা হ'য়ে কাঁদ্‌ছে তার কি মায়ের জন্যে এখন কান্না সাজে? চল মা! তোমার জন্যে সে যে দুয়োরে এসে বসে আছে। বেহাই! অনুমতি করুন, যাত্রার আয়োজন করি।"

বাহিরে এক সঙ্গে নানা রকমের বাদ্যরোল উঠিল। শশব্যস্তে গ্রামের লোক চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাটীর দ্বারে আসিয়া জমা হইল—ব্যাপার কি? জমীদার বাড়ীর দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, "জমীদার রাধাকান্ত বাবু তাঁর বৌ নিতে এসেছেন।"

একজন অপরের প্রতি চাহিয়া বলিল, "কি রকম হোল? জমীদার রাধাকান্ত চাটুয্যে মশায়ের বেহাই হলেন!"

"সেই রকমই তো দেখ্‌ছি, ভায়া! কিসে কি হয়, কিছু বলা যায় না। কিং ন করোতি যদি বিধিঃ তুষ্টঃ।"

"তবে দুঃখ যে তোমার আমার ভাগ্যে বিধি এমন তুষ্ট হন্‌না; যাহক্ চাটুয্যে মশায়ের এত দুঃখের পরেও বিধির বিধানটা ফল্‌লো ভাল।"

নলীবালা দেবী।

ইতিহাসে রমণী।

ইংলণ্ডের দক্ষিণে ফরাসীদেশ। দুই দেশের মধ্যে সমুদ্র। এই দশ কিম্বা বার ক্রোশ প্রসারিত নীল জলটুকু মাঝে না থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যরূপ মূর্ত্তি হইত।

ব্রুটেন বা ইংলণ্ড্ জয় করিবার পূর্ব্বে রোমান্‌রা ফরাসীদেশের প্রাচীন অধিবাসী-দিগকে পরাজিত করিয়া দেশটি আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ফরাসী-দেশের পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণ-দেশ। যখন রোমান্‌রা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন পূর্ব্বদিক্ হইতে ফ্রাঙ্ক্-নামে একটি দুর্দ্দান্ত জাতি আসিয়া ফরাসীদেশ আক্রমণ করিল। কালে ইহারাই দেশটিকে জয় করিয়া লয় এবং ইহা-দেরই নাম-অনুসারে দেশের নাম ফ্রান্স্ বা ফরাসীদেশ হয়।* পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল গল্।

ফ্রাঙ্কগণ প্রথমে আসিত দেশ-লুণ্ঠনের আশায়। রোমানগণ তখন বলহীন। ফরাসী-দেশের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় ফ্রান্সের এখনকার রাজধানী পারী-সহরের নিকটে একটি ছোট গ্রামে জেনেভিয়েভ্ নামে একটি বালিকার জন্ম হয়। বালিকার পিতা চাষ ও পশুপালন করিতেন। জেনেভিয়েভের হৃদয়ে অল্প বয়সেই ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল। একবার একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-যাজক বা পুরোহিত সেই গ্রামের মধ্য দিয়া অন্য স্থানে যাইতেছিলেন। তিনি বালিকার ধর্ম্মভাব দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যাইবার সময় তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি তামার পদক দিয়া

* ফরাসীদেশের অধিবাসী এই ফ্রাঙ্করাই এসিয়াখণ্ডে ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। এসিয়াবাসী তাহাদের বীর্য্য দেখিয়া ইউরোপের সমস্ত শ্বেতকায় অধিবাসীদিগকে ফিরিঙ্গী নাম দিয়াছিল।

সেলেন। পদকটির উপর খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র 'ক্রুশ'চিহ্ন খোদাই করা ছিল।

বয়সের সহিত জেনেভিয়েভের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বাড়িতে লাগিল। তাঁহার পিতার একটি মেষপাল ছিল। জেনেভিয়েভ্ প্রত্যহ ভেড়াগুলিকে চরাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। পশুগুলি মাঠে চরিত, তিনি গাছের তলায় বসিয়া ভেড়ার লোম পিঁজিয়া পশম তৈয়ারী করিতেন। এরূপ কাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার মন সকল সময় ভগবানের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিত।

তাঁহার মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার ধর্ম্মমা'র নিকট গিয়া থাকিলেন। উপাসনা, প্রার্থনা দীন-দুঃখীকে দান—এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। তাঁহার বয়স যখন আটাশ বৎসর, তখন ভীষণ বন্যার মত প্রচণ্ড বেগে হূণগণ ফরাশীদেশ আক্রমণ করিল। তাহাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা বর্ণনা করিবার নহে। লোকে প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু জেনেভিয়েভের মনে ভয়ের উদয় হয় নাই। তিনি সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন যে যদি তাহারা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে এবং আপনাদের বাসস্থান রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে, তবে তাহাদের কোনও বিপদ্ হইবে না। মানুষের মনে এক বার ভয় ঢুকিলে সে ভয়কে তাড়ান সহজ নয়। তখন লোকের মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে অনেকে তাঁহার এই হিত-উপদেশে কান দিল না, বরং তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইল। এমন সময় যে ধর্ম্মযাজক জেনেভিয়েভকে পবিত্র ক্রুশ-চিহ্নযুক্ত পদক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট হইতে জেনেভিয়েভকে দিবার জন্য একটি উপহার লইয়া একজন পুরোহিত আসিলেন। ইহাতে সকলের স্মরণ হইল যে, তিনি সামান্য রমণী নহেন, যে-হেতু দেশের একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করেন। তখন সকলে জেনেভিয়েভের উপদেশ শুনিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইল না, কারণ, হূণসৈন্য এক মহাযুদ্ধে হারিয়া গিয়া গল্ (বা ফ্রান্স্) ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তথাপি ফ্রান্সের বিপদ্ শেষ হইল না। ফ্রাঙ্ক্ জাতি এইবার দেশটি জয় করিয়া লইয়া তথায় বাস করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তাহারা আবার দেশ আক্রমণ করিতে লাগিল ও ক্রমে পারী নগরীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জয় করিবার উদ্দেশ্যে উহার চারি দিক্ ঘিরিয়া বসিয়া রহিল। নগরীর খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া আসিল। অনাহারে কাতর হইয়া নগরবাসী হাহাকার করিতে লাগিল। অসহায় শিশু ও রমণীগণের দুরবস্থা দেখিয়া জেনেভিয়েভ্ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পারী-নগরীর পার্শ্ব-দিয়া সেন্ নদী প্রবাহিত। জেনেভিয়েভ্ কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া নৌকাযোগে নগরী ত্যাগ করিয়া গলের অন্যান্য নগরে গেলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পারী-নগরীর অধিবাসীদিগের জন্য সাহায্য চাহিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিল। নৌকা-যোগে প্রয়োজনীয় খাদ্য নগরে পাঠান হইল।

পারী কয়েক দিনের জন্য রক্ষা পাইল বটে কিন্তু একদিন ফ্রাঙ্ক্ সেনা নগরী অধিকার করিয়া লইল। জেনেভিয়েভ্ তখন সেখানে

উপস্থিত ছিলেন না। তিনি শুনিলেন, শত্রুগণ কয়েক জন প্রধান নগরবাসীকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাদিগকে হত্যা করিবে। সংবাদ শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন না। তিনি নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফ্রাঙ্ক-দিগের নেতার নিকট উপস্থিত হইলেন। নেতা তাঁহার সাহস দেখিয়া ও কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তিনি যাহা বলিলেন তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। যাহারা বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে রক্ষা পাইলেন এবং নগরবাসী সকলেই বিপন্মুক্ত হইলেন।

ইহার পর তাঁহার জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে অতি-বাহিত হইল। উপাসনা ও দান তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। উননব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই চেষ্টার ফলে পারী রক্ষা পাইয়াছিল। নগরীর অধিবাসী তাঁহার স্মৃতি ভুলিল না। ক্রমে ক্রমে সকলের ধারণা হইল যে তিনি স্বর্গে থাকিয়া সমস্ত আপদ্ বিপদ্ হইতে নগরীকে রক্ষা করেন—তিনিই নগরীর রক্ষাকর্ত্রী দেবী। জ্বর, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনা-বৃষ্টি প্রভৃতি যে কোন দৈব-দুর্ঘটনা উপস্থিত হউক্ না কেন, লোকের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার কৃপা-কটাক্ষপাতে সমস্ত বিপদ্ কাটিয়া যাইবে ; তাহারা ভাবিত তাঁহার সমাধি-মন্দিরে প্রার্থনা করিলে, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে, তিনি সকল ব্যাধি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন, সকল দুশ্চিন্তা হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিবেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী-রাজ পঞ্চদশ লুই দারুণ রোগে শয্যাশায়ী হন। তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। পারীর অধিবাসি-সকলে নতজানু হইয়া রাজার আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। রাজা সুস্থ হইলেন। সকলে ভাবিল সেণ্ট্ জেনেভিয়েভের কৃপায় রাজা নিরাময় হইলেন। রাজার আদেশে বিখ্যাত শিল্পী সুফ্লো (Soufflot) একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পুণ্যবতী রমণীর দেহাবশেষ এইখানে স্থানান্তরিত হয়। নানারূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর এই সমাধি-মন্দিরের নাম প্যান্থিয়ন্ হয় এবং ইহাই দেশের গণ্যমান্য লোকের কবর-স্থান হয়।

প্যান্থিয়ন্ মন্দিরটি নানা চিত্রে শোভিত। কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রকর সেণ্ট্ জেনেভিয়ে-ভের জীবনী-সম্বন্ধে চিত্র আঁকিয়াছেন। চিত্র-কর লরেঁ (Jean Paul Laurens) তিনখানি পাশাপাশি ফলকে যে তিনখানি ছবি আঁকিয়া-ছেন, তাহাদিগের মধ্যে পার্শ্বের ফলক-দুই-খানিতে নগরীর আবালবৃদ্ধ-রমণীর প্রতিমূর্ত্তি আছে।—কেহ হেটমুণ্ডে বসিয়া রহিয়াছে, কেহ যুক্ত-করে প্রার্থনায় রত ; সকলেরই মুখে আসন্ন শোকের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। মধ্য-খানের ফলকটিতে দেখান হইয়াছে,—পুণ্যশীলা রমণী মরণের পথে, বালিশ দিয়া তাঁহার দেহ তুলিয়া ধরা রহিয়াছে, শয্যার চারিধারে নত-জানু হইয়া ভক্তের দল আসীন, তিনি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আর একজন চিত্রকর পারী-নগরীর রক্ষাকর্ত্রীরূপে সেণ্ট্ জেনেভিয়েভের মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন।—শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, মস্তক ও বক্ষের উপর কৃষ্ণ অঙ্গাবরণ ও একখণ্ড শ্বেত বস্ত্র, ছাদের প্রাচীরের উপর হস্ত রাখিয়া নগরীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অন্য এক চিত্রকর দেখাইয়াছেন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-

শতাব্দীর রোগ-প্রপীড়িত হতভাগ্যগণ কিরূপে দেবীর কৃপাভিক্ষা করিতেছে। তাহাদের গণ্ড কৃশ শীর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট। চিত্রের মধ্য-স্থানে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় শবাধার। তাহার মধ্যে জেনেভিয়েভের দেহাবশেষ। এই চিত্রকরের আর একটি চিত্রে দেখান হইয়াছে পঞ্চদশ-শতাব্দীতে পবিত্র শবাধার পারী নগরীর রাজপথ দিয়া অতীব ভক্তি ও সমারোহের সহিত বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, উদ্দেশ্য—যাহাতে জল, বৃষ্টি, তুষার-পাত বন্ধ হইয়া পরিষ্কার দিন ফিরিয়া আসে। এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানব পরোপকারিণী পবিত্রচেতা রমণীর পূত স্মৃতির পূজা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ পূজা-দ্বারা মানব আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও আপনি ধন্য হয়।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

মাতা ও শিশু।

আমরা সকলেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য যুবকগণের শিক্ষা-দীক্ষা-সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিয়া থাকি এবং যাহাতে গবেষণা কার্য্যতঃ ফলপ্রদ হয়, তাহার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করি। সমাজ ও দেশের দৃষ্টি যুবা-গণেরই উপর স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বতর অবস্থার প্রতি যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করা হয় না। কিরূপে যুবক প্রকৃত যুবক হইতে পারে, কিরূপে তাহার দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট, পূর্ণায়তন, রোগশূন্য ও কান্তিযুক্ত হইতে পারে, এ-বিষয়ে দেশের জন-সাধারণকে-বিশে-ষতঃ নবীন জননীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে অধিকতর প্রয়োজনীয়, ইহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। ফলে দেশে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এক্ষণে একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে শিশুদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে আসিবামাত্র রোগের কবলে না পড়িয়া সুস্থ-দেহে শিশু-জীবন যাপন করিয়া, অটুট জীবনী-শক্তি লইয়া পরবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

মনুষ্য-জীবনে শিশুকাল যে কিরূপ বিপৎ-সঙ্কুল, তাহা দু-এক কথায় বলা যায় না। কিন্তু এই অবস্থাই সমস্ত জীবনের ভিত্তি। পরবর্ত্তি-কালে দেহের ভাল-মন্দ সমস্তই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি কোন শিশু জন্মাইবার পর হইতেই রোগে ভুগিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং পূর্ব্ব হইতেই জীবনীশক্তির অভাব হওয়ায় পর-বর্ত্তি জীবনে সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। "Childhood leaves a legacy to the next stage."—অর্থাৎ শিশুকালের ভাল-মন্দের ফলাফল পরে ভোগ করিতে হয়। একথা যথার্থ সত্য। একবার শরীরের প্রকৃতি একরূপ হইয়া যাইলে, উহা ভিন্নরূপ করা প্রায় দুঃসাধ্য। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত-কালে যদি কোনটি বাঁকা করিয়া ফেলে এবং যদি উহা তখনই ঠিক করিয়া না দেয়, তাহা হইলে উহা

ঐরূপই থাকিয়া যায়; পরে আর উহার সংশোধন করা চলে না। আমাদের জীবনের একমাত্র কুন্তকার মাতা ও পিতা; এবং শিশুকালের কুন্তকার কেবলমাত্র মাতাই। সুতরাং নবীনা জননী যাহাতে প্রকৃত কুন্তকারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন,তাহার জন্য তাঁহার প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। এরূপ না করিলে তিনি যে কেবলমাত্র মাতৃত্বের অবমাননা করিবেন, তাহা নহে, সমগ্র দেশের ও জাতির নিকট তিনি দোষী রহিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় নবীন জননীদিগের উপদেশের জন্য লেডি চেমস্‌ফোর্ড অল্ ইণ্ডিয়া লীগ্‌ফর্ মেটার্‌নিটী এণ্ড্‌ চাইল্ড্‌ওয়েল্‌ফেয়ারের (Lady Chelmsford All India League) for Maternity and Child-welfare) প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে একে একে জ্ঞাপন করিব।

মনুষ্য-জীবনের প্রথম লীলা-ভূমি সূতিকা-গৃহ। এই স্থানে সুকুমার শিশুর মর্ত্তালোকের সহিত প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই স্থানে সে পৃথিবীর জল-বায়ুর প্রথম আস্বাদন পাইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালী শিশুর—বাঙ্গালী শিশুর কেন, সমগ্র ভারতীয় শিশুর-এমনই অদৃষ্ট যে প্রথমে বাহ্য জগতের সহিত তাহার সুপরিচয় না হইয়া কুপরিচয়ই হইয়া থাকে। সদ্যোজাত শিশুর বাহিরের দূষিত জল-বায়ুর সহিত যুঝিবার শক্তি অতীব অল্প। এ-অবস্থায় শিশু যাহাতে অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন না করে,অপরিচ্ছন্নতার সংস্পর্শে না আসে,তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের দেশে বাড়ির মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ঘর, সেইটি সূতিকা-গৃহ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে-গৃহে ঐরূপ কক্ষ হয় নাই,সেখানে বাড়ির ভিতর যে-স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধে তথায় বায়ু-চলাচলের পথরুদ্ধ একটি ছোট চালা নির্ম্মাণ করা হয় এবং এইস্থানে প্রসূতি (পোয়াতি) ও শিশু অন্ততঃ ১০ দিন অবরুদ্ধ থাকে। এরূপ প্রথা সম্পূর্ণ হানিকর। বাড়ির মধ্যে যে-টি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, যেখানে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ বায়ুর গতায়াত আছে, এরূপ কক্ষে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান নির্ব্বাচন করা দরকার। ইহা প্রসূতি ও শিশু, উভয়ের পক্ষেই হিতকর। বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্য আনয়ন করে, অবিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্য-নাশ করে। সন্তান-প্রসবের পর প্রসূতির শরীর দুর্ব্বল থাকে। এ-সময় তাহাকে বিশুদ্ধ বায়ু জীবনী-শক্তি প্রদান করে এবং শিশুর দেহে নবশক্তি আনিয়া দেয়।

ধাত্রী-সম্বন্ধেও আমাদের দেশে কুপ্রথা প্রচলিত আছে। অনেক স্থানে এক শ্রেণী ধাত্রী সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ ধাত্রীবিদ্যা না জানে, তাহা হইলেও সে ধাত্রী বলিয়া গৃহস্থের গৃহে আদৃতা হয়। ধাত্রী সম্পূর্ণ শিক্ষিতা হওয়া দরকার। সূতিকা-গৃহে (আঁতুড় ঘর) কিরূপে প্রসূতি ও শিশুর পরিচর্য্যা করা উচিত, তাহা তাহার রীতিমত জানা উচিত। কিরূপ অসাবধানতায় কিরূপ বিপৎপাত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। ধাত্রী সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অপরিষ্কার কাপড় ছাড়িয়া পরিষ্কার কাপড় পরিধান করিবে; হাতের কনুই পর্য্যন্ত সাবান দিয়া, সাবান অভাবে পরিষ্কার গরম জলদ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া

ফেলিবে। হাতে যদি চুড়ি বা আংটী থাকে, তাহা হইলে তাহা খুলিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, চুড়ি প্রভৃতির ভিতর ময়লা মাটি জমিয়া থাকে এবং উহা নানাবিধ রোগের বীজাণু বহন করিতে পারে; তাহা ছাড়া, অসাবধানতা-বশতঃ শিশুর বা প্রসূতির অঙ্গ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা তাহাদের রক্ত দূষিত হওয়া সম্ভব। সন্তান-প্রসব হইবার পর শিশুর দেহ বেশ করিয়া পরিষ্কার নরম নেকড়া দিয়া মুছিয়া দিয়া এবং উহার চক্ষু উত্তমরূপে বিশুদ্ধ জল-দ্বারা ধুইয়া দিয়া শোধিত ছুরিকা বা শোধিত কাঁচি দ্বারা তাহার নাড়ীচ্ছেদ করা উচিত; কদাচ যেন বাঁশের চোঁচাড়ি বা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করা না হয়। ইহার পর ইহাকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখা উচিত, যেন তাহার গায়ে ঠাণ্ডা না লাগে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর কাঁদিয়া উঠে। এইরূপ কাঁদিয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন হানি হয় নাই। যদি কাঁদিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে শিশুর বিশেষ কিছু হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং দরকার হইলে ডাক্তার আনাইতে হইবে। সন্তান-প্রসব হওয়ার পর ধাত্রীর দেখা দরকার যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশু মলমূত্র ত্যাগ করিল কি-না। যদি তাহা না করে তাহা হইলে বিশেষ চিন্তার কথা। কারণ, অনেক সময় শিশুর মলমূত্র-দ্বার একেবারে বন্ধ থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা উচিত; বিলম্বে শিশুর প্রাণহানি হওয়া সম্ভব। সূতিকা-গৃহে যে-সমস্ত কাপড়চোপড় ও দ্রব্যাদি দিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া দরকার, কারণ, ময়লা জিনিষে অনেক রোগের বীজ থাকে।

অনেকের ধারণা যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার একদিন কি দুইদিন পরে শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্রসবের ঘণ্টা-তিনেকের পরে এবং বার ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মাতৃস্তন্য দেওয়া দরকার। ইহা শিশু ও প্রসূতি উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। এই দুধ খাইলে শিশুর মলত্যাগ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সন্তান স্তন্য-পান করায় জন্য প্রসূতিরও শরীরের অবসাদ কতক দূর হইয়া যায় এবং মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে।

প্রসূতির আহারের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাতে প্রসূতি সত্বর স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে, এরূপ আহারের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহাকে প্রথম ৫।৬ দিন শয্যাত্যাগ করিতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে দরজা-জানালা-শূন্য একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহাতে ঘরে প্রচুর পরিমাণে বাতাস খেলে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুকেও মুক্ত বায়ু সেবন করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তবে যাহাতে তাহার চোখে আলো না লাগে, তাহার জন্য চোখের সম্মুখে একটি আবরণ দেওয়া উচিত। শিশুর চক্ষু খুব কোমল। এ-সময়ে চোখে যত তীব্র আলো না লাগে, ততই ভাল। দশ এগার দিন পরে প্রসূতির দেহে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে তাহাকে মুক্ত বাতাসে চলা-ফেরা করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে শরীরের অবসাদ দূর হয়।

পাশ্চাত্য দেশে ধাত্রী-দ্বারা শিশুপালনের প্রথা আছে। ও-সব দেশে মাতা একরূপ

শিশুর পরিচর্য্যা-কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকেন। আমাদের দেশে অনেক ধনিগৃহে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রথা কোন মতে ন্যায়সঙ্গত নহে। মাতা যেরূপ শিশুর প্রতি হৃদয় ঢালিয়া স্নেহ-যত্ন করিবেন, সেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ অপরের নিকট কিছুতেই আশা করা যাইতে পারে না। শিশুর নিজের অভাব অভিযোগ জানাইবার ক্ষমতা থাকে না। তাহার কিসে অসুবিধা হইতেছে, কিসে কষ্ট হইতেছে, ইহা বলিবার সাধ্য তাহার নাই। একমাত্র কান্নাই তাহার সম্বল—কান্নাই তাহার কেবলমাত্র ভাষা। এ-ভাষা বুঝা ধাত্রীর কার্য্য নহে। অপত্য-স্নেহের বন্ধন-দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ শিশুর অন্তঃকরণের সহিত একসূত্রে বদ্ধ না হইয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ শিশুর রোদনের অর্থ বুঝিতে সমর্থ নহেন। মাতাই কেবলমাত্র এ-কার্য্যের উপযোগিনী। ধাত্রী যতই স্নেহ করুক্ না কেন, সে কখন "এ শিশু আমার, আমারই গর্ভ হইতে সমুদ্ভূত, ভবিষ্যতে আমারই সহায় ও অবলম্বন"-এইরূপ ভাবিতে পারে না। এইরূপ পারে না বলিয়াই মাতার সহিত তাহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাহা ছাড়া অনেক ধাত্রী নীচজাতি হইতে সংগৃহীত হয়। তাহাদের শরীরে নানারূপ ব্যাধি থাকিতে পারে। এই ব্যাধি ক্রমশঃ শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, মাতাপিতার কোনরূপ দোষ না থাকা সত্ত্বেও শিশু অনেক কুৎসিত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এ-সব ক্ষেত্রে ধাত্রীই ঐ সব রোগের একমাত্র কারণ। ইউরোপীয়-গণ ধাত্রী নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ডাক্তার-দ্বারা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করাইয়া লয়। আমাদের পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর নহে। সম্ভব হইলেও আমরা অতদূর সাবধান হওয়া দরকার বোধ করি না। সুতরাং, পাশ্চাত্য প্রথা অনুকরণ করিতে গিয়া বিনা কারণে নিজেদের বিপদ্‌গ্রস্ত করার কি প্রয়োজন ? মাতাকেই শিশু-পালন করিতে দেওয়া উচিত। নবীন-জননী অনভিজ্ঞা হইলেও ধাত্রী অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা পরিচর্য্যা নিরাপদ্।

শিশু-পালন-ব্যাপারে শিশুর আহার-সম্বন্ধে ব্যবস্থাই প্রধান। কি নিয়মে খাওয়াইলে শিশুর শরীর সুস্থ থাকিবে এবং দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট হইবে, তাহা সকলেরই জানা দরকার। সব বিষয়ে একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। এই বিশ্ব-জগৎই নিয়মের বশীভূত। নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলেই মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হয়। শিশুদেহ সামান্য হইলেও উহা এই জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখানেও যে একটা নিয়ম থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? শিশুকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্তন্য পান করান উচিত। যখনই শিশু কাঁদে তখনই অনেক মাতা ক্ষুধা পাইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে স্তন্য দিয়া থাকেন। এরূপ করা খুবই অন্যায় ; শিশু যে কেবল ক্ষুধা পাইলেই কাঁদে, তাহা নহে। তাহার কোনরূপ অসুবিধা হইলে বা তাহার তৃষ্ণা পাইলেই সে কাঁদিয়া উঠে। চারমাস পর্য্যন্ত শিশুকে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্য দেওয়া উচিত। স্তন্যদানের সময় নিম্নলিখিত রূপ হইলে সুবিধা-জনক হয়। যথা—৬টা, ৯টা ; মধ্যাহ্ন ১২টা ; অপরাহ্ণ ৩টা, ৬টা, এবং রাত্রি ১০টা। প্রথম দুই তিন সপ্তাহ ব্যতীত শিশুকে রাত্রি ১০টার পর আর স্তন্য দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। রাত্রি শিশু ও মাতার নিদ্রার জন্য এবং এ-সময়ে উভয়েরই গভীর নিদ্রা যাওয়া প্রয়োজন। শিশু

রাত্রি ১০টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবে। যদি ইহার মধ্যে সে কাঁদিয়া উঠে,তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার কোন-রূপ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, কিংবা তাহার তৃষ্ণা পাইয়াছে। পিপাসা পাইয়াছে বুঝিতে পারিলে,তাহাকে এক আধ চামচ্ সামান্য গরম জল * পান করিতে দেওয়া উচিত। চারি মাস পরে এবং বলিষ্ঠ শিশু হইলে তাহারও পূর্ব্বে, স্তন্য দেওয়ার মাত্রা ৬বার হইতে ৫বারে কমান উচিত এবং উহার সময় এইরূপ করা যাইতে পারে।—প্রাতে ৬টা ও ১০টা; অপরাহ্নে ২টা এবং ৬টা এবং রাত্রি ১০টা। শিশুকে স্তন্য পান করাইবার সময় এক একবারে এক একটি করিয়া স্তন দেওয়া উচিত। তবে যদি স্তনে দুধ অল্প থাকে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া এক সময়ে দুইটিই পান করাইতে হইবে। এক একবারে এক একটী স্তন পান করাইতে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শিশু যে-স্তনটী পান করিতে আরম্ভ করিবে, সেইটির দুগ্ধ সে যেন সম্পূর্ণরূপে পান করিয়া ফেলিতে পারে। স্তন সম্পূর্ণরূপে দুগ্ধশূন্য হইলে পুনরায় শীঘ্র উহাতে দুগ্ধ সঞ্চার হইতে থাকে। স্তনের দুধের শেষ ভাগে বেশী পরিমাণে চর্ব্বী থাকে; সুতরাং যদি শিশুকে একটি স্তন সম্পূর্ণরূপে পান করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে পুনরায় যখন সে ঐ স্তন পান করিবে, তখন তাহাকে প্রথমেই সেই অধিক-চর্ব্বীযুক্ত দুধ পান করিতে হইবে। ইহাতে তাহার উদরা-ময় (পেটের অসুখ) ও অম্ল (অম্বল) হইতে পারে। শিশুকে এককালে পনর হইতে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত। দিনের বেলায় দুধ পান করার সময় শিশু যদি ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধীরে ধীরে জাগাইয়া দুধ পান করান উচিত। ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না। মাতা যখন শিশুকে স্তন্য দিবেন, তখন যেন তিনি কোন রূপ অন্যমনস্কা না হন। অনেক মাতা শিশুর মুখে স্তন দিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। ইহাতে শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হওয়ায় সে বারবার কাঁদিয়া উঠে। কিরূপ-ভাবে থাকিলে শিশু স্বচ্ছন্দভাবে দুধ পান করিতে পারে, তাহা মাতার সর্ব্বতোভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

মাতার স্তনে যদি দুধ না থাকে, কিংবা যদি প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু হয় বা এমন কোন অঘটন ঘটে,যাহাতে শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সচরাচর শিশুকে কৃত্রিম উপায়ে Feeding bottle (ফিডিং বোতল) দ্বারা দুধ পান করান হইয়া থাকে। মাতৃ-স্তনের অভাবে এ-উপায় অবলম্বন করা মন্দ নহে; কিন্তু ইহা উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে না পারিলে, উহা হইতে অনেক বিপদ্ হইতে পারে। প্রথমতঃ এরূপ প্রকারের ফিডিং বোতল নির্ব্বাচিত করা উচিত, যাহার সমুদায় অংশ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যাইতে পারে। বোতলের রবার-নলটী ছোট হওয়া দরকার। নল যত বড় হইবে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তত বেশী ক্ষতি। কারণ, নল বড় হইলে উহার ভিতর পরিষ্কার করার সুবিধা হয় না, কাজেই উহার ভিতর ময়লা, সরের কুচি, শুষ্ক দুধের শক্ত চটা রহিয়া যায় এবং এই নল-দ্বারা শিশু দুগ্ধ পান করিলে তাহার অম্ল এবং এমন কি ভয়ানক পেটের অসুখও হইয়া থাকে। প্রত্যেক বার দুধ

* জল ফুটানর পর প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে সেই জল দিতে হইবে।

পান করাইবার পর বোতল ও নলটী উত্তমরূপে বুরুশ ও জল ও সোডা (গরম জল দেওয়া উচিত) দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত, যেন উহাতে কোনরূপ দুধের দাগ লাগিয়া না থাকে। এরূপ সাবধান না হইলে, অনেক সময় মাতৃস্তন্য-বর্জ্জিত শিশুর পেটের অসুখ প্রভৃতি উদরের পীড়ায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে এরূপ শিশুকে অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করান হইয়া থাকে। এ-উপায় পূর্ব্বোল্লিখিত কৃত্রিম উপায় অপেক্ষা ভাল বটে, কিন্তু ইহাতেও বিপদ্ আছে। যে স্ত্রীলোকের দুধ পান করান হইবে, তাহার কোনরূপ ব্যাধি আছে কি-না, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। কোন রোগগ্রস্তা নারীর দুধ পান করিলে শিশুরও সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আবার যদি ঐ স্ত্রীলোক বেশীদিন পূর্ব্বে সন্তান-প্রসব করিয়া থাকে, তাহা হইলে চলিবে না। উহার সন্তান, যে শিশু দুগ্ধ-পান করিবে, তাহারই সমবয়স্ক হওয়া দরকার। তাহা না হইলে উক্ত স্ত্রীলোকের দুগ্ধে চর্ব্বী বেশী থাকায় শিশুর নানাপ্রকার উদরের পীড়া হইবে।

শিশুর সহ্য হইলে প্রত্যহই তাহাকে স্নান করান উচিত। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। স্নান করার প্রধান উদ্দেশ্য শরীরের ময়লা ধুইয়া ফেলা। শিশুর ত্বক্ (চামড়া) খুব কোমল। উহার উপরে ময়লা জমিতে দিলে ত্বকের ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুর দেহ সর্ব্বদা পরিষ্কার ও মসৃণ রাখা দরকার। শিশুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান না করাইয়া অল্প গরম জলে স্নান করান উচিত। জলের উষ্ণতা হাতের তলদেশ (হাতের পিঠ) দ্বারা পরীক্ষা করিলে অনেক স্থলে প্রকৃত তাপ জানা যায় না। কারণ, উহা অনেক সময় ঠাণ্ডা থাকে এবং ইহার জন্য তাপ কম বোধ হয়। প্রকৃত তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে হাতের কনুই জলে ডুবাইয়া উষ্ণতা পরীক্ষা করা উচিত। শিশুকে স্নান করাইবার সহজ উপায় একটী অনতিউচ্চ এবং সুপ্রশস্ত টব বা গামলায় জল রাখিয়া সেই জলের মধ্যে তাহাকে বসাইয়া দিয়া, বাম-হাতে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া, ডাইন হাত দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ জল তুলিয়া তাহার গায়ে ও মাথায় দেওয়া। এরূপ না করিয়া দুই পা একত্র করিয়া তাহার উপর শিশুকে বসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গামলা হইতে জল লইয়া উহার মাথায় ও গায়ে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেও সুবিধা হয়। শিশুর স্নানে বেশী সময় অতিবাহিত করা উচিত নহে। কারণ, বিলম্ব হইলে তাহার ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। স্নানের পর বেশ করিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিয়া তাহাকে জামা পরাইয়া দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশে অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, মাতা তাঁহার শিশুকে লইয়া একই বিছানায় একই লেপের মধ্যে শুইয়া থাকেন। এরূপ করা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই খারাপ। শিশুর বিছানা মাতার বিছানা হইতে একটু পৃথক্ থাকা দরকার ; কারণ এরূপ না করিলে মাতার প্রশ্বাসের দূষিত বায়ু শিশুর দেহে নিঃশ্বাসরূপে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্ত দূষিত করিতে পারে। ইহা ছাড়া মাতা ও শিশুর একটী বিছানায় পাশাপাশি শোয়া হেতু অনেক সময়ে মাতা ঘুমের ঘোরে নিজের

কাপড় চোপড় বা লেপের দ্বারা শিশুকে ঢাকিয়া ফেলেন। ইহাতে শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। শিশুকে মাতার বিছানার পার্শ্বে একটী ছোট পৃথক্ বিছানায় একটী ছোট মশারীর ভিতর শোয়ান উচিত। ইহাতে সে স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতে পারে এবং তাহার স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

নয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে শিশুকে স্তন ছাড়ান উচিত। এরূপ না করিলে মাতার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং শিশুরও অপকার হইয়া থাকে। শিশুকে ক্রমে ক্রমে স্তন ছাড়ান উচিত, হঠাৎ স্তন বন্ধ করা উচিত নহে। একদিন তাহাকে স্তন না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জল মেশান গরুর দুধ দেওয়া হইল, তাহার পর আবার কয়েক দিন স্তন দেওয়ার পর পুনরায় স্তন বন্ধ করিয়া পর পর দুই দিন গরুর দুধ দেওয়া হইল। এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে শিশুকে স্তন ছাড়ান উচিত। এই সময় হইতে তাহাকে বাটী কিংবা ঝিনুক্ হইতে দুধ পান করিতে অভ্যাস করান দরকার।

এই সময়ের মধ্যে শিশুর দুই একটী দাঁত উঠিয়া থাকে। তাহাকে এখন হইতে শক্ত জিনিষ দেওয়া উচিত। ভাত, ডাল, রুটী, তরকারী অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। ফল-মূলও দু-এক টুকরা করিয়া দেওয়া দরকার; ইহাতে শিশুর মাড়ি শক্ত করে। দুই বৎসরের পর হইতে মাছ-মাংসও দেওয়া যাইতে পারে। শিশুর আহারের সময় চিনি কিংবা সন্দেশ সর্ব্ব-প্রথমে দেওয়া উচিত নহে। ভাত, রুটী, তরকারী, ফল প্রভৃতি দেওয়ার পর মিষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ, প্রথমে এরূপ দ্রব্য খাওয়া উচিত, যাহা উদরে যাইলে হজম-কারক রস আপনাপনি ক্ষরিত হইতে থাকে। চিনি কিংবা অন্য কোন-রূপ মিষ্টান্ন প্রথমে খাইলে এরূপ হয় না, বরঞ্চ বিপরীত হইয়া থাকে।

শিশু বড় হইলেও তাহার আহারাদির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে সে যেন যখন তখন যাহা তাহা না খায়। তাহারও আহারের একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রাখিতে হইবে। সেই নিয়ম ব্যতীত অন্য সময়ে বালকের ইচ্ছা-মত তাহাকে খাইতে দিলে পরিণামে তাহার ফল বড়ই অশুভ হইয়া থাকে। বালক সত্বরই কামলা বা জাবা (jaundice) কিংবা অম্লরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক পরিবারে দেখা যায় মাতা বালকের কান্না থামাইবার জন্য বা তাহার আব্দার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যখন তখন তাহার হাতে সন্দেশ প্রভৃতি লোভনীয় আহার্য্য দিয়া থাকেন। এইরূপ দুই চারিবার দেওয়ার পর বালক বেশ বুঝিয়া যায় যে, কাঁদিলেই সে কিছু খাইতে পাইবে। সুতরাং তাহার কান্না ও কোঁকের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। শেষে সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠে। কিছুদিন পরে দেখা যায়, বালকের হাত-পা সরু হইয়া যাইতেছে, মুখ খানি অপেক্ষাকৃত পাংশু, চোখ হলদে, বারবার পাতলা দাস্ত হইতেছে ইত্যাদি। আমাদের বাঙ্গালী পরিবারে অনেক বালকেরই এইরূপ পীড়া হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত কোনমতেই বালককে খাইতে দিতে নাই। যে মাতা ও পিতা এরূপ করেন, তাহারা মাতা-পিতৃ-রূপী শত্রু বিশেষ।

শিশুজীবনে এইরূপ নানাবিধ অনর্থপাতের জন্য দায়ী কে? বালক বা শিশুর ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি থাকে না। যাহাতে তাহার তৃপ্তি হয়, সে তাহাই আহার করে, যাহাতে তাহার আমোদ হয় সে তাহাই করিয়া থাকে। শিশু যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সবই জানিতে পারিবে বা বুঝিতে পারিবে, তাহা হইলে মাতা-পিতার সাহায্যের কোনই প্রয়োজন হইত না। মানুষের শৈশব ও বাল্যকালের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী একমাত্র মাতা ও পিতা, বিশেষতঃ মাতা। তাঁহারা অনেক সময় অন্ধ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া, কি কর্ত্তব্য কি প্রকৃত শুভ, তাহা একেবারে ভুলিয়া যান। অনেক সময় তাঁহাদের কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ জানা না থাকায় তাঁহারা অজ্ঞাতভাবে নানা-বিধ ভ্রম করিয়া থাকেন। এ ভ্রমের জন্য পরিণামে তাঁহাদেরই অনুতাপ করিতে হয়। শৈশবজীবন সম্পূর্ণভাবে মাতার লালন পালন ও শিক্ষায় গঠিত হয়, সুতরাং প্রত্যেক জননীর মনে করা উচিত,যদি ভ্রমবশতঃ কোন-রূপ কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়, তাহা হইলে তাহার ফলভোগ ভবিষ্যতে তাঁহারই অনুজাত সুকুমার শিশুকেই করিতে হইবে,অন্য কাহাকে নহে। তখন তিনি শত চেষ্টাতেও তাহাকে "নিজ হাতে গড়া বিপদ্" হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। নবীন জননীগণ স্মরণ রাখি-বেন যে, গোলাপ কোরক কীটদুষ্ট হইলে কখনই সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

শ্রীউমাপদ মৈত্র।

সোণার হার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যখন মারাঠা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মনে তখন লোকাচার্য্য ও মুদ্‌কলের কাহিনী জাগিতেছিল। সহসা তাঁহার মনে একটী নূতন কথা উদিত হইল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিবেন, কিন্তু সে সোণার হার কোথায়? দেবরায়কে ত' তাহার সম্বন্ধে এখন কোন প্রশ্ন করা চলে না। সে সম্বন্ধে আর কে জানিতে পারে? দুর্গা সম্ভবতঃ জানে,—আর জানেন মধুরাও; কারণ তিনিই তাহা লইয়া মুদ্‌কলে গিয়াছিলেন। দুর্গাকে প্রশ্ন করার পূর্ব্বে মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন। কিন্তু মধুরাওকে ত' এখন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। মারাঠা স্থির করিলেন, মধুরাওয়ের সহিত প্রভাতে যখন সাক্ষাৎকার হইবে, তখন তাঁহাকে সোণার হারের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

প্রভাতে মারাঠা মধুরাওয়ের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, মধুরাও গৃহতলে উপবিষ্ট, তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া হেম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, বৃদ্ধ পিতা রোরুদ্যমানা দুহিতার ললাটে ও মস্তকে মৃদু অঙ্গুলী-স্পর্শ করিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেছেন, যেন গিরিপাদ মূলে আশ্রয়চ্যুত স্রোতস্বতী ক্ষীণ মর্ম্মর শব্দে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে এবং নিরুপায় গিরি পাষাণ-অধর রুদ্ধ করিয়া শিলাময় অঙ্গুলী-স্পর্শে তনয়াকে সান্ত্বনা দিতেছে।

মধুরাও মারাপ্পাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হেম আমাকেও কাঁদাইতে চাহে।" মারাপ্পা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "যিনি গিয়াছেন, তাঁহার জন্য কাঁদিও না, হেম! যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্য চোখের জল ফেল।"

হেম স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি। তাহার বুদ্ধি দুর্গার ন্যায় তীক্ষ্ণ নহে। তথাপি সে মারাপ্পার উক্তির মর্ম্ম কতকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিল। সে পিতার পার্শ্বে ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া বলিল, "আমি আর কাঁদিব না,—কিন্তু যদি দাদার মৃত্যুকালে তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইতাম! তিনি সুস্থ আছেন বলিয়া আমাকে প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন—তাহার পর—"। হেমের নয়ন আবার অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল।

বালিকার স্ফীতারক্ত নয়ন হইতে নির্গত প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু গলিত ধাতুস্রাবের ন্যায় মারাপ্পার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল সমস্ত অপরাধ তাঁহার। উশনা-নিঃক্ষিপ্ত জটা হইতে উৎপন্ন ভুজঙ্গের দংশনে মহাদেবের শ্বেত কণ্ঠ যেমন বিষকর্জ্জর হইয়া গিয়াছিল, আজ শোকার্ত্তা বালিকার প্রতি তপ্তশ্বাস মারাপ্পার সর্ব্বাঙ্গে সেই প্রকার জ্বালা উৎপাদন করিতেছিল। তিনি আপন কণ্ঠমধ্যে একটি অব্যক্ত কুণ্ডলীকৃত বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। হেমকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা না পাইয়া তিনি শুধু বলিলেন, "দুর্গার বিবাহ শীঘ্রই হইবে শুনিয়াছ, হেম?" হেম বিষণ্ণভাবে ঈষৎ অনুযোগের স্বরে কহিল, "আপনিই ত' এ বিবাহ স্থির করিয়াছেন!" হেম হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। মারাপ্পা বলিলেন, "দুর্গার সঙ্গে একবার দেখা করিও। কল্য অপরাহ্ণে সংবাদ আসিয়াছে নাগরাও শীঘ্রই আসিবেন, তাঁহার শরীর এখনও অসুস্থ, তাঁহার বিশ্রামের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা তোমাকেই করিতে হইবে।"

হেম বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মধুরাও কথা কহিলেন। "মারাপ্পা! কল্য তুমি সভায় উপস্থিত না হইলেই ভাল হইত। সন্ন্যাসী হইয়া রাজকার্য্যে তোমার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না।" মারাপ্পা ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া বলিলেন, "হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ওরূপ করিয়াছিলাম, প্রয়োজন বুঝিলে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিব।" তাহার পর তাঁহাকে উত্তর দানের অবসর না দিয়াই বলিলেন, "মধুরাও! মুদ্‌কলের কৃষক-কন্যাকে দিবার জন্য যে স্বর্ণ-হার লইয়া গিয়াছিলে, তাহা কোথায় রাখিয়াছ?" মধুরাও কহিলেন, "তোমার কন্যার নিকট। আজ সহসা তাহার বিষয় স্মরণে আসিল কেন? সে-হার কি তোমার কন্যাকে দিবে?" মারাপ্পা অন্যমনস্কভাবে প্রথমে বলিলেন, "হাঁ,' তাহার পর-মুহূর্ত্তেই বলিলেন, "আমার প্রশ্নের যে-উত্তর দিয়াছ, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার প্রশ্নের উত্তর সময়ান্তরে দিব।"

মারাপ্পা কন্যার নিকটে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভাবিতেছিলেন, হেমের কণ্ঠে দেবরায়ের সেই হীরক-মুক্তার হারও ত' দেখিলাম না। সেই হারই বা কোথায়? হেম নিশ্চয় তাহা তুলিয়া রাখিয়াছে—সে যে শুনিয়াছিল, দেবরায়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবে না।'

দুর্গা স্বর্ণহারের সংবাদ দিতে পারিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজধানীতে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই দুর্গা সে-হার প্রাসাদে আর দেখিতে পায় নাই। তাহার সাধ্যমত অনুসন্ধান সে করিয়াছিল ; প্রকাশ্যে সন্ধান করিতে সে সাহসী হয় নাই।

মারাগ্না প্রথমে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হারের অনুসন্ধান যতটুকু পারি করিব। তাহার পর হীরক-হার ত হেমের নিকটেই আছে। তাহা দ্বারা শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেই চলিবে।

ক্রমে দুর্গার বিবাহের দিন সমাগত হইল। মুসলমান শিবির হইতে মীরফজলুল্লা নানাবিধ উপহার লইয়া বিজয়নগরে আসিলেন। দুর্গা একদিন মহাসমারোহের সহিত মুসলমান শিবিরে প্রেরিত হইল। বিবাহের পর আহমদ্ সম্রাটের নিমন্ত্রণে বিজয়নগরে আসিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। যে-দিন খান্‌খানান্ আপন শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন, সে-দিন দেবরায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাজধানীর উত্তর তোরণের সমীপে আসিয়া তিনি আহমদ্‌কে বলিলেন, "সেনাপতি। বিদায় হই।" আহমদ্ নিম্নস্বরে বলিলেন, "সম্রাট। এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।" দেবরায় সেইরূপ অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "সেনাপতি। যদি সুলতান ফিরোজ আজ শিবিরে থাকিতেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার শিবির পর্য্যন্তই যাইতাম। সুলতান-ভ্রাতার জন্য এই প্রাচীর পর্য্যন্ত আগমনই যথেষ্ট।" ক্রোধরুদ্ধ-স্বরে আহ্‌মদ্ বলিলেন, "এ প্রাচীরের চিহ্ন রাখিব না। একদিন আমারই শিবিরে আমারই নিকটে গিয়া আপনাকে শান্তি ভিক্ষা করিতে হইবে।" দূরে দুর্গার শিবিকা দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। দেবরায় আহমদের সগর্ব্ব উক্তির কোন উত্তর দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল অন্ধকারময় হইয়া গেল। তিনি প্রস্থান করিলে পর মীরফজলুল্লা আহমদের পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, "হিন্দু কি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ?" আহমদ্ বর্ষাগম্ভীর ভাবে বলিলেন, "শোণিতে ঐ ক্রোধ নির্ব্বাপিত করিব।"

যখন দুর্গার শিবিকা মুসলমান শিবিরে প্রবেশ করিল, তখন শিবিরের এক পার্শ্ব হইতে সহসা একটি কোলাহল উত্থিত হইল। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী শোভাযাত্রার কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া সমুদয় অবলোকন করিতেছিল। হুসিয়ার খাঁ তাহাকে সন্দেহক্রমে বন্দী করিয়াছেন। আহ্‌মদ্ সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "সে যদি প্রকৃত ফকির হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বল।" হুসিয়ার খাঁ প্রভাতে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, সন্ন্যাসী রজনীতে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া আহ্‌মদ্ বিশেষ প্রীত হইলেন বলিয়া বোধ হইল না।

মুসলমান-বাহিনী আপন রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। বিজয়-নগরের বক্ষ হইতে যেন ঘোর দুঃস্বপ্ন অপসৃত হইয়াছে। ক্রমে সংবাদ আসিল, বিজয়-নগরের কোষাগার শূন্য করিয়া দেবল যে-সকল ধনরত্ন হস্তিপৃষ্ঠে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, তাহা পুনরায় বিজয়-নগরেই ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু দেবলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মারাপ্পা ও মধুরাও সভাগৃহে যাইতেছিলেন। মারাপ্পা মধুরাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধু-রাও! লোকাচার্য্যদেব কি প্রস্থানের পূর্ব্বে রাজ-বংশের উপর অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন?" মধুরাও বলিলেন, "মারাপ্পা! তোমাকে ত' পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি, তিনি ক্রুদ্ধ হ'ন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ-সন্তান; বশিষ্ঠ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়াছেন। তিনি আশীর্ব্বাদই করিয়া গিয়াছেন।" মারাপ্পা বলিলেন, "তবে কেন বিজয়নগরের এ দুর্দ্দশা হইল? বোধ হয়, তিনি অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। অশ্রু-দ্বারা প্রহৃত যুধিষ্ঠিরের ললাট হইতে নির্গত রক্তবিন্দু যদি বিরাটের রাজ্যে পতিত হইত তাহা হইলে মৎস্য-রাজ্য উৎসন্ন হইত। বোধ হয়, সন্ন্যাসীর নেত্র-বারিপাতে বিজয়নগরে অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে।" মধুরাও বলিলেন, অনর্থের জন্য দোষী আমি।"

মারাপ্পা বলিলেন, "আমি ত তাহা বলি নাই। মধুরাও! তুমি নির্দ্দোষী। এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী সেই বিশ্বাসঘাতক।"

সভায় প্রবেশ করিয়া মারাপ্পা বলিলেন, "সন্ন্যাসী হইয়াও, তোমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এই শেষ বার তোমাদের আলোচ-নায় আঘাত দান করিতে আসিয়াছি। আমি সকলকে শুনাইয়া একটি কাহিনী বলিতে চাহি"—

মারাপ্পার মুখকান্তি দেখিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। তিনি বলিতে লাগি-লেন, "আমার এক পুত্র সন্তান ছিল। তাহার নাম করিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করিব না। যখন সিংহগুপ্তায় ছিলাম, সে আমারই নিকটে থাকিত, নিজে তাহাকে অস্ত্র-শিক্ষা দিতাম। কুক্ষণে সে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিল। যখন অগ্রজের মৃত্যু হইয়াছিল, তখন সামন্তগণের ইচ্ছা ছিল যে আমি সম্রাট্ হই। প্রাচীন সামন্তগণের মধ্যে এখন কেহই জীবিত নাই, কিন্তু দেব। তাঁহারা কেহই রাজদ্রোহী বা দেশদ্রোহী ছিলেন না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আমি সম্রাট্ হইলে দেশের ইষ্ট-সাধন হইবে। আমি তাঁহাদের বুঝাইলাম, তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিংহাসনে বসিল। মুসলমান সুলতানের হস্তে পরাজয়, পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু-এই দুইটী শোকে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া যখন সে অকালে প্রাণত্যাগ করিল, তখন সামন্তরাজগণ আর একবার সেই পুরাতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহারা সকলেই বীর, তথাপি শুনিলাম, আমার বীরত্বে তাঁহারা প্রীত হইয়া-ছেন এবং সেই প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু দেব, আমি জানিতাম, তুমি বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্, স্বয়ং পণ্ডিত মধু-রাও তোমার শিক্ষাগুরু। ভাবিলাম, বিজয়নগরের সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি। সে-দিন সামন্ত-নৃপতিগণের অনুরোধ দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করিলাম, সে-দিন আমার পুত্র আমার পার্শ্বে ছিল। কিছু দিন পরে পীড়িত হইয়া সে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিকারে নানারূপ অসংলগ্ন কথা শুনা যায়, তাহাতে আস্থা-স্থাপন করা উচিত নয়; কিন্তু তাহার প্রলাপ শুনিয়া আমি অস্থির হইলাম—সে কেবল রাজসিংহাসন, রাজ্য প্রাপ্তি, রাজমুকুটের কথা। ভাবিলাম, দুর্দ্দান্ত উচ্চাশার বশবর্ত্তী হইয়া; সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। আমার

মৃত্যুর পর সিরুগুপ্তা তাহার হস্তে যাইবে। সিরুগুপ্তা সাম্রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার। যদি এই দুর্গ সে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, রাজ্যের সমূহ বিপদ্ হইবে। ইহা ভাবিয়া সিরুগুপ্তা ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিলাম। সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ লাভ করিলাম,সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিল। সেই বিশ্বাসঘাতক-কেও কতবার সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে তোমার মনোরঞ্জন করিয়া সংসারেই লিপ্ত রহিয়া গেল।"

দেবরায় অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না ; বলিলেন, "তাত, সে আমাকে বাস্তবিকই ভালবাসিত। আমার এখন মনে হয়, তাহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া না গেলে, সম্রাট্ হইবার বাসনা তাহার মনে জাগিত না।" অসহিষ্ণুভাবে মারাপ্পা বলিলেন, "না দেব! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। ভালবাসা বলিয়া কিছু তাহার হৃদয়ে ছিল না। সে আমাকে কখন ভালবাসিত না, তোমাকেও না। মধুরাওয়ের উমার মত অপূর্ব্বরূপগুণের অধিকারিণী কন্যা যদি তাহার পত্নী হইত, সে তাহাকেও ভাল বাসিত না।" দেবরায় নতমস্তকে রহিলেন। মারাপ্পা বলিতে লাগিলেন, "পাছে সে তোমার অনিষ্ট করে, সেই জন্য তাহাকে আমার নিকটে রক্ষিত-সংলগ্ন আবাসে রাখিবার চেষ্টা করিতাম। যখন রাজধানীর বাহিরে যাইতাম, প্রয়োজনে, নিষ্প্রয়োজনে তাহাকে সঙ্গে লইতাম। এত সাবধান না হইয়া যদি দেবতার সমক্ষে স্বহস্তে তাহাকে বলি দিতাম, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের কলঙ্ক হইত না।"

দেবরায় বলিলেন, "তাত! গত বিষয় আলোচনা করিয়া আপনি অনর্থক মনঃকষ্ট পাইবেন।" মারাপ্পা বলিলেন, "মনে স্নেহ থাকিলে কষ্ট হয়, কিন্তু বৎস, তাহার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই। আর সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার ক্ষমাও নাই।" দেবরায় বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে, আমার ভুলে সে দুষ্কার্য্যের সুযোগ পাইয়াছিল। ভিন্ন অবস্থায় তাহার ভাগ্য ভিন্নরূপ হইত।"

মারাপ্পা বলিলেন, "আমিও একবার সেইরূপ আশা করিয়াছিলাম। দুর্গার মুখে মধুরাওয়ের কন্যার কথা প্রায়ই শুনিতাম। ভাবিয়াছিলাম, এরূপ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে, বোধ হয়, সে তাহার উচ্চাশা ভুলিয়া যাইতে পারে। ফিরোজ শাহের পুত্র স্ত্রীরত্ন-লাভ করিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিল—তাহা আমার মনে বার বার উদয় হইল। সেই জন্য একদিন আমি তোমাকে সে-কথা বলিয়াছিলাম।" মধুরাও বলিলেন, "ও-সব প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই। তুমি বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া যাইতেছ। যাইবার পূর্ব্বে ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, এখন আক্ষেপ, ক্রোধ, জিঘাংসা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দাও।"

মারাপ্পা বলিলেন, "হাঁ, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেব! সুখী হও। তোমরা সকলেই সুখী হও। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় শত পুত্রের জনক হও—কিন্তু তাহারা যেন সুপুত্র হয়, যেন তাহাদের কীর্ত্তি দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্তই বিজয়নগর ত্যাগ করিব না, মধুরাও! এখনও আমার কাজ শেষ হয় নাই। মধুরাও! আশীর্ব্বাদ আজ করিলাম, পরেও করিব, যতদিন বাঁচিব ইহাদের আশীর্ব্বাদ করিব। কিন্তু অগ্নিশিখার যেরূপ আলোক থাকে, সেইরূপ উত্তাপ ও ধূমও থাকে। সর্পের

মস্তকে মণি থাকে, দন্তে তাহার গরল। আজ আমার আশীর্ব্বাদের মণি ইহাদের কণ্ঠে ভুজঙ্গমের ন্যায় বিরাজ করিবে; আমার স্নেহের আলোকে ইহাদের তরুণ জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মধুরাও! আজ দেবাসুর মিলিয়া আমার হৃদয় মন্থন করিতেছে। মন্থনের শ্রেষ্ঠ ধন অমৃত ইহাদের, আর হলাহলে জর্জ্জরীভূত হইবে সেই বিশ্বাসঘাতক! ইহাদিগকে যে-মুখে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, সেই মুখেই সেই দুর্বৃত্তকে অভিসম্পাত দিব—"

সভাস্থ সকলে আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষান্ত হউন!" মধুরাও আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন, "ক্ষান্ত হও, বৃদ্ধ!" কে ক্ষান্ত হইবে? ভক্ষ্য সমক্ষে দেখিয়া অজগর যেরূপ গর্জ্জন করে, খাণ্ডব-দাহন কালে বুভুক্ষু বৈশ্বানর যেমন গর্জ্জন করিয়াছিলেন, মায়াপ্পাও সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পিনাকীর ত্রিশূলের ন্যায় করাঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া মায়াপ্পা বলিতে লাগিলেন, "আমি তাহাকে অভিসম্পাত দিব। যতদিন জীবিত থাকিব এই অভিসম্পাত দিয়া যাইব। ইহজীবনে সুখ শান্তি কাহাকে বলে সে যেন না কখন জানিতে পারে। দিনের আলো যেন চির কালের জন্য তাহার নয়ন হইতে নিবিয়া যায়! যন্ত্রণা, বিভীষিকা, আত্ম-গ্লানি যেন তাহার নিত্যসহচর হয়! পৃথিবীর ফলমূলে যেন তাহার জন্য মধুর পরিবর্ত্তে বিষ সঞ্চিত থাকে! নদী যেন তাহার স্পর্শে শুকাইয়া যায়। কানন তাহার স্পর্শে যেন দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠে। অনন্ত কাল ধরিয়া যেন সে রৌরবনরকের প্রচণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ হয়!—"

দেবরায় বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, কিন্তু মধুরাও দ্রুত স্খলিত-পদে আসিয়া মায়াপ্পার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সে আমার যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছি। তুমিও—।" মায়াপ্পা বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না। তুমি যদি তাহাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। তুমিও তাহাকে ক্ষমা করিবার কথা ভুলিয়া যাইবে। কেন ভুলিয়া যাইবে, তাহাই আজ বলিতে-ছিলাম। শুন তবে—

"আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, দেব! তুমি তাহাকে রাজধানীর ভার প্রদান করিয়া যাইবে। তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না—কারণ, সে সময় বিজয়নগরেই থাকিব ভাবিয়াছিলাম; আর, তাহার ক্ষমতারও সীমা ছিল। কিন্তু যখন তুমি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিলে, তখন মনে হইল তোমাকে বাধা দিই। আমি তোমার অনেক ইচ্ছায় বাধা দিয়াছি, আমার আচরণ তোমার নিকট নূতন বোধ হইত না। কিন্তু তখন আমি দেখিলাম, সিংহাসন-লাভে দুর্বৃত্তের মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকটিত হইল না। সে-মুখে অনিচ্ছা-ভয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতে-ছিল। সেই দিন মনে নিজের বদ্ধমূল ধারণার উপর একবার সন্দেহ জন্মিল। বিশ্বাসঘাতকের নরকীয় বুদ্ধি আমার চক্ষে ধূলি দিল। ভাবিবার সময় বেশী ছিল না। তুমি তাহার পর যাহা করিবে, তাহাও আমি জানিতাম। কিন্তু সেই দিনই আমার মত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। মধুরাওয়ের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে আমার আর ইচ্ছা ছিল না। বিচলিত হইও না,

মধুরাও! স্বর্গের দেবীর দোষ থাকে না—তোমার কন্যার দোষ কিছু ছিল না। সে আমার পুত্রবধূ, হইলে তাহাকে যত স্নেহ করিতাম, এখন তাহা অপেক্ষা বেশী স্নেহ করি।" মারাপ্পা দেখিলেন, দেবরায়ের দৃষ্টি সম্মুখস্থ বেদীর উপর নিবদ্ধ। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমার পুত্র-কন্যার সঙ্গে কোন পিতার সন্তানের তুলনা হয় না। এখন একটি কথা বলিব—তম্বুরাওয়ের সম্বন্ধে। আজ এখানে চতুর্দ্দিকে যুবকের মুখ দেখিতেছি। যুবক সামন্তগণ! তোমরাও শুন, কিরূপে এক যুবকবীর মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।" মারাপ্পা থামিলেন। সভায় শুষ্কপত্র পড়িলেও পতন-শব্দ শুনা যাইত। সভার লোক স্পন্দহীন, সভাগৃহের তরঙ্গায়িত শীর্ষ নবকোণ স্তম্ভশ্রেণীর ন্যায় নিশ্চল। মারাপ্পা বলিলেন, "তোমরা সকলে শুনিয়াছ যে মারাপ্পা ও তম্বুরাওয়ের দ্বারা গত বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছে। জনরবে অধিক বিশ্বাস করিও না। আজ শুনিবে তম্বুরাও একাকী সে বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।—

"সে-বিশ্বাসঘাতকের প্রতি আমার বিশ্বাস ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। রাজপ্রাসাদ রক্ষি-শূন্য করিয়া নগরীর ও উপকণ্ঠের সমস্ত বলিষ্ঠ নাগরিকগণকে স্বয়ং রণসাজে সজ্জিত করিয়া সে সহস্র সহস্র যোদ্ধা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। নিজে আমাকে আমাদের প্রথম জয়-লাভের সংবাদ জানাইল। সিংহাসনে এক দিনও সে উপবেশন করে নাই। সিংহাসনের উপর রাজমুকুট রক্ষা করিয়া বেদীমূলে আসন গ্রহণ করিত। বালকের বুদ্ধির নিকটে বৃদ্ধ মারাপ্পা প্রতারিত হইল!

"দক্ষিণে পুনরায় সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী বিদ্রোহী হইল, এ সংবাদ তোমরা শুনিয়াছ। পার্ব্বত্য সেনা সংগ্রহ করিয়া বিশ্বাসঘাতক অন্য এক বিশ্বাসঘাতকের বিদ্রোহ দমন করিয়া ফিরিয়া আসিল। সে-দিন আমি কমলা-পুরে রামস্বামীর মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিলাম, তাহার মুখে শুনিলাম সে স্বহস্তে বিদ্রোহীকে নিহত করিয়াছে; এখন সে আনিগণ্ডীতে তম্বুরাওয়ের নিকট যাইতেছে। সত্যই সে-দিন মনে একটু তৃপ্তি, একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম।

"গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম, ভগবান্ তাহার শাস্তি দিলেন। দুই দিন মন্দির ত্যাগ করি নাই। তৃতীয় দিন কোলাহল শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। শুনিলাম, দুর্বৃত্ত আনি-গণ্ডী আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, পুনর্ব্বার আক্রমণের চেষ্টা চলিতেছে। তার পর বুঝিলাম সংবাদ সত্য। সর্পের দন্ত-মূলে বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, সে এইবার দংশন করিবে।

"প্রাসাদ-অভিমুখে চলিলাম—পথে লোকের জনতা, প্রকৃত সংবাদ কাহারও নিকট পাইলাম না। এক সংবাদ দুই জনের মুখে শুনিলাম না। কেবল জানিলাম আনিগণ্ডীতে তম্বুরাও আছেন, রাজধানীতে বিশ্বাসঘাতক সম্রাট্ হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, আর বিজয়নগরের রাজপথে আমি বৃদ্ধ মারাপ্পা, নগরীর রাজপথের ন্যায়ই নিরুপায়।

"রাজ-প্রাসাদে গেলাম; দেখিলাম, দক্ষিণ হইতে আনীত পার্ব্বত্য সেনা-দ্বারা পুরী রক্ষিত। তাহারা আমাকে চিনে না। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। বিশ্বাসঘাতকের দেখা

কোথাও পাইলাম না। সংশয়ে, উদ্বেগে মন অন্ধকার হইয়া গেল। বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে গিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম আনিগণ্ডীর দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত রাজধানীর সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। নগরীর উত্তর তোরণে বিশ্বাসঘাতকের সেনা সজ্জিত হইতেছিল। পথে ভীতিবিহ্বল চঞ্চলনেত্র এক দূতের সহিত দেখা হইল। সে বলিল, অচিরে আর্য্যদের সহিত যুদ্ধ বাধিবে, খাণ্ডবপ্রস্থ, তীর, ভল্ল হস্তিপৃষ্ঠে ত্বরায় প্রেরণ করা আবশ্যক। সমবেত নাগরিক-মণ্ডলীকে এই কথা বলিলাম, তাহারা বিশ্বাস করিল। সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, ক্ষমতা ছিল না। যাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে—নগরে কেবল শুক্লকেশ বৃদ্ধ ও শ্মশ্রুহীন বালক। রাজ-প্রাসাদ একটি দুর্গে পরিণত হইয়াছে।

"ভগবান্ বিরূপাক্ষ একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। গণ্ডীকোটার যুবক সামন্ত পীড়িত বলিয়া সংগ্রামস্থলে যাইতে পারেন নাই। তিনি আপন সেনাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেনাপতি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিয়া আর আপত্তি করিলেন না। আমি দক্ষিণ প্রাকার হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার শিবিরে গিয়াছিলাম।

"গণ্ডীকোটা-সৈন্য দক্ষিণ তোরণ অধিকার করিল। বিশ্বাসঘাতক সে-সংবাদ পাইয়া আনিগণ্ডী আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিতে আসিল। গণ্ডী-কোটার সেনা পুরী আক্রমণ করিল। আমি কমণ্ডলু তন্দুরাওয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য আসিতে বলিলাম। গণ্ডীকোটা-সৈন্য কিছুই করিতে পারিল না। দুর্বৃত্ত যুদ্ধ করিতে জানিত। রাজপথে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। আমাদের সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

"বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিলাম। পশ্চাদ্ধাবনের পর রক্তাক্তদেহে দুর্বৃত্ত ফিরিয়া আসিল। রক্তের আস্বাদ পাইলে বাঘ যেরূপ ভীষণ উন্মত্ত হয়, তাহার মূর্ত্তিও সেইরূপ ভীষণ, সেইরূপ হিংস্র। দূরে দেখিলাম, মধুরাও। তোমার পুত্র তন্দুরাও—অশ্বারোহণে—আপনার শ্রেণীবদ্ধ সেনার অগ্রভাগে। দেবসেনাপতি স্কন্দের ন্যায় তরুণ সে মূর্ত্তি, সূর্য্যপুত্র রেবন্তের ন্যায় দীপ্তিমান্! বিশ্বাসঘাতকের সেনাদল ছুটিয়া চলিতেছিল, সর্ব্বপশ্চাৎ দুর্বৃত্ত স্বয়ং। তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এই যষ্টি প্রহার করিলাম। আঘাত অশ্বের স্কন্ধে লাগিল—অশ্ব পড়িয়া গেল। আমিও পড়িয়া গেলাম। জীবনে সেই প্রথম মূর্চ্ছা!

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, আমি রাজপুরীর এক কক্ষে বন্দী। যষ্টি আমার পার্শ্বে রহিয়াছে। একটি পাত্রে দুগ্ধও ছিল। ভাবিলাম সে দুগ্ধে নিদ্রার—হয় ত বা চির-নিদ্রার ঔষধ আছে তাহা স্পর্শ করিলাম না। একবার দুর্গার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, মনে হইল। আবার পর-ক্ষণেই শুনিলাম, আর্ত্তনাদ ও রণকোলাহল। বুঝিলাম, তন্দুরাও আসিয়াছেন। ক্রমে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা নিকটে আসিল। কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম, দ্বারপথে তন্দুরাও আহত হইয়া পতিত—দুর্গা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাঁহার রক্ত-স্রাব নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

"যৌবনে ক্ষত-চিকিৎসা কিছু কিছু জানিতাম। ভ্রমণ-কালে নানা বিপদ ও

পত্রের গুণ শিক্ষা করিয়াছিলাম। তদুরাওয়ের ক্ষত পরীক্ষা করিলাম। সে আঘাতে মানুষ বাঁচে না। আঘাত একটী নয়—শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় দেহে অগণ্য ক্ষত। ঔষধ-লেপন করিয়া ক্ষতস্থানগুলি বাঁধিয়া দিলাম। চেতনা আসিলে বীর তাঁহার দেহ আনিগণ্ডীতে লইয়া যাইতে বলিলেন।"

সভাস্থ সকলের নেত্রে জল পড়িতেছিল। মারাপ্পার নেত্র শুষ্ক, কিন্তু তাহা ধূমকেতুর কপিশ পিণ্ডের ন্যায় ভাবময়। আর মধুরাওয়ের নেত্রও শুষ্ক, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি আকাশের ন্যায় ভাবহীন একটি অসীম শূন্যতায় পূর্ণ।

পথে মধুরাও মারাপ্পাকে বলিলেন, "আমি তাহাকে তথাপি ক্ষমা করিয়াছি, সে ত' আর ফিরিবে না।" মারাপ্পা বলিলেন, "তোমার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে।"

উৎসব।

[রচনা—শ্রীমতী বেলা গুহ]

নিখিল-ভুবনে একি আনন্দ,
উৎসব-কলরোল!
উতলা করিয়া নিথর হৃদয়
কে দিল এমন দোল!
ঘুচাইয়া দিল সকল দ্বন্দ্ব,
শঙ্কা—সরম, সকল বন্ধ,—
ঝঙ্কারি, উঠে বিশ্ব-বীণার
একি এ মধুর বোল!
শিশির-সিক্ত লতিকার সনে
কিরণের কোলাকুলি,
অসীমের সাথে মিলিতে সসীম
দিয়াছে পরাণ খুলি।
ফুটে উঠে হাসি সবার আননে,
সুখ-তরঙ্গ ভুবনে ভবনে—
বিরহ-বিধুর অধীর হৃদয়
পেয়েছে শান্তি-কোল!
বিশ্ব সভায় উৎসব আজি
উচ্ছল কলরোল!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

মালকোষ—চৌতাল।

স্থায়ী।

II { ১ সণা | ণা। সা | ণা। দা | ণমা। জ্ঞা | মা। দা | ণা।—দা | সা I
নি॰ | খি ল | ভু ব | নে॰ এ | কি আ | নী ন্ | দ

I ১ সণা | -সা। মা | ২ জ্ঞা। মজ্ঞা | সা। মা | ৩ -দা।-ণা | ৪ -দা।-সা | -া I
উ॰ | ৎ স | ব ক॰ | ল রো | ॰ ॰ | ॰ ॰ | ল্

I ১ পা সা । পা ২ দা । পা ৩ দা মা দা । মা ৪ জ্ঞা । মা -জ্ঞা I
উ ত লা ক রি রা নি ধ র হৃ দ য়

I ১ মজ্ঞা মমা । মা ২ জ্ঞা । মা ৩ দা । মা -দপসা । -দা -পা । -সা ৪ -পা II
কে০ দি০ ল এ ম ন দো ০০০ ০ ০ ০ ন্

অন্তরা।

I ১ মা দা । পা ২ দা । মা ৩ জ্ঞা । মা দা । পা ৪ সা । -পসা সা I
ঘু চা ই রা খি ল স ক ল ষ ০ন্ ষ

I ১ সা -পা । সা ২ সা । পা ৩ পা । মা দা । পদা ৪ সা । -পপা সা] I
শ ঙ্ কা স র ম স ক ল০ ব ০ন্ ধ

I ১ সা -পা । সা ২ র্মজ্ঞা । র্মজ্ঞা র্মা । ৩ র্মজ্ঞা । র্মা । সা -পা । ৪ সা -পা I
ঝ ঙ্ কা রি০ উ০ ঠে বি০ শ ষী ০ ণা র

I ১ মা সা । পা ২ দা । মা মা । ৩ জ্ঞমা -দপা । -সর্মা -জ্ঞর্সা । -পদা ৪ -পা) II
এ কি এ ম ধু র বো০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ন্

সঞ্চারী।

II ১ সা মজ্ঞা । জ্ঞা মা ।—। ২ সা । পা ৩ সা । দা ৪ পা । দ্মা মা I
শি শি০ র সি কৃ ত স তি কা র স০ নে

I ১ জ্ঞা মা । পা ২ দা । পসা ৩ পা । মা ৪ -দা । -পা -দা । পা -সা I
কি র পে র কো০ লা কু০ ০ ০ ০ লি ০

I ১ সা মা । জ্ঞা ২ মা । দা ৩ দা । পা ৪ সা । সা পা । দা -পা I
অ সী মে র সা ধে মি লি তে স সী ম

I ১ সা র্মা । জ্ঞা ২ সা । পা ৩ দমা । জ্ঞমা -দমা । -দপা -দপা । ৪ সপা -দমা] I
দি রা ছে প রা প০ খু০ ০০ ০০ ০০ ০০ লি০ ০০

আভোগ।

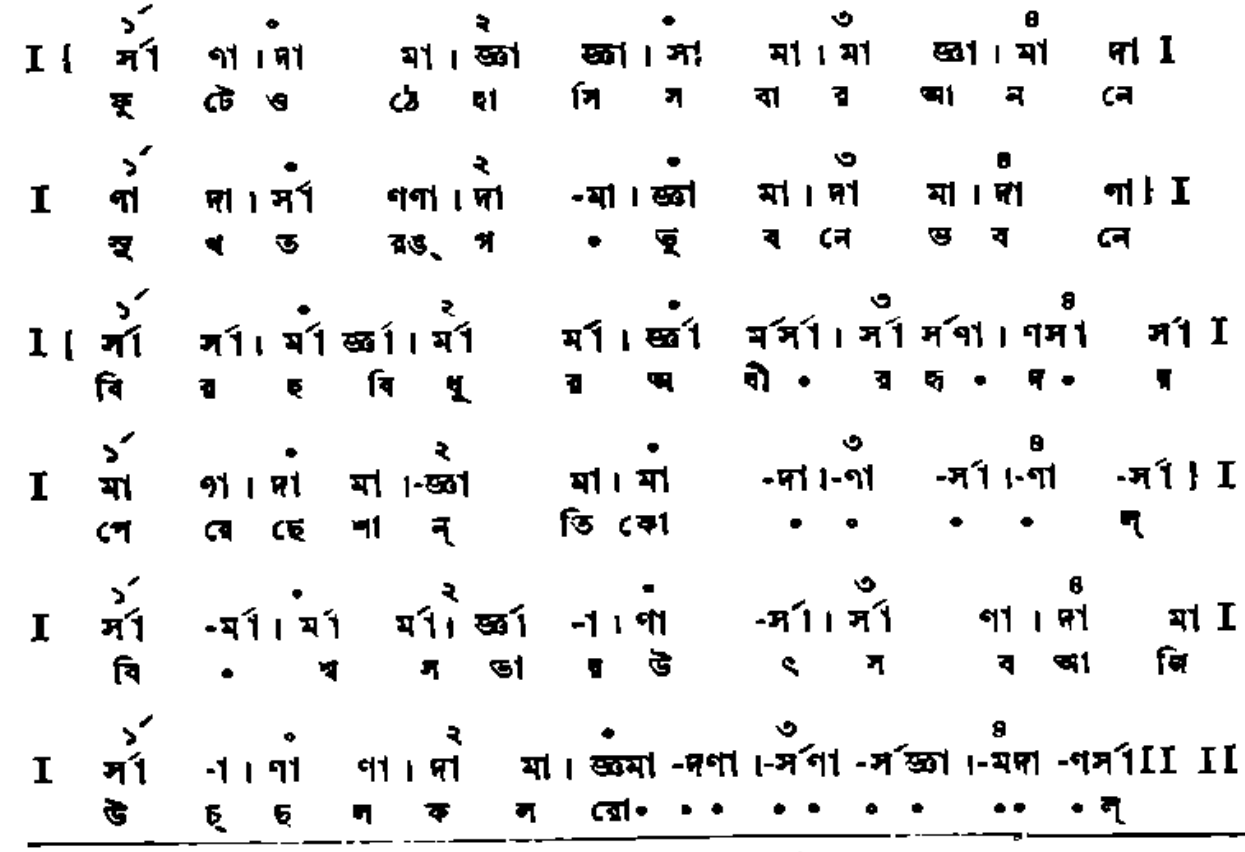

• 'আস্থায়ী' শব্দের পরিবর্ত্তে এবার হইতে 'স্থায়ী' শব্দটিই ব্যবহার করা হইবে। কারণ এই যে, বহুকাল হইতে পশ্চিম প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞরাই, যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত জানেন না বলিয়া মনে হয়, আমাদের দেশের সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গীত শিখাইয়া আসিতেছেন। ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত পশ্চিমবাসী লোকেরা প্রায়ই শোনা যায় যে, 'স্কন্দ-পুরাণ'কে 'আস্কন্দ-পুরাণ,' 'স্নান'কে 'আস্নান,' 'স্ত্রী' কে 'ইস্ত্রী' ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। সেই হিসাবে তাঁহারা 'স্থায়ী' কে 'আস্থায়ী' বলিয়া উচ্চারণ করাতে, উহা চলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরাও অনেকে 'স্কুল্'-কে 'ইস্কুল্', 'স্মিথ্'কে 'ইস্মিথ্', 'ষ্ট্রীট'-ক 'ইষ্ট্রীট্', 'ক'-ফলা' কে 'আক্ক-ফলা,' 'ষ্ক-ফলা'কে 'আক্ক-ফলা' বলিয়া থাকি, আর প্রচলিতও তাহাই হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে 'মানসী ও মর্ম্ম বাণী'র গত কার্ত্তিক-সংখ্যায় ১৮৩ পৃঃ সুন্দরভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।—লেখিকা।

পুস্তক সমালোচনা।

মেয়েদের গীতা। শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।—মূল্য ১।০, বেঙ্গল পাবলিশিং হোম। ৫নং সুরমহম্মদ লেন ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। গীতার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। কেবল মাত্র বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার উপযুক্ত বাঙ্গালায় গীতার প্রকৃত ব্যাখ্যা এক-খানিও আছে বলিয়া মনে হয় না। লেখক গল্পে লিখিয়া গীতার কঠিন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। দুই একস্থানে রচনা বিকৃতি থাকিলেও মোটের উপর পুস্তকের

ভাষা খুবই সহজ, উপন্যাসের ন্যায় অনায়াসে পাঠ করা যায়। ছাপা আর একটু ভাল হইলেই ভাল হইত। পুস্তকের মূল্য সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় একটু বেশী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাঙ্গালী স্ত্রীলোক কেন অনেক পুরুষের উপকারার্থ সোজা কথায় কঠিন বিষয় বুঝাইতে লেখক যে পরিশ্রম করিয়াছেন,তাহার বিবেচনায় মূল্য মোটেই বেশী নহে। যাহা হউক্ শোকদুঃখে শান্তি দিতে বাঙ্গালীর সহচর পুস্তকখানির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

শোক-সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বামাবোধিনীর সহকারিণী সম্পাদিকা কুমারী ঊষাপ্রভা দত্ত গত ১১ই মাঘের মহাপুণ্য দিনে বামাবোধিনী ও আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর ক্ষীণ জীবনটুকু এত দিন তাঁহারই যত্নে রক্ষিত হইতেছিল। তিনি নিজের চির-অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর লইয়া কি করিয়া ইহার সেবা করিতেন, সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইত। শুধু পিতৃকীর্ত্তি বামাবোধিনীর জীবনরক্ষা ও নারীজাতির সেবাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও মধুরতা নারীসমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে। তাঁহার গুণের কথা সামান্য কয়ছত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব। পরে তাঁহার পবিত্র জীবনের কাহিনী প্রকাশ করা যাইবে। ভগবান্ তাঁহার অমর আত্মাকে চির-শান্তি-রক্ষা করুন।

কুমারী ঊষাপ্রভা দত্তের স্বর্গারোহণে

স্নেহের ভগিনি ঊষা! আজ মাঘের একাদশ দিবসে শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তোমার পূত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলে, আজ তোমার সাধনা সফল হইল। তুমি দেহমুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, আজ স্বয়ং ভগবান্ তোমাকে অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তুমি এখন অনন্ত শান্তিধামের যাত্রী হইলে। তুমি সাধু পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সাধ্বী মাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলে, তোমার ভাই-ভগিনী ও আত্মা-স্বজনের অতুল স্নেহের মধ্যে তুমি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলে। সত্যই তোমার সুন্দর জীবন সদ্যোজাত পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হইয়াছিল। তোমার চরিত্রের সুগন্ধে আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হইতাম। তুমি আজীবন দারুণ রোগে ক্লিষ্টা হইয়াও জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি লইয়া দুরন্ত রোগের সহিত একদিকে সংগ্রাম, অপরদিকে পবিত্র জীবনলাভের প্রয়াসে কতই না সাধনা করিয়াছ! কঠিন সংযম-ব্রত পালনে তুমি সর্ব্বদা তৎপর ছিলে। একদিনও তুমি আলস্যকে জীবনে স্থান দাও নাই, তুমি আজীবন সাধিকাছিলে। আজ বলি, ভগিনি! তোমার জন্ম সার্থক হইয়াছে, তুমি সত্যই সাধনায় সফলকাম হইয়াছে। আজ আমরা তোমার জীবনে ভগবানের অপার লীলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি এবং সকলের পিতা প্রভু পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি আজীবন কুমারী থাকিয়া পুণ্যময় জীবনের প্রভাব বিকীর্ণ করিয়া তোমার পিতৃকুলকে ধন্য করিয়াছ। আজ তোমায় বলি "কুলং পবিত্রম্ জননী কৃতার্থা"। যাও, দেবি যাও, সেই শান্তিধামে যেখানে তোমার পুণ্যশ্লোক পিতা, পুণ্যবতী মাতা, ভগিনী বিধুবালা, আর কত কত গুরুজন, স্নেহের ধন, তোমার প্রাণ প্রিয়জন-তাঁহাদের সকলের সহিত মিলিত হও, পরলোকে দেবতাদের সহিত মিলিত হও, উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার সহিত মিলিত হও! যাহা কিছু মলিন, সে-সকল পরিহার করিয়া পুনরায় স্বগৃহে গমন কর, নূতন তেজোময় দেহের সহিত মিলিত হও।

স্বর্গের দেবতাগণ-তোমাকে রক্ষা করুন্! যে পথে তুমি অগ্রে চলিলে, সে পথে তোমাকে রক্ষা করুন্! সুকৃতিগণ যেখানে থাকেন, তাঁহারা যেখানে গমন করেন, জগৎ-প্রসবিতা তোমাকে সেই স্থানে স্থাপন করুন্! ওঁ শান্তিঃ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

বাঙ্গালা দেশের ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাইজের জন্য অনুমোদিত

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত

সচিত্র **সাতনদী** মূল্য দশ আনা

গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সাতটী পুণ্য-নদীর পৌরাণিক কাহিনী।

আইভরি কিনিশ কাগজে লাল বর্ডারে সুন্দর ছাপা। মলাটে একখানি ও ভিতরে সাতখানি নদী ও নদীতীরের সুন্দর, সুন্দর তিনরঙ্গা ছবি আছে।

"বইখানি আগাগোড়া চলিত দুখের কথায় গল্প বলার ধরণে লেখা; এজন্য ইহা ছেলেদের খুব সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এই সাতনদীর কাহিনী জানা উচিত। সাতনদীর সাতখানি রঙ্গিন ভাল ছবি আছে। সুতরাং দাম এই মাগ্‌গির বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে।"—প্রবাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩২৭) বিস্তৃত সমালোচনা দেখুন। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষ নায়ক, বসুমতী, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, অমৃতবাজার প্রভৃতিতে প্রশংসিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা।

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী স্বরূপ। ভাষা অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতিবালক-বালিকাগণকে কাচের খেলার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারসসিটী।

বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

১। ধর্ম্মসাধন (প্রথম ভাগ)।০ স্থলে ৶০ ২। ঐ (২য় ভাগ) ৷৵০ ,, ।০ ৩। কুষকবালা ॥০ স্থলে ।০। ৪। বেদিয়া বালিকা ৶০ স্থলে ৵০। ৫। বনবাসিনী ৵১০ স্থলে ৵০। ৬। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৵১০ স্থলে ৫। ৭। নারী-শিক্ষা ১ম ও ২য়) ॥০ ও ৸০। ৮। কারাকুসুমিকা ৵০। ৯। ইঙ্গিত ও আদর্শ।০ স্থলে ৶০। ১০। মানব-সখা ৶০। ১১। ডিপুটি-বিভূতি- ৵০ স্থলে ৷০। প্রত্যেক বর্ষের পুরাতন বামাবোধিনী ২৲। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ব্রেন পিলের জন্মকথা বিনামূল্যে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল"

ম্যানুফ্যাকচারিং কোং।

কুণ্ডা, দেওঘর, (এস, পি)।

March, 1923. Reg. No. C. 134

৬০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

মার্চ্চ, ১৩২৯—ফাল্গুন, ১৯২৩।

সূচী

১। মহিমা	শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী	৩২৯
২। গান ও স্বরলিপি	রচনা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৩২৯
	স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	৩৩০
৩। ইন্দিরা (নাটক)	শ্রীমতী—	৩৩২
৪। করুণা (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল	৩৪১
৫। দোলনে (কবিতা)	শ্রীসুখেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৪১
৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত	৩৪২
৭। রাগ না অভিমান (গল্প)	শ্রীহরদাস চট্টোপাধ্যায়	৩৪৬
৮। সোণার হার (উপন্যাস	শ্রীযুক্ত	৩৫২
৯। হিন্দুর তীর্থ নিচয়	শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী	৩৫৭
১০। স্বর্গীয়া কুমারী উষাপ্রভা দত্তের পুণ্য শ্রাদ্ধ বাসরে—শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য		৩৫৮
১১। শোকাশ্রু	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৩৫৯
১২। তর্পণে	শ্রীমতী মণিকা রায়, বি, এ	৩৬০

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দত্ত এম্-এ কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০ ; ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০ ;

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

অবার এসেছে আকাশ ছেয়ে

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা" : : : :

তিন অক্টেভ,	৩'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল'	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন ফ্লুট" : : :

তিন অক্টেভ,	২'সেট অর্গান রীড	৭৫৲ টাকা
ঐ	২'সেট রীড	৯০৲ টাকা
ঐ	২'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,

৮নং ডালহাউসীস্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"

টেলিগ্রাম "ডোয়াকিন্স"

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

টেলিফোন ১০৫১ কলিকাতা

মণ্ডল ফুলুট।

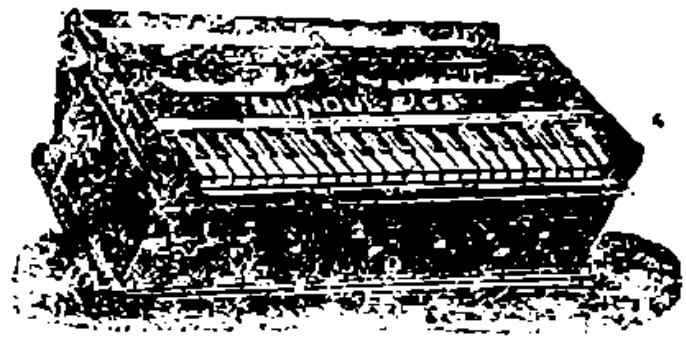

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফুলুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেয়েদের গীতা—শ্রীযুক্ত কুমুদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ১।০ বেঙ্গল পাবলিশিং কোম্পানী ৫ (খ) নং মহাম্মদ লেনে ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। বামাবোধিনী (মাঘ ১৩২৯) তে বিস্তৃত সমালোচনা দেখুন।

মেয়েদের বোধগম্য করিবার জন্য গীতার তত্ত্ব গল্পে আলোচিত ও অনুবাদিত হইয়াছে।'... প্রবাসী। 'গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল। বাঙ্গালীর মেয়েরা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।... হিতবাদী। 'অল্পশিক্ষিতা নারীগণও সহজে গীতার জটিল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।.... নায়ক। সরল গল্পে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় এই গ্রন্থে বিবৃত...বসুমতী। 'Written in simple and impressive Bengali prose and contains a lucid explanation of the tenets of the Gita. Let us hope the consolation which he succeeded in giving to his bereaved family, may be derived by all...Its get-up is nice and it will make an admirable prize and presentation book's. Servant.

সুবর্ণ সুযোগ।

যদি আপনার প্রিয়জনের ছবি (ফটো) চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ৩৷৷০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮"×১৪" সাইজের সুন্দর একখানি ক্রোমাই এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারি নচেৎ আরও ৪৲ টাকা বেশী লাগিবে। গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,

৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী-প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ , নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMHNDAL
THE ALL-INDIA HINDU SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.
General President H. H the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*
Fees for General Members Rs. 2 a year.
Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent ind ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class onthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price OSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE ic General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

নদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের মত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। সাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও শের অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ম. E মহোদয় বলেন,

শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইনি চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় আয়ী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, াহা আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
পোঃ আঃ—খাঞ্জাপাড়া, ফরিদপুর।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ টাকা, ভিঃপিঃতে ১।৵০। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৵০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ড্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের একজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত; ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 715. March, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৫ সংখ্যা।	ফাল্গুন, ১৩২৯। মার্চ্চ, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

মহিমা।

বিশ্বকেন্দ্র ব্যাপি, যার
পুণ্যগৌরব রাজি রে!
সতত ঘোষিছে তা'র
কীর্ত্তি-দুন্দুভি বাজি রে!
উঠিছে নিয়ত গম্ভীর আরাব,
জানাইতে তা'র মহিমা-প্রভাব,
নিখিল ভরিয়া করুণার ভাব
জাগিছে সতত সাজি, রে!
ভূধরে সাগরে, গহনে, নগরে
অনিলে, অনলে, আলোক, অম্বরে,
পাদপে লতায়, রতন-আকরে
দীপ্ত কিরণ লাজি, রে!
তা'র মহিমায় নিত্য রূপান্তর
হইতেছে এই বিশ্ব চরাচর,
সদা বিকশিত বাহ্য কি অন্তর,
সে সর্ব্বময় বিরাজী রে!
তপনে তাহার কিরণ বিস্তার,
শশাঙ্কে তাহার করুণা-প্রচার,
গ্রহ-উপগ্রহে প্রভাব-প্রসার,
অকূল মহিমারাজি রে!

শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী।

সাধের মালা।

[রচনা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, বি-এল্]

ভৈরবী—একতালা।

ফুল-মালা লয়ে বসে আছি প্রাতে
কা'র তরে, ও গো কা'র তরে!
মৃদু ব'য়ে যায় দক্ষিণ বায়—
তারি কথা মোর মনে পড়ে!

ডেকে ডেকে ওঠে পাপিয়া—
কি সুখা-যামিনী যাপিয়া ;
থেকে থেকে পিক্, চায় অনিমিক্ ;
থেকে থেকে কুহু কুহরে !
সহসা কেন গো আঁখিতলে মোর
জল উঠে যেন ছাপিয়া !—
আমি হৃদয়-আবেগ রাখিতে গো নারি
বক্ষের তলে চাপিয়া !

দুলি দুলি হাসে মৃদু ফুলগুলি
আমারি নয়ানে চাহিয়া—
সে কি আসিবে না পরিবে না মালা
দিবে না-কি মালা মোর গলে ?
দিন চলে যায় নিশি কাটে হায়
আকুল নয়ন জলে—
সাধের এ মালা প্রীতি-ফুল-ডালা
সব বুঝি যায় বিফলে !!

[স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

II { দা ১ পা পা। সা ২ সা সগা I পা ৩ জ্ঞা ঋা। ঋা সা সা।
হু ল মা লা ল রে• ব সে আ ছি প্রা তে

। সা ১ -ঋা ঋা। ঋা ২ সা পা I সা ৩ -জ্ঞা রা। মজ্ঞা -া -ঋসা।
কা ন্ ত রে ও গো কা ন্ ত রে• • ••

। সা ১ ঋা ঋা। ঋা ২ ঋা -জ্ঞা I সা ৩ -জ্ঞা- ঋা। সা পা দা।
মৃ ছ ব রে যা ন দ • ক্ষি ণ বা য়

। দা ১ পা সা। সা ২ ঋজ্ঞা -মা I জ্ঞা ৩ জ্ঞা ঋা। সা -া -া } II
তা রি ক থা মো• ন্ ম নে প ড়ে • •

II { মা ১ দা দা। দা ২ দা পা I পা ৩ র্সা র্সা। -া -া ।।
ডে কে ডে কে ও ঠে পা পি য়া • • •

[জ্ঞা ১ জ্ঞা জ্ঞা। ঋা ২ ঋা র্সা]
। -ঋা ঋা ঋা। ঋা র্সা র্সা I পা ৩ র্সা সা। -া -া ।}।
কি সু খ যা মি নী যা পি য়া • • •

সা ১ র্সঋর্জ্ঞর্মা র্মা। র্মা ২ র্মা -া I জ্ঞা ৩ -া র্জ্ঞ। র্রা র্মর্জ্ঞ-া।
থে কে • • • থে কে পি ক্ চা য় অ নি মি• ক্

০ ১ ২ ৩
। দা দা পা। র্সা ঋা জ্ঞর্মা I জ্ঞ ঋা র্সা।-া -া ।II
থে কে থে কে কু হ • কু হ রে • • •

০ ১ ২ ৩
II (র্সা ঋা র্সা। পা পা দা I পা পা দা। পা মা -া।
স হ সা কে ন গো আঁ খি ত লে মো য়

০ ১ ২ ৩
। মপা -দা পা। মা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা রা মজ্ঞা। (-া -া -ঋসা)।
জ• ল্ উ ঠে যে ন ছা পি য়া• • • ••

৩ ০ ১ ২
। -া -া ঋসা। (সা ঋা ঋা। ঋা ঋা -জ্ঞা I সা জ্ঞা ঋা।
• • আমি হৃ দ য় আ বে গ্ রা খি তে

৩ ০ ১ ২
। সা প্‌দা দা। দা -প্‌া সা। ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞা ঋা সা।
গো না• রি ব • ক্ষে র ত লে চা পি য়া

৩ ৩
। (-া -া ঋসা)। -া -া -া II
• • 'আমি' • • •

০ ১ ২ ৩
II (মা দা দা। দা দা পা I পা সা র্সা। -া সা র্সা।
হৃ লি হৃ লি হা সে মৃ হৃ ফু ল্ ও লি

০ ১ ২ ৩
[জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। ঋা র্সা র্সা]
I ঋা ঋা ঋা। ঋা র্সা র্সা I পা র্সা র্সা -া -া ।)।
আ মা রি ন যা নে চা ।হ যা • • •

০ ১ ২ ৩
।। র্সা র্ঋজ্ঞর্মা র্মা। র্মা মা র্মা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। র্রা জ্ঞা র্মজ্ঞা।
সে কি • • আ সি বে না প রি বে না মা লা•

০ ১ ২ ৩
। দা দা পা। র্সা ঋা জ্ঞর্মা I জ্ঞা -া ঋা। র্সা • -া ।)।
দি বে না কি মা লা• মো য় গ লে • •

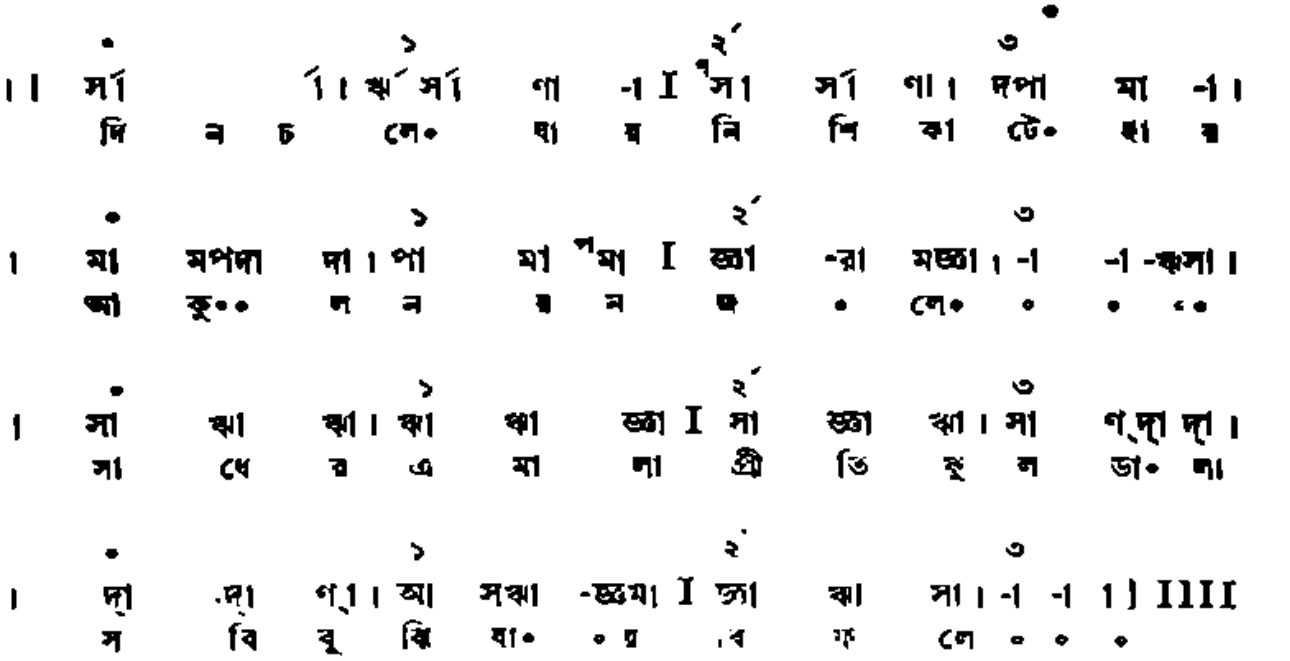

ইন্দিরা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুসজ্জিত পুরাতন বৈঠকখানায় রাজা রাজানারায়ণ আসীন)

রাজা। (চিন্তাযুক্ত ভাবে) কি ভাবে বালা কাল কাটল, কোথা হতে যৌবনে এত ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে অপার সুখের অধিকারী হয়েছিলাম, আবার ভাগ্যদোষে সব হারালাম, সব গেল! যা আছে, তাও যায় যায়! এখনি হয়ত' যাবে! আঃ হাঃ—মা লক্ষ্মী তুমি চঞ্চলা! কিন্তু এত যে চঞ্চলা তা জান্‌তাম্ না। (ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া) সব গেল, সব গেল; ধন গেল, মান গেল, সুখ গেল, স্বাস্থ্য গেল। অকালে গৃহিনী প্রাণত্যাগ কর্‌ল, অভাগিনী শিশু-কন্যা ফেলে চ'লে গেল! কত যত্নে কত অর্থব্যয় ক'রে তাকে মানুষ কর্‌লাম; তার মুখ চেয়ে সকল দুঃখ দূর হয়েছিল! এখন তাকে দেখলে যে আমার দুঃখ শতগুণ বৃদ্ধি পায়! আঃ—মাগো ইন্দিরা, তোর কি হবে! এখনও পাত্রস্থ কর্‌তে পার্‌লাম না!!! হায়! হায়! বিধাতঃ—লীলাময় দেবতা! এ সুত-পারিজাত কি অযত্নে শুকাবে? আঃ,—জীবন ঘোর মত্ততায় গেল, শেষ দশায় দীনবন্ধু, দেখা দাও, দেখা দাও! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুরের কাছে উকিল বাবু আস্‌তে চান্।

রাজা। কে? কমল? কেন? কি দরকার? (ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া) আচ্ছা! তাঁকে নিয়ে এস।

(কমলকুমারের প্রবেশ।)

কমল। (প্রণাম করিয়া) শুন্‌লাম আপনি

নাকি এই বাড়ীবাগান পুষ্করিণী, এই জায়গা অর্থাৎ এই লক্ষ্মীপুরগ্রাম পর্য্যন্ত বিক্রি করবেন, মতলব করেছেন ?

রাজা। কেন বল দেখি ? এ গ্রামে এর খরিদ্দার কই কেউ আছে ?

কমল। হাঁ আছে।

রাজা। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) কে ?

কমল। আমি।

রাজা (ত্রস্তভাবে) চুপ চুপ্, আমি যে বিক্রি করব তা সকলে জানে এ আমার ইচ্ছা নয়। গোপনে গোপনে বিক্রির দরকার। তুমি কা'র মুখে শুন্‌লে ?

কমল। আপনার দেওয়ানজীর মুখে শুনেছি। আর কোন লোক বোধ হয় জানে না। তিনি আমায় গোপনে খবর দিয়েছেন। আপনার যদি কষ্টবোধ হয়, আমিও আর কাউকে জানাব না। এ বিষয়ে যেরূপ লেখা-পড়া দরকার সমস্তই গোপনে গোপনে করা হবে। কত দর দেওয়া হয়েছে ?

রাজা। দুই লক্ষ মুদ্রা।

কমল। কালই ঐ টাকা আপনার হস্তগত হবে ও দস্তর মত লেখা-পড়া করা হবে ! আপনার সম্মতি আছে ত ?

রাজা। (দীর্ঘশ্বাসের সহিত) সম্মতি আছে।

কমল। আজ তবে বিদায় নিই, কাল আস্‌বো।

রাজা। বাবা ! অম্‌নি মুখে যাওয়া হবে না ; কিছু মিষ্টি মুখ করে যেতে হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওমা ইন্দিরা !

(নেপথ্যে—'কেন বাবা ?' তৎপরে ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দিরা। আমায় ডাক্‌ছো কেন বাবা ?

রাজা। মা, ভাণ্ডারীকে এর কিছু জল-যোগের ব্যবস্থা কর্ত্তে বল ! ইনি আমাদের পরম বন্ধু ও অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক। তোমার লজ্জা কর্‌বার আবশ্যক নেই, মা, এ দিকে এস।

ইন্দিরা। আচ্ছা, আমি ভাণ্ডারী দিদিকে বলে আসি। (প্রস্থান)

কমল। (স্বগত) একি দেবী-প্রতিমা ! কি দেখ্‌লাম।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। খাবার জায়গা হয়েছে, গা তুলতে আজ্ঞে হয়।

রাজা। চল, বাবা, কিছু খেয়ে এস।

(সকলের প্রস্থান।

২য় গর্ভাঙ্ক।

(ইন্দিরার সুসজ্জিত ঘর ; ইন্দিরা আসীন)

ইন্দিরা। (স্বগত) কাল ঠান্-দিদির বাড়ী নেমন্তন্নে গিয়ে বড় রাত হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে অনেকক্ষণ একা থাক্‌তে হয়েছে। আহা মা মরণ-কালে আমায় যে পদকখানি দিয়ে গেছেন, সেটি ভেঙ্গে যাওয়াতে বড় দুঃখ হয়েছিল। মা বলেছিলেন, "ওখানি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখ্‌বে ; ওখানি নষ্ট হলে বিপদ্ সন্নিকট জানবে।" যখন ঠানদিদির নাতি সেই যুবা পুরুষটি পদকখানি দেখ্‌তে চেয়ে হাত পাত্‌লেন, দিতে গিয়ে আমার কেমন হাত কাঁপ্‌ল, সেটি মাটিতে প'ড়ে দু'খানা হয়ে গেল ! সেই সময় মার কথা মনে প'ড়ে, বুক্‌টা যেন দুর্ দুর্ কর্‌তে লাগ্‌ল তিনিও খুব লজ্জিত হলেন, সেই মুখখানি কেবল মনে পড়্‌চে।

(রাজনারায়ণের প্রবেশ)

রাজা। ইন্দিরা! কি কর্‌ব মা—আমার শরীর মন বড় অবসন্ন বোধ কচ্চি, একটু বীণা বাজিয়ে গান শুনাও না, মা! দু'দণ্ড রোগের যন্ত্রণা ভুলে থাকি।

ইন্দিরা। তোমার শুন্‌বার ইচ্ছা হচ্চে, বাবা! তবে বাজাই।

(রাজনারায়ণের কণ্ঠে উপবেশন ও ইন্দিরার বাদ্যসহ সঙ্গীত)

ইন্দিরা। (গীতান্তে) বাবা! কমল-দাদা সেদিন বলছিলেন প্রসাদ দাস আমার যিনি বাজনা শেখান, তাঁকে অনেক পরিবার প্রতিপালন কর্ত্তে হয়। তিনি বড় গরীব। এক বেলা খই খেতে পান্ না, তাও অতি খারাপ খাওয়া! তুমি যদি বল, বাবা আমি তাঁকে একটা গান বাজনার স্কুল খুল্‌তে বলি; গ্রামের ধনী লোকেরা কিছু করে চাঁদা দিন্, তুমিও কিছু দাও।

রাজা। আমরা যে গরীব মা!

ইন্দিরা। না বাবা, আমার কথা কাটালে হবে না, তোমাকে চাঁদা দিতেই হবে।

রাজা। আচ্ছা, তোমার যদি একান্ত ইচ্ছা হয়, তাই হবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আহা! মা আমার সরলা, কিছুই জানেন না। পিতা যে তোর এখন কাঙ্গাল হয়েছে মা! লোকে এখনও আমায় রাজা বলে, তাই আমার ইন্দিরা জানে সে রাজকুমারী! কিন্তু ভিতরে কি যে অবস্থা, তা ইন্দিরার কাছে সবই অন্ধকারে ডুবে আছে। সে কথা ব'লে আর ওর সরল বালাভাব বিনষ্ট করে ওকে চিন্তাকুল কর্ত্তেও ইচ্ছে হয় না। মাতৃহীনা হয়ে অবধিতো সর্ব্বদাই ওর ম্লান মুখই দেখ্‌তে পাই। আর ওকে ভাবনার ভার দিতে মন সরেনা।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

শশধর চক্রের উদ্যান।

(কন্যা বাসন্তী আসীনা)

বাসন্তী। আজ ক'মাস কি হয়েছে, সর্ব্বদাই মন চঞ্চল থাকে, কিছুই ভাল লাগে না! প্রাণে কেবলি অভাব বোধ করি; কিসের অভাব, কার অভাব, সকলি বুঝ্‌তে পেরেও যেন পারি না। (ভ্রমণ)আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশে কি শোভাই বিস্তার করেছে! মরি মরি! পৃথিবী যেন হাস্‌চে! প্রকৃতি দেবী বিমল শুভ্র বসন পরিধান ক'রে পরিমলযুক্ত কুসুমমালা গলায় দিয়েছেন! যে দিকে চাই যেন সেইদিকেই চাঁদের হাসিরাশি ছড়িয়ে পড়্‌চে! এত সৌন্দর্য্য পৃথিবীর কোথা হতে!—(সঙ্গীত) (সঙ্গীত সমাপনান্তে) যাই মার কাছে যাই; একটি পড়ে আছেন। দাদা নিরুদ্দেশে হওয়া অবধি, মা'র আমার আর সে প্রফুল্লতা নাই, শরীরে সে শক্তি ও নাই; দিন দিন-ই ক্ষীণ হয়ে যাচ্চেন! দেহের সে কান্তি কোথায় চলে গেছে! এক মাত্র রোদনই তাঁর সার হয়েছে। ক্রমেই রুগ্ন হয়ে পড়্‌ছেন। (প্রাচীরপার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) কমল! কমলকে দেখ্‌লেই আমার হৃদয় নৃত্য কর্‌তে থাকে। যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণই ভাল থাকি; কিন্তু মুখে এভাব কোন মতেই প্রকাশ কর্‌তে পারি না; আমার মনের ভাব কমল এখনও কিছুই জানে না। এই যে কমল এই দিকেই আস্‌চে।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। বাসন্তি! তুমি এখনও বাগানে

বেড়াচ্ছ। তোমার বাবা টের পেলে বক্‌বেনবে।

বাসন্তী। তুমি না কোন্ দেশে বেড়াতে গিয়েছিলে? কবে এলে? তুমি না থাকায় আমাদের পাড়াটা যেন অন্ধকার হয়েছিল।

কমল। (হাসিয়া) এখন আলো হয়েছে?

বাসন্তী। হয়েছে বৈকি; মা প্রতিদিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন্।

কমল। তোমার মা কেমন আছেন?

বাসন্তী। (দীর্ঘশ্বাস) তেমনিই, বরং আরও কাহিল হয়েছেন। বাবার ভয়ে মুখে চুপটি করে থাকেন, অন্তরে সর্ব্বদাই যেন দগ্ধ হচ্ছেন।

কমল। তোমার বাবা কি এখনও প্রশান্তর নাম শুন্‌লে রেগে ওঠেন্।

বাসন্তী। সে কথা আর বল কেন, এক দিন মা'র কি ভুলে বলে ফেলেছিল, 'অমুক জিনিষটা প্রশান্ত দাদাবাবুর ঘরে আছে।' বাবা শুনে রেগে অস্থির! তাকে এমনি কল্লেন যে ঘরে মারতে বাকি রেখেছিলেন। আবার একদিন সে ভুলে দাদার নাম করাতে সেদিন আর তাকে কোনমতে ক্ষমা কর্‌তে পাল্লেন না, বল্লেন আমার বাড়ীতে সে নাম যে কর্ব্বে, তাকে বাড়ীর বার করে দেবো। এই ব'লে তাকে বিদেয় ক'রে দিলেন।

কমল। সত্যি নাকি? শুন্‌তে বড়ই কঠিন বটে, কিন্তু তাঁর ন্যায়পরায়ণতার অদ্ভুত ক্ষমতা। এ ক্ষমতা না থাক্‌লে তিনি এত ভাল বিচারক হতে পার্ত্তেন না। সকলেই এক বাক্যে তোমার পিতার প্রশংসা করে।

বাসন্তী। বাবা নাকি বলেছেন, দাদাকে পেলেই তিনি সন্তানের মায়া না করে কর্ত্তব্যবোধে তাঁকে আসামী ব'লে ধরিয়ে দেবেন। মা'র প্রাণে যে এতে কি ভয়, তাতো বুঝ্‌তে পার্‌ছ।

কমল। তা বটেই তো। তাঁর বড় কষ্ট। থাক্, ওকথা ভুলে আর মনে কষ্ট করে কি হবে! আমার ভ্রমণের কথা শুন্‌বে না?

বাসন্তী। আমি বড় ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুন্‌তে ভালবাসি, বলনা।

কমল। আজ অনেক জায়গায় যেতে হবে, আর একদিন এসে বল্‌বো। তোমার জন্যে এক জিনিষ এনেছি।

বাসন্তী। কই কি জিনিষ? আর কার কার জন্যে কি কি এনেছ?

কমল। আর দিদির জন্য কঙ্কন এনেছি। (বাক্স খুলিয়া) তোমার জন্য দিল্লি থেকে এই হার এনেছি। কেমন পছন্দ হয়? তোমার মার জন্যে এনেছি আসন।

বাসন্তী। দিল্লির গয়নার গড়ন বড় পরিষ্কার —কেমন কাজ দেখ!

কমল। এস পরিয়ে দি, তোমার মাকে দেখাও গে। (কণ্ঠে হার প্রদান) আর বল্‌বে আমি তোমাকে কিছু কখন দিই না? (হাস্য)

বাসন্তী। (সলজ্জমুখ অবনত করিয়া স্বগত) আমি যা, 'চাই তা' তুমি জাননা। (প্রকাশ্যে) না, এখন আর তা বল্‌বনা বটে।

কমল। আবার তা বল্‌ব না বটে কি? (অন্যমনে) আর অনেক রাত্ হয়ে গেল, যাই। তুমি ঘরে যাও। (প্রস্থান)

বাসন্তী। (কমলের পশ্চাতে দেখিতে দেখিতে স্বগত) কমল! এ উপহার যে আমার কি আদরের তা কি বল্‌ব! (চাঁদের দিকে চাহিয়া) চাঁদ তুমিই সাক্ষী। যাই মাকে দেখাই। মার তিন সন্তানের মধ্যে একা আমি আছি।

আমার আহ্লাদ দেখলে মার আনন্দের সীমা থাকে না। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(করুণাময়ীর শয়ন কক্ষ। করুণাময়ী শয়ানা। বাসন্তীর প্রবেশ।)

বাসন্তী। দেখ মা, কমল আমার জন্যে কি এনেছে, কি সুন্দর গড়ন, এখানে এমন গ'ড়তে পারেনা, না মা? (মাতাকে হার প্রদান।)

করুণা। কই দেখি? কমলের মত এরূপ ছেলে আমি কখন দেখিনি; বাছার সকলকে যত্ন, সকলকে ভালবাসা। কমল সকলেরই আপনার। কমলের গুণে মুগ্ধ নয় গ্রামের মধ্যে এমন লোক নাই। (স্থির হইয়া) বাসন্তি! ইনি কি তাস খেলে এখনও আসেন্‌নি? কত রাত্‌ হল?

বাসন্তী। না,মা, বাবা এখনও আসেন্‌ নি। তার প্রতিদিনই এর চেয়ে রাত্‌ হয়। মা তুমি স্থির হয়ে একটু শুয়ে থাক; আমি এই খানে জানালায় একটু বসি।

করুণাময়ী। আমার বড় পিপাসা বোধ হচ্চে, একটু জল দাও মা।

বাসন্তী। এত রাত্রে আর ঠাণ্ডা জলটা খেয়ে কাজ নেই মা, আবার সর্দ্দি হবে, অসুখ্‌ বাড়্‌বে; এখন একটু চুপ করে থাক মা। আর একটু পরে ওষুধ দেবো, তখন জল ত' খাবেই। (করুণাময়ীর স্থিরভাবে শয়ন; জানালার নিকট বাসন্তীর উপবেশন।)

বাসন্তী। আয় কণ্ঠহার, আমার আশার মুকুল, আমার সঙ্গের সাথী। (জানালার অপর পার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে একটী মূর্ত্তির আবির্ভাব ও অকস্মাৎ বাসন্তীর তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত, চমকিত হইয়া) ওকি! কি নড়্‌চে ওটা? কি যেন একটা পদার্থ গাছের পাশে ছিল, ক্রমেই আমার দিকে আস্‌চে; এই বার বুঝি স্থির হল, না—আবার নড়্‌চে, একবার অগ্রসর হচ্চে আবার পেছুচ্চে। উঠে একবার দেখ্‌তে হল, যাই হোক, সকলে বলে এখানে একটা ভূত আছে। আমার ত' ভূতের ভয় করেনা, দেখি ওটা কি। (গৃহ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে অগ্রসর হইয়া) কাছে যেন যেতে ভয় হচ্ছে, কিন্তু ভয় বা কিসের? আমার আর কি কর্‌বে (নিকটস্থ হইয়া) কোন মানুষের প্রেত আত্মা নাকি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাক্‌চে যে যাই সাহস করে (প্রকাশ্যে) তুমি কে?

মূর্ত্তি। বাসন্তি! আমি। (পাগড়ীটা খুলিয়া) ভয় পেওনা প্রেতাত্মা নয়,—আমি, তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বো বলে এসেছি।

বাসন্তী। দাদা!! দাদা!! তুমি এখানে? কেউ দেখ্‌তে পাবে যে, কি করে এখানে এলে? কেউ দেখ্‌তে পায়নি তো? মা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে কেঁদে অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছেন, বাবার ভয়ে তোমার নামটি কারো কর্‌বার যো নেই।

প্রশান্ত। মার কাছে একবার নিয়ে চল্‌না বাসন্তি, আমি মাকে কত দিন দেখিনি।

বাসন্তী। (চমকিত ভাবে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ পাদ হইয়া) না, না, তুমি কেন এলে? ধরা পড়্‌বে যে, এত দিন কোথা ছিলে?

প্রশান্ত। বাসন্তি! তবে শোন্‌ আমার সব কথা বলি। আমি প্রকৃত আসামী নয়, আসামী ধরণী।

বাসন্তী। কে? (আশ্চর্য্যান্বিতভাবে অবস্থান)

প্রশান্ত। ধরণী সেই হালদারকে খুন করেচে, আমি করি নি।

বাসন্তী। (হর্ষ-বিষাদে অভীভূত হইয়া) যথার্থ কি তাই?

প্রশান্ত। যথার্থই তাই, আমি শপথ করে বল্‌চি। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে) অনন্ত আকাশ সাক্ষী, চন্দ্র-তারা সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সাক্ষী।

বাসন্তী। সেকথা কোন কাজে লাগ্‌বে না। আমি বিশ্বাস করবো কিংবা না করবেন, তাতে কি ফল হবে? কোন মানুষ সাক্ষী আছে কি?

প্রশান্ত। হাঁ আছে, হরি সাক্ষী, গোপালও দেখেছে।

বাসন্তী। কোন্ হরি? কে গোপাল?

প্রশান্ত। ঐ হরিদাস রায়, গোপাল এখন কোথা আমি না।

বাসন্তী। হরি আর গোপালকে কেমন করে পাওয়া যাবে? আর ধরণীই বা কোথা? এর সত্য বিবরণ কি?

প্রশান্ত। সত্য এই, আমি একদিন রাত্রে গোপালের আহ্বানে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার বাবাকে আমার বন্দুকটা ধার দেব বলেছিলাম তাই সেটা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাকতে সে দরজা খুললে—বন্দুক নিয়ে তুলে রাখ্‌লে। তারপর আমি কৌতূহলী হয়ে কাছে একটী গাছে লুকিয়ে দেখবার জন্য রইলাম। খানিক পরে একটী আওয়াজ শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, গোপালের বাবা রক্তাক্ত দেহে ধূলোয় লুটুচ্ছেন, আমি কাছে যেতে না যেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, থর থর করে বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আবার দেখি না আমার নামাঙ্কিত পিস্তল তাঁর পাশে পড়ে আছে। আমি ভাবলাম আমার পিস্তল দেখে যদি লোকে আমাকেই সন্দেহ করে! তাই সেটা কুড়িয়ে যেমন দৌড়ে আস্‌বো, হালদারের মৃত দেহের উপর পড়ে গেলাম। পাছে কেউ দেখে, তখনি পিস্তল ফেলে আবার দৌড়ে চলে এলাম। পথে হরি আমায় দেখেছিল, গোপাল সেই গাছের ওপরই ছিল! আগে থেকে সে সবই দেখেছে, তারপর সে ভয়ে কোথা পালাল, কেউ জানে না। গুজব হল আমিই হালদারকে খুন করেছি, তয়ে আমি দেশান্তরে চলে গেলাম। আমার জন্যে চারদিকে লোক ঘুরতে লাগ্‌লো। কিছু দিন গেলে যখন শুন্‌লাম লোকের হুজুগ কমে এসেচে, আস্তে আস্তে দেশে এসে একটী গাড়ীর কারখানায় সামান্য মজুরী করে দিন গুজরান করতে লাগ্‌লাম। সমস্ত দিন যে কি রকম পরিশ্রম, তা আমার আকার দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্চ?

বাসন্তী। দাদা! তুমি অপবাদের ভাগী হয়ে এই কষ্ট ভোগ করচ? তোমার শরীর কি হয়ে গেছে! মা দেখ্‌লে যে কি করবেন তাই ভাব্‌চি। তুমি বাড়ী ত্যাগ করা অবধি ত' তিনি সর্ব্বত্যাগী হয়ে আছেন, আবার যদি শোনেন তাঁর কত আদরের ধন, আঁধার ঘরের মাণিক মুটে-মজুরের কাজ করে, এক মুঠো ভাতের জন্য লালায়িত, তা হলে আরো কি যাতনা পাবেন! জগদীশ্বর! এ দুঃখের নিশি কখন কি পোহাবে না। (দীর্ঘশ্বাস)

প্র। বাসন্তি! মাকে একবার দেখে যাব না?

বাসন্তী। আজ নয়, কাল নিয়ে যাব।

প্রশান্ত। তবে আজ যাই?

বাসন্তী। এস দাদা তবে। (উভয়ের প্রস্থান)

পটক্ষেপন।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(রাজা রাজনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ

শয়নাগারে রাজনারায়ণ শয়ানগত, পার্শ্বে

তাঁহার দিকে নতভাবে ইন্দিরা

দণ্ডায়মানা)

ইন্দিরা।- বাবা! এতই কি অসুখ কচ্ছে তোমার? একবার খালি আমি গান শুনতে যাব বাবা, তুমি একবার অনুমতি দাও না আমায়, বাবা। কি বলচ? যাব কি?

রাজা। (মুদ্রিত চক্ষু একবার চাহিয়া) যা—বে? তোমার একান্ত ইচ্ছা?

ইন্দিরা। হুঁ বাবা! আমি শীগ্‌গির আস্‌বো। তুমি একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাক।

রাজা। (ইন্দিরাকে সজ্জিত দেখিয়া) আজ এত সাজ কেন মা? এত হীরে মুক্ত এখন কেন পরেছ? (আহা হা)

ইন্দিরা। সেখানে আজ সবাই সুসজ্জিত হয়ে যাবে। তোমার মেয়ে হয়ে আমার তার মধ্যে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ না হ'লে ভাল দেখাবে না যে, বাবা।

রাজা। (ওহো—হো-হো) তাই, আচ্ছা, তবে এখন এস। (ইন্দিরার প্রস্থান)

(দাসীর প্রবেশ ও জনান্তিকে।)

দাসী। রাজকুমারীর হুকুম—'যতক্ষণ না আসি, এখানে বসে থাক।' আপনি গেলেন মজা করে গান শুনতে, তুই হতভাগী এই রোগার কাছে মুক পুড়িয়ে বসে থাক্, কথা না কইলে পেরাণডা যে হেঁপিয়ে ওঠে! (শয্যার দিকে চাহিয়া) আজ একটা পাখী পুকুর-ধারে বলছিল যে মিত্তু উ—উ হোক্, মিত্তু হোক। কার মিত্তু হবে গো! আমার যেন না হয়। আমার যেঠের এই দশগণ্ডা বছর বয়েস বহু ত না, আমার আঁতির এক কম পঁচিশ গণ্ডা হয়েছিল, আমারি যা তা হবে নি কেনে?

রাজা। ও মা, মাগো ইন্দিরা, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্ছে গা। কে আছ? আমার ইন্দিরা কোথা! (আ—হা—হা)

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। এখনো কি তেমনি অস্থির হচ্ছেন?

দাসী। একটু চুপ করেছিলেন, আবার কেমন যেন কচ্ছেন।

ভৃত্য। আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাই। আর রাজকুমারীকে খবর পাঠিয়ে দি, গাড়ী নিয়ে যাক্। (প্রস্থান)

রাজা। আঃ প্রাণ—যায়,—মা—মা—মা ইন্দিরা—আ। (মৃত্যু)

(ক্ষণপরে ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দিরা। (পায়ে হাত দিয়া, ওড়না দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া) বাবা, এই যে আমি এসেছি। কথা কচ্ছ না কেন বাবা? চেয়ে দেখ, বাবা! আমি যে—

(ডাক্তার ও কমলের প্রবেশ।)

ও গো তোমরা দেখনা গো, বাবা যে মূর্চ্ছা গেছেন, মুখখানি যে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে! কি করি গো!!!

কমল। ইন্দিরা! তুমি ও' ঘরে যাও নইলে ডাক্তারের দেখবার সুবিধা হচ্ছে না।

ই। এঁ্যা, আমি এখান থেকে যাব? ভাল করে দেখবেন? আচ্ছা। তবে যাই। (প্রস্থান)

ডাক্তার। আর কেন? জীবনলীলা শেষ হয়েছে, এইবার যা করবার করা হোক্, মিছে বিলম্ব না হয়। আহা, বৃদ্ধ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। আমি তবে যাই। (প্রস্থান)

(দাস-দাসী ও কয়েক জন লোকের প্রবেশ)

কমল। দেওয়ানজী, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যথা বিধি আয়োজন করুন।

দেওয়ান। আজ্ঞা হাঁ, সমস্তই আয়োজন হয়েছে, জ্ঞাতি ও উত্তরাধিকারী দেবনারায়ণ বাহাদুরকেও সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

কমল। আমি তবে আমার দরকারী কাজ শেষ করে বাড়ী থেকে আসি। ইন্দিরা না জানি এ নিদারুণ সংবাদে কতই কাতর হচ্ছে! যাই একবার তাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে যাই। (প্রস্থান)

(ইন্দিরার কক্ষ—দুঃখ-চিন্তা কাতরা ইন্দিরা,—দাসী তারা শুশ্রূষায় নিযুক্তা)

ইন্দিরা। আমার যে আমার বলতে জগতে আর কেউ নেই গো! বাবা, তুমি আমায় কার কাছে রেখে গেলে, আমি যে চার দিক্ শূন্য দেখ্‌ছি যে,বাবা! তোমার এত আদরের, এত স্নেহের ইন্দিরার আজ সব শেষ। মা নেই, বাবা গেলেন। হতভাগিনীর ত্রি-সংসারে আর কেউ রইলো না গো!

তারা। রাজকুমারি, এ-সময় আপনি এত অধীর হ'লে হ'বে না; যা হ'বার ত' হ'লো, এখন ধৈর্য্য ধরতেই হবে।

ইন্দিরা। তারা! সৎকারের আয়োজনের সময় বাইরে আবার কিসের গোল?

তারা। উঃ—রাজকুমারি! তা আর এখন আপনার শুনে কাজ নেই, আর আমাদের যেমন কপাল, চারদিক্ থেকে পাওনাদার এসে বাড়ী ছেঁকে বসেছে। দেওয়ানজীর সঙ্গে গোলমাল কচ্চে।

ইন্দিরা। দেনা—!! বাবার এত দেনা? উঃ কি বিপদ্! কে বলছে যেন শোন ত 'রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা কর্‌বো।'

(দেখিয়া [illegible] প্রস্থান করিল। রাজকুমারী কি বলেন শুনতে চাই'।

সবলে একজনের প্রবেশ—)

পাওনাদার। তোর থেকে বসা দিয়ে আছি,দেয়ানজী কিছুই কর্ত্তে রাজি নয়,কাজেই রাজকুমারীকে জানাচ্ছি।

ইন্দিরা। আমাকে কি কর্‌তে হবে? আমার কাছে এক কপর্দ্দকও নেই।

(অন্য পাওনাদারের প্রবেশ)

পাওনাদার। তিনি সকলকে মজিয়ে গেছেন, একজন দুইজন নয়, এমন দু'শ জনকে।

তারা। ও গো, তোমাদের বেগ্যেরতা করি, বাহিরে থাকনা গো, এখানে কেন? এখানে কি চাও?

(কমলের প্রবেশ)

কমল (ক্রুদ্ধভাবে। একি! এর মানে কি? তোমরা এখানে কেন? দেওয়ানজির কাছে যাবে; এখন চলে যাও।

পাঃ দার। আপনি যদি তাঁর কেউ হন, তবে আপনাকেই তার মীমাংসা করতে হবে, এ-বিষয় বিক্রি করে আমাদের চুকিয়ে দিন।

কমল। কার বিষয় বিক্রি হবে? এ-সম্পত্তি এখন তাঁর নয়, অনেক দিন বিক্রি হয়ে গেছে।

পাঃ দার। কে কিনেছেন?

কমল। তোমরা কেউ কেউ জান বোধ হয়—উকিল কমলবাবু।

পাঃ দার। সেই ছোকরা উকিল?

কমল। হাঁ আমিই সেই; এবং এই জমিদারী আমার। এ থেকে কিছুই তোমরা পেতে পার না, যাও এখন বাহিরে যাও, তাঁর অসহায়া কন্যাকে বিরক্ত কোরো না।

(পাওনাদারগণের প্রস্থান)।

ইন্দিরা। ও ঈশ্বর, এ দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই! আমি এর কিছুই জানতাম না, কেউ কখন আমায় বলে না। এখন বুঝছি যে দিন কাটাবার জন্য আমার কোন উপায় নেই। এত দুর্গতি কারো হয়? এমন অবস্থা থেকে?

কমল। রাজকুমারি, আপনি উতলা হবেন না; আমি যথাসম্ভব বন্দোবস্ত কর্‌তে ত্রুটী করবো না। (প্রস্থান)

(বৈঠকখানা—উত্তরাধিকারী দেবনারায়ণ উপস্থিত)

দেব। কি নির্ব্বোধ! এত ধনের অধিপতি হয়েও মেয়েটার জন্য এককড়া কড়িও নেই।

দেওয়ান। এমন কখন শোনা যায় নি। মেয়ের নিজ তহবিলের জন্যেও কখন কিছু তিনি দেন নি, এদিকে এত খরচ!

দেব। বড় আশ্চর্য্য। বড় অন্যায়। যথেচ্ছাচারী হয়ে পথের ভিখারী হয়ে মলেন।

দেওয়ান। রাজকুমারীর সহায়ও নেই, সম্পত্তিও নেই, আশ্রয়ও নেই, কোথা থাক্‌বেন ঠিক্ নেই।

দেব। মেয়েকে অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে রেখে গেলেন! কি অবিবেচক! তিন লক্ষ টাকা খল! কি সর্ব্বনাশ! (ঘড়ি দেখে) আমার যাওয়ার সময় হলো, রাজকুমারীকে একবার ডেকে দাও।

(দেওয়ানের প্রস্থান ও রাজকুমারী-সহ প্রবেশ; অপর দিক্ দিয়া কমলের প্রবেশ)

দেব। মা ইন্দিরা, আমি চল্লাম, তোমার কিছু বলবার আছে?

ইন্দিরা। (কমলের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নতমুখে দণ্ডায়মানা)

দেব। তবে তোমার কিছু বলবার নেই আমায়? (মুখের দিকে তাকাইয়া) ও কি বল্‌ছ শুন্‌তে পাচ্ছি না। কিছু বল্‌বে কি?

ইন্দিরা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আমি,—আমি—আর কিছু না, আমার কিছু নেই। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখাবরণ)

দেব। (অপ্রতিভ হ'য়ে) হাঁ, হাঁ, আমি ভুলে গিছলাম, (পকেটে হাত দিয়া, মণিব্যাগের টাকা গণিয়া পাঁচ টাকা তুলিয়া) এই এখন নাও, আমার আবার পথ খরচ আছে। তবে আসি মা, তুমি মন প্রসন্ন করে তোমার কাকীমার কাছে থেকো। (প্রস্থান)

ইন্দিরা। (কমলের প্রতি চাহিয়া) আমার একটী উপকার কর্ত্তে পারেন?

কমল। কি করবো বলুন, আপনার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রমে প্রস্তুত।

ইন্দিরা। এই দুটী টাকা সেই গরিব সঙ্গীতকার পাবে।

কমল। এত কেন দিচ্ছেন, এই সামান্য টাকা থেকে?

ইন্দিরা। তা হোক্, আমি তার জন্যে আপনার কাছে অবধি অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

ক। আচ্ছা, আর কি কাজ করতে হবে?

ই। (করুণনেত্রে চাহিয়া) আর কিছু না।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। ষ্টেসানে যাবার সমস্ত প্রস্তুত, গাড়ী তৈরী, তারা জিনিষ-পত্র গুছিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ইন্দিরা। (কমলকে) সব প্রস্তুত, যাবার সময় হয়েছে, একটী জিনিষ আপনার জন্য এখানেই রইলো। গত সপ্তাহে আমি সোনালী রূপালী মাছ কিনেছিলাম, দুটী ময়দা বা রুটীর গুড়া দিয়ে দিয়ে রাখ্‌বেন্।

কমল। একটু বসুন।

ই। না না, আমার এখনি যাওয়াই বিধেয়।

(ধীরে গমন ও সঙ্গে সঙ্গে কমলের গমন)

(বহির্দ্বারে—গমনোন্মুখী ইন্দিরা, রোরুদ্যমানা দাসদাসী ও বিষণ্ণমুখে কমল দণ্ডায়মান)

ইন্দিরা। (কমলের প্রতি) আপনার সদ্‌ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞ-হৃদয়ের শত শত ধন্যবাদ। আপনি আমার জন্য যা' করলেন এমন কেউ পারে না।

কমল। আবার দেখা হবে।

ইন্দিরা। আপনি ত কাকার সঙ্গে দেখা করবেন, অঙ্গীকার করেছেন, এখন তবে বিদায় —বিদায়। বাবাকে হারিয়ে আজ অনাথিনী হয়ে চল্লুম! (তীব্র রোদন)

কমল। হাঁ, এখনকার মত—এই রকমই—জগদীশ্বর আপনার মস্তকে মঙ্গলাশিস্ বর্ষণ করুন্। (সকলের প্রস্থান)　　(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী—

"করুণা"।

তব করুণার অন্ত যে নাই,
দুখ দাও সেও তব দয়া
মৃত্যুও স্নেহরূপে পাই!

বারে বারে বাণে দাগিয়া
জর জর করিলে হিয়া
শেষে প্রেম-রসে প্রাণ ভরিয়া
ফুলে ফুলে দিলে ছাই।

একি করুণা তব জননি,
আজি পায়ে তব সব সঁপিয়া
জুড়াল জীবন অমনি!

আজি দুঃখ দাও তাও সহিব,
সব বোঝা সুখে বহিব,
ক্ষতি অপমানে রহিব
তব প্রেমমুখে চাই॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

দোলনে।

মন্দার টলমল,
কহ সখা একি ছল
অবিরল পরিমল
বিতরি'।
জ্যোছনার চারুহাসি,
বিহসিত মধুমাসী!
এ যে ভালবাসা-বাসি।
কি করি!
ঢলে' যাই—টলে' যাই বিহরি'!

পরাণে দিবে দোল
এস সুখ-হিল্লোল
জীবনেরি কলরোল
আবরি'।
নীলিম আকাশখানি
অঙ্গে লহ গো টানি,
প্রাণে সুরসাধা বাঁশী
আদরী!
ঢুলে' যাই—ভুলে' যাই! আ মরি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন দশম-অধ্যায়ের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'হে ভগবন্, আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যে অতিগুহ্য আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। এতদিন দ্বৈতভাবে মুগ্ধ হইয়া আমি হন্তা এবং বিপক্ষদল হত হইবে, এই ভাবিয়া যে আমার মোহ হইতেছিল, তাহা তো এখন সকলই ভ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, দ্বৈতভাব তো নাই, সকলই তুমি এবং তোমার আবির্ভাব। হে কমলপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমার নিকট হইতে ভূতগণের সৃষ্টি- ও প্রলয়-বিষয়ক সকল রহস্য এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য বারংবার শ্রবণ করিলাম। হে পরমেশ্বর, যেরূপ তুমি আপনার বিষয় বলিলে, তাহাতে আমি এখন বেশ বুঝিলাম যে বাস্তবিকই উহা ঐরূপ। এবিষয়ে আর আমার কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে আর একটি আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে——আমি তোমাকে আর খণ্ডরূপে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি না; আমি তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বরূপ দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছি। যদি আমাকে তাহার উপযুক্ত বিবেচনা কর, তবে একবার ঐ বিশ্বরূপ আমায় দেখাও।" অর্জ্জুন ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান করিয়া সাধন-পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন; যতই তাঁহার জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাঁহার অধিকতর জ্ঞান-পিপাসার বৃদ্ধি হইতেছে। তাই তাঁহার এখন একাধারে ভগবানের সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহার নিকট তাহাই ভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু নিজের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস নাই, তাই তিনি বলিলেন, 'যদি আমার রূপ দর্শন করিবার উপযুক্ততা থাকে তবে তাহা দেখাও।'

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার অলৌকিক নানাবিধ নানা বর্ণ-ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ। হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও উনপঞ্চাশৎ মরুৎ আমার মধ্যে দেখ। অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর। হে গুড়াকেশ! আমার এই শরীরে একত্র স্থিত চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা এখনি দেখ; কিন্তু তুমি এই চর্ম্মচক্ষের দ্বারা আমাকে ঐরূপে দেখিতে পাইবে না। অতএব আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞানময় চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ যোগ দেখ।" সাধকের যখন ক্রিয়াযোগানুষ্ঠান-প্রভাবে সমাধিজ জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হয়, তখন নিজ-দেহমধ্যেই যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হইতে থাকে। অর্জ্জুন সেই জ্ঞান-নেত্র পাইয়া সকল দেখিতেছেন।"

সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। হরি ঐ রূপ অনেক-মুখ-নেত্র-বিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত দর্শনবিশিষ্ট, অনেক অলৌকিক-আভরণ-বিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত [illegible] বিশিষ্ট; দিব্য-মালা-

ও দিব্য-বস্ত্র-ধারী, দিব্য গন্ধদ্রব্য-অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্যময় প্রভাময় অনন্ত ও সর্ব্বত্র মুখ-বিশিষ্ট। আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার প্রভাসদৃশ হইতে পারে।

তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা ভাবে অবস্থিত সমুদয় জগৎ একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন। অর্থাৎ তখন অর্জ্জুনের 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই মহাজ্ঞানের উদয় হইল। অনন্তর বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "হে দেব! তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ, পৃথক পৃথক্ প্রাণিবিশেষ-সকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদয় সর্পগণ ও দেবাদির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে আমি দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক বাহু উদর বক্ত্র ও নেত্র-বিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব-হেতু আমি তোমার আদি মধ্য বা অন্য কিছুই দেখিতেছি না। অর্জ্জুন এখন ক্রিয়া যোগসিদ্ধ ও সমাধিসিদ্ধ হইয়া কেবল ব্রহ্মরূপমাত্র দেখিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী রূপেই মস্তক, বাহু ও নেত্র প্রভৃতি সকলই সংলগ্ন দেখিতেছেন। তাই কখনও ভীত, কখনও আনন্দে পুলকিত এবং কখনও ভক্তিরসে একেবারে দ্রবীভূত হইতেছেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "ভগবন্, আমি এখন আপনাকে মুকুটবান্ গদাবিশিষ্ট, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃ-পুঞ্জ ছবিরীক্ষ্য, প্রভও অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং অপ্রমেয়-রূপে সর্ব্বত্র দেখিতেছি; তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি নিত্য ও সনাতন ধর্ম্মের পালক; তুমি চিরন্তন পুরুষ, ইহা আমি জানি। আমি দেখিতেছি যে তুমি উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ, রহিত, অমিত প্রভাব, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্যনেত্র, দীপ্তাগ্নি-মুখ এবং স্বীয় তেজে এই সমস্ত বিশ্বের সন্তাপক। হে মহাত্মন্; স্বর্গ-পৃথিবীর এই অন্তর অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং সমুদয় দিক্ একমাত্র তোমাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্করূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে। দেখিতেছি ঐ দেবতার সমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে; কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'স্বস্তি' এই বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তব-সমূহে তোমার স্তব করিতেছে। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যে সমস্ত সাধ্যনামক দেবগণ তাহার বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, উষ্মপা পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ সমূহ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমারে অবলোকন করিতেছে। হে মহাবাহো, তোমার বহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট বহু বাহু ও উরু এবং চরণবিশিষ্ট বহু উদরবিশিষ্ট, বহু দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ঙ্কর মহৎরূপ দেখিয়া সমুদয় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষ ব্যাপী, তেজোময়, অনেক বর্ণ বিবৃতমুখ ও প্রদীপ্তবিশাল-নেত্র তোমারে দেখিয়া অতিভীতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। হে দেবেশ, দন্তদ্বারা ভয়ানক কালাগ্নি তুল্য তোমার মুখসমূহ দেখিয়া আমি দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও! ভূপালগণের সহিত ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, আমাদের প্রধান যোদ্ধ-

সঙ্ঘের সহিত ধাবিত হইয়া তোমার দংষ্ট্রা-দ্বারা ভয়ানক ভৈরব মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। আবার তাহাদের মধ্যে চূর্ণিত-মস্তক কেহ কেহ দন্ত-সন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে, দৃষ্ট হইতেছে। যেমন নদীসকলের বহু জল-প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোক-বীরগণ সর্ব্বতঃ দেদীপ্যমান তোমার মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে। যেমন বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই-রূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তোমার মুখ-সকলে প্রবেশ করিতেছে। তুমি জলন্ত বদনসকল দ্বারা লোকসকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো! তোমার উগ্র প্রভাসকল তেজো-দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া দগ্ধ করিতেছে। অতএব উগ্ররূপ তুমি কে, আমায় বল। তোমাকে নমস্কার। হে দেববর, তুমি প্রসন্ন হও; তুমি আদিপুরুষ; তোমাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; কারণ, কি-জন্য তোমার এরূপ চেষ্টা, তাহা আমি জানি না।"

অর্জ্জুন সাধনবলে সকলই একাকার রূপ দেখিলেন। তাহার মধ্যেই এই পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাপারসকলও দর্শন করিলেন। তিনি ভয়ে, আনন্দে ও ভক্তিতে এক অদ্ভুত অবস্থার অনু-ভব করিতে লাগিলেন; তাই বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্, তোমার এ কি রূপ ও এ কি চেষ্টা, তাহা আমায় বুঝাইয়া দিয়া সুস্থ কর। আমি আর ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিলেন, "অর্জ্জুন, আমি লোকক্ষয়-কারক অনন্তকাল। লোকসকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না। এ আমারই লীলা। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশ লাভ কর, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য (অর্থাৎ দেহ-রাজ্য) ভোগ কর। ইহারা সকলেই আমা-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, বৃথা চিন্তা করিও না। তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও। তুমি হন্তাও নহ এবং ইহারাও হত নহে। এ সকল আমার লীলা-বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য-মাত্র। আমাকর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরগণকে তুমি জয় কর, ভয় করিও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিতে পারিবে। অতএব যুদ্ধ কর অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে থাক।"

সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে নম-স্কারপূর্ব্বক অতিভীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক পুনর্গদ্গদ বচনে কহিলেন, "হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে জগৎ যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং অনুরাগ-বিশিষ্ট হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এই সকলই যুক্তি-যুক্ত। হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর এবং ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা তোমাকে জগৎ কেন না নমস্কার করিবে? যে-হেতু সৎ ও অসৎ এবং এ-দুইয়েরও অতীত ব্রহ্ম তুমিই। হে অনন্তরূপ তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরমধাম (বিষ্ণুপদ) তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ। তুমি বায়ু

জল, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ; প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও সহস্রবার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার ; হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম, তুমি সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ, অতএব অধিক কি বলিব, তুমি সর্ব্বরূপ। তোমার এ মহিমা এবং বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কারভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন-কালে, যখন অনুপস্থিত তোমাকে অথবা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমার নিকট তাহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে অতুল্য-প্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, অতএব পূজ্য গুরু এবং গুরুর ও গুরু, ত্রিলোকেও তোমার সমান আর কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিক কোথায়? হে দেব অতএব আমি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া স্তুত্য ঈশ্বর তোমারে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের সখা সখার অপরাধ প্রিয়ার্থ সহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার অপরাধ সহ কর। হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি অথচ ভয়ে আমার মন অস্থির হইতেছে। অতএব তোমার সেই রূপ আমাকে দেখাও ; হে দেব, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও। আমি পূর্ব্বে তোমারে যেমন দেখিয়াছি, সেই রূপই কিরিটী, গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, সেই চতুর্ভুজ-রূপেই আবির্ভূত হও।"

অর্জ্জুন জ্ঞানোদয়ে এক অক্ষর ও অব্যয় রূপ হইতেই যে সকল উদ্ভূত, তাহা এখন বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় দর্শন করিলেন কিন্তু দৃঢ়তা অভাবে তাহা অধিকক্ষণ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন এবং সেইজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি সন্দেহসূচক প্রশ্নও করিতে থাকিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "হে ভগবন্! তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপই আমাকে দেখাও, আমি শান্তিলাভ করি।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন, আমি তোমার যোগবল-প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত ও আদ্য পরমরূপ দেখাইলাম। এই রূপ তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। হে কুরুবীর, বেশ জানিও যে, না বেদের দ্বারা, না যজ্ঞের দ্বারা, না অধ্যয়নের দ্বারা, না দানের দ্বারা,না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-দ্বারা,না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যা-দ্বারা, আমার এই রূপ—তুমি ভিন্ন—আর কেহই দেখিতে সমর্থ হয়।" ভগবান্ আত্মরূপে, প্রাণরূপে স্থিরভাব। অর্জ্জুন ক্রিয়াযোগ সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া সেই স্থিরত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ হইয়াই স্বরূপতঃ ভগবৎতত্ত্ব অনুভব করিলেন। তাঁহার মত আর না হইতে পারিলে,কেহই এ-রূপ দর্শন করিতে পারে না। ভগবান্, বলিলেন "অর্জ্জুন, আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়, বিমূঢ়ভাবও যেন না হয়। ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই চতুর্ভুজ রূপই দেখ।"

সঞ্জয় কহিলেন, "বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া আবার সেই স্বীয় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন-মূর্ত্তি হইঃ

বিশ্ব-রূপদর্শন-ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ-মূর্ত্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্ন চিত্ত এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম।"

তখন ভগবান্ বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমার এই যে সুদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিলে, দেবগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। অর্থাৎ দেবতারাও যে-রূপ দেখিতে পান না, সাধক সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট ক্রিয়া-যোগবলে সে সকলই দেখেন।"

মনের চঞ্চলতাতেই দ্বৈত ভাসমান থাকে, একাকার দর্শন হয় না। কিন্তু ক্রিয়াযোগে সিদ্ধ হইলেই চঞ্চলতা দূর হইয়া স্থিরভাব উৎপন্ন হয় এবং তাহাই ব্রহ্মভাব। সেই ভাবে পরিণত হইলে আর বাকী কি থাকে? তখন ব্রহ্মসত্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া শান্তিময় আনন্দরসেই মজিতে হয়। তাই ঋষিগণ তাঁহাকে স্বরূপ রস বলিয়াছেন।

ভগবান্ আরও বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে তাহা না বেদ দ্বারা, না তপস্যা-দ্বারা, না দান-দ্বারা, না যজ্ঞ-দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। হে পরন্তপ, কেবল-মাত্র আমার প্রতি অনন্যভক্তি-দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং শেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মকারী আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি কেবল আমার উক্ত প্রকারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত, এবং আমাগত চিত্ত হইয়া সর্ব্বভূতে কেবল আমাকেই মাত্র দর্শন করেন, তিনিই কেবল আমাকে প্রাপ্ত হন।" কারণ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এই চিরন্তন প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধই আছে।

এইরূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই একাদশ অধ্যায়ে কিরূপে বিশ্বরূপ দর্শন হয়, তাহার বিশদ উপদেশ কহিলেন এবং তাহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। তাই ইহার বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ নাম হইল। এই অবস্থায় সাধকের মায়িক দেহবেষ্টন ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্ষুদ্র আমিত্বের অনন্তে প্রসারিত ও তন্মধ্যে লীন হওন সিদ্ধ হয়। সুতরাং এক অনন্ত রাজ্য সুপ্রকাশিত হয় এবং জীবভাব বিগত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জীবের শেষ গতি ও মুক্তি। ইহারই জন্য যত কিছু সাধন-ভজন ও যোগ ও তপস্যার অনুষ্ঠান। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দত্ত।

রাগ না অভিমান।

"ঠাকুরপো! তোমার কি রকম রাগ বল ত? ধন্যি যা' হো'ক্! বংশের রাগটা ষোল আনায় পেয়েছ দেখ্‌ছি। তুমি মনে কর, তুমি খুবই বাহাদুর, খুব পৌরষ এতে। আমায় কিন্তু াই বল, ভাই, এটাকে আমি পনের আনা ন পাই অন্যায়ের মধ্যে ধরি।"

"আমার অন্যায়টাই বা কি, আর রাগই বা কি শুনি?" "কি অন্যায়! দিন দিন তোমাদের এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমার থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না। বল্লেই কেবল বল্‌বে, 'আমার সময় টময় নেই, পরীক্ষার পড়া; এখন এ'নে কি হ'বে? আর আন্‌বই না।'—কি রকম যে ধরণ

বুঝি না। দেখ, এতটুকু থেকে তোমায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমি কেন বলি, তুমি পর পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবে, কত দুঃখের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমায় এত বড় ক'রে তুলেছি। যত আদর-আব্দার, স্নেহ-মমতা, এমন কি হৃদয়ের রক্ত-টুকুও তোমাকে বিলিয়ে দিয়েছি। তোমার সৌভাগ্যে তোমার আনন্দে, আমার সৌভাগ্য-আমার আনন্দ। সেটা তুমি বুঝতে পার বা না পার, আমি বেশ বুঝি। মা-হারা শিশুর সকরুণ চিৎকার সেটা অন্তর্নাড়ী ও হৃদয়ের গভীর তন্ত্রীকে ব্যথায় টন্‌টনিয়ে দিয়ে যায়, সেই কারুণি-পূর্ণ স্বর যেন আজও আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে ঝল্‌সিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে-দিনের কথা—তুমি ছোট্ট শিশু ছিলে, অফুরন্ত ফুট্‌ফুটে জ্যোছনা-প্লাবিত উঠানে দাঁড়িয়ে আমি আদর করে বল্‌তুম্, 'আয় চাঁদ আয়, আমার তরুর কপালে একটী টিপ্ দিয়ে যা!' তুমিও কচি টল্‌টলে হাস্য-প্রফুল্ল মুখখানি জ্যোছনার সঙ্গে মিশিয়ে বলতে, 'কৈ মা, চাঁদ আসে না; ভারী দুষ্টু হয়েছে না?' শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তুমি এত বড়টি হয়েছ, কিন্তু সেই আশৈশব চঞ্চল স্বভাবটি এখনও ত্যাগ করতে পার নি। তুমি ত আমার কথা কখনও অবহেলা কর নি। লক্ষ্মী ভাইটি আমার! আর কেন ও-সব রাগ-রোষ! কুটুমের সঙ্গে বাগ্-বিতণ্ডা করে কি হবে? এ-সব কি আর চিরদিন থাকে? এ-মাসে ঐ ন্যাগ-দৈবকে ডেকে একটি ভাল দিন ঠিক ক'রে শুরুকে আনা যাক্ না?"

"তোমার কথা ত কখনো অমান্য করি নি, বৌদিদি! একটী বার ছাড়া তোমার অবাধ্য হ'ব না। তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি, এদের সম্বন্ধে আমায় আর কোনো কথা বলো না। যে ঐশ্বর্য্য-গরিমায় স্ফীত হ'য়ে এমনভাবে বিশ্বের উপহাস করতে পারে, তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? বল ত এতে আমার দোষ কি আছে? সেই দিন যখন নাকের জলে চোখের জলে হ'য়ে, অপমানের বোঝা ঘাড়ে ক'রে, মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়ে, সেইদিনকার বৃষ্টি-ঝাপ্টার মধ্যে জীবনখানাকে বিপন্ন করে, সেই পাঁচ কোশের তেপান্তর-মাঠ ভেঙ্গে ফিরে এসেছি, সেদিনটা কি তোমার মনে পড়ে না, বৌদিদি? আমার দুর্দ্দশা দেখে তুমি না সে দিন বলেছিলে, 'এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত তেজ নবীন মুখুয্যে রাখে যে, আমার তরুকে অপমান করে! দেখি, কত দূরের জল কত দূরে যায়!' নেবে দেবার সময় কতই না ধোসামুদি, এখন সাত পাকে হ'য়ে গিয়েছে কি-না! এর প্রতিশোধ নিতে যদি না পারি তখন আমারই নাম পাল্টিই নয়! দেখি সে কতদিন তার মেয়েকে না পাঠিয়ে থাকতে পারে! কেমন! এখন যে তোমার নাক শান্তিই নয়, তা বেশ বুঝতে পারছ? ধন্যি বা-হো'ক তোমাদের ঐ মেয়ে-কুলকে! সে-দিনকার সেই অটল প্রতিজ্ঞা, অফুরন্ত অভিমান, সবই এর মধ্যে ভুলে গেলে, বৌদিদি?"

"মনে আছে তরু, সবই। তোর অপমান এখনও আমার প্রাণে ছুঁচের মত বিঁধছে! কি করব, না আনলে ত আর উপায় নেই। লোকে আমায় দোষ দিচ্ছে। যা ইচ্ছে [illegible] বেড়াচ্ছে;—লোকে ত আর ভিতরকার কথা জানে না। তাদের যে কি মাথা ব্যথা পড়েছে তা জানি নে। সে-দিন

বাধা-বাটে মুখুজ্যেদের বৌয়ের টিট্‌কিরীতে মাথাখানা যেন আমার হাঁকিয়ে উঠেছিল! বলে কি না, 'হ্যাঁ রাইপুরের বৌ, দেওরকে কি আর ঘর-কন্না কর্ত্তে দেবে না? বৌকে বাপের মত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে? আবার নামটি পর্য্যন্ত কর না! লোকে শুন্‌লেই বা কি বল্‌বে! তোমার কি আর বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে সাধ যায় না? ও-সব ভাল নয় গো। আমাদের উনি সে-দিন কল্‌কাতা থেকে এসেছিলেন, কি একটা ছুটি ছিল। রাইদের মেলা থেকে ও সব কথা শুনে এসে আমায় জিজ্ঞেসা করেছিলেন। আমি ত সবই সত্যি কথা বলে দিয়েছিলাম। তিনি শুনে যে তোমার কত দোষ দিয়েছিলেন তা আর কি বল্‌ব। দেওরটিকে খেয়ে বসে আছ দেখ্‌ছি। যতই হোক্, কেউ কি আপন জাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে! কোথা দু'জন এখন কত হাসিগল্প কর্‌বে, না তুমি সে পথ বন্ধ করে বসে আছ! এটা ভারী অন্যায় তোমার! শেষে দেখ্‌বে তোমাকেই সব দোষের ভাগী হ'তে হবে।"

পিতা ত সে ঠিক বলেছে, বৌদি! ভাজের অন্যায়টা দেখ্‌ত! বউ নিয়ে দেওরকে ঘর কর্‌তে দিচ্ছে না! এ অন্যায় কি আর সহ্য হয়?

যাও যাও। অত তামাসা করতে হবে না। জানি ত সব-শেষে আমার ওপর সব দোষ পড়্‌বে। কেমন কাল দেখ্‌তে হবে ত! এ যে ঘোর কলি! এ কালে যার ভাল করতে যাই, সেই মন্দ ভেবে বসে থাকে। ওঃ এত কষ্ট কপালে ছিল!—যে-দিন তিনি চলে গেছেন, সেই-দিনই জেনেছি যে কপাল মন্দ। না হলে এমন স্বামী, অমন যার বিত্তে, ৪।৫ টা পাশে দেওয়া, যেমন রূপ তেমনি গুণ—অসময়ে আথান্তরে ফেলে চলে গেলেন! তিনি আজ থাকলে, কত্ত অমন নবীন মুখুর্জ্যে দুয়োরে এসে ধন্না দিত! কত খাতির একদিন ছিল! এ অভাগীর কপালে কি আর এত সহ্য হয়? কষ্ট করতে এসেছি সংসারে, লোকের বাক্যবাণ শুনবো না? মাগো, এত কষ্টও কপালে ছিল! এখনই বা কি হয়েছে? দেওরের হাতে পড়েছি, হয় ত দু'মুঠো ভাতের কাঙ্গালও শেষে হ'তে হবে। কাশী পাঠিয়ে দিয়ে তুমি সুখে ঘর কন্না কর।" বল্‌তে বল্‌তে বিধবার চোখ-দু'টো কোলে কোলে ভরে উঠ্‌লো, অন্তরাত্মা কেঁদে বল্‌ল, "তুমি যদি গেলে দয়াময়, তবে আর কেন?—আমাকেও তোমার সাথী কর। কেন রেখে গেছ আমাকে?" তাঁর সেই দেবতুল্য স্বামীর মূর্ত্তিখানি মানস-মুকুরে ভেসে উঠ্‌ল। চলে গেছেন তিনি জন্মের মতন উধাও হ'য়ে, আর তিনি একা বাকি নিয়ে গেছেন আর একজনের সুখ-শান্তি, বেশ-ভূষা, রমণীর যা' কিছু গৌরবের বস্তু শাঁখা, সিন্দুর, লাল পেড়ে শাড়ী, কামারের ঘরের লোহা—এয়ো-স্ত্রীর লক্ষণ,—ক্ষুদ্র নগণ্য কিন্তু রমণীর নিকট মহৎ, মহামূল্যবান।

আজ সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর তাহার স্বামী মৃত। রমণী ভেবেই পায় না, ঈশ্বর কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়! দয়াময় মানে সার্থকতা আছে কি সংসারে? থাকলে বোধ হয় তার এমন হ'ত না। মাতা পিতা ভাই-ভগ্নীর স্নেহ-মমতা সেও উপভোগ করতে পায়নি। পিতৃকুলের সকলকে হারাইয়া

এগার বৎসর বয়সে সে একহাত ঘোমটা দিয়ে এ-বাটিতে ঢুকেছে, আর ত্রিশ বৎসর বয়স হতে না হতে সে আজ কাঙালিনী! ঈশ্বরের দোষ কি! সবই তার কপালের দোষ! অভাগী সে! পিতৃ- ও শ্বশুর-কুলের সকলেই গিয়াছেন। আছে কেবল সংসারে তার একমাত্র দেওর, অমাবস্যার সল্‌তে—তার জীবনের একমাত্র আশা-ভরসার স্থান। কিন্তু তাও বিধাতা তার মনে দেওরের প্রতি কণামাত্র স্নেহ দেন্ নি। কোন গুণে গুণী সে নিজে? আছে কেবল তার রাগ আর অভিমান। শুধু লোকের তুচ্ছ কথার জন্যে তার সেই পুত্র অপেক্ষা প্রিয় দেওর তরুকে কি মনোকষ্ট দিয়েছে সে! ধিক তাকে!

তরু নীরব, রমণীও নীরব। দুইজনেরই মস্তক অবনত; সুতরাং পরস্পরের নেত্রে অশ্রু-কণা কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। খানিক পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া তরু বলিল, "বৌদিদি! তুমি কি ভাব্‌ছো? আমার উপর রাগ করেছ বোধ হয়। আমার আর কে আছে? তুমি যদি এম্‌নি ভাবে রাগ অভিমান কর্‌বে ত আমি দাঁড়াব কা'র কাছে? জান ত, বৌদিদি, আমি পিতৃ-হীন, মাতৃ-হীন, ভ্রাতৃ-হীন, সহায়-সম্পদ-হীন। তুমি যে অযাচিত অনাবিল করুণার অধিশ্বরী দেবী, তোমার কোল যে চিরশান্তি-ময়। তবে কেন আমায় পায়ে ঠেল্‌ছ? ঠেল্‌ল, তাতে তোমার দোষ কি? অনাথ-দুঃখী, মন্দভাগ্য আমি, এ-কপালে আর সুখ কোথায়! তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে কি? যদি কিছু দিয়েছি ত ক্ষমা কর; আর যদি নাই কর, যাও যেথা ইচ্ছা, দাদার যা কিছু আছে নাও, তোমায় বাধা দেব না। একদিন যে ক্ষমতা তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে আজ আবার নিজের হাতে তা কেড়ে নিলে! নাও, দুঃখ কিছু নেই, তবে একটা জিনিষ মনে রেখো—তুমি যেদিন আমাকে কাঁদিয়ে চলে যাবে, সেইদিন তোমার স্নেহের তরুও শুকিয়ে যাবে। আমার আর কি আছে? এখনই যাও আর তোমার সাধের তরুর অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লুকিয়ে যাক্! মা যখন ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, ছেলে মা-ছাড়া হ'য়ে পৃথিবী বক্ষে কেন না কেঁদে বেড়াবে?" বলতে বলতে তার মাথাটা বৌদিদির পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল।

"ওঠ্ তরু! লক্ষ্মীটি আমার, দাদা আমার, ভাই আমার, সোণার চাঁদ আমার! আর তুই এই কর্ম-দুঃখিনীকে কষ্ট দিস্‌নে। তোর মুখ চেয়ে যে আমি সব ভুলেছি! ওঠ্, তোর বৌদিদিকে ক্ষমা কর্। আর তোর হৃদয়ের দুঃখময় বেদনাপূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিস্‌নে। আয় আবার সেই ক্ষুদ্র তরুটীর মত বুকে আয়। আমি তাঁর শোক হৃদয়ে স্থান দিই নি, দুঃখকে দুঃখ বলে জান্‌তে দিই নি। আমার বুকের শোকাগ্নির চিতা তোর ঐ শান্ত শীতল অশ্রুবারিতে ধুয়ে মুছে যাক্। বড় মনোকষ্ট দিয়েছি তোকে, তার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় বলে দে আমাকে। আমি নিষ্ঠুর, পাষাণের মত প্রাণ আমার, আর তোকে আমি কিছু বল্‌ব না"—বলে রমণী সাদরে দেবরের চক্ষুজল মুছে ফেলে তাহার মাথায় হাত রাখিলেন এবং তার হৃদয়-ভার নামিয়ে দিয়ে আবার বলিলেন, "তরু! তুই আমার ওপর রাগ করেছিলি, না?"

"তোমার ওপর রাগ, বৌদিদি! অতিরিক্ত আদর দাও কিনা, তাই আব্দার করে অত-গুলো আবল-তাবল্ বকে ফেল্লাম। তা'তে ছঃখু কোরো না তুমি!"

"ছঃখু আর কি, তরু! তোর কথা আমি কখনই মধ্যেই ধরিনে। বৌয়ের দোষ দিস্, বৌটির তোর ভারী অন্যায়। নিতান্ত ছেলে-মানুষ সে, তার দোষ থাকলেও নেই। তার ওপর কি রাগ রোষ করতে আছে?"

"না, ওর মুখ কিছুতেই দেখ্‌বো না, বৌদিদি!"

"কেন? আর একটি বিয়ে কর্‌বি না কি?"

"আর একটি! একটিতেই আছর, আবার ছোটো করলে না জানি কিই ঘট্‌বে! তুমিই ত ছ, তজ্জাল ঘটালে!"

"ছিঃ! ওকথা কি বলতে আছে! ক্ষচি মেয়ে, এখনও তার গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।"

"ক্ষচি খুকি! কুলোয় শুয়ে দুধ খাচ্ছে! হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।" "ওসে কথা আর কেন? আমি কিন্তু বলে রাখ্‌ছি, তরু তুই না আনিস্, আমাকেই বুকে করে তা'কে টেনে নিতে হবে রে যে আমার তরুর বৌ রে!"

"যখন নেবে তখন নেবে, এখন তার কি!"

বৌদিদির ব্যাপার এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কাল সাম্বৎসরিক আবর্ত্তনের পথ ছ'টি বার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেলিল। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এই সুদীর্ঘ ছয়টী বৎসরের মধ্যে যে কত পরিবর্ত্তন হইতে পারে তা' ভাবিয়া শেষ করা যায় না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তরুদের সংসারে একটা পরিবর্ত্তনের প্লাবন, বহে গিয়েছে। তরুর বৌদিদি সংসারে বীতস্পৃহা হ'য়ে বহুকষ্টে তরুর মায়া কাটিয়ে অনেক বাগ বিত-ণ্ডার পর কাশীবাসী হয়েছেন। তরু বা তরণীপ্রসাদ ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হয়ে ঢাকায় চলে গেছে। এখন সে আর তা'র বৌদিদির ক্ষুদ্র 'তরু' নেই। এখন সে ঢাকার সাবডিভিসনের হোমরা চোম্‌রা ডেপুটি। বরাবর তার মনে একটা বড় হ'বার ইচ্ছা ছিল। অবস্থার অনাতিশয্যের জন্য তা'কে তা'র শ্বশুরের কাছে একদিন মাথা হেট করতে হয়েছিল। আর সেই অপমান যাহা তা'কে দিন দিন তিলে তিলে বৃশ্চিকের দাহ-ময় দংশনের ন্যায় জ্বলিয়ে মারছিল। নিজের অবস্থার সে কি আর উন্নতি করতে পারবে না? সেই অপমানটুকু যে তার কাছে অতি হেয় ও ভয়ানক বলে বোধ হয়েছিল। তাই নাকি সে তার সব উৎসাহ সব শক্তিটুকু সুদূর ভবিষ্যতের উন্নতির জন্যে ঢেলে দিয়েছিল। তার গুণে, তার কর্ম্ম-কুশলতার উপরওয়ালা মুগ্ধ; তার অধীন কর্ম্মচারী সকলে তা'র সৌজন্যে প্রীত। লোকহিতকর কার্য্যে সে যোগদা করিতে সে সর্ব্বদা প্রস্তুত। লোকের মুখে তার সুখ্যাতি ধরে না। এখন তা'কে আর টাকার অভাব ভোগ করিতে হয়না। কিন্তু এত সফলতার মধ্যেও একলা জীব-নের একটা গুরুতর জ্বালা বহু চেষ্টায় সে মন হইতে দূর করিতে পারে নাই।

জগৎ-প্রসিনী চিন্তাদেবীর ধ্যানে সে অবিরত মগ্ন। কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও একখানি মুখ তা'র সম্মুখে নাচে কিন্তু পূর্ব্ব-অপমান স্মরণ করিলেই সেটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পায় না। ক্ষণে ক্ষণে নানা-প্রকারের চিন্তা তাহার হৃদয়ের মধ্যে তুফান

বসাইয়া দেয়। দোষ ত তা'র বাবার, তার দোষ কি? যদি তা'র কিছু দেয় হয়, তবে ত নানা গঞ্জনা দিয়ে সকলে তার শাস্তি দিয়েছে। না আর না তাহার জিনিষ সে—কি করছে এখন? অভিমানিনী বেদনা-ক্লিষ্ট মুখে উদাস ভাবে তাহার কথাই ত চিন্তা করছে এখন ত তরণী উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছে কিন্তু কিছুই যে ভাল লাগে না! সমস্ত দিনের অক্লান্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সে বাসায় ফিরে সেখানে সব শূন্য সব ফাঁকা। সব জিনিষই বিষাদ ও নীরবতায় কালিমাচ্ছন্ন। যে দিকে চাহে সেই দিকেই একজনের অভাব। একটুও শান্তি-স্বস্তি দিনের মধ্যে সে পায় না।

হঠাৎ একদিন একটা কেস্ এ'ল-স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর। স্ত্রী স্বয়ং এজলাসে এসে বল্‌ল, "আমার শ্বাশুড়ী আমাকে আমার স্বামীর অধিকার হ'তে বঞ্চিত করতে চায়। অপরাধ কিছুই নয়; মিথ্যা কতকগুলো অপবাদ দিয়ে স্বামীর দু'মুঠো ভাত হ'তে বঞ্চিত করতে চায় কেন? অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু আমি স্ত্রী হ'য়ে কেমন করে তাঁকে পরিত্যাগ করবো? স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন্ বা না করুন্, স্ত্রী হ'য়ে তাঁর সেবা হ'তে কেমন করে বঞ্চিত হ'ব? দেবতা আমি না আমি। প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম। আপনি ধর্ম্মাবতার; আপনার স্ত্রীও আছেন। ব'লে দেন, আমি কেন তাঁকে পরিত্যাগ করবো। কিছুই চাহি না—কেবল দিনান্তে একটিবারমাত্র তাঁর দর্শন, আর দু'মুঠো তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্নের অধিকারিণী হ'তে চাই। নাতীগণ ও আত্মীয়-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁকে আমি 'স্বামী' 'একমাত্র দেবতা', 'আমার জীবনের চিরসঙ্গী' ব'লেছি সেই হৃদয়পূজ্য দেবতার আশ্রয় আমার এই দেব-স্বর হ'তে সমস্ত জগৎ বিরোধী হ'লেও আমাকে বঞ্চিত করতে পার্বে না। স্ত্রীর হৃদয় হইতে স্বামীকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে কি? অশ্রু-জল, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস আর অনন্ত জমাট আঁধারের খোরাক্ সম্পূর্ণ রাম-কাসিমদ্বারা ঘৃণিত, তুচ্ছ জীবন।"

বল্‌তে বল্‌তে রমণীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌লো। দুর্দ্দমনীয় আবেগের বশে, পতি-ভক্তির প্রাচুর্য্যে তার লজ্জা সরম একেবারে চ'লে গিয়েছিল। তার প্রত্যেক বাক্য একটা জলন্ত অগ্নিশিখা, অথচ সতীত্ব-মহিমামণ্ডিত তেজোপূর্ণ—হৃদয়গ্রাহী। কথা বলিবার কালে তার মসীভামাখা মুখখানি যেন স্বর্গ হ'তে আগত কেমন একটা অমিত তেজ ও গর্ব্বে উজ্জ্বল! নদীর স্রোতের মত অনর্গল সে ব'লে যেতে লাগল। হাকিম তরণী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে তার হৃদয়ের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস শুনে গেল। রমণীর প্রত্যেক কথাটি যেন তার হৃদয়ে গেল বিদ্ধ করিল। এ যে তা'রই জীবনের মত ঘটনা! তা'র পর রমণীর স্বামীর উপর স্ত্রীগ্রহণ করবার আজ্ঞা প্রচারিত ক'রে তরণী যখন বাসায় ফিরে এল, তখন কি যেন একটা মোহ ও আবেশ তাহাকে গ্রাস করেছে! কোন জিনিষেই শান্তি পায় না সে। সেই দিনই রাত্রে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে, সে এক মাসের ছুটী নিল। কি জানি কেন জন্মভূমি দেখবার জন্যে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। তখনি চাকরকে তাঁর জিনিষপত্র গুছাতে

হুকুম দিল ও রাত্রি ১২ টায় ট্রেনে জন্মভূমির উদ্দেশে ছুটে চল্‌ল। কিন্তু কার কাছে যাবে? সেহময়ী বৌদিদি সেখানে নেই। কে তা'কে 'আমার তরু এ'ল, ব'লে কোলে টেনে নেবে! তা'র কোলে মাথা দিয়ে সে শান্তিতে ঘুমুবে? কে তা'কে আদর ক'রে যত্নে রাখ্‌বে! 'এইটি তুমি ভালবাস, এইটি বেশী করে খাও, ব'লে তা'র কাছে কে বসে থাক্‌বে? কিন্তু কি যেন একটা অজানা টানে সে জন্মভূমিপানে চলেছে।

ভোর পাঁচটার সময় সে গ্রামে নামিল। তখনও তা'র জন্মভূমি যেন সুপ্তিমগ্ন। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে দু'একটা কোকিলের কুহু রব ধ্বনিত হইয়া তা'র হৃদয়ের আঁধার চতুর্গুণ বাড়াইতেছিল। সুস্নিগ্ধ বাতাস অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ও ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন ফুলের উপর দিয়া বহিয়া গ্রামখানাকে মাতাইয়া দিতেছিল। গ্রামের ক্ষুদ্র মাতোয়ারা নদী-স্রোতটি রূপার জলের মত তর্ তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক দৃশ্য তার মনের মধ্যে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করতে লাগিল। সে যতই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হ'তেছিল ততই মন যেন কেমন করে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। জনহীন গৃহে কি ক'রে একা ঢুক্‌বে, গ্রামের কাউকে ত জানায়নি। সে দেখ্‌বে ঘরে কেবল জঞ্জালের ছড়াছড়ি, গৃহ ইন্দুরের আবাস-ভূমি হ'য়ে গড়েছে। দরজার কাছে গিয়ে হৃদয়ের স্পন্দন অতিরিক্ত বেড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তরুণী গিয়ে যা' দেখ্‌লে তা' সে নিজেই কল্পনায় আন্‌তে পারি নি। গৃহখানি তক্‌তকে, যেমন পূর্ব্বে থাক্‌তো, বাহিরের দরজা খোলা; তা'র পর যা' দেখ্‌লে সেটা আর জীবনে দেখ্‌তে পাবে ব'লে আশা করি নি। হাস্যময়ী বৌদিদি দরজায় দাঁড়িয়ে! "এই যে তরু এসেছিস্, আমরা কতই ভাব্‌ছিলাম। আর একটা নূতন জিনিষ দেখাব।"—ব'লে তা'র হাতখানি ধরে টেনে নিয়ে চল্‌লেন। সেও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর অনুগামী হ'ল।

তারপর তরুকে ঘরের দরজায় আগাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে তরু দেখ্‌ল তা'র পত্নী তার ফোটো কোলে ক'রে অজস্র ধারায় তার ওপর অশ্রু বিসর্জ্জন করছে, আর সেই ফোটোর উপর দিয়ে চোখের জলের রাশ ব'য়ে যাচ্ছে। সে বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে তার সম্মুখে দাঁড়াল' আর সেই রোদনক্লিষ্টা ভক্তিমতী ছবি বিনাবাক্যে তা'র হাত দু'খানি বুকের কাছে টেনে নিয়ে কেবল দু'টো কথা-মাত্র বল্‌লে।

"বল, তোমার রাগ না অভিমান। একি স্বপ্ন না সত্য।"

শ্রীহরদাস চট্টোপাধ্যায়।

সোণার হার।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গা বিজয়নগর হইতে চলিয়া গেল। সে-দিন মধুরাও নারায়ণার আশ্রমে গিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। মধুরাও যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে

পারিলেন না। মারাপ্পা অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া মধুরাওয়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানের স্মৃতি উভয়েরই মনে জাগরূক ছিল। কেহই দুর্গার কথা কহিতে পারিলেন না, অথচ উভয়েরই হৃদয়ে তাহারই কথা আন্দোলিত হইতেছিল।

দেবরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অদূরে বহির্ভাগে তাঁহার অশ্বারোহী অনুচরবর্গ অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতৃব্যের পদ-যুগল বন্দনা করিয়া তিনি যখন গাত্রোত্থান করিলেন তখন তিনি আশা করিতেছিলেন পিতৃব্য তাঁহাকে দুর্গার বিদায়-দৃশ্য বর্ণনা করিতে বলিবেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আহ্‌মদের সহিত তাঁহার যে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইলেও তিনি যে সে বিষয়ের উল্লেখ করিবেন না তাহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তখন দুর্গার সম্বন্ধে কি বলিবেন তাহাই সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মারাপ্পার প্রথম প্রশ্নে তিনি চমকিত হইলেন। মধুরাওয়ের বদনে আশঙ্কা ও বিস্ময়ের ভাব প্রকটিত হইল।

মারাপ্পা বলিলেন "সেদিন সভাগৃহে আমার মনে হইতেছিল, সেই দুষ্মন্তের বিবাহে আমি কেন যে আপত্তি করিয়াছিলাম তুমি তাহা জান। আমার অনুমান কি সত্য?" দেবরায় মৌন হইয়া রহিলেন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "কিন্তু তবুও ত'তুমিই সে বিবাহে উদ্যোগী হইয়াছিলে। সে কি আমার সম্মতি আছে জানিয়া! তুমি কি সব জান?" মারাপ্পার বাক্য শুনিয়া মধুরাওয়ের মুখ হইতে আশঙ্কার ভাব অন্তর্হিত হইল কিন্তু তাঁহার বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল।

মারাপ্পা বলিলেন, "ঠিক! দুর্গা তোমাকে এ কথা বলিয়াছে। কিন্তু—।" দেবরায় বলিলেন, "দুর্গার নিকট হইতে আমি শুনি নাই।" দুর্গার নাম শুনিয়া মধুরাও নীরবে একবার উভয়ের বদন অবলোকন করিলেন। দেবরায়ের মানসপটে তনুরাওয়ের অন্তিম শয্যার চিত্র বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল। হতভাগ্য যুবক! কি অশান্তি তোমার পূত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত তিক্ত করিয়া দিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের মেঘাচ্ছাদনের ন্যায় এই এক অশান্তি তোমার মরণযন্ত্রণাকে কিরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল! দেবরায় মৌন রহিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলেন।

মারাপ্পা বলিলেন, "আমিও তাহাই জানিতাম—যদি সে আমাকেও বলিত।—বৎস, তাহা হইলে তোমার কি ইচ্ছা? নিরাশ থাকিও না! যদি এখনও নির্ব্বাক থাক, তোমারই সম্বন্ধে আমার বাক্‌শক্তি চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে।" দেবরায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তাত! আদেশ করুন!"

মারাপ্পা দণ্ডবিগলিত নেত্রে মধুরাওয়ের করদ্বয় ধারণ করিলেন, বলিলেন, "মধুরাও! বন্ধু! আমার এক অনুরোধ আছে। তোমার পুত্র গিয়াছে, দেব তোমার পুত্র হইবে। আমার কন্যা গিয়াছে, তোমার কন্যা হেমকে আমায় দাও। হেম বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞী হইবে! আমি সম্রাট-পিতৃব্য, তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি।" মারাপ্পার নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া দুই বন্ধুর সম্মিলিত হস্ত চতুষ্টয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

তপনতাপে তুষারশিখর গলিত হইলে প্রস্তর-গাত্র বহিয়া পার্ব্বত্য তটিনী ঝর-ঝর-রবে

আরিতে থাকে, পর্বত শৃঙ্গ হেন্ত্রো রেডিয়াস-এর কলধারা বন্ধ রাখিতে পারে না। তাহার বিরাট অসাড় দেহের প্রতি লোমকূপ যে ধারার স্পর্শে স্পন্দিত হয়, সেই অবিরাম ঝর ঝর শব্দে পর্বতের প্রতি গুহা প্রতিধ্বনিত হয়, শুভ্র গহ্বরের উপত্যকা হাসিয়া উঠে। মারাপ্পার নেত্রে জল, মধুরাওয়ের নেত্রেও জল। সন্ন্যাসী শুধু বোদ্ধা পরলোকের বীর বন্ধু গ্রহণ করিয়া রোদন করিতেছেন।

সন্ন্যাসী ক্রন্দন করে না, যোদ্ধাও ক্রন্দন করেনা। কাঁদান তাহাদের স্বভাব। মাতা পিতা, পত্নী, পরিজনকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া আসে। দণ্ড, কমণ্ডলু, চীর-জটাবল্কল ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী আত্মীয় স্বজনের চক্ষুতে অশ্রুধারা বহাইয়া দেয়। নিষ্করুণ নির্লিপ্তার চিত্তে যোদ্ধা ধরণীর বক্ষ রক্ত-স্রোতে প্লাবিত করিয়া দেয়, কাহারও দেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন করে, কাহারও বা অন্তরে বিরোগ-শোকের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। সন্ন্যাসী বা যোদ্ধার নয়নে অশ্রু প্রাকৃতিক বিপ্লব, বাড়বাগ্নির মত অদ্ভুত, চির হিম দেশে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় আশ্চর্যজনক।

জড়িত কণ্ঠে মধুরাও বলিলেন, "মারাপ্পা! দেবরায়কে দেবার আমার কিছুই নাই।" মারাপ্পা আপনার পিঙ্গল জটাজাল পশ্চাতে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আজ বিশ্বব্যাপী নিরানন্দের মধ্যে এই টুকুই আনন্দ।"

দেবরায় আশ্রমের বহির্ভাগে আসিলেন। রথ সজ্জিত ছিল। শরীররক্ষিপরিবৃত হইয়া তিনি প্রস্থান করিলে পর, চই বৃদ্ধ বীরে ধীরে বিরূপাক্ষদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে বিগ্রহের পূজায় ব্যাপৃত হইলেন।

রাজপথে উপস্থিত হইয়া উভয়ে শুনিলেন, যে লণ্ঠনগুলির পৃষ্ঠে রাজদ্রোহের মসিমুদ্রা স্থানাঙ্কিত হইয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। বিদ্রোহী দেবরায়ের পার্শ্বত্য সেনার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা ধনরত্নের উদ্ধারসাধন করিয়াছে বটে কিন্তু দেবরায়ের সন্ধান তাহারা দিতে পারিল না। মারাপ্পা হেঁটা করিয়া হাস্য করিলেন এবং পার্শ্বে চাহিয়া মধুরাওকে বলিলেন, "পুরলক্ষ্মীর আগমন নিশ্চিত জানিয়া সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী আবার প্রসন্ন হইয়াছেন।"

হেমের সহিত দেবরায়ের বিবাহ হইল। তাহার পর মারাপ্পা বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। মধুরাও দণ্ডনায়কের পদ আর গ্রহণ করিলেন না। দেবরায় নাগরাওকে দণ্ডনায়কের পদ প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মধুরাও তাহা শুনিয়া বিনায়করাওকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! উপযুক্ত দণ্ডনায়কের জন্য অন্যত্র অন্বেষণের প্রয়োজন ছিল না। তুমি দণ্ডনায়ক হইলেই ভাল হইত। সিঙ্গগুপ্তার দুর্গাধ্যক্ষ যুদ্ধ জানে না। আমার পদাতিক সেনা আর গঠিত হইবে না।" নাগরাও যখন সংবাদ শুনিলেন, তাঁহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। তিনি বলিলেন, "রাজা! এ পদ যাদার প্রাপ্য ছিল। আজ তিনি নাই, এ পদে কেহ বসিতে পারে না।" দেবরায় হস্তের উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "তাহা জানি নাগরাও! তথাপি থাকিলে তিনিই এই পদ লইতেন। কিন্তু মারাপ্পার মনের মত তিনি

প্রাণ দিয়াছেন ইহা এক্ষণে তাঁহার ভ্রাতার।" নাগরাও বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ। তাহা হইলে দণ্ডনায়কের আসন সাম্রাজ্য হইতে উঠিয়া যাক্।" দেবরায় বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "নাগরাও! যখন তমুরাও স্বর্গ হইতে দেখিবেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে যে পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন তাহা তাঁহার ভ্রাতার ইচ্ছায় উঠিয়া গেল, তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না, নাগরাও!" নাগরাও বিচলিত হইলেন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার একান্ত অনুরোধ তুমি এ পদ গ্রহণ কর। যদি তোমরা একে একে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও আমার জীবন দুর্ব্বহ হইবে।"

নাগরাও স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, সিংহদ্বার ভার গ্রহণ করিবে কে?" বিনায়করাও বলিলেন, মহারাজাধিরাজ সে ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন।"

সাম্রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। শান্তির সহচর ঐশ্বর্য্য; দেশে ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিল। রাজধানীর পথে পুষ্পবিভূষিত দেহে হর্ষোৎফুল্ল নাগরিকবৃন্দ ভাবনাহীন চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুমূল্য বসন, রত্ন ভূষণ ও নানাবিধ পণ্য-সম্ভার বিপণিশ্রেণীর শোভা পুনরায় বর্দ্ধিত করিল।

ক্রমে চারিটি মহানবমীর উৎসব শেষ হইল। বিজয়নগর বলদৃপ্ত অগণ্য সেনার পদভরে কম্পিত, রাজকোষ ধনমাণিক্যে পূর্ণ, বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা, তাহার একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত অপরিসীম বিশ্রাম-সুখে নিমগ্ন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যে বিশৃঙ্খলা। সে রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ খানখানান্ আহ্‌মদ্। তাঁহারই জন্য বাহমনী-রাজ্য বলোন্নত। কিন্তু হুসিয়ার খাঁর কূট চক্রান্তে আহ্‌মদ্ ভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইলেন। বৃদ্ধ সুলতান বুদ্ধিভ্রংশ, আহ্‌মদ্ অনভিজ্ঞ, শাহজাদা হাসান উদাসীন। এ ক্ষেত্রে ফল যেরূপ হয় তাহাই হইল। গৃহ-বিবাদে বাহমনী রাজ্য উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল।

একদিন প্রাসাদে দেবরায় নাগরাওয়ের সহিত এই বিষয়েই কথোপকথন করিতেছিলেন। দেবরায় বলিতেছিলেন, "নাগরাও! বিনায়করাওকে আমাদের মন্ত্রণার মর্ম্ম জ্ঞাপন করা আবশ্যক। তাঁহাকে জানাইও যে আমাদের ইচ্ছা নয় যে মুসলমান রাজ্যের এই গৃহ-বিবাদে আমরা হস্তক্ষেপ করি; কিন্তু এই গৃহ-বিবাদের ফলে যদি কেহ আমাদের সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন আমরা সসম্মানে তাঁহাকে আশ্রয় দিব। কেহই আমাদের আমাদের শত্রু নহেন, আর অতিথিকে আশ্রয় দিতে আমরা ধর্ম্মানুসারে বাধ্য।"

নাগরাও উত্তর দান করিবার পূর্ব্বেই দ্বারদেশে সহসা একটি ছায়া পতিত হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন দ্বার-পথে একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর দেহ কৃষ্ণ ও রক্ত, মুখ-মণ্ডল ক্ষত বিক্ষত—যেন হিংস্র পশুর নখরাঘাতে জর্জ্জর, চক্ষু অন্তর্হিত; শুষ্ক অক্ষিকোটরের অবস্থা দেখিলে অন্তরে ভীতির উদ্রেক হয়। সেরূপ বীভৎস বদন কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর একটি হস্ত শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ভাণ্ড।

নাগরাও কহিলেন, "সন্ন্যাসী! আপনি একাকী রাজ-সমীপে আসিয়াছেন, মনে

প্রহরী আসে নাই কেন?" সন্ন্যাসী দ্বারপথ ত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে আসিলেন, তৎপরে নাগরাওয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "আসিতে চাহিয়াছিল, নাগরাও! আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। এ ভবনের প্রত্যেক প্রস্তর আমার পরিচিত।" বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে নাগরাও বলিলেন, "আপনাকে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আপনাকে আমি চিনিতে পারিলাম না।"

দেবলদেবের নিকট সন্ন্যাসীর আগমনের পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তিনি সম্মুখস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, অপরাপর সন্ন্যাসীর ন্যায় ইনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, নাগরাওয়ের বাক্যে আগন্তুকের ওষ্ঠে একটি ক্ষীণ হাস্য-রেখা জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল এরূপ বিকৃত, তাঁহার হাতের চেষ্টা এত করুণ, মর্ম্মস্পর্শী, যে তাহা দেখিয়া দেবরায় শিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি কি করিয়া আমাকে চিনিবে? আমার আকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে আমার পিতাও আমাকে চিনিতে পারেন নাই। নাগরাও! আমি দেবল!" নাগরাও স্তব্ধ, বিস্ময়ে তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। দেবরায় ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "দেবল তুমি? ভাই তোমার এ দশা কেন?" দেবল হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "ভগবানের দেওয়া শাস্তি! শাস্তি নয়, দাদা, এ বিচার।" নাগরাওয়ের বিস্ময় ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল, তাঁহার তরুণ বদনের প্রত্যেক রেখা কঠিন আকার ধারণ করিতেছিল। তিনি কাঠোর স্বরে বলিলেন, "উপযুক্ত বিচারই হইয়াছে! দেবল! যদি আজ তোমার এ শাস্তি না দেখিতাম তাহা হইলে আজ দেশের চিরপ্রথামত তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতাম।"

দেবরায় ভাবিতেছিলেন, 'ইহা কি স্বপ্ন না বাস্তব।' না, ইহা স্বপ্ন নহে। উজ্জ্বল দিবালোকে কক্ষ প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে। রত্নখচিত কক্ষসজ্জা ও স্বর্ণমণ্ডিত ছাদতল সে আলোকে স্নাত হইয়াছে। কক্ষমধ্যে সন্ন্যাসীর বেশে দেবল দাঁড়াইয়া—তাহার মুখে আলোক আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু সে আলোকে নয়নে প্রতিফলিত হইতেছে না। দেবরায় দেখিলেন যে নাগরাওয়ের কঠোর বাক্যে দেবলের বিকৃত মুখে অব্যক্ত যাতনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। দেবল করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি এখন জগতের চক্ষে মৃত, আর আমি বাস্তবিকই মৃত, সে আমি আর নাই। আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।" নাগরাও কহিলেন, "তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক্ষণে তোমাকে ক্ষমা না করা কাপুরুষতা। কিন্তু তোমায় যে ক্ষমা করিবে সে কাপুরুষেরও অধম।" দেবরায় অগ্রসর হইয়া দেবলের হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিলেন। "দেবল! আমি তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছি। নাগরাও! দেবল আমার ভাই।" নাগরাও বলিলেন, "সেইজন্য সম্রাট্ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন! কিন্তু আমার সূর্য্যের মত তেজস্বী, ভীষ্মের মত উদার ভাই যে"—নাগরাওয়ের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

দেবলের মস্তক প্রবল স্মৃতির ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি অবনত-মস্তকে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "নাগরাও, আজ যদি তুই জীবিত থাকিত, আর আমি

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত কর্ম্ম করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে তাহার সমক্ষে দাঁড়াইতাম, সে আমাকে ক্ষমা করিত, নাগরাও!"

মধুরাও কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে স্খলিতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাট্ ও নাগরাওয়ের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার আগমন দেখিতে পান নাই। দেবলের কথা শেষ হইবা-মাত্র তিনি মর্ম্মভেদী কণ্ঠে বলিলেন "আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি, দেবল।"

(ক্রমশঃ)

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

হরিদ্বার হইতে কনখল তিন মাইল রাস্তা। মায়াপুরের পুল দিয়া সোজা রাস্তায় যাইলেই কনখলে পৌঁছান যায়। কনখল একটী ক্ষুদ্র গ্রাম কিন্তু হরিদ্বার অপেক্ষা বড়। এখানকার বাজার উত্তম এবং স্থানটী সন্ন্যাসিগণের মঠ দ্বারা পূর্ণ। হরিদ্বারে যাহা কিছু বিক্রয় হয়, তাহা কনখল হইতেই যাইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি হরিদ্বারের যে চমৎকার দৃশ্য তাহা কনখলে নাই। রাজমিস্ত্রীরাজদিগের ও শেঠ দিগের এখানে সদাব্রত আছে। সুতরাং ভিক্ষুকের অভাব নাই। হরিদ্বারের ঘাট যেমন পাকা বাঁধান, কনখলেও তাহাই। পাতিয়ালা রাজার হবেলী এবং ভারামল শেঠের বাটি দর্শনযোগ্য। লণ্ডোরের রাণীর ঘাটও অতীব সুন্দর। সঙ্ঘে মুরলীমোহনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজা রঘুবীরসিংহের বিধবা রাণী তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থ এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দক্ষেশ্বরের মন্দিরটী পুরাতন। এই মন্দিরের মালিক লণ্ডোরের রাণী। গোঁসাইগণ পূজাদি করিয়া থাকেন। মন্দিরের দক্ষিণে বীরভদ্র ও ভদ্রকালীর মূর্ত্তি এবং সম্মুখে সতী-কুণ্ড। মন্দিরের উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে, তাহা বিভূতিতে পরিপূর্ণ যাত্রিগণ মস্তকে বিভূতি ছড়ান এবং কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গে করিয়াও লইয়া যান।

হৃষিকেশ—ইহা দেরাদুন জেলায় অবস্থিত এবং হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল। হরিদ্বার হইতে গরুর গাড়ীতে হৃষিকেশ যাওয়া যায়। গঙ্গার দক্ষিণতটে রামজানকীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে গঙ্গার দিকে একটী কুণ্ড আছে, তাহা কুব্জাবর নামে খ্যাত। ঝরনার জল কুণ্ড দিয়া গঙ্গায় যাইয়া পড়ে। মন্দিরের একটু দূরে বারাহজীর মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মন্দির যে নাই তাহা নহে। এখানকার প্রধান মন্দিরটী ভরতজীকে উৎসর্গীকৃত। ভরতজী চতুর্ভুজ। মন্দিরটী পুরাতন বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মূর্ত্তিটি শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা স্থাপিত।

সংসারে বিরক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হৃষি-কেশই প্রধান স্থান। সুতরাং তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে কতকগুলি ধর্ম্মাত্মা পুরুষ সদাব্রত খুলিয়াছেন। যাত্রীদিগের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। হৃষিকেশের উত্তরদিকে শত্রুঘ্নের মন্দির আছে। স্থানটি বড়ই রম্য।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

স্বর্গীয়া কুমারী উষাপ্রভা দত্তের পুণ্য শ্রাদ্ধ-বাসরে

স্নেহের ভগিনী উষা! প্রেমেতে হইয়া ভুষা,
দিব্যধামে করেছ প্রবেশ;
মুখে আর ব্রহ্মনাম, পূর্ণ করে মনস্কাম,
শিরে ধরি তাঁহার আদেশ।
মাঘের সে একাদশ, বাড়াতে ব্রহ্মের যশ,
পুণ্য হ'ল ভক্তের সন্তান;
ব্রহ্ম মুহূর্তে জাগে, জাগে ভক্ত ঋষিগণে,
করিতে সে ব্রহ্ম যোগ, ধ্যান।
সে শুভ মুহূর্তে তুমি, ত্যজিলে এ মর্ত্যভূমি,
প্রিয়জন বিষাদে মলিন;
শ্মশানে ভস্মের প্রায়, রূপান্তর হয়ে হায়!
পূর্ণ দেহ হয়েছে বিলীন।
কি মাধুরী অভিনব,
সে সৌরভ করিয়াছ দান,
ফুটিল ফুলের মত, বিকশিত হয়ে কত,
দেখায়েছ কি সুন্দর প্রাণ!
শৈশবে পিতার গৃহে, আজীবন রুগ্ন দেহে,
যে সাধনা করিলে আপনি;
দেহ-পাত্রে ঢালি ক'ব পূর্ণ সে সাধনা তব,
দেখেছিলে সেই স্পর্শমণি।
তোমার পরশ লাগি, হ'লে তুমি অনুরাগী,
জীর্ণ দীর্ণ ভগ্নখানি লয়ে;
জীবনেতে ব্রত ধরে, চলেছিলে লক্ষ্য করে,
রোগ শোক সব জয় করে!
ব্রহ্ম-কুমারীর ব্রত, পালন করেছ যত,
প্রাণে বল পেয়েছ সত্বর;
যৌবনে উষার স্রোত, করেছিলে ওতপ্রোত,
তাঁর কোলে পুরিত অন্তর।
কোন দিন চঞ্চলতা শুনি নাই সে বারতা,
ব্রত হ'তে স্খলিত কখন;
চিরদিন নিষ্ঠাবতী শুদ্ধমনে ভক্তিমতী,
দেবতারে দিয়াছিলে মন।
তোমা সবাকার তাঁর, মুক্তারেছ অলঙ্কার,
তব হাতে দিয়াছ অমর;
শুনিয়া সে মিষ্টবাণী, জুড়াল সবার প্রাণী,
প্রেমেতে কি বলে মৃত্যুঞ্জয়।
বালক বালিকা যত, তোমার ভকত কত,
তুমি প্রাণে দিয়াছিলে আশা,
সবারে মঙ্গলা দিয়ে, মঙ্গল পথেতে নিয়ে,
দিয়াছিলে স্নেহ ভালবাসা।
সে স্নেহ মধুর ধারা, করিয়াছ মাতোয়ারা,
শুনেছিলে শিশুদের মুখে;
তোমার প্রাণের প্রাণ, কি যে তিনি প্রাণারাম,
কত মিষ্ট লাগে শোকে দুখে।
অশেষ যন্ত্রণা মাঝে, দেখালে সকল কাজে,
স্থির ধীর সংযত জীবন,
তাই ত সাধনে সিদ্ধ, তোমারে করেনি বিদ্ধ,
পাপরিপু প্রবল যখন।
আজ সে সুন্দর প্রাণ, দেবতারে করে দান,
ধন্য তব হয়েছে জনম;
ভক্ত পিতামাতাসনে, আর কত প্রিয়জনে,
মিলে কর প্রেম বিনিময়।
সেথা জরা মৃত্যু নাই, চিদানন্দ সেই ঠাঁই,
রোগ শোক নাহি কোন জ্বালা;
আত্মার পরম শান্তি, দূরে যায় সব ভ্রান্তি,
দেবতারে দিয়া পুষ্পমালা।
সার্থক জনম তোর, স্নেহের ভগিনী মোর,
তবে দুঃখ করিব কি আর?
তোমার সে পুণ্য-স্মৃতি, জীবনে জাগায় প্রীতি,
সে জীবন নহে ভুলিবার।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ, হয় শুধু ম্রিয়মাণ,
যে গৃহের তুমি অলঙ্কার;
উঠে সেথা দীর্ঘ-শ্বাস, দিবে নাকি এ বিশ্বাস,
প্রেমে বাঁধা আছে ত্রিসংসার।
ভগিনী সবারে বল, "ব্রহ্মকৃপাহিকেবল,
দাও সবে স্নেহ ভালবাসা;
ব্রহ্ম নামে হোক্ রুচি, চিরদিন থাক্ শুচি,
প্রাণে রাখ স্বর্গের আশা।
যত দুঃখ কষ্ট হোক্, সহ কর রোগ শোক,
পাবে স্নেহ তাঁর প্রাণারামে;
নিকটে আসিব ধাম, পূর্ণ ক'রে মনস্কাম,
বাজিদল এসে ব্রহ্ম ধামে।

শুনালে আপার বাণী, আজি মোরা ধন্য মানি,
ধন্য তোর জীবন যৌবন ;
বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে, প্রাণে সত্য নাম লয়ে,
দিলে সবে বহুমূল্য ধন।

ব্রহ্মমন্ত্র লয়ে দীক্ষা, পেয়েছিলে কিযে শিক্ষা,
আজ তাই ভাবি অনুক্ষণ ;
আজ আত্ম-পর ভুলি, খাটবে হৃদয় খুলি,
প্রেমে হয় বিচিত্র ভুবন।

প্রিয়ম্বদা।

শোকাশ্রু।

কনকাভরণা উষা
দাঁড়াইলা আসি অই—
আমাদের রত্ন-ভূষা
প্রাণময়ী উষা কই ?
কেন গো জাগে না উষা
কমল নয়ন খুলি,
কেন গো ডাকে না আর
মধুর ঝঙ্কার তুলি।
কেন সে স্বরগ-রাগে
গাহেনা বিভুর গীতি,
কেন গো ভরে না ঘরে
তার ভক্তি স্নেহ প্রীতি ?
অই যে অরুণ-রাগে
আলোময়ী বসুন্ধরা,
আমাদেরি ঘরে কেন
এমন আঁধার ভরা ?
আর জাগিবে না উষা
তা' কি কভু সহা যায় ?
তার সে সৌরভ নিয়ে
আর বহিবে না বায় ?
উষাহীন নিশা দিন—
উহুহু! কেমনে র'ব,
উষা নাই! উষা নাই!
ও কথা কেমনে ক'ব!
আমাদের দেহে উষা
ছিল যে জীবনী রূপে,
বরাভয়, শক্তি, জ্ঞান,
সঞ্চারিত চুপে চুপে।
বিধির বিশ্বাসী সুতা
ধর্ম্মপ্রাণা সত্যব্রতা,
কুমারী তাপসী সে যে,
(শিল্প-চিত্র-কলা-রতা।

সংসারের লক্ষ্মীরূপা
স্বরগের বেল ফুল,
এ নর জগতে হায়,
নাহি যে তাহার তুল!
বিষম রোগের জ্বালা,
বুক-ফাটা ব্যথারাশি
মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা
তবু মুখ-ভরা হাসি!
সে যে এসেছিল শুধু
আপনা বিলায়ে দিতে,
কেবলি ঢালিয়া দিত,
জানিত না ফিরে নিতে!
সে যে চির আদরিনী
ভাই বোন সবাকার
"দিদির" নয়ন-তারা
হৃদয়ের মণি-হার!
এত যে পাহারা ছিল
সচকিত শত আঁখি,
তার মাঝে কেমনে সে
দিয়ে গেল হেন ফাঁকি!
কত যে খুঁজিয়া মরি
কোথা উষা ঘুম যায়,
দারুণ আতপ-তাপ
পাছে লাগে তার গায় ;
কনক-ভূষণা উষা
উদয় অচলে অই,
আমাদের রত্নভূষা
প্রাণাধিকা উষা কই!
পুণ্যময় মাঘ মাস
পুণ্যময়ী শুভ্র উষা,
পুণ্যদা অষ্টমী তিথি
পরি সুপবিত্র ভূষা,

উষারে লইয়া হায়
বাবা মা'র স্নেহ-কোলে
সুরবালাগণ তারে
তুষিছে মধুর বোলে।
প্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি
অমৃত-বাতাস দিয়া,
জননী অমৃতময়ী
দিতেছেন জুড়াইয়া!

আমাদের উষা আজি
স্বরগের উষারাণী,
আমরা পূজিব প্রাণে
ও পুণ্য-প্রতিমাখানি।
তোমারি গৌরবে উষা!
আমরা গৌরবান্বিত
বিশ্বের শুভ্রতা শুভ
তোমাতে যে সন্মিলিত।

লোকসন্তপ্তা :—শ্রীমা—

তর্পণে।

কোন শুভ লগ্নে ম্লান উষার আলোকে,
এসেছিলে সুরবালা মরতের ভিতে
তমোরাশি দূরে করি দিব্য জ্যোতিতে
উজল করিলে সবে বিমল আভাতে!
পুলকে ভরিল গৃহ তব আগমনে,
আলোকিল চারিদিক উষার প্লাবনে।

নারী জনম পবিত্রতার পূর্ণ মূরতি,
পরহিতে দেবতায় দিলে দেহ আহুতি!
ধর্ম্মেরে ব্রত ক'রে সেই ধ্যানে সেই জ্ঞানে,
কেবা কাটায় জীবন অমরায় সন্ধানে?
ওগো তব স্নেহ ভালবাসা সহিষ্ণুতা গুণে
বেঁধেছিলে সবারে কি দৃঢ় প্রেম-বন্ধনে?

নাহি ক্ষোভ গেছ তুমি চির শান্তির ধামে,
পিতা মাতা পরিজন কত আছে তব বামে!
কেথা প'ড়ে আছে যারা শোকাকুলিত প্রাণে
ভুলিবে তাদের তুমি পাইয়ে কি প্রিয় জনে?
জীবনে আর ত না হেরিব সেই হাসি,
আর কে বা বলিবে জ্ঞানের বচন রাশি!

লও, দেবি! লও অশ্রুসিক্ত মোদের অঞ্জলি;
কত কথা মনে হয়, শোকে উঠে প্রাণ উথলি।
তব আদর্শ হয় যেন মম এ জীবনে,
পালি যেন সেই ব্রত সদা কঠোর সাধনে
রাখ প্রভু! সে আত্মারে চির-শান্তি কল্যাণে
সিঞ্চিত ক'রে তা'রে তব প্রেম-সুধা দানে।

শ্রীমতী মণিকা রায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 716. April, 1923.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৬০ বর্ষ। ৭১৬ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩২৯। এপ্রিল, ১৯২৩।	১২শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ দ্বারা অবিনাশী অব্যয় ব্রহ্মভাব এবং বিশ্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ হইতেই আবির্ভূত বা ব্যক্তভাব, উভয়ই বোধগম্য করিলেন। অর্থাৎ ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানের প্রভাবে এ উভয় রূপই বা অবস্থা অনুভব করিলেন। এখন একটি বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি ভগবৎ সমীপে তাহা নিবেদন করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, হে ভগবান্, দুই প্রকার সাধকবৃন্দ দেখিতেছি, কেহ তোমার অক্ষর অব্যয় ও অনির্দ্দেশ্য ভাব অবলম্বনে তোমার উপাসনা করেন, আবার কেহ কেহ সতত তোমাতে যুক্তচিত্ত হইয়া অথবা 'তুমি আমি'-ভাব পরিমুক্ত হইয়া তোমার সহিত একাত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করেন; ইহাদের মধ্যে কে যুক্ততম ও প্রধান?" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে সাধকদিগের বিবিধ অবস্থা সূচিত হইয়াছে। এক প্রকার সাধকবৃন্দ ব্রহ্ম বিচার অবলম্বনে তাঁহার উপাসনা করেন;—'তাঁহাকে ছুঁই ছুঁই অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না,' তাঁহাদের যেন এই রূপ ভাব। আর কতকগুলি সাধক ক্রিয়াযোগ অবলম্বনে তাঁহাতে মিলিয়া গিয়া অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন বা তন্ময়তা অনুভব করেন। ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুন তাহাই জানিতে চাহিতেছেন। সাধক মাত্রেরই এই অবস্থাদ্বয় অনুভূত হয়। অর্থাৎ এক দলের কেবল ভগবৎ-তত্ত্ব জানিবারই বাসনা প্রবল হয়, আবার অন্য অবস্থায় সেই তত্ত্বরসে মগ্ন হইয়া তদ্রূপভোগের বাসনাই প্রবল হয়। এখন উহার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহাই জিজ্ঞাস্য।

ভগবান্ কহিলেন, "অর্জ্জুন! আমাতে মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার

উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ত-তম বা প্রধান যোগী। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যগ্‌রূপে সংযত করিয়া অনির্দ্দেশ্য রূপবিহীন সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য স্থির সুতরাং নিত্য, অবিনাশী কূটস্থের (অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাবস্থায় এক রূপের) উপাসনা করেন, সকল ভূতের হিতকারী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অব্যক্তে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সিদ্ধি-প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ হয়। যেহেতু অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা মানুষগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত সংসার সমুদ্র হইতে শীঘ্রই, আমাতে সন্নিবেশিত চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই। অতএব আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি-নিবেশ কর, তাহা হইলে ঊর্দ্ধ দেশে আমাতেই থাকিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই!"

সুতরাং ভগবদ্‌বাক্যে, বোঝা গেল যে যাঁহারা অক্ষর অব্যয় ব্রহ্মভাব অবলম্বনে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কারণ এ নিষ্ঠা স্থির রাখা বড় কঠিন। কিন্তু যিনি ক্রিয়াযোগ দ্বারা ভগবদ্‌গত-প্রাণ ও-মন হইয়া তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার সিদ্ধি শীঘ্র এবং সুখে সম্পন্ন হয়। "ক্রিয়াযোগে প্রাণকে ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দ্বিদল পদ্মে স্থির রাখিতে পারিলেই" ভগবান্ বলিলেন, "আমার অনন্ত সত্তায় সাধক নিজ সত্তা নিলয় করিয়া আমিময় হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন এবং ক্রমে আমাতেই লীন হইয়া অথবা আমিই হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করেন।" তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, "তুমি ভক্তিপূর্ব্বক আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলেই ইহার ঊর্দ্ধে আমাতেই থাকিবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।" প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দুই বিষয়ের যে পার্থক্য তাহা বুঝিলেই কথিত বিবিধ সাধকের অবস্থা বেশ বোধগম্য হইবে। তাহার পর ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, "যে অবস্থা ক্রিয়াযোগ দ্বারা লাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলে তুমি সদা তাহারই অনুষ্ঠান কর। কিন্তু যদি তাহাতে আপনাকে অসমর্থ বোধ কর, তবে পশ্চাৎ আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর, নিশ্চয়ই শ্রেয়োলাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন, যদি তুমি আমাতে অর্থাৎ আমার বিশ্বরূপে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস-যোগ দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ মত আমাকে পাইতে যত্নবান্ হও। আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে আমার কর্ম্মে অর্থাৎ প্রাণ-সংযম কর্ম্মে রত হও। কারণ অহঙ্কার-রহিত হইয়া একমাত্র আমাতে লক্ষ্য রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে একমাত্র আমার শরণাপন্ন ও সংযতচিত্ত হইয়া সকল কর্ম্মেরই ফলত্যাগ কর। কারণ, সম্যক জ্ঞান রহিত অভ্যাস হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ের ধ্যান শ্রেষ্ঠ। এবং উক্তরূপ ধ্যান হইতে আবার কথিত রূপ কর্ম্ম-ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই ত্যাগ হইতেই শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র, কৃপালু,

মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয় স্থিরসঙ্কল্প, ও আমাতে মনবুদ্ধি সমর্পণকারী, এরূপ যে আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। সকল বিষয়ে নিঃস্পৃহ শুচি, অনলস, উদাসীন, পক্ষপাতশূন্য, চিন্তা-শূন্য এবং সংকল্প বিকল্প-শূন্য যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্ট-নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি পুণ্য-পাপ-পরিত্যাগী অর্থাৎ যিনি অহংভাববর্জিত ও মদ্ভক্তিমান তিনিই আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে বিকার শূন্য, আসক্তি শূন্য, নিন্দায় ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনি, যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট-বাস-স্থানবিহীন, স্থিরচিত্ত, ঐরূপ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃত-ময় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার অতি প্রিয়।

এই রূপে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিলেন, তাই এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ রাখিলেন। ইহাই পরাভক্তি। সাধক ভক্তের হৃদয়ে এই পরাভক্তি হৃদয়ে উদয় হয়, তখন আর তিনি আপনার পৃথক অস্তিত্ব অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহার আর অহঙ্কার কোথায় ক্রিয়াযোগে তাঁহার প্রাণ স্থির হওয়াতে মন ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া যায়। তখন আর তাঁহার আত্মপর, শত্রু মিত্র, সুখ দুঃখ, মান অপমান, প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব কিরূপে হইবে? তিনি তখন মহা সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া কেবল ভগবৎ দর্শন, স্পর্শন ও মিলন সুখ অনুভব করিয়া আনন্দময় হন। এ অবস্থা জ্ঞান ও ভক্তির অনির্ব্বচনীয় মিলনের অবস্থা। ইহাই ভগবানের অতি প্রিয়। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় সাধক আপনি আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। ইহা আর বাক্যে বলিবার নহে। যে সুকৃত ভক্ত সাধকের এই অবস্থা হয়, তিনিই তাহা অনুভব করেন কিন্তু বলিতে পারেন না বলিতে গেলেই অদ্বৈত পদ হইতে নীচে নামিয়া দ্বন্দ্বভাবে পতিত হইতে হয়, এবং অতুল আনন্দের চ্যুতি হয়। তাই সমাধি যোগে জীবাত্মা পরমাত্মার একীভূত হওয়ায় একাকার অনুভবের ভাব উদয়ে সাধক বিভোর হইয়া বাগ্মিবৎ হইয়া যান। অর্থাৎ তখন তিনি দেহ ত্যাগ হইয়া পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব মানুষ হইয়া যান। পৃথিবীর সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁহার উপমা নাই।

শ্রীরাধারমণ দত্ত।

অকাল বিয়োগ।

কোথায় চলিলে মা আমার?
"মার কোল ভালবাসি,
তাইত ছুটিয়া আসি
ছোট মাসি! নিকটে তোমার।"
তুমি যে বলিতে বারবার।

বধূরূপে আসি যবে গৃহে তোমাদের,
সাত বছরের মেয়ে
পবিত্র ফুলের চেয়ে,
বেঁধেছিল স্নেহ-ডোরে বিশ্বে নিজ ঘের।
কেমনে কাটিলে আজি সে স্নেহবন্ধন?

এ গৃহের চিরশোভা
সুকুমারী উষা প্রভা,
কোথা যাও চিরতরে আঁধারি ভবন ?
কেন এ অকালে যাও ত্যজিয়া সংসার ?—
'সুকু'র তনয়গুলি
অস্ফুট কুসুম-কলি,
ভাই-বোন্ ভ্রাতৃজায়া স্নেহের আধার ;
কোন অভিমানে যাও ত্যজিয়া সবারে
ভেয়াগিয়ে মর্ত্যভূমি ?
জান নাকি মোর তুমি
আছিলে যে পুত্রী শিষ্যা সখী একাধারে ?
মা বাপের সোহাগের রতনের নিধি
সে বিমল স্নেহ-সুধা
পানে মিটে নাই ক্ষুধা
তাইতে সে স্নেহ-ক্রোড়ে তৃষাতুর হৃদি।
পূত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে দীক্ষা আজীবন
সংসারের মলিনতা
পায় নাই স্থান তথা
ছিল বিমল হৃদি প্রীতি-নিকেতন।
চির কুমারীর-বেশে সাধিলে সাধনা
শিল্পে চিত্রে সুনিপুণা
গৃহকর্ম্মে বিচক্ষণা
ভগবৎ-প্রীতি বিনা না ছিল কামনা।
আশৈশব ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষীণ কলেবর ;
তুমি কি মা দেববালা ?
তুচ্ছ করি রোগ-জ্বালা
হাস-মাখা মুখ, হৃদি আনন্দ-নির্ঝর।
দেব পিতা দেবী মাতা তাঁদের সন্তান
স্নেহ প্রেমে গড়া ধীর
ত্রিভুবনে নাহি স্থির
ধন্য ধন্য করা তোমা ক্রোড়ে দিতে স্থান।
আদিয়াছ অকস্মাৎ আঁধিতে দেখায়,
পিতার যে কষ্ট অতি
কেমনে বাঁধিব তবে
নাহি মা ! এবারে তুমি ক্ষমিও আমায়।"
পিতার যে কষ্ট কেন ভাবিলেনা আজ ?
তোমা তরে দেহমন
করেছিল সমর্পণ
এবে সে ভুলিয়া রবে বলে কোন্ কাজ ?
কাঞ্চন বিশুদ্ধ হয় স্পর্শি হুতাশন
রোগ শোক তাপ দিয়া
মানবেরে সংশোধিয়া
ক্রোড়েতে তুলিয়া লন পতিত-পাবন।
পাইয়াছ বড় কষ্ট সারাটী জীবন
মুক্ত হয়ে সব ক্লেশে
যাও মা শান্তির দেশে
দিব্যপথে দিব্যরথে করি আরোহণ।
আদরের "নিনু" আছে চেয়ে আশাপথ
একাকী থাকিতে তার
ভাল নাহি লাগে আর
তারে কোলে নিয়ে হোক্ পূর্ণ-মনোরথ।
পুণ্যমাসে পুণ্যদিনে পুণ্যময় ক্ষণে
প্রভাত না হতে রাতি
ভক্তি-সুধাপানে মাতি
নর নারী মাতোয়ারা ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তনে।
বিহগ-সঙ্গীত ছলে বসুন্ধরা গায়
সুমধুর উষাকাল
অরুণ-কিরণ জাল
রঞ্জিয়াছে নভস্থল অপূর্ব্ব শোভায়।
ধীরে ধীরে নামে ওই স্বর্গীয় বিমান
হাতে পারিজাত মালা
স্মিত-মুখী দেববালা
আদরে উষার গলে করিল প্রদান।
মুছাইয়ে সব গ্লানি কর-সম্মার্জ্জনে
ধরিয়া যুগল করে
রথে তুলি দেবতারে
সমাদরে লয়ে যায় শান্তি-নিকেতনে।
গাও মাতঃ পুণ্যময়ি ! যাও পুণ্যধামে
জগৎ দেখুক চেয়ে
মা-বাপের ধন্যা মেয়ে
চলিল তাঁদের ক্রোড়ে পূর্ণ মনস্কাম।

ছোট মামীমা।

আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী উষাপ্রভা।

১২৯৪ সালে ১০ই শ্রাবণ আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী উষাপ্রভা তাহার শুভ পবিত্র জীবনখানি লইয়া ৺পিতৃদেবের এই প্রবাসের সেবিকা হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহার সেই পবিত্র জীবন-কাহিনী বিবৃত করা উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ফুটাইয়া তুলা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলাইবে না। ৩৬ বৎসর কাল তাহার সঙ্গে একত্রে বাস করিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব জিনিষ ছিল, তাহা আমরা এত দিনেও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এজন্যই বলিতেছি, তাহার যে অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী প্রকাশ করা এ ক্ষুদ্র শক্তিতে অসম্ভব।

উষা জন্ম হইতেই ভগবানের নিকট পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাত্র এক বৎসর সে সুস্থ শরীরে ছিল। যখন তাহার সাত বৎসর বয়স তখন পায়ে কাউর ঘা হয়, কিছুতেই সারে না, অবশেষে দৈবঔষধে সে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু সেই ঘা সারিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে আর এক ব্যারামের সূত্রপাত হইল। বৃদ্ধি হয়, তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় না, ভিতর ভিতর বুকে বসিয়া যায়। দিনে কিছু বুঝিতে পারে না, রাত্রিতে ঘুমাইতে কষ্ট পায়। তখন আমাদের মাতৃদেবী জীবিতা ছিলেন। তিনি কত প্রকার টোট্‌কা ও ঔষধ প্রভৃতি প্রদান করিলেন কিছুতেই সে ভাব দূর করিতে পারিলেন না, তবে রোগকে আর বৃদ্ধি পাইতে দেন নাই। অন্ন ২।১ দিন হইয়া সাবিয়া যাইত। বৃদ্ধি বুকে বসিলেই তিনি তাহাকে কেশ করিয়া তৈল প্রভৃতি মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতেন তাহাতে সে সুস্থ হইত।

কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই উষা যখন মাতৃ দেবীর এই স্নেহ-ক্রোড় হইতে বঞ্চিতা হইল, তখন হইতেই তাহার জীবনের মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সাত বৎসরের শিশু অসুস্থ হইলে মার কোল পাইলে, সে তার সকল জ্বালা জুড়ায়; অভাগিনী উষা তাহাও হারাইল। রোগ ও তাহার ভীষণ মূর্ত্তি নব নব ভাবে দেখা দিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই অতি শিশুকাল হইতে মাকে হারাইয়া ও রোগের সাংঘাতিক বৃদ্ধি আরম্ভ করিয়া উষা এক অপূর্ব্ব জিনিষ লাভ করিল। "তাহা ভগবানের চরণ ধরিবে দৃঢ় রূপে ধরা।" জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য সে যাহা দিয়া নিয়াছে তাহার আর তুলিবার নয়।

এই হাঁপানি রোগ তাহার আর জীবনে যাইল না। কিন্তু ইহা সব সময় স্থায়ী হইত না। শীতকালটা প্রায় সমস্তই বিছানায় পড়িয়া থাকিত, আবার একটু গরমের পড়িলেই উষা আবার নূতন মানুষ হইত। জীবনের নূতন নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইত। শারীরিক চির অসুস্থতার জন্য বৈশাখ হইতেই তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়। ঘরে বসিয়া যে কয়খানি ভাল থাকিত, তাহাতেই সে কি অসাধারণ কাজ করিয়া গিয়াছে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহার অন্তরে ভগবানের অতুল শক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে কি রোগ দুঃখ শোক কষ্ট ঢাকিয়া রাখিতে পারে? সেই ব্রহ্মের তেজ নানা ভাবে ফুটিয়া বাহির হইবেই হইবে। তাহা উষার জীবনে যাহা দেখিয়াছি তাহা আর কোথাও দেখিতে পাইব কিনা সন্দেহ। ভগবান তাহাকে আজীবন রোগে আগুন পোড়াইলেন। কিন্তু সে তাঁর [illegible]

কেমন ক'রে বুকে ধরে রইল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এই ক্ষীণ দেহ লইয়া সর্ব্বোপরি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কিরূপ ব্যাকুলতার সহিত পাঠ করিত তাহা বলিবার নয়। শুধু পাঠ নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে কি পবিত্র ভাবে সে গড়িয়াছিল! সে পবিত্রতার সৌরভে যাহারা তাহার কাছে আসিয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সৎ সাহস, দৃঢ়সঙ্কল্প, লজ্জাশীলতা, সুখে দুঃখে অসীম ধৈর্য্য প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণে তাঁহার হৃদয়খানি ভূষিত ছিল।

দেখিতে দেখিতে ঊষা এই রুগ্ন দেহখানি লইয়া পিতার স্নেহক্রোড় হারাইল। চতুর্দ্দিক তাহার ঘন অন্ধকার বোধ হইল। সে তাহার সামান্য একটু আত্মচরিত যাহা লিখিয়াছে তাহাতে লিখিয়াছে "এতদিন যে আশ্রয় অবলম্বন ক'রে সকল বিভীষিকার সহিত যুদ্ধ করেছিলাম ১৯০৭ সালে তৃতীয় মাসের চতুর্থ দিবসে ভীষণ দুর্যোগের দিনে এক আঘাতে সে আশ্রয়চ্যুত হইলাম। চারিদিক অন্ধকারে পূর্ণ, কোথায় যাইব, কে আশ্রয় দিবে, কোন পথ ধরিব, কাহাকে আশ্রয় করিব, এই মহা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, তখন এক অনির্ব্বচনীয় আশ্বাসবাণী পেলাম—

Cast thy burden upon the Lord
And He shall sustain thee.

ঈশ্বরের উপর সকল ভার অর্পণ কর, তিনি তোমার সকল অভাব মোচন ক'রবেন। উপরি উক্ত বাণী শুনিয়া হৃদয়ে কে ক্ষীণ আশার দীপ জ্বালিয়া দিল। সেই সময় অযাচিতভাবে পিতৃস্নেহে পূর্ণ হৃদয়ে যিনি আসিয়া দেখা দিলেন ও নিষ্কামধর্ম্ম, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি তখন দূত জানিতাম না।"

ঊষা একটী একটী আঘাত পাইতেছে ও এক একটী নূতন স্বর্গীয় জিনিষ লাভ করিতেছে! পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম না, যে সে এত রোগে ভোগে তবু তার হাস্যমুখ কখন মলিন হয় না কেন? এখন বুঝিতেছি সে হাসি তাহার কিসের? পরলোকগত আত্মাদিগকে সে অনেক সময় সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত।

এইরূপ মাতৃহীনা হইয়া নিজের হৃদয়ের সকল অভাব চাপিয়া রাখিয়া সেই ক্ষীণ দেহখানি লইয়া সংসারের সকলের সেবা ও নিজে সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা ও সূচিকার্য্য প্রভৃতির উন্নতি করিতে লাগিল। কাহারও সাহায্য পায় না অথচ কাজগুলি অতি সুন্দর সুসম্পন্ন করিত। ইহার উপর সময়ে সময়ে বামাবোধিনীর সকল ভার ঐ দুর্ব্বল শরীরে বহন করিতে লাগিল। গত বৎসর এমন দিনেও তাহার হাতের হিসাব পত্র বামাবোধিনীর জমা খরচের পাত্র রহিয়াছে দেখিতেছি! কে জানিত এত শীঘ্র তার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে।

তাহার জীবনের সকল কথা এই অল্প সময়ের মধ্যে বলা অসম্ভব, এজন্য তাহার শেষ জীবনের ভগবানের প্রতি তার অটল বিশ্বাসের একটী কথা বলিয়া আজ শেষ করিব।

গত মে মাসে কাল "টাইফয়েড" রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সে রোগের শান্তি এখানে আর কিছুতেই হইল না দেখিয়া চিকিৎসকগণ বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিন্তু সংসারের নানা অসুবিধা! সর্ব্বোপরি এরূপ রোগী লইয়া দূর দেশে অপরিচিত স্থানে কি করিয়া যাইব ভাবিয়া

আমরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। একরূপ যাওয়া অসম্ভব প্রকাশ করিলাম কিন্তু রোগী কিছুতেই নিরস্ত হইল না। তাহার মনের কি অসাধারণ শক্তি! সে বলিল "যেখানে হয় চল, ভগবান্ আছেন।" আমি বলিলাম "ভগবান আছেন ত জানি কিন্তু তিনি ত বুদ্ধি দিয়াছেন। আমরা যদি না বুঝিয়া কাজ করি তবে তিনি তার জন্য দায়ী কিসের? বলিল "না চল পরে দেখবে।" সে নিজেই ঘাটশীলা অত্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ ও সেখার স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া ঐ স্থান ঠিক করিল।

১৬ই আগষ্ট আমরা ওখান হ'তে রওনা হলাম; সেই দিনই সেখানে পৌঁছিলাম। একখানি খোলার চালওয়ালা বাড়ী। সেই রাত্রেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘরের ভিতর জল পড়িতে লাগিল। আমার ত ভয়ানক রাগ হইতে লাগিল তখন। তাহার প্রতি কতই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছি ভাবিয়া অনুতপ্ত হইতেছি। আমি বল্লাম,"এখন কি উপায় হবে? তোমার ঐ শরীর, থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। একটী পরিচিত বন্ধু নাই, ডাক্তার নাই।" নাই বলতে কিছুই নাই। আমাদের অভিভাবক হ'য়ে যিনি গেছ্লেন তিনিও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন অবস্থায় কি রোগী লইয়া বাহির হইতে হয়?" উষাত আমাদের সকলের বিরক্তিতে অস্থির হইয়া পড়িল। কি করিবে, নিরুপায়! সেখানে বেশী বাড়ীঘরও নাই যে আর একখানি বাড়ী দেখিয়া উঠিয়া যাইবে। আশ্চর্য্য? বৈকালে আমাদের যে গোয়ালা দুধ দিত সে আসিয়া বলিল, "মা, আপনাদের ভাল বাড়ী চাই?" আমরা ত আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় বাড়ী? চাই।" তখনি যিনি আমাদের অভিভাবক তিনি লোকের সঙ্গে ছুটিয়া গিয়া বাড়ী দেখিয়া আসিয়া আনন্দে অস্থির।

সুন্দর নূতন বাড়ী খানি চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, অতি সুন্দর! আমরা তখনি ঐ বাড়ী উঠিয়া যাইব বলিয়া তাহার ২।৩ দিন পরেই সে বাড়ীতে যাওয়া হ'লো। সুন্দর কোঠাবাড়ী সব নূতন আসবাবপত্র আমাদের কিছুর অসুবিধা নাই। পরম আরামে সেখায় তারপরেই সেই বন্ধুবান্ধবহীন স্থানে এমন সব বন্ধু একটী করিয়া আসিয়া জুটিতে লাগিলেন ও আমাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন যে আমরা দেখিয়া অবাক্ হইতে লাগিলাম। ডাক্তার একজন যিনি ছিলেন, তিনি ঠিক ডাক্তার না হ'লেও চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তিনি অযাচিত ভাবে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। এই বিদেশ তখন আমাদের স্বদেশ অপেক্ষা আরাম ও সুখের স্থান হইল। ভগবান্ অযাচিত ভাবে তাঁর করুণা অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তখন উষা, আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল "ভগবান আছেন, একথা কি এখন বিশ্বাস কর?" আমি তখন তার কথার আর কোনই জবাব দিতে পারিলাম না। পরে সে বলিল, "এখন থেকে ভগবানের প্রতি আর অবিশ্বাসী হইও না, তাঁর হাতখানি সর্ব্বদা আমাদের অভাব পূরণের জন্য বাড়ান রয়েছে, সুস্পষ্ট দেখিতে পেয়।"

সে আমার বয়সের কত ছোট কিন্তু জ্ঞানে কত উন্নত তাহা পূর্ব্বোক্ত কথাদ্বারা বুঝিতেই পারা যায়। এইসময়ে সে তাহার

সমস্ত জীবন আমাদের শোক দুঃখে কি সান্ত্বনা ও কি বল দিয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

তাহার দেহত্যাগের একমাস পূর্ব্বে আমাদের প্রাণাধিক স্নেহের ধন নির্ম্মলেন্দু যখন অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করে, তখন আমরা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়ি; উষা সেই মুমূর্ষাবস্থায় কি গভীর বিশ্বাসের সহিত আমাকে তিরস্কার করিল। সেই ক্ষীণ কণ্ঠে কি শক্তি! চক্ষে একবিন্দু জল নাই, আমাকে বলিল, "কাঁদিতেছ, কিসের জন্য, নির্ম্মল দেহমুক্ত হইয়া আনন্দলোকে গিয়াছে, ইহার জন্য কান্নার কি প্রয়োজন? তোমরা ওরূপ করিয়া কাঁদিয়া তাহার অনিষ্ট করিও না।" এমন কি তাহার নিকট বসিয়া হা হুতাশ করিবার কোন উপায় ছিল না। এই শোকের আঘাত ভগবানের দান বলিয়া এই দুর্ব্বল শরীরে কিরূপে সহ্য করিল ভাবিয়া পাই না। ক্রমে তাহার জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। যতই রোগের তীব্র যাতনা আরম্ভ হইল, ততই ভগবানের চরণ প্রাণপণে আঁকড়াইয়া তাঁহারই গুণ-গানে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। দিবারাত্র গান শুনিবার জন্য পাগল। আত্মীয় স্বজন যিনিই আসেন, তাঁকেই কাতরে মিনতি 'একটি গান কর না।' ভগবানের নামে সে রোগের তীব্র জ্বালা ভুলিতে লাগিল। যথার্থ ভগবদ্বিশ্বাসী বিনি তিনিই এই বিশ্বাসিনী কন্যার অবস্থা বুঝিতে পারেন। আমরা সংসার-মোহে অন্ধ, ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না।

ক্রমে পূজা মাঘ মাস উপস্থিত, সে শুভ উৎসবের কথা শুনিত। এই মাঘ প্রিয়দাদার প্রার্থনাতে আগ্রহের সহিত সে যোগ দিল। ১০ই মাঘ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বলিল, "আজ আমার শেষ।" সমস্ত রাত্রি শ্বাসের যন্ত্রণাতে আচ্ছন্ন, কিন্তু গান বন্ধ করিবার উপায় নাই, যখনই যন্ত্রণার প্রবলতা, তখনই বলিয়া উঠিতেছে, "জোরে ব্রহ্মনাম কর ও জোরে বাতাস দাও।" সঙ্গে সঙ্গে নিজে জোড় হস্তে কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কম্পিত হস্ত দুখানি তুলিয়া মাথায় ঠেকাইতেছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!! প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এইরূপ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত। আমি ঘড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি। ক্রমে ভোর হইয়া আসিল, জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়, এমন সময় বলিয়া উঠিল, "উঃ ভীষণ যাতনা! পাষাণ বুঝি ফেটে যায়! আমার কি কঠিন প্রাণ, এখনও বাহির হইল না? মা জননি, কোলে তুলে নে মা!" এই শেষ কথা বলিবার দুই তিন মিনিট পরেই সেই পবিত্র অমরাত্মা দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া মাঘোৎসবের ভক্ত পূজারীদের সহিত ভগবানের অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে প্রস্থান করিল।

উষা আজ ধন্য তোমার জীবন, আজ মহাপবিত্র দিনে তোমার পবিত্র জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত করিলে। মহাত্মা পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল করিলে! চিরদিন রোগে, শোকে, দুঃখে, যাঁর চরণ বুকে ধরে হাসি মুখে দিন কাটিয়েছিলে, আজ বিদেহী হয়ে তাঁরই চরণ বুকে ধরে তোমার চিরবাঞ্ছিত অমর লোকে ভক্ত অমরদের সঙ্গে বসে নামসুধা প্রাণভরে পান কর।

মা বিশ্বজননি, কি দেখালে তুমি? আমাদের অন্ধ চক্ষু কি খুলিবে না। এমন জীবন তুমি আমাদের চক্ষের সম্মুখে এতদিন

বাহিরে আমরা তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। মামো, স্বগতি লাভ, তোমার ঐ ভক্তকন্যার প্রদর্শিত পথে লইয়া চল। আমরা এই তীব্র শোকের জ্বালার মধ্যে তোমাকে আর তোমার সেই কন্যাকে তোমার স্নেহ-ক্রোড়ে রাখিয়া চিরশান্তি বিধান কর।

আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনী উষা।

উষার আলোকের সহিত জন্ম হওয়ায় পিতাঠাকুর মহাশয় তাহার নাম উষাপ্রভা রাখিয়া ছিলেন। সুলক্ষণা এই কন্যার জন্ম-গ্রহণে আমাদের পরিবারের অত্যন্ত আনন্দের উদয় হইয়াছিল। আমাদের এই ভগিনীর জন্মের সহিত আমাদের সংসারের নানাপ্রকার শ্রীবৃদ্ধির জন্য মাতাঠাকুরাণী উষাকে পয়মন্ত মেয়ে বলিতেন। বাল্যকালেই উষার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ধীর স্বভাব ও নানা সদ্‌গুণের জন্য সে সকলেরই আদরণীয় ছিল। ৯ম বৎসরের সময় তাহার প্রথম বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাহাকে বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিধির বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রায় নবম বর্ষের সময় তাহার টন্‌সিল্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাঁপের লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় এই টন্‌সিল্ অপারেসন করা প্রয়োজন বলেন, নচেৎ পরে হাঁপানি রোগ দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু গলার মধ্যে অপারেসন করা-ইতে মাতাঠাকুরাণী রাজী না হওয়ায় ক্রমে তাহা হাঁপানি রোগে পরিণত হয়। কিন্তু সাধারণ হাঁপানি রোগ হইতে ইহার উপসর্গ সকল ভিন্নরূপ। আক্রমণের সময় তাহার হাঁপের টান ও যন্ত্রণা এত অধিক হইত যে মনে হইত তখন তাহার দম বন্ধ হইয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। এরূপ কত রাত্রি সারা রাত পরি-বারস্থ সকলকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে, কোন ঔষধেই কোন উপকার হইত না। কিন্তু ২।৩ দিন পরে রোগের প্রকোপ কমিলেই আবার উষা সুস্থ শরীরে সকল কাজ-কর্ম্ম, পড়া-শুনা সকলই করিত। তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত না যে দুদিন পূর্ব্বে তাহার মারাত্মক রোগ হইয়াছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায়, উষার এই রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের যত প্রকার হোমিও, আয়ু ও দৈব ও অধিদৈবিক সকল প্রকার ব্যবস্থা বিধিরূপে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়া-ছিলেন। তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে অনেক স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই এ রোগের স্থায়ী প্রতিকারে সাধে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই রোগ অসুস্থতার নানাপ্রকার বাধা বিঘ্নের জন্য বিদ্যালিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও উষাকে বাধ্য হইয়া স্কুলের পড়াশুনা ছাড়িয়া ঘরেই পড়াশুনা করিতে হয়। আমাদের মেজ ভগ্নীর অসুখের সময় সে নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াও প্রাণপণে তাহার সেবা করে।

পিতাঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমরা

ঊষার চিকিৎসাবিষয় এক প্রকার হতাশ হইয়া রীতিমত চিকিৎসার বিধি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কোন প্রকার গুরুতর অসুস্থতায় আমাদের শ্রদ্ধেয় আত্মীয় ও বন্ধু ডাক্তার প্রাণধন বসু মহাশয়ের চিকিৎসায় সে শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া আবার সুস্থ শরীরে সংসারের সকল কার্য্যেই মনোনিবেশ করিত।

আমি কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদাই কলিকাতার বাহিরে থাকায় বড়দিদিই সর্ব্বদাই পিতার ন্যায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনে লইয়া যাইতেন ও রোগে তাহার প্রাণপণ সেবা ও যত্ন আজীবন করিয়া আসিয়াছেন।

এই রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার অধ্যয়নস্পৃহা ও জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্বর্গীয় বন্ধু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার এই আগ্রহ দেখিয়া ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে বিশেষ ইচ্ছা জানিয়া প্রতিদিন তাহাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ সকল পড়াইতে আসিতেন। তাহা ব্যতীত বামাবোধিনীর জন্য লেখা সংগ্রহ করা, তাহার হিসাব-পত্র রাখা, আবশ্যক হইলে ছাপাখানায় প্রুফ্ দেখা ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্ম নারীসমিতির কল্যাণকামনায় পিতাঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রাণপণে আজীবন করিয়া আসিয়াছে। দেখা যাইত সেই অসুস্থ শরীরে একটু উঠিয়া বসিতে পারিলেই ঊষা পুরাতন খবরের কাগজ কাটিয়া বামাবোধিনীর জন্য সেলায়ের প্যাটার্ণ কাটিতেছে। অনেক গ্রাহকগণের নিকট আমি শুনিয়াছি যে তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েরা ঐ প্যাটার্ণ হইতে তাহাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জামা অতি সহজে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন।

শিল্পে ও কলাবিদ্যার প্রতিও তাহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র; সেলাই, বয়ন প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য সে অসুস্থ শরীরেও নানা সমিতিতে যোগ দিত ও বাড়ীর অন্য ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিত। তাহার অঙ্কিত তৈলচিত্রসকল নানা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

পবিত্রতা, সত্যে অনুরাগ, মনের ভিতর ও বাহিরের শুচিতা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মানুরাগ তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের আদর্শে সে জন্মাবধি নিরামিষাহারী এবং সে ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কখন জল গ্রহণ করিত না। ভীষণ রোগশয্যায়ও তাহার এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে ভগবানের কত প্রকার লীলাই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের এক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর হঠাৎ তাহার শরীরে সেই মৃত আত্মার আবির্ভাব হয়; তখন ঊষা পেনসিল হাতে লইয়া কাগজে নানা প্রকার অভাবনীয় ঘটনা ও ইহ-পরলোকের কথা লিখিয়া অনেককে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। শেষে মৃত আত্মার সংবাদ জানিবার জন্য কত শোকাতুর পরিবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঊষার নিকট হইতে মৃত আত্মার সংবাদ ও অনেক ভবিষ্যৎবাণী জানিয়া যাইত। পরে লোক-সংখ্যা এত অধিক হইতে লাগিল, যে ঊষার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় ডাক্তারগণ তাহাকে আর আত্মার বিষয় চিন্তা করিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দেন।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য, পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার সদানুষ্ঠান, হরিনাভি উৎসবে, বামাবো-

বিনীর জন্মদিনে, তাহার কি অসাধারণ উৎসাহ ও আনন্দ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম! তাহার শরীর সুস্থ থাকিলে সে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনে এত সদ্‌গুণাবলী ও কার্য্যানুরাগ দিয়াও ভগবান কেন যে তাহাকে চিররুগ্না করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। কি জীবন-ব্যাপী রোগের সহিত সংগ্রামই সেই ক্ষুদ্র ক্ষীণ দেহ লইয়া তাহাকে করিতে হইয়াছে, ভাবিলে আমরা বোহিত হই। আজ ভীষণ রোগের আক্রমণে আমরা সকলেই তার জীবনের বিষয়ে হতাশ, কাল সে হাসিমুখে আবার সংসারের সকল কার্য্য করিতেছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের গূঢ় তত্ত্ব আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। তাহার অসুখের কারণ কিছুতেই বুঝা যাইত না। কখন কখন সে একাদিক্রমে ২।৩ বৎসর ভাল ছিল, কখন আবার একাদিক্রমে বৎসরাধিকও ভুগিয়াছে। নিজে রোগযন্ত্রণায় অস্থির, কিন্তু পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও অসুখের সংবাদ শুনিলে তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল। বাড়ীর চাকরদের কোন অসুখ হইলে তাহাদের ঔষধ দেওয়া, পথ্য প্রস্তুত করা ও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান আত্মীয়ের সহিত করিত।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদে সে তাঁহাকে শেষবার দেখিতে গিয়া অত্যন্ত কাতর হয়। পত্নী বসার প্রথমেই তাহার টাইফয়েড্ জ্বর। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রাণধন বসু মহাশয়ের চিকিৎসায় সে আরোগ্য হইয়া উঠে কিন্তু পেটের গোলমাল ও যন্ত্রণা কিছুতেই যায় না। তার বিশেষ আগ্রহ বায়ুপরিবর্ত্তন করিলে উপকার পাইবে, সেই আশায় বাটীশীলার উন্মুক্ত স্থানে, পাহাড়ের ধারে একটী নির্জ্জন বাটীতে সে প্রায় তিন মাসকাল ছিল। প্রথমে সে বেশ উপকার বোধ করিয়াছিল কিন্তু শেষে পুনরায় পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে অবশেষে কলিকাতায় আনা হইল। শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসায় বিশেষ কোন উপকার হইল না। পুণ্য ১১ই মাঘের উষার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উষার প্রভা চিরদিনের জন্য বিলীন হইল।

এই পুণ্য দিনে যখন আত্মীয় বন্ধু সকলে উৎসবের আনন্দে বিভোর তখন সেই আনন্দের মধ্যেই হাসিমুখে সকল আত্মীয় বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্যই যেন ঐ বিশেষ দিনে সেই পবিত্রদেহা সকলের সম্মুখে অমরধামে চলিয়া গেল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পরম স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় নির্ম্মলেন্দুর মৃত্যু-সংবাদে উমা যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই তাহার শেষ শয্যা।

৩৬ বৎসর কাল সে এই পৃথিবীতে অবিবাহ ব্রহ্মচর্য্যের সহিত নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়া ৺পিতাঠাকুর মহাশয়ের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে ওতপ্রোত-ভাবে চলিয়াছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের সেই জীবনের ব্রত।

"তদ্ধ্যেষ্টং গৃহমেধীয়ং তপোজ্ঞানপরায়ণং যৎপরং কর্ম্মপ্রকৃতীনাং তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

সে আজীবন পালন করিয়া আসিয়াছে। তাহার পবিত্র আদর্শ-চরিত্রে আমরা কখনও পিতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথ হইতে রেণুমাত্রও বিচ্যুত হইতে দেখি নাই।

আমাদের পিতামাতা তাঁহাদের এই চিররুগ্না কন্যার জন্য সর্ব্বদাই যারপরনাই ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহারা সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্যভার আমরা লইয়া, কোন দিনই তাহার রোগ জ্বালার কোন প্রকার প্রতিকার করিতে পারি নাই। রোগ-যন্ত্রণা আপনিই ভোগ করিয়া আবার রোগমুক্ত হইয়া সে আপনিই নিজেরও সকলের তত্ত্বাবধান করিয়াছে। আজ সে তাহার সকল রোগ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যধামে সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আমাদের পিতামাতার সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের সুকন্যাকে পাইয়া পুলকিত হইয়াছেন। আমরা আজ তাহাকে হারাইয়া সকলে হাহাকার করিতেছি, আমাদের এই মাত্র সান্ত্বনা, আমরা আজীবন তাহার রোগ যন্ত্রণার কোনই লাঘব করিতে পারি নাই ভগবান্ তাহাকে সকল রোগ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাঁর চরণে এই প্রার্থনা, আমাদের সেই স্নেহের ভগিনী তাঁহারই বিশাল পরিবারে শান্তিতে বিশ্রাম করুক্।

যে যে আত্মীয় বন্ধুগণ উষার রোগ যন্ত্রণার সময় তাহার জন্য প্রাণপণ চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী। বড়দাদা

করুণা।

কোন্ মহানা দেশ হ'তে
ভেসে আসে করুণা তোমার
সুচ আমি বুঝিতে নারি
কে হে তুমি করুণা-আধার?
তোমার দয়ার জ্যোতি
ভেসে ওঠে সুদূর অম্বরে,
তোমার অভয়-বাণী
ধ্বনি-উঠে পর্ব্বত-কন্দরে!
যখন বিপদে পড়ি
কাঁদি আমি হইয়া কাতর,
তোমার আশ্বাস-বাণী
পশে মোর প্রাণের ভিতর।
জীবের মঙ্গলতরে
আছ তুমি সদা যত্নবান্,
আমরা বুঝিনা তাহা
মিছে শুধু করি অভিমান।
যখন যে দুঃখ পাই
তব নামে দিই কত দোষ,
হাসি মুখে সব সহ
করনা কভুও তুমি রোষ।
যেন গো মোহেতে ভুলে
হই নাক তব পদ হারা
ও-চরণ পাই যেন
হবে যবে সব কাজ সারা!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

চন্দন।

[রচনা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ]

হব চন্দন দেব-কাননে ;—
নন্দন-মাঝে গন্ধ ছড়াব
মন্দ মলয়া-বাহনে।
আমারে লইয়া ঘসিয়া—পিষিয়া
ত্রিদিব-কন্যা যতনে ;
কবে সাজি ভরি দিবে সাজাইয়া
তব পূজা উপকরণে ?

কবে কোন্ জন ভাবে নিমগন,
সুন্দর তব চরণে,
মন্দার-ফুল-অঞ্জলি দিবে
মম তনু অনুলেপনে ?
তোমার পরশে পুলক হরষে
জীবন ফুটিবে নয়নে ;
নন্দনে পূজা-বন্দনে হব
চন্দন চারু-চরণে ॥

[সুর ও স্বরলিপি——শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা]

গুণকেলী——ঢিমে একতালা।

সমা II { পা -দা দা। পা গমপা গমা I ঋগমপদমা -পমগঋগমা -গমগঋা ।
হব চ ন্ দ ন দে০০ ব০ কা০০০০০ ০০০ন্ত০ ০০০০

। (সঋগমা -গঋসা গমা) } । সঋগমা -গঋসা ॥ । { সা -ঋা ঋা ।
নে০০০ ০০০ 'হব' নে০০০ ০০০ ০ ন ন্ দ

। গা মগমা মা I পা -ক্ষপা দা। দপা দপা দমপা ।
ন মা০০ স্বে গ ০ন্ ধ ছ০ ড়া০ ব০০।

। মা -। পা। দা দা মা I পমপদা দনা -র্সা ।
ম ন্ দ ম ল য়া বা০০০ হ০ ০

। নর্সর্ঋনা -র্নদপা গমা } II
নে০০ ০০০০ 'হব'

II মা দা পা। নর্সা না র্সা I ঋা ঋ র্সা। নর্সা নঋর্সা নর্সা।
আ মা রে ব০ ই য়া ব সি য়া পি০ ষি০ য়া০

১ ২
। পা সর্ঋা গর্মা। মা -গা গর্মা I নর্সা সর্না -র্সা।
নি দি॰ ব॰ ক ॰ ক্তা॰ য॰ ভ॰ ॰

৩ ১
। সর্ঋর্না -দপা -মপা। পা ঋ নর্সা। র্সা ঋ সর্নর্সা I
নে॰॰॰ ॰॰ ॰॰ ক বে সা॰ জি ত ব্রি॰॰

২ ৩ ১
I না র্সা নর্সা। দনর্সর্ঋ র্সনা দপা। গা মা পা। দপা দা মা I
দি বে সা॰ জা॰॰॰ ই॰ য়া॰ ত ব পু জা॰ উ প

২ ৩
I পা -মপা মা। গমপদর্সনা -দপমগঋসা ।।। { সা নঋা গমা।
ক ॰ ॰ ব শে॰॰॰॰॰ ॰॰॰॰॰॰ ॰ ক বে॰ কো॰

১ ২ ৩
। ন পক্ষা -পা I দা দনা পা। দা মপা -ক্ষপা। দা -ন্ -দা।
নৃ জ॰ ন্ ভা বে॰ নি ম গ॰ ॰ন্ হ নৃধ ॰

১ ২ ৩
নর্সা ঋর্গা ঋর্সা I মা -দা পদনর্সর্ঋ। র্সা -না -র্সা। পা -ঋ-া ॰র্সা।
ব্র॰ ত॰ ব্র॰ চ ॰ ব্র॰॰॰ শে ॰ ॰ ম ন্ দা

১ ২ ৩
ঋর্সা নর্সা নর্সা I দা -া না। পদা মা পক্ষপা। গা মা ঋা।
ব্র॰ কু॰ ল॰ অ ঞ্ জ লি॰ দি বে॰॰ ম ম ত

১ ২ ৩
গা পা মা I গমপা মপা -দা। পদমপা -পমগমা -গঋসা ।।
হ ক্ষ হু নে॰॰ প॰ ॰ নে॰॰॰ ॰॰॰॰ ॰॰॰

১ ২ ৩
। র্সা ঋা গা। মা পা দা I না র্সা দনর্সা। নর্ঋা র্সা র্সনর্সা।
হ্রী॰ মা ব্র প ব্র শে পু ল ক॰॰ হ॰ ব্র বে॰॰

১ ২ ৩
র্সর্ঋগা ঋর্গর্মা মা। গা র্মা ঋা I র্সা দনর্সর্ঋা র্সনর্সা। -া -া -া।
ধী॰॰ ব॰॰ ন হু টি বে ম ব্র॰॰॰ শে॰॰ ॰ ॰ ॰

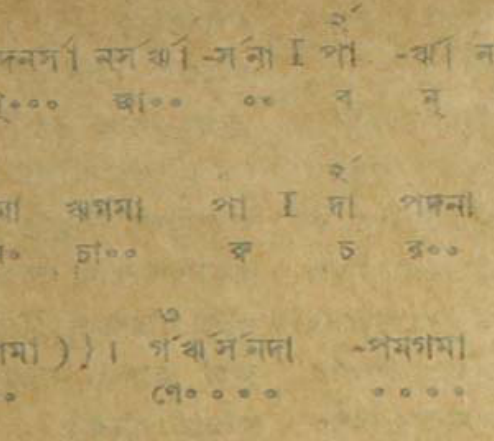

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

জ্বালামুখী।—পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জেলায় জ্বালামুখী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহা বিয়া নদীর উপত্যকার জ্বলনশীল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। অন্ত প্রবাদ এই যে জলন্ধর দৈত্যের মুখ দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইত, মহাদেব তাহাকে প্রস্তর চাপা দেন। কিন্তু সেই মুখ-বিনিঃসৃত অগ্নি প্রস্তর ভেদ করিয়া অদ্যাপিও প্রকাশ হইতেছে। মন্দিরটি আধুনিক। ইহার উপরের গম্বুজটি সিল্টি করা, দ্বার রৌপ্য পাত দ্বারা বিমণ্ডিত। শিখ রাজা ধ্যানসিংহ এই দ্বারটি উপঢৌকন দেন। সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের যে সকল ভগ্ন অট্টালিকা আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যায় এক কালে স্থানটি অতি সমৃদ্ধশালী ছিল।

মন্দিরের মধ্যস্থলে তিন ফিট গভীর একটি গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তটির চারিদিকেই রাস্তা। মধ্যে প্রস্তরটি একটু গর্ত্তকরা। এখানে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা দিলেই তন্মধ্যস্থিত গ্যাস্‌টি জ্বলিয়া উঠে। এই গ্যাস্‌টি গর্ত্তের দেওয়ালের কতকগুলি রন্ধ্র দিয়া নির্গত হইতেছে। গ্যাস্‌টি অল্পে অল্পে জমা হয়। যখন যাত্রী অধিক হয় তখন মন্দিরের ব্রাহ্মণ যত্ন প্রদান করিয়া অগ্নি শিখাটিকে রক্ষা করে। মন্দিরটিতে কোন দেবতার বিগ্রহ নাই। যে গর্ত্ত দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে তাহাই দেবীর মুখ বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে দেবীর নিম্নাঙ্গ দেহটি ভজন মন্দিরে আছে। মন্দিরের আয় অত্যন্ত। ভোজক ব্রাহ্মণগণ এই আয়ের অধিকারী। রাঠোর রাজাগণ একসময়ে এই আয়টি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে প্রত্যেক যাত্রীকে একআনা করিয়া কর দিতে হইত। প্রতি বৎসরই যাত্রী-সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক জমা হয়। মার্চ্চ মাসে যে মেলা হয় তাহাও বড় কম নহে। সন্নিকটে ছয়টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেগুলি লবণ এবং Iodide of Potassium মিশ্রিত।

জ্বালামুখীতে একটি পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্ট-আফিস্ এবং একটি স্কুল আছে। পাণ্ডিবালার রাজা একটি পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া-

কেন। এই পাহাড়নিবাসটি মন্দিরের সংলগ্ন। তাহাতীত আটটি বস্ত্রশালা আছে।

এখানকার লোকদিগের বিশ্বাস এই যে কার্ত্তিক মাসে সন্তান জন্ম অশুভ। সুতরাং এই সময়ে কোন সন্তান জন্মিলে লোকে 'গোবিরসব' নামক ক্রিয়া করে। এই ক্রিয়া দ্বারা দুর্ঘটনা নিবারিত হয় ইহাই লোকদিগের বিশ্বাস। অমাবস্যায় সন্তান জন্মিলে পিতার এবং শুক্লা চতুর্দ্দশীতে জন্মিলে মাতার বিপদ ঘটিয়া থাকে। শেষোক্ত দিনে সন্তান জন্মিলে শিবের প্রতিমা গড়িয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। যমজ পুত্রের পর কোন সন্তান জন্মিলে দোষ নাই কিন্তু কন্যা জন্মিলেই মাতা পিতার পক্ষে বিপদের সূচনা করে। এরূপ কন্যাকে "জেরদ" বলে। অষ্টম মাসে অপত্য জন্মিলে অমঙ্গল ঘটের সম্ভাবনা। এই জন্য অষ্টম মাসের প্রসবে একটা চরকা প্রসূতির মস্তকোপরি ঘুরাইয়া দাইকে দেওয়া হয়।

এখনকার লোকেরা বিবাহে স্বজাতীয় নিম্ন শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিম্ন শ্রেণীকে কন্যা দেয় না। বিবাহে যৌতুক দেওয়ার প্রথা আছে সুতরাং টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত থাকে। এখনকার বিবাহে চারিটি সর্ত্ত দৃষ্ট হয় (১) পরিবর্ত্ত বিবাহ (২) কন্যার গৃহস্থের জন্য ভাবী জামাতাকে ৯বা ১০ বৎসর খাটিয়া দিতে হইবে। হয়ত এই খাটুনির পরও কন্যাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করা হয় (৩) অর্থদান (৪) বস্ত্র বা পণ। শেষোক্ত বিবাহে অর্থ বা পরিবর্ত্ত কিছুই নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে একাধিক স্বামী কেহই গ্রহণ করেনা। অর্থ লইয়া পরিণীতা স্ত্রীকে অন্যের নিকট বিক্রয় করা চলে। পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করিতে পারে।

পৌষ, চৈত্র, ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে বিবাহ হয় না। শনিবার এবং বুধবার দক্ষিণে, বৃহস্পতি উত্তরে, রবিবার এবং মঙ্গলবার পূর্ব্বদিকে প্রবাসের পক্ষে প্রশস্ত। শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী এবং অষ্টমী বিপদজনক জ্ঞানে কোন লোক কোন কার্য্য করিতে সাহস করে না।

বিধবা ব্যতীত সকল জাতীয়া মহিলাগণ মাংস ভোজন করে। সমতল প্রদেশে ব্রাহ্মণ বা রাজপুত রমণীগণ মাংস ভক্ষণ ভয়ানক পাপ বলিয়া বিবেচনা করে। বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে ভাত এবং মাংস খাওয়ান হয়। শূদ্রগণ মদিরাপান করে। পর্দ্দানশিন রাজপুত মহিলা ব্যতীত সকল রমণীই মেলায় গিয়া থাকে। বিবাহিতা পাহাড়ী মহিলাগণ নথ কখন উন্মুক্ত করে না।

শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী।

ইন্দিরা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(শঙ্করচন্দ্রের উদ্যান-দ্বারে বাসন্তী দণ্ডায়মানা)

বাসন্তী। এই সময় না ইন্দিরার বাবার আসবার সময়? ঐ যে বেহারা পাল্কি কমলা তাকে বাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে (দীর্ঘশ্বাস)।

(শঙ্করচন্দ্রের প্রবেশ)

শঙ্কর। বাসন্তী! কমল এসেছিল কি?

বাসন্তী। কই না, বাবা।

শ। তার আফিসেও যায়নি, শুন্লাম কোথা গেছে ! (দেখিয়া) ঐযে কমল আস্‌চে।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। কেমন আছ, বাসন্তি ?

শঙ্কর। সব ভাল। তুমি নাকি এই জমিদারী নিয়েছ ?

কমল। (সস্মিতমুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্কর। শুন্‌চি জমীদার রাজনারায়ণ রায় মেয়ের জন্যে কিছুমাত্র রেখে জান্ নি-না-কি ? এমন কি চরিবার যোগাড়ও ঘরে নেই ! কি আপদ ! এমন মানুষও থাকে ! চারিদিকে লোকে তাঁকে নিন্দে কচ্চে।

কমল। লোকে সবই বলে, লোকে বলে মেয়েটি শোক-চিহ্ন অবধি ধারণ করেনি।

শঙ্কর। হ্যাঁ, আমি এইমাত্র পথে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলাম, রাজকন্যা জুড়ী করে দাস দাসী মাত্র নিয়ে চলেচে। ভদ্র ঘরের যুবতী কন্যা এমনি করে পথে বেরোয় ? (প্রস্থান)।

কমল। যাকৃগে ওসব কথা। তারপর, বাসন্তি। (গল্প করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক।

[দেবনারায়ণ ও তৎ-পত্নী আসীনা]

দেব। ইন্দিরা আমাদের বাড়ী এসে থাকবে।

পত্নী। (আশ্চর্য্যে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে) কে ? ইন্দিরা ? এখানে কেন ?

দেব। আর কোথা যাবে ?

পত্নী। (সরোষে) এখানে থাকবে ? কক্‌খন তা' হবে না, আমি ত'াকে দুটি চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে, আমি ত'া সইতে পারবো না।

দেব। সইলে আর কোথা যাবে, বল ?

পত্নী। তা যেখানে খুসী যাক্‌গে ; আমি তার কি জানি ?

দেব। বিবেচনা কর, তার আর কোনই আত্মীয় নেই। দূর সম্পর্ক হলেও আমিই তার পিতার উত্তরাধিকারী যখন, দেখ্‌চনা আমিই এখন তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য।

পত্নী। আমি তা পারবো না।

দেব। সে তোমার কোন অপকার করবে না, বড় সুবোধ শান্ত মেয়ে। কত লোক তার সৌজন্যে সুখী !

পত্নী। তা সে—তারে যে করে সে সুখী হবে, সে রাখুক্ গে না।

(সক্রোধে প্রস্থান, পশ্চাৎ দেবের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেব নারায়ণের বাটীতে ইন্দিরার কক্ষ।

ইন্দিরা, তারা ও দেব নারায়ণের শিশু পুত্র ভুবন বা ভুষু।

ভুবন। (ইন্দিরার হাঁটু ধরিয়া) দোল দোল, কে দোলে ? বাঘ দোলে।

তারা। এইবার আসুন, আপনার চুলটি একবার কুলিয়ে দি', আহা সমস্ত দিন যেন জটা হয়ে থাকে।

(সশব্দে দেবনারায়ণ-পত্নীর-দ্বার খুলিয়া প্রবেশ)

দেব-পত্নী। বলি, সব হচ্ছে কি ? হাঁলো ইন্দিরে, তুই আপনার মান আপনি রাখ্‌তে জান্‌লিনি ; এত বেয়াদপি মেয়ের !

ই। (ছলছল চক্ষে) আপনি কি বল্‌চেন, বুঝ্‌তে পাচ্চিনা।

দে-প। বল্‌বো আবার কি ? বাড়ীর মান খোয়ালি, আবাগি, ছি ! ছি ! মোসত ছেলে শচীনকে নিয়ে তিন ঘণ্টা দোর দিয়ে বসে ! সে বাড়ী পা দিতে না দিতে তার সঙ্গে হাসি তামাসা ! এমন বুকের পাটাও ত দেখিনি কখন, বাপরে ! পরের ঘরে এত কেন ?

ইন্দিরা। (তাহার হাত হ'তে টুল টানিয়া ঘুরিয়া বসিয়া) আমি হাসি তামাসা করি? হাসি তামাসা আমার কখনই নেই; এ বাড়ীর একজনকে মাত্র হাসি তামাসা করতে দেখি, সে কেবল আপনি।

দে-প। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার হ'ল গুরু সম্পর্কে বল্‌তে গেলে মামাত ভাই (ক্রোধে অধীর ভাবে দৌড়িয়া গিয়া ইন্দিরাকে চপেটাঘাতও ইন্দিরার ধূলায় পড়িয়া ক্রন্দন)

তারা। হাঁ হাঁ, কি করেন্ কি করেন্।

(বালকের ভীতভাবে ক্রন্দন)

দে-প। (ভুহুর কাণ ধরিয়া) পাজী বাঁদর, এখান থেকে দূর হ'। (বালককে টানিতে টানিতে নিষ্ক্রামণ) (পট-ক্ষেপন)

[ইন্দিরার কক্ষ। ইন্দিরা আসীন, ক্রীড়ারত ভুহু]

ইন্দিরা। (স্বগত) আঃ, বাবা, এ পৃথিবীতে যদি আমার স্থান নেই, তবে তুমি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলে না কেন? এস্থানে আর থাকাই নয়, কোথায় বা যাই? এই রকম কষ্টেই মানুষ আত্মঘাতী হয়। কোথাও পালিয়ে যেতে ত পারি না। গিন্নি নিজে শচীনের সঙ্গে সমস্ত দিন হাসি গল্প করেন, আবার পরকে বলেন, 'শচীনকে উনি পেয়ে বসেছেন্।'

ভুহু। দেখ দিদি! মা বেড়াতে গেছেন শচীন বাবুর সঙ্গে, এস তোমাতে আমাতে নীচে যাই, সেখানে আর কেউ নেই।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (ইন্দিরার প্রতি) একজন ভদ্র লোক আপনাকে খুঁজ্‌ছেন্।

ই। আমাকে? না, বোধ হয় গিন্নিমাকে।

ভৃত্য। না, তিনি আপনারই নাম করলেন।

ই। আচ্ছা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

(কমলের প্রবেশ)

এত আশা করি নি, দেখে বড় সুখী হলুম। লক্ষ্মীপুরের খবর কি?

কমল। ভাল। কার্য্যোপলক্ষে এসেছি। মনে আছে, বলেছিলাম আবার দেখা হবে? তাই এখানে এলাম। (বালকের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) কি সুন্দর ছেলেটী!

ইন্দিরা। এটী দেব-কাকার ছেলে।

কমল। তোমার বয়স কত খোকা?

ভুহু। ছ' বছর, আমার বোন চার্ বছরের।

ইন্দিরা। (বালকের প্রতি) তুমি কে জান? সেই উকীল বাবু, যিনি আমার প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করেন।

ভুহু। তুমি দিদিকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাস্‌বো।

কমল। আচ্ছা। ইন্দিরা! তোমার সেই মাছ দু'টী মরে গেছে। ক'দিন বড় ঠাণ্ডা গেছে, তাই বোধ হয়।

ই। এতদিন যে আপনি সে গুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাই যথেষ্ট। আঃ—সে বাড়ীর কথা মনে হলে, আমি যেন কি হ'য়ে যাই।

ক। বোধ করি, এখানে তুমি সুখে আছ?

ইন্দিরা। (মাথা নাড়িয়া) না, কাল সমস্ত রাত্রি ভেবেছি কোথায় যাই, এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

ভুহু। দিদি বলছিল, আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কেন বলছিল, বলবো? কাল মা রাগ করে দিদিকে মেরেছিলেন—।

ইন্দিরা। চুপ্, ভুহু, চুপ্।

তুহু। —তাই চড়ুক্ ঘাসে দিলেন, দিদি কত কাঁদলে, আমি কাঁদলুম, তারা খেলা ঘরে এসে বিকে সব বল্লে। দিদি ত অত ভাল মেয়ে, তবু মা মারলেন কেন?

ইন্দিরা। তুহু। তুমি খেলা করগে, যাও চাকরের সঙ্গে। (তুহুর প্রস্থান) যতক্ষণ না দেব কাকা আসেন, সব সয়ে থাকি।

কমল। (ম্লান মুখে) তার পর?

ইন্দিরা। তার পর কি কর্‌বো জানি না। (চক্ষের জল মুছিয়া) তাঁর ত অন্য বাড়ী আছে, সেখানে থাক্‌বো; এ গিন্নির কাছে আমি থাক্‌তে পারবো না, তিনি আমার মনে বড় আঘাত দিয়েছেন।

কমল। না, তা পার্‌বে না, দেখছি ত। আমি এর কিছু বিহিত করতে চাই, কি করি বলত?

ইন্দিরা। আপনি আর এর কি কর্‌বেন, আর কেই বা কি কর্‌তে পারে?

কমল। কিছু কর্‌তেই হচ্চে। আচ্ছা। নবদ্বীপে তোমাদের পূর্ব্বের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পার? না সে স্থানের বড় দুঃখ কষ্ট হয়েছে, তোমার আর তেমন ভাল লাগ্‌বে না, না—? তবু পৈতৃক বাড়ী ছিল।

ইন্দিরা। সে পার্‌তুম, যদি বাবা থাক্‌তেন।

কমল। আচ্ছা, যদি এখন আবার সে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়ে যেতে পার।

ইন্দিরা। সে কি রকম?

কমল। আমার ধর্ম্ম-পত্নী রূপে।

(সহসা দেবনারায়ণপত্নীর প্রবেশ)

ই। কাকা মা! ইনি সেই উকিল বাবু।

কমল। আমি দেবনারায়ণ বাহাদুরের কাছে এসেছিলাম; এসে শুনছি তিনি বাড়ী নাই। (প্রণাম করণ) ইন্দিরাকে সম্প্রতি আমি একটি প্রস্তাব কচ্চি।

দেব-প। তাইত দেখ্‌চি, তোমাদের বড় ঘনিষ্ঠতার মতই দেখাচ্চে। তা বেশ, ওর ত কপাল বড় সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এর চেয়ে ওর আর কি ভাল হবে, এ দুর্দ্দশায়। (প্রস্থান।)

২য় অঙ্ক—৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

(দেবনারায়ণের বাটীর কক্ষ)

ইন্দিরা কর্ম্মে নিযুক্ত। শচীনের প্রবেশ।

শচীন। আজ একটা তোমার সুখের খবর শুনলাম, তা বেশ, কমল বেশ ছোকরা।

ইন্দিরা। বাস্তবিক এ আনন্দে তোমার সহানুভূতি? তবে ভাল। (দীর্ঘশ্বাস)

শচীন। হাঁ এতে আমার হৃদয়ের আনন্দ জেনো উপযুক্ত লোকই উপস্থিত। আমরা গরিব লোক, পরিবার প্রতিপালন করতে নারাজ। কেবল আমোদ আহ্লাদ করে বেড়াতে চাই, আর কিছুর ধার ধারি না। (প্রস্থান।)

ইন্দিরা। গোড়া থেকেই দেখ্‌ছি, হৃদয়বিহীন, প্রবঞ্চক! এই মানুষকে মন প্রাণ সমর্পণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলাম! আমি কি নির্ব্বোধ! (কমলের প্রবেশ) (স্বগত) এইত প্রকৃত হৃদয়বান্ লোক; প্রতারণা কাকে বলে জানেন্ না।

কমল। (সহাস্যে) আমার কালকের প্রার্থনা মঞ্জুর হল?

ইন্দিরা। অবশ্য। কিন্তু একটী কথা।

কমল। কি? বল।

ই। যদিও আপনার প্রস্তাবে সম্মত, তবুও ত আপনাকে ওভাবে এখনো দেখছি না।

কমল। এত দিন ও ভাবে দেখনি, এখন দেখবে।

ইন্দিরা। (নত মস্তকে) তা'ত দেখবোই। এই-ই আমি চাই; তোমাদের আমার ক'রে এ
ক। (ইন্দিরার হাত ধরিয়া) আর কিছু না, স্থান হতে মুক্ত করে নিয়ে যাই চল। (ক্রমশঃ)

চৈতন্যের দান।

নদীয়ার নদেচাঁদ কত কাল পরে আজ
উদাসী সন্ন্যাসী-বেশে উদিলা নদীয়া মাঝ!
ওই সেই জন্মভূমি
শৈশবের ক্রীড়াগার,
কৈশোরে নিমাই যেথা
দিগ্বিজয়ী দুনিবার!
যৌবনে আপনাহারা বহু শুধু আঁখিধারা,
নিমেষে ভাসিয়া গেল
বিশাল সংসারখানি,
মা'র ও প্রিয়ার বুকে
জ্বলন্ত অশনি হানি'!
নদীয়ার নদেচাঁদ কত কাল পরে আজ
উদাসী সন্ন্যাসী-বেশে উদিলা নদীয়া মাঝ!
কত ভাবে কত স্মৃতি চারি ধারে উথলিছে!
গোরার হৃদয় বুঝি তালে তালে নাচিতেছে!
নিমাই পণ্ডিতে যারা
হেরিয়াছে ছেলভরে,
প্রেমিক গৌরাঙ্গে যারা
ফিরেছে বিরূপ করে,
আজি তারা দলে দলে নাচে ওই 'হরি' বলে
চৈতন্যে দেখিতে এসে
অচৈতন্য হয়ে গেছে!
প্রেমের বিজুলী লেগে
কুল মান হারিয়েছে!
কত ভাবে কত স্মৃতি চারি ধারে উথলিছে!
গোরার হৃদয় বুঝি তালে তালে নাচিতেছে!
সারাটী নদীয়া আজি প্রেম ভরে টলমল!

'কে হেরিবে নদেচাঁদে, চল্ ভাই, চল্ চল্!'—
ঘরে ঘরে এই বাণী,
ধেয়ে আসে নারী নর,
ক্ষণে ক্ষণে হরি নামে
কেঁপে উঠে চরাচর!
মধুর গোকুল-লীলা সুপ্তির স্বপনে ছিলা,
কে তাহারে জাগাইলা!
বুঝি আজ আয় যায়,
পরশ-রতনে ছুঁয়ে
সোণা হ'ল চারিধার!
সারাটী নদীয়া আজি প্রেম ভরে টলমল!
কে হেরিবে নদে চাঁদে, চল্ ভাই, চল্ চল্!
থমকি দাঁড়াল গোরা—ওই সেই গৃহখানি,
যেথা সদা বধূ সাথে অশ্রুস্নাতা শচীরাণী!
জননী আসিয়া ছুটি
পাগলিনী সমা হায়,—
"কইরে বাছনি মোর!
আয় মোর বুকে আয়!"
সরিল না ভাষা আর, আশাতীত এ যে মা'র,
মুরছি পড়িলা ভূমে
নিমায়ের কাছে এসে,
নিমাই চরণে মা'র
লুটাইলা ভাবাবেশে!
থমকি দাঁড়াল সবে একি দৃশ্য হরি! হরি!
মায়ে ছেলে ধূলি পরে দেন হায়, গড়াগড়ি!
বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবে মনে এত লোক আসিয়াছে,
কেমনে যাইব আমি প্রাণের ঠাকুর কাছে!

আজি যদি নাহি হেরি
হেরিব না তাঁরে আর,
ধরিব জীবন কিসে
অভাগিনী অবলার !
ঘুচে গেল লাজ-ভয়, "এলে তুমি প্রেমময় !"
কাতরে কহিয়ে বামা
লুটাল রাতুল পায় !
"কে তুমি" শুধান প্রভু
হায়রে না চিনে তায় !
অফুটন্ত কলি আজ ফুটন্ত সুষমা-ভরা
ভাগ্যদোষে রৌদ্রদগ্ধ অকালে জীবন্তে মরা !
"আমি যে দাসীর দাসী"—ঘুচে গেল সব ভ্রম !
"কি প্রার্থনা তব নারী ?" "জান তুমি প্রিয়তম !"
বুলিয়া বাসনা তাঁর
সৌকর্য্যে প্রীতিভরে,
আপন বক্ষম দুটি
অর্পিলেন পত্নী-করে।
বিষ্ণুপ্রিয়া নতশিরে লইলেন তাহা ধীরে
চুম্বিলা হৃদয়ে রাখি
কি আনন্দে সুমহান্ !
হেরিলা বিস্ময়ে বিশ্ব
চৈতন্যের মহাদান !
ভক্তসঙ্ঘ আলোড়িয়া উঠে ঘন হরিবোল !
কালেরে উপেক্ষা করি জাগে আজো সে কল্লোল !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

রুদ্র।

সূর্য্যপূজা-প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি, যে "নিরুক্তবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তিনটি দেবতা। তাহার মধ্যে অগ্নিদেবতার স্থান পৃথিবী, বায়ু বা ইন্দ্র-দেবতার স্থান অন্তরীক্ষ এবং সূর্য্য-দেবতার স্থান দ্যুলোক। এই তিন দেবতাই তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া বেদে নানা নামে অভিহিত ও স্তুত হইয়া থাকেন।" যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই তিন দেবতাই আবার এক দেবতার অবস্থান-ভেদ ও ভিন্ন দেবতা সকল এক মহান্ দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। (১) ঘট-শরাবাদির আকারগত ভেদ থাকিলেও যেরূপ মৃত্তিকা-রূপে তাহারা অভিন্ন, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য দেবত্রয়ের কার্য্যাদিগত ভেদ থাকিলেও সেইরূপ তাঁহারা স্বরূপতঃ (মহান্ আত্মরূপে) অভিন্ন। (২)

নিঘণ্টু গ্রন্থে রুদ্রদেব মধ্যমস্থান-দেবতার অন্তর্গত। বায়ু বা ইন্দ্র মধ্যমস্থান-দেবতা, সুতরাং রুদ্রদেব বায়ু বা ইন্দ্র দেবতার অবস্থান-ভেদ। যাস্ক বলেন, অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু, ও সূর্য্য এই তিন দেবতা তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য-হেতু বহুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (৩) ইন্দ্র বা বায়ু-দেবতার কর্ম্ম শিশির ও বৃষ্টির প্রবর্ত্তন, বৃত্রবধ (মেঘ-হননপূর্ব্বক বৃষ্টির নিরোধ-দূরীকরণ) ও অন্য সর্ব্বপ্রকার বলপ্রকাশ

---

(১) মহাভাগ্যাদ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। নি: ৭।৪।৮, ৯

(২) অগ্নীন্দ্রসূর্য্যানাং পরস্পরাপেক্ষমহত্ত্বম্, অনন্যত্বং চেত্যেকে দেবতাত্মনা মহত্ত্বাৎ নহি, ঘটাদীনাং মৃদা। ইতি দুর্গাচার্য্যঃ।

(৩) তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্যা বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। নি ৭।৫।১

ধারণ করিয়া রোদসী অবস্থান করিতেছেন, আমরা তাঁহা হইতে অবযুক্ত (বলশালী) মারুত-ব্রথকে (সেবককে) আহ্বান করিতেছি।*

রোদসী বা দ্যাবা-পৃথিবীর এইরূপ বর্ণনা হইতে বর্ষ প্রবর্তন—যাহা যজ্ঞস্থান, দেবতার কার্য—তাহার সহিত রুদ্রের সম্বন্ধ আছে, দেখা যাইতেছে।

যাস্ক বলেন, বেদে অগ্নিও রুদ্রশব্দে কথিত হইয়া থাকেন (অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে)। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ নিরুক্তে একটি ঋক্ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এইরূপ,—"হে রুদ্র অগ্নি, আমাদের স্তোত্র অবগত হও (জ্ঞাপয়)। অথবা হে জ্ঞাপয়িতা (অর্থাৎ স্তুতিদ্বারা যজমানের অভিমত অর্থ তুমি দেবতা-গণকে অবগত করাইয়া থাক), মনুষ্য যজমান-গণের প্রতি হোতৃরূপে তোমার যজ্ঞে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন কর। তাহা হইলে যজমান মনুষ্যগণ রুদ্রস্বরূপ তোমাকে (দৃশীকম্ অর্থাৎ দর্শনীয়ম্) সুন্দর দোষশূন্য স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবে।"† নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য এইস্থানে অথর্ব-বেদ হইতে একটি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া যাস্কের সমর্থন করিয়াছেন। এই ঋক্‌টির অর্থ এইরূপ,—"যে রুদ্র অগ্নিতে, যিনি জলের মধ্যে, যিনি ওষধি ও লতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যিনি এই সকল ভুবন বা লোক সৃষ্টি করিয়াছেন বা সজ্জীকৃত করিয়াছেন (চারুরূপে) সেই অগ্নি-স্বরূপ রুদ্রকে আমি নমস্কার প্রযুক্ত স্তবন করি।"‡ অগ্নিকে রুদ্র বলিবার কারণ এই যে, অগ্নি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, এই তিন লোকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত, এইরূপভাবে বেদে বর্ণিত। পৃথিবীলোকে পার্থিবাগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষ-লোকে বিদ্যুদগ্নিরূপে ও দ্যুলোকে স্বাদিত্য-রূপে তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন। আমরা রুদ্রের স্বরূপ-প্রকাশক দ্বিতীয় অনুবাকে দেখিয়াছি তাঁহার অশনিরূপ অস্ত্র অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। ইহা হইতে রুদ্রের সহিত বিদ্যুতাগ্নির যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বোধিত হইতেছে। যেখানে অগ্নিকে মরুদ্‌গণের সহিত যজ্ঞে আহ্বান করা হয়, সেখানে বিদ্যুতাগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'আমাদের চারু অধ্বরের (যজ্ঞের) প্রতি সোমপানার্থ, হে অগ্নি, আপনি আহূত হইতেছেন, অতএব মরুদ্‌গণের সহিত আগমন করুন।'—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্থলে যাস্ক বলিয়া-ছেন যে এ-স্থলে মধ্যমাগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মরুদ্‌গণ রুদ্রের পুত্র তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। রুদ্র-সূক্তে কোন কোন মন্ত্রে রুদ্র মরুদ্‌গণের পিতা, এই বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। "ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ" মরুদ্‌গণের পিতা রুদ্রের এই বাক্য (স্তুতি) কথিত হইতেছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য্য মরুদ্‌গণের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকার উল্লেখ

---

* রথং য মারুতং বয়ং অধ্বস্মান হুবামহে।
আরুক্ষন্তমস্তো সুরণানি বিভ্রতী সচা মরুদ্ভির্ রোদসী। ঋ, স, ৫।৫২।১৩

† রথং যিপ্রং মারুতং বেধসম্ ইতি যাস্ক।
(জ্ঞাপয়িতা তদ্বিধিভিঃ বিশে বিশে যজমানায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্। ঋ, স, ১।১।২৩।৫

‡ যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্সু য ওষধীষু যো রুদ্রো বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু অগ্নয়ে। অথর্ব ৭।৮৭।১

§ প্রতি তং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
মরুদ্ভির্ অগ্ন আগহি॥ ঋ, স, ১।১।৩৭।১
কথসনায় মরুতামেবমবশ্বাৎ ইতি যাস্ক

করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি এইরূপ—পূর্ব্বযুগে কোন সময়ে ইন্দ্র অসুরসমূহের পরাজিত করিয়া ছিলেন; তাহাতে অসুরমাতা দিতি ক্রোধান্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ এরূপ একটি সন্তান কামনা করিয়া তপস্যা দ্বারা স্বীয় স্বামী কশ্যপকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বরলাভ করেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইন্দ্র সুযোগমতে সূক্ষ্ম রূপে দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিদারিত করেন। পরে সেই সপ্তভাগের এক এক ভাগকে পুনরায় সপ্তভাগে খণ্ডিত করেন। গর্ভের এই অংশসকল তখন উদর হইতে বাহির হইয়া রোদন করিতে থাকে। এক সময়ে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর লীলা-কেলি করিতে করিতে এই গর্ভাংশসকলকে দেখিতে পান। তখন পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে বলিলেন, 'যদি আপনার আমার প্রতি প্রীতি থাকে, তাহা হইলে এই মাংসখণ্ডগুলির প্রত্যেক অংশই যাহাতে এক একটি পুত্র হয়, এইরূপ আপনি বিধান করুন।' তখন পরমেশ্বর সেই মাংস-খণ্ডগুলিকে সমান-রূপ সমানবয়স্ক ও সমান অলঙ্কারযুক্ত পুত্র সম্পাদন করিয়া, 'এইগুলি তোমারই পুত্র হউক,' বলিয়া পার্ব্বতীকে সমর্পণ করিলেন। এই জন্যই সমস্ত মারুত-সূক্তে মরুদ্গণ কদ্র-পুত্ররূপে স্তুত হইয়া থাকেন ও রৌদ্র সূক্তে রুদ্র মরুদ্গণের পিতা বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন। একটী ঋক্ সূক্তে মরুদ্গণ এইরূপ ভাবে স্তুত ও প্রার্থিত হইতেছেন যে,—"আমাদের অভি-প্রায়কর্ত্তা (সুখদ কামনার বর্ষিতারঃ) মরুদ্গণ! আমাদের আরোগ্যহেতুভূত আপনাদের যে নির্ণিক্ (শুচীনি) ঔষধ আছে, আপনাদের যে ঔষধগুলিও অহিংস্র মঙ্গলজনক ও সুখের উৎপাদক, আপনাদের যে ঔষধগুলি আমাদের পিতা রুদ্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন ও রুদ্রের যে ঔষধগুলি রোগের উপশমক ও অসুর নিবারক, আমরা আপনাদিগের নিকট হইতে সেই ঔষধগুলির কামনা করিতেছি।" রুদ্রের স্তবপ্রকাশক যে ঋক্ হইতে মন্ত্রের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়টীতে আছে যে "হে রুদ্র, তোমার যে বহু প্রকার ঔষধ আছে (সহস্রং তে ভেষজা) তাহা আমাদি-গকে দান কর।" এখানে মরুদ্গণের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে তোমাদের ও তোমা-দের পিতা রুদ্রের যে সকল ঔষধ আছে, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।' প্রসিদ্ধ সৃষ্টিবিৎ-সক প্রাচীন কবিরাজের লোকপ্রসিদ্ধ ঔষধ-গুলি যেরূপ ঋক্ কবিরাজের পুত্রের নিকট রোগে প্রার্থিত আশ্রয় করে, এখানে তদ্রূপ মহর্ষি ঋষি কশ্যপ প্রসিদ্ধ ঔষধগুলি তাঁহার পুত্রগণের নিকট প্রার্থনা করিতে-ছেন। রুদ্রের ঔষধের বিষয় আমরা ইহার পর পুনরায় উল্লেখ করিব।

আমরা মধ্যমস্থান-দেবতার প্রধান মরুৎ-প্রধান, বৃত্রবধ ও বলকার্য্য, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানে আমরা ইন্দ্র ও পর্জ্জন্য-দেবের কার্য্যের উদাহরণ প্রদর্শন করি দুইটী মন্ত্রের অনুবাদ করিব। ইন্দ্রের কার্য্য-প্রকাশক একটী মন্ত্র এইরূপ, "হে ইন্দ্র, আপনি মেঘকে (উৎসং) বিদারণ করিয়া উদকের নির্গমন-রন্ধ্র বিবৃত (বিস্তৃত) করিয়াছেন। অতি-শুষ্ক উদকাধারে প্রণীতির (বাধাসমূহ) মেঘ

---

* যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা মযোভূনি। যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শং চ যোশং চ রুদ্রস্য বক্ষসি॥—ঋক্, ১।১১৪।২

সকলকে আপনি বিসৃষ্ট (ক্ষরিত) করিয়াছেন। অতি মহান্ পর্ব্বতকে (মেঘকে) আপনি বিবৃত (বিস্তৃত উদকধারাযুক্ত) করিয়া পুনঃ পুনঃ উদকধারা ক্ষরণ করাইয়াছেন। আপনি দানব বা উদক-দান-কর্ম্মশীল মেঘকে হনন করিয়াছেন।* পর্জ্জন্যের কার্য্য-প্রকাশক একটি মন্ত্র এইরূপ, "পর্জ্জন্যদেব বৃক্ষ-সকলকে বিনাশ করেন, রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন। আমাদের সমস্ত প্রাণিসকল এই মহাবধ পর্জ্জন্য হইতে ভয় পায়। মেঘশব্দকারী বর্ষণকার্য্য-সম্পাদনকারী পর্জ্জন্য দুষ্কৃত-(পাপকারী, গণকে হনন করেন। মেঘগর্জ্জন উৎপাদনপূর্ব্বক পর্জ্জন্য-দেবের এইরূপ হনন-কার্য্য দেখিয়া নিরপরাধ ব্যক্তিগণ ভয় পাইয়া পলায়ন করে। (অশনিপাতে আমাদেরও প্রাণনাশ হইতে পারে, এই ভয়ে অনাবৃত স্থান হইতে পলায়ন করে)।" মরুদ্‌গণের কার্য্যপ্রকাশক যে মন্ত্রটি যাস্ক নিরুক্তে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই মন্ত্রটী এইরূপ, "হে মরুদ্‌গণ! তোমরা বিষ্টারযুক্ত শীঘ্র বা শোভন গতিবিশিষ্ট, অযুধ-সম্পন্ন অশ্বের ন্যায় গতিশীল (অশ্বপর্ণে অশ্বপতৈঃ) রথে (মেঘে) আরোহণ করিয়া আগমন কর। হে কল্যাণকর্ম্মা (সুমায়াঃ কল্যাণ। কর্ম্মাণঃ কল্যাণপ্রজ্ঞা বা ইতি যাস্কঃ) মরুদ্‌গণ তোমরা আমাদের জন্য প্রভূত পরিমাণ অন্নের সহিত (বর্ষিয়া ইত্যা) পক্ষিগণের ন্যায় (শীঘ্র) আগমন কর।" (১)

বেদে নহু বচনান্ত রুদ্রশব্দ রুদ্রগণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহার উদাহরণ জন্য যাস্ক একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এইরূপ, "হে রুদ্রগণ (রুদ্রাসঃ), ইন্দ্রের সহিত তোমাদের প্রীতি রহিয়াছে (অথবা ইন্দ্র ও তোমাদের মধ্যে সমান প্রীতি রহিয়াছে), তোমাদের রথ সুবর্ণনির্ম্মিত, তোমরা যথাশাস্ত্র সম্পাদিত যজ্ঞকার্য্যে আগমন কর। আমাদের এই স্তুতি (মতি) তোমাদিগকে কামনা করিতেছে। (২) গ্রীষ্মান্তে আকাশের উৎস-স্বরূপ মেঘপ্রভব জল যেরূপ তৃষিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমাদের স্তুতিদ্বারা অভিলষিত হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হও।" (৩)

বর্ষণক্রিয়া-সম্পাদনে যে যে প্রধান দেবতা নিযুক্ত বলিয়া বেদে বর্ণিত ও স্তুত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের কার্য্যাবলী যাস্কপ্রদর্শিত রীতি অনুসারে বর্ণনা করিলাম। এই সকল বর্ণনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বৃষ্টি-প্রবর্ত্তন-ব্যাপারে প্রকৃতির যে যে শক্তি বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই সেই শক্ত্যধিষ্ঠাতৃপুরুষ বা চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাভাবে স্তব করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিজ নিজ অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন। সমস্ত শক্তির কেন্দ্রীভূত, সমস্ত শক্তির উৎস, সমস্ত শক্তির প্রেরক বা সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাতৃ পুরুষকেও রুদ্র হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া রুদ্রনামেই তাঁহাকে তাঁহাদের

* ঋ, স, ৪।২০।৩২।১

(১) ঋ, স, ১।৬।১৪।১

(২) ঋ, স, ৩।৩।২১।১

(৩) দুর্গাচার্য্য-ব্যাখ্যা অনুসারে অনুবাদ।

সায়ণাচার্য্য এই অংশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"তৃষিত গোতমের নিকট দ্যুলোক হইতে যেরূপ উদকনিস্যন্দ প্রেরণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের জন্য আগমন করিয়া আমাদের অভিমত প্রদান কর।"

করেন ও ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। আমরা প্রবন্ধে আমরা বেদোক্ত রুদ্রের আকৃতি ও প্রকৃতির আলোচনা করিয়া দেখাইব, এই বৈদিক রুদ্রদেবই পরবর্ত্তী কালে শিব ও মহাদেবরূপে ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সোণার হার।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কেবল নিজের কাহিনী বলিতেছিলেন—"সিংগুপ্তায় শৈশব কাটিয়া গিয়াছিল। সুখের সিংগুপ্তা! সেই পর্ব্বত মালা, সেই নদী-স্রোত এখনও আছে। পর্ব্বতের সানুদেশ এখনও সন্ধ্যাকিরণে স্নাত হয়; নিশ্চল জলের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া ঠিক তেমনি করিয়াই আলোকের সোপান রচনা করে। কিন্তু সে আমি আর নাই।

"দুর্গার জন্মের পর মাতাঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলেন। পিতা কর্ত্তব্যের মধ্যে আপনাকে ও আমাকে এরূপ নিমগ্ন করিয়া রাখিলেন যে সে-দুঃখ, সে-অভাব বোধ করিবার অবসর পাইতাম না। দুর্গা রাজধানীতে আসিত, আমি পিতার নিকটেই রহিলাম।

"পিতা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতেন না। নিশিকালে সহসা ঘুম ভাঙ্গিলে কতবার দেখিয়াছি, তিনি নিঃশব্দে শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, আমি চেতনা পাইয়াছি, বুঝিতে পারিলেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

তিনি কথা কহিতেন খুব অল্প। তাঁহার শেষ জীবনে এ স্বভাবের কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আমি তাহার কথা বলিতেছি না। তখন আমি তাঁহাকে যত ভক্তি করিতাম তাহার অধিক পরিমাণে ভয় করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে সমান পরিমাণে ভক্তি করিতে শিখিলাম যেদিন, তাহার কথা আমার এখনও মনে আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রাজপরমেশ্বর দ্বিতীয় বুদ্ধদেব স্বর্গারোহণ করিলে পর সামন্তগণ সিংগুপ্তায় উপস্থিত হইয়া পিতাকে সিংহাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করেন; তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমার অগ্রজের বংশে এখনও বীরের অভাব ঘটে নাই। তাঁহার ফলক তরবারি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও সেইরূপই তীক্ষ্ণ, সেইরূপই সাঙ্ঘাতিক। অগ্নিকণা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দাহিকা-শক্তি অন্তর্হিত হয় না। আপনারা আমার ভ্রাতার কনিষ্ঠপুত্র সেই বালককেই সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করুন। তাহাতে আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইব।" আমি পিতার এই মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। দিবানিশি এই কথা চিন্তা করিতাম এবং মনে মনে ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতাম।

"একদিন রোগশয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম পিতার বেশভূষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেখিলাম তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। মস্তকের কেশ রুক্ষ, উষ্ণীষবিহীন; কর্ণ কুণ্ডলহীন; কণ্ঠভূষণ নাই, সেই সুডৌল শোভন মুক্তা বিনির্ম্মিত গ্রৈবেয়কের স্থলে কঠিন রুদ্রাক্ষের

হার ; হীরক-খচিত অঙ্গদের পরিবর্ত্তে বাহুতে অক্ষবেষ্টনী । পরিধানের শুভ্র বসন গৈরিক-রাগ-রঞ্জিত !

"কয়েক দিন পরে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে পর তিনি বলিলেন, "এ বেশ পরিধান করিতে তোমার ইচ্ছা হয় ?" আমি বিস্মিত হইয়া কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। যদি উত্তর দিতাম তাহা হইলে বোধ হয় অনিচ্ছাই প্রকাশ করিতাম ; আমি তখনও বালক, তখনও অলঙ্কার আড়ম্বরের মোহে আচ্ছন্ন। আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি সিক্কগুপ্তা ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে যাইতেছি; সেইখানেই থাকিব, আর এবনে আসিবনা। তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে ;''

দেবরাজ সস্নেহে বলিলেন, "দেবল ! আমার সে দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে। পিতৃব্যের সন্ন্যাস-বেশ দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমি সব ভুলিয়া গেলাম।"

দেবল বলিলেন, "আপনার সেই দিনের আনন্দোৎফুল্ল বদন আমি মনের মধ্যে বেশ দেখিতে পাইতেছি। আপনাকে ও দুর্গাকে দেখিব বলিয়া সিক্কগুপ্তা ত্যাগের বিষাদ আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তবুও আমি সেদিন উপত্যকার বিচরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া অনেকক্ষণ নদীতীরে বসিয়া থাকিলাম। স্বর্গে আসিয়া আমার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি একস্থানে সংগ্রহ করিতেছিলাম। অন্য দ্রব্য বেশী কিছু ছিল না—অস্ত্রশস্ত্রেরই ভাগ অধিক। পিতা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমরা পদব্রজে যাইব ; বাহক কেহ সঙ্গে থাকিবে না ! জীবনে বাহন ব্যবহার ও অশ্ব স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তুমি একাকী এত ভার বহিতে পারিবে ?" আমি সবে মাত্র রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি, তিনি সে কথা একবারও বিবেচনা না করিয়া এরূপ ভাবে এত খানি পথ পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিলেন। আমার মনে অভিমান সঞ্চারিত হইল। সাধের অস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। নিজের সমক্ষে অস্ত্রকার দ্বারা সেগুলি নিষ্ফল করাইয়াছিলাম ; উত্তপ্ত লৌহফলক যখন তুষার বিগলিত হিমবারিরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া সর্পের ন্যায় তীব্র গর্জ্জন করিত, তখন কতবার উল্লাসে করতালি দিয়াছি ! আজ শারীরিক বলের অভাবে সেগুলিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ! নত মস্তকে, দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, 'আমি এগুলিকে নিজেই লইয়া যাইব। বাহক চাহি না।'

"রাজধানীতে আসিলাম। দাদা ! আপনি আমাকে প্রাসাদে রাখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতার আগ্রহাতিশয্যে আমি বিরূপাক্ষ দেবের মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে পিতার সহিতই বাস করিতে লাগিলাম। গৌড়াচার্য্যদেব আসিলেন। পিতা তাঁহারই সংসর্গে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে যখন তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইতেন আমাকে সঙ্গে লইতেন।

"এরূপ জীবন-যাপনে আমার হৃদয়ে এক-দিনের জন্যও খেদ উদ্রিক্ত হয় নাই, কিন্তু এখানে আগমনের পরেই যখন আবার সবয়স্ক বালক নাগরাও সিক্কগুপ্তার দুর্গাধিপতি হইয়া চলিয়া গেল, সেদিন আমার মন অশান্ত হইয়াছিল ! নাগরাও ! সত্য বলিতেছি সেদিন আমার ঈর্ষা হইয়াছিল।"

নাগরাও বলিতে যাইতেছিলেন, "অসম্ভব নহে।" কিন্তু দেবলের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; তিনি বলিলেন, "তোমার পিতাই তাহার কারণ। আমার হইতেছে সম্রাট্ সেইজন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করেন নাই।" মধুরাও কথা কহিলেন, বলিলেন, "সত্য কথা। বালককে সিংহগুহা প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না। তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহার অপেক্ষা বীর তখন অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু মারাপ্পা সন্ন্যাসী হইয়াও কোন দিন তাহার স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। যাহা করিতে সে মনস্থ করিত তাহা সাধন না করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইত না।" দেবরায় মৃদুভাবে নাগরাওয়ের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "তিনি অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।"

কোন কোন বৃদ্ধের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; আর যাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন তাহাদের শ্রবণশক্তি আপনা হইতেই তীক্ষ্ণ হয়। দেবরায়ের স্বর অতিশয় নিম্ন হইলেও তাহা মধুরাও ও দেবলের কর্ণগোচর হইল। দেবলের বৃদ্ধিসূচক মলিন মুখ আরও পাংশু হইয়া গেল। মধুরাও বলিলেন, "মারাপ্পা আমার বন্ধু; সেরূপ বন্ধু আমি জীবনে পাই নাই, আর কেহ সেরূপ বন্ধু লাভ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, তাহার বিশ্বাস অবিশ্বাস পাত্র অপাত্রের উপর সকল সময় স্থাপিত হইত না। যাহারা চিরজীবন যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত করিয়াছে, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাহাদের হয় না। মারাপ্পার সে অভিজ্ঞতা নাই, আমারও না।"

দেবলের ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল, কেহ তিনি কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন। দেবরায় বলিলেন, "দেবল! এ প্রসঙ্গ এখন শেষ হউক। তুমি বিশ্রাম কর। তুমি ত আমার কথার অবাধ্য নহ। আমি আবার বলিতেছি, তুমি এখানেই আমাদের সঙ্গে থাক, বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া যাইও না।"

দেবল অবনত মস্তকে বলিলেন, "সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখি নাই, রায়! আমি জীবনের পাপ কাহিনী বিবৃত করিয়া ভিক্ষা দিনের জন্য আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, আমার এ অপরাধও ক্ষমা করুন।"

"নাগরাও! তোমার প্রস্থানের পর আমার সন্ন্যাসের উপর বিতৃষ্ণা হইয়াছিল। কিন্তু যে দিন পিতা নিরস্ত্র অবস্থায় তৈরল-পেরুজ তৈলিঙ্গের সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ-দমন করিলেন, সে দিন সন্ন্যাসধর্ম্মের উপর এক প্রবল শ্রদ্ধা জাগরিত হইল। তাহার পর আমার অধঃপতনের সূত্রপাত।"

দেবল ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। দেবরায় বলিলেন, "দেবল! নিরস্ত হও!" দেবল বলিলেন, "না রায়, আমার কাহিনী শেষ করিতে দিন।—"পিতা সেই তৈলিঙ্গ-বাসী সন্ন্যাসীর অপরাধ ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু সে পুনরায় বিদ্রোহী হইল। সে বিদ্রোহেরও দমন হইল, সন্ন্যাসী নিহত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিজয়নগর রাজবংশের সেই প্রাচীন স্বর্ণহার সে আমাকে দিয়া গেল। হতভাগ্য প্রাসাদে অবস্থান কালে তাহা অপহরণ করিয়াছিল। সে-হারের ইতিহাস না-কি সে জানিত।

"সেই আমার প্রথম যুদ্ধ। বিজয়লাভের

মাদকতা আমাকে গ্রাস করিয়াছিল ; মনে তামসিক ভাবের পূর্ণ রাজত্ব ; তথায় অহঙ্কার স্পর্দ্ধা নিষ্ঠুরতা নির্লজ্জ বিরাজ করিতেছিল। বিজয়নগরে ফিরিবার পথে মনে সঙ্কল্প করিলাম সে হার হেমকে দিতে হইবে।

"রাজধানী প্রবেশের পথে পিতার দর্শনলাভ হইল। আমার মুখে যুদ্ধের বর্ণনা শুনিয়া মনে হইল তিনি প্রীত হইয়াছেন। দণ্ডনায়কের প্রাসাদে উপনীত হইয়া শুনিলাম হেম আনিগণ্ডীতে। আনিগণ্ডীতে উপস্থিত হইলাম। তবু আমার বিজয়লাভে হর্ষপ্রকাশ করিল, কিন্তু আমি যখন আমার আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলাম তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল।"

নাগরাও বলিলেন, "দেবল! ক্ষান্ত হও, অতীতকে আর জাগাইয়া তুলিওনা। প্রসঙ্গ ক্রমশঃ আমার অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।" দেবরায় এবার কথা কহিলেন না। দেবলের কাহিনীর অবশিষ্টাংশ শুনিবার জন্য তাঁহার অন্তরে প্রবল ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল। তিনি নাগরাওয়ের উক্তির কোনরূপ সমর্থন না করিয়া স্বর্ণনির্ম্মিত তাম্বূলাধার হস্তে লইয়া নীরবে ক্রীড়া করিতেছিলেন। মধুরাও বলিলেন, "দণ্ডনায়ক নাগরাও! তুমি এখন ভুলিয়া যাও তব তোমার ভ্রাতা, হেম তোমার ভগ্নী।" নাগরাও বলিলেন, "আপনি দেবলের সমস্ত কথা বিশ্বাস করেন?"

নাগরাও যে স্থান হইতে কথা কহিতেছিলেন, দেবল সহসা সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নির্ম্মাপিত অগ্নি-কোটর হইতে বিদ্যুৎ-শিখা বহির্গত হইল না বটে, কিন্তু দেহ উত্যক্ত ধনুকের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মধুরাও বলিলেন, দেবল! নাগরাওয়ের বাক্যে কর্ণপাত করার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার কথা সর্ব্বাংশে বিশ্বাস করি। তোমার পিতা এখানে থাকিলে তিনিও বিশ্বাস করিতেন। তিনি যখন এখানে আসিবেন, আমি তাঁহার সমস্ত ভ্রম উৎপাটিত করিয়া দিব। বল, দেবল কি বলিতেছিলে?"

দেবল ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি আর আসিবেন না। তিনি নাই।" দেবরায়ের হস্ত হইতে তাম্বূলাধারস শব্দে গৃহতলে নিপতিত হইল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "দেবল!" মধুরাও দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া বলিলেন, "মারাপ্পার পুত্র! এ কথা কি সত্য?"

দেবল রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সত্য!" তখন নাগরাও পিতার অঙ্গাবরণের কণ্ঠবন্ধনী শিথিল করিয়া দিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

দয়া।

শীতান্তে বসন্তে যথা
মলয়ের নিরমল স্নিগ্ধ সমীরণ,
ক্লান্তিভরা ক্ষুব্ধ প্রাণে
এনে দেয় কোথা হ'তে মহা-জাগরণ,
তেমতি বিভুর দয়া
মৃত-কল্প আশাহীন জীবনের মাঝে,
অমৃতের ধারা দিয়ে
পূর্ণ করে অপূর্ণেরে নবীনের সাজে!!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

নিবেদন।

স্বর্গগতা সহকারিণী সম্পাদিকা মহাশয়ার স্বর্গারোহণোপলক্ষে রচিত যে কয়টি কবিতা প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও কয়েকটি রচনা ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১২শ কল্প—৩য় ভাগ।

১৩২৯ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠাঙ্ক
অকাল-বিয়োগ (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত—	...	৩৫৩
অজানা (কবিতা)	...	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	...	২২৭
অনুরোধের পুরাবৃত্তি (গান)	...	রচনা—শ্রীমতী [illegible] খাতুন্ স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা		২০৪
অশ্রু (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত অখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৬৮
অশোক-কথা (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত অখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৩০৫
আপনা (কবিতা)	...	কুমারী পূর্ণিমাপ্রভা চৌধুরাণী	...	১৭৪
আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনী উষা—		শ্রীযুক্ত—	...	৩৬৯
আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী কুমারী উষাপ্রভা		শ্রীমতী—	...	৩৬৫
আমাদের গান	...	শ্রীযুক্ত —	...	১৩
আমার (কবিতা)	...	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	...	৮৭
ইতিহাসে রমণী	...	শ্রীযুক্ত কেদারগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি		২১, ৫৩, ৬৯, ১৫১, ১৫৩, ১৯৭, ২১৪, ৩০৭
ইন্দিরা (নাটক)	...	শ্রীমতী—		৩৩২, ৩৭৬,
ঈশ্বর (কবিতা)	...	কুমারী পূর্ণিমাপ্রভা চৌধুরাণী	...	৮
উৎসব (গান)	...	রচনা—শ্রীমতী বেলা ঘোষ স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা		৩২৫
উপদেশের ঝুড়ি	...	শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শর্ম্মা		২৩, ২৬২,
এই ভালো (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত—বরদেশ	...	১০৪
কল্পনা (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	...	৩৪১
কল্পনা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	...	৩৭২
কামনা (কবিতা)	...	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	...	১১৫
কাবিনা গাছ (গল্প)	...	শ্রীযুক্ত—	...	২৯৯
কিরণ-ভারি (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	...	১৩
কুমারী উষাপ্রভা দত্তের স্বর্গারোহণে		... ...	...	৩২৮
কেন (কবিতা)	...	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	...	২৪১
ক্ষণিক আলোকে (কবিতা)	...	শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা	...	১১১
গান	...	শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্তা	...	২১১
গান	...	শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	...	২৩৩
গান ও স্বরলিপি		গীতরচয়িতা—মোলবী গুলাম্ মুস্তাফা সাহেব, বি এ, বি-টি স্বরলিপি শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	২৩৭
গান ও স্বরলিপি		রচনা—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, এম-এ, বারএট্-ল স্বরলিপি-শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	...	২৬৯

বিষয়		লেখক-লেখিকা		পৃষ্ঠাঙ্ক
গান্ধারী	...	শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী		৫
ঘাট-ওয়ালী (গল্প)		শ্রীমতী সরযূ বালা বসু		১৪৩
চন্দন (গান ও স্বরলিপি)		রচনা—শ্রীযুক্ত কমলাচরণ মহাপাত্র সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	৫৭৫
চৈতালের গান (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত	...	৫৮৩
ঝড়ের তরী	...	গান—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	৪৮৫
তর্পণে (কবিতা)	...	শ্রীমতী মণিকা রায়, বি-এ	...	৩৬০
নয়া (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	...	৩৮৯
দোলনে (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	..	৩৪১
নারীর শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা		শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	...	২৪১
নিবেদন (কবিতা)	...	শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী	...	১৪৮
নীরব গান (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্	...	২০০
পরিবেদনা	...	গান—৺রজনীকান্ত সেন স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	১৩৬
পুস্তক-সমালোচনা	...	৩৪, ৬০, ৯৮, ১৬৪, ১৯২, ২৩১, ৩২৬		
পেপের উপকারিতা	...	শ্রীযুক্ত—	...	৫২
পৌষ-সংক্রান্তি	...	শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শর্ম্মা	...	২৯১
"প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখিস্" (গান)	...	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল		৩৫
প্রার্থনা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী	...	১২২
প্রাপ্তি-স্বীকার ও মন্তব্য	...		...	১০৩
প্রেমিক (গল্প)	...	শ্রীযুক্ত—	...	১৫০
ভাগ্য-দেবতা (গল্প)	...	শ্রীযুক্ত—	...	১২২
মধুর চাষ	...	শ্রীযুক্ত—	২১৯,	২৫৩
মহিমা (কবিতা)	...	শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী	...	৩২৯
মাতা ও শিশু	...	শ্রীযুক্ত উমাপদ মৈত্র, বি-এ	...	৩১০
মিনতি (কবিতা)	...	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	...	১৪৩
মিসেস্ ইফ্ বল্ড্	...	শ্রীযুক্ত—	২২৮,	২৪৪
মীরাবাই		শ্রীযুক্ত—	...	৮৫
মেঘ-দূত (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী		১৪২
রাগ না অভিমান (গল্প)	...	শ্রীযুক্ত হরদাস চট্টোপাধ্যায়	...	৩৭৭
রুদ্র	...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী, এম-এ		৩৮১
রাণীর বেদন	...	গান—৺মহাত্মা রজনীকান্ত সেন সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা		১৮৫
বরষায় (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৭৯
বর্ষ-প্রবেশ	...			১৩৮

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
পূজা-প্রভাতে ...	গান—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৭১
বর্ষাপ্রাতে (গান ও স্বরলিপি) ...	রচনা—৺জীবেন্দ্র কুমার দত্ত সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১
বিজন-পথে (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	২৬৫
বিদায় (কবিতা) ...	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন ...	৪২
বিধির বিধি (উপন্যাস)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী ১৭৪, ২০৮, ২৪৮, ২৭১, ৩০৫	
বিবে মধু (কবিতা) ...	শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র ...	৯৪
বিধুর বিবাহ (গল্প) ...	শ্রীযুক্ত—	৯৯
ব্যাকুলতা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী	১৭৩
শঙ্কটে (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরী দেবী	১৯১
শিলা দৈবে (সচিত্র) ...	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সে ৮৪, ১৩৩, ১৬১	
শিবপালন (মাতৃদুর হইতে উদ্ধৃত)	...	২২
শোক-সংবাদ	১৩৫, ২৩০, ২৯৬, ৩২৮	
শোকাশ্রু (কবিতা) ...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৩৫৯
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...	শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত ১৬, ৪৩, ৭৮, ১০৪, ১৩৯, ১৬৯, ২০০, ২৩৩, ২৬৬, ২৯৯, ৩৪২, ৩৬১	
শ্রম ও ধর্ম	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৮০
সচিত্র বৃহৎ পত্রিকা ...	বৈশাখ-সংখ্যার নব্যভারত চতুর্থ পৃষ্ঠা	
সাথী	... ...	৩৩, ১৬৫
সঙ্কল্প	... ...	২৬৩, ২৯৫
সাধের মালা (গান)	রচনা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩২৯
সাহিত্যের তিনটী ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত কমলকুমার সান্যাল, বি-এ	২৭৮
সূর্য্য পূজা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী, এম-এ	৩৫, ৯৪, ১১২, ১৪২
সোণার হার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত—২৬, ৫৪, ৭৫, ১১৬, ১৪৫, ১৮৮, ২২২, ২৫৫, ২৮৭, ৩১৭, ৩৫২, ৩৮৬	
স্বর্গীয় নিবেদিতে উমা ও কল্যাণী—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ, বাগ্‌চি, বি-এ		১২৬
স্মরণে (কবিতা)	শ্রীমতী মনোরমা দাসী ...	২৫৩
স্মৃতি-মিষ্টি	রচনা—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৩৭
স্বর্গীয়া কুমারী উমাপ্রভা দেবের পুণ্য শ্রাদ্ধ-বাসরে—শ্রীযুক্ত হিরণ্নাথ ভট্টাচার্য্য		৩৫৮
হাসানিধি (কবিতা)	শ্রীমতী অনিন্দ্যসুন্দরী দেবী	২৪৭
হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ৩১, ১১৮, ১৪১, ১৮২, ২১২, ২৩৯, ৩২১, ৩৫৭, ৩৭৫	
হ্যারিসেট্ বীচার স্টো	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০, ১৪৮, ১৮৩	

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।
ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

Ramabodhini, December, 1922. Reg. No. C 134

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজের জন্য অনুমোদিত

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত

সচিত্র **সাতনদী** মূল্য দশ আনা

গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সাতটী পুণ্য-নদীর পৌরাণিক কাহিনী।

"আইভরি ফিনিশ কাগজে বার্ণিস করিয়া সুন্দর ছাপা। মলাটে একখানি ও ভিতরে সাতখানি, নদী ও নদীতীরের দৃশ্যের, সুন্দর চিত্রও আছে।

"বইখানি আগাগোড়া চিত্তাকর্ষক সুখের বিষয় গল্প ছলের ধরণে লেখা; এজন্য ইহা ছেলেদের খুব সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এই সাতনদীর কাহিনী জানা উচিত। সাতনদীর সাতখানি ছবি আছে।— সুতরাং দাম এই মাগ্‌গির বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে।"—প্রবাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩২৯) বিস্তৃত সমালোচনা দেখুন। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষ নায়ক, হিতবাদী, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, অমৃতবাজার প্রভৃতিতে প্রশংসিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাকানা।

শ্রীমতী তুলসীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুরবাণী স্বরূপ। ভাষা অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতিবালক-বালিকাগণকে কাটের খেলার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারসসিটী।

বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে

বিক্রেয় পুস্তক।

১। ধর্ম্মজীবন (প্রথম ভাগ) ।৵০ স্থলে ৶০
২। ঐ (২য় ভাগ) ৵০ ,, ।৵
৩। ব্রহ্মগীতা ।৵০ স্থলে ।৵০ ৪। বেদিয়া বালিকা ৵০ স্থলে ৶০। ৫। বনবাসিনী ১৲০ স্থলে ৶০। ৬। সীমন্তোন্নয়নের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ১৲০ স্থলে ৶০। ৭। নারী-শিক্ষা (১ম ও ২য়) ।৵০ ও ৸০। ৮। কারাকুসুমিকা ৵০। ৯। শিক্ষিত ও স্বাধীন ।৵০ স্থলে ৶০। ১০। মানব-সখা ৶০। ১১। চিত্তবিকৃতি-রোগ ৵০ স্থলে ৷০। প্রত্যেক বর্ষের পুরাতন বামাবোধিনী ১৲। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গোল্ডেন ব্রেন পিল্

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

রোগীদিগের অনুকথা বিনামূল্যে।

"গোল্ডেন ব্রেন পিল্স"

ম্যানেজারিং এজেণ্ট।

কুণ্ডু এণ্ড সন্স, (এন, পি)।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশি মূল্য ১৲ টাকা, ভিঃপিঃতে ১৸৶০। তিন শিশির মূল্য ২৷৷০, ভিঃপিঃতে ২৸৶০। এক গ্রোস ১০৮৲।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দুষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৲০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বিনা মূল্যে ও বিনা মাশুলে বিতরিত

"আমাদের জীবন দশা।"

ইহা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় মহুপদেশপূর্ণ পুস্তক। ঘরে থাকিলে ইহা সুচিকিৎসকের কার্য্য করিবে। প্রায় ফুরাইয়াছে; অতএব পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"

অগ্নিমান্দ্য এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ইহা সেবনে নীরোগ হইতে পারিবেন। ৩২ বটিকা-পূর্ণ ১ কৌটা ১৲ এক টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২১২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ষ্টিথস্কোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথি-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত; ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতির দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট বীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং— ৯নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেয়েদের গীতা—শ্রীযুক্ত কুমুদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ১৲ বেঙ্গল পাবলিশিং হোস ৫ (ক) সুর মহাম্মদ লেনে ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। বামাবোধিনি (মাঘ ১৩২৯) তে বিস্তৃত সমালোচনা দেখুন।

মেয়েদের বোধগম্য করিবার জন্য গীতার তত্ত্ব গল্পে আলোচিত ও অনুবাদিত হইয়াছে।'... প্রবাসী। 'গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল। বাঙ্গালার মেয়েরা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।... হিতবাদী। 'অল্পশিক্ষিতা নারীগণও সহজে গীতার জটিল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।... নায়ক। সরল গল্পে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় এই গ্রন্থে বিবৃত... বসুমতী। 'Written in simple and impressive Bengali prose and contains a lucid explanation of the tenets of the Gita. Let us hope the consolation which he succeeded in giving to his bereaved family, may be derived by all...Its get-up is nice and it will make an admirable prize and presentation book's. Servant.

সুবর্ণ সুযোগ।

যদি আপনার প্রিয়-জনের ছবি (ফটো) চিরস্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার ফটো সহ ৩৷৷০ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা ১৮" × ১৪" সাইজের সুন্দর একখানি ক্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট করিয়া পাঠাইব। ফটো যদি ভাল কিংবা পরিষ্কার হয়, তবেই ঐ দরে দিতে পারিব, নচেৎ আরও ৪৲ টাকা বেশী লাগিবে। গ্রুপ ফটো এন্‌লার্জমেণ্টের জন্য পৃথক চার্জ্জ লাগিবে না।— পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

সান্যাল এণ্ড কোং,
৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী-প্রণীত নূতন পুস্তক

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—[উপন্যাস] দ্বিতীয় সংস্করণ—২৲ ।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

BHARAT DHARMA MAHAMHNDAL.

THE ALL-INDIA HINDU SOCIO-RELIGIOUS ASSOCIATION.

General President : H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications at three-fourth price PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE

The General Secretary : Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

স্বর্গীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গলায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের ৺ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

পোঃ আঃ—খান্দারপাড়া, ফরিদপুর।

March, 1923. Reg. No. C. [illegible]34

৩০ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা।
ও সমালোচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চৈত্র ১৩২৯—এপ্রিল ১৯২৩।

সূচী

১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীযুক্ত রাধালক্ষ দত্ত ...	৩৬১
২।	অকাল বিয়োগ (কবিতা)	শ্রীমতী— ...	৩৬৫
৩।	আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্না কুমারী ঊষাপ্রভা	শ্রীমতী— ...	৩৬৫
৪।	আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনী ঊষা	শ্রীযুক্ত— ...	৩৬৭
৫।	করুণা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ...	৩৬৮
৬।	চন্দন	রচনা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দরবেশ সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	৩৭০
৭।	বিন্দুর তীর্থ নিচয়	শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী ...	৩৭৪
৮।	ইলিয়া (নাটিকা)	শ্রীমতী— ...	৩৭৫
৯।	চৈতন্যের দান (কবিতা)	৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ...	৩৮৮
১০।	ধর্ম্ম	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম-এ	৩৮৯
১১।	সোণার হার (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত— ...	৩৯৯
১২।	দয়া (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ...	৪০৩
	নিবেদন— ...	... ...	৪০৪

সম্পাদক শ্রীযুক্ত আমলকুমার দত্ত এম-এ কর্ত্তৃক ৩৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ; মফঃস্বল মূল্য [illegible]

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ (তিন আনা) মাত্র।

আবার এসেছে আকাশ ছেয়ে

যেমন আজকাল চল্‌তি গানের মধ্যে, ঠিক তেমনই 'ডোয়াকিনে'র হারমোনিয়ম আধুনিক সঙ্গীত-প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে চল্‌তি বাজনা। দু'টী বিখ্যাত মার্কার জিনিষ এখানে দেওয়া গেল, বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 'এইচ' লিষ্টে পাবেন।

"গ্রামোলা"

তিন অক্টেভ,	দু'সেট রীড	৪৫৲ টাকা
ঐ	'স্পেশল' ...	৬০৲ টাকা

"ডোয়াকিন ফ্লুট"

তিন অক্টেভ,	দু'সেট অর্গান রীড ...	৭৫৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড ...	২০৲ টাকা
ঐ	দু'সেট রীড—এক সেট উদারা	১০০৲ টাকা

অন্যান্য রকম ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

'এইচ' লিষ্টের জন্য চিঠি লিখুন।

ডোয়াকিন এণ্ড সন্‌,
৮নং ডালহাউসীস্কোয়ার,
কলিকাতা।

"গ্রামোলা"
টেলিগ্রাম "মউজক্যাস

"ডোয়াকিন ফ্লুট"
টেলিফোন ১০৫, কলিকাতা

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না ;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।
সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

Regd. No. C 134.

বাংলা দেশের ডিরেক্টর সাহেব কর্তৃক প্রাইজের জন্য অনুমোদিত

শ্রীযুক্ত নিতাইকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত

সচিত্র **সাতনদী** মূল্য দশ আনা

গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সাতটী পুণ্য-নদীর পৌরাণিক কাহিনী।

কাইন্ডারি বিলিশ কাগজে আর বড়ার সুন্দর ছাপা। মলাটে একখানি ও ভিতরে সাতখানি, নদী ও নদী তীরের দৃশ্যের, রঙ্গীন তিনরঙ্গা ছবি আছে।

"বইখানি আপাতোচ্চা চলিত রঙের কথায় গল্প বলার ধরণে লেখা; এজন্য ইহা ছেলেদের খুব সহজে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক হইবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের এই সাতনদীর কাহিনী জানা উচিত। সাতনদীর সাতখানি রঙ্গিন আর ছবি আছে। সুতরাং দাম এই মাগ্গির বাজারে খুব সস্তা হইয়াছে বলিতে হইবে।"—প্রবাসী।

প্রদীপ (আশ্বিন ১৩২৮) বিস্তৃত সমালোচনা দেখুন। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষ, বঙ্গবাসী, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, অমৃতবাজার প্রভৃতিতে প্রশংসিত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা।

ললিত মধুর গীতিকাব্য। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুরতা স্বরূপ। ভাষা অতি প্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতিবালক-বালিকাকে কাহার খেলার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আনন্দ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারসসিটী।

বায়স্কোপিক্যাল-কার্য্যালয়ে

বিক্রয়ের পুস্তক।

[illegible]

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গোল্ডেন ব্রেন পিল

ভারতবাসীর নিজস্ব।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ।

[illegible]